Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

# রক্ষক

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

সেবা প্রকাশনা

ShOpNoHiN

ওয়েস্টার্ন গল্প-সংকলন

# রক্ষক

## সম্পাদনাঃ ইসমাইল আরমান

পল সিরেনো—ইস্পাতকঠিন এক র‍্যাঞ্চার।
মোহাভে জ্যাক—দুর্ধর্ষ গানম্যান।
জন রাইটার—পায়োনিয়ার।
জেরোনিমো—লড়াকু ইণ্ডিয়ান চিফ।
নরিন—প্রতিশোধপরায়ণ যুবতী।
কেভিন ন্যাশ—সুচতুর এক আগন্তুক।
জিম মরিসন—ন্যায়পরায়ণ শেরিফ।

বুনো পশ্চিমের এমনই কিছু বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ নিয়ে এ-বই।
নতুন-পুরনো এক ঝাঁক প্রতিভাবান লেখকের কলম থেকে বেরুনো ছোট-বড় ন'টি কাহিনির মাঝ দিয়ে আপনারা দেখবেন পশ্চিমের রুক্ষতা, সংঘাত, আত্মত্যাগ, ন্যায়-প্রতিষ্ঠা এবং প্রেমের অনবদ্য কিছু দৃষ্টান্ত।
তা হলে আর দেরি কেন, চলুন হারিয়ে যাই পশ্চিমের সেই আগুনঝরা দিনগুলোয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

# রক্ষক

Boighar.com

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8345-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

RAKKHAK
A Collection of Western Stories
Edt. by: Ismail Arman

Boighar NoHiN ...::ShOp.com

সেবা প্রকাশনী

এক শ' পনেরো টাকা

# ওয়েস্টার্ন

# রক্ষক

## ইসমাইল আরমান

## সম্পাদিত

SCAN & EDITED BY:

ShOpNoHiN

সূচি

**কাজি মাহবুব হোসেন**

বেড়া ৫

কাউবয় ৫২

**কাজী শাহনূর হোসেন**

একশো রাইফেল ৭৩

**তারক রায়**

গানম্যান ১৪৩

**সৈয়দ অনির্বাণ**

পানির দর ১৬০

**প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার**

বাউন্টি হান্টার্স ১৭৫

**ইমতিয়াজ আজাদ**

রক্ষক ১৮২

**মুহাম্মাদ তানভীর মৌসুম**

মিনেসোটা ফটোগ্রাফি ১৯৫

**জুনায়েদ কবীর**

সাজা ২০৯

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

## সেবা প্রকাশনীর
## আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজি মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **ইসমাইল আরমান:** মুক্ত বাতাস, দেশান্তর, কাপুরুষ, মরণডাক, রক্ষক। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু, একশো রাইফেল। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী, নিশানা, লড়াকু, দাবদাহ, একা, বিনাশ, শত্রু। **গোলাম মাওলা নঈম ও মুনতাসির রহমান অর্ণব:** হাঙ্গামা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা, নিঃসঙ্গ নেকড়ে, বিপাক। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **মৃন্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল, ডেথ ট্রেইল। **ডিউক জন:** সুবর্ণ সমাধি। **তারক রায়:** দাবিদার।

# বেড়া

Boighar.com

কেউ একটু ফিরেও তাকাল না। ওরা জানে পল সিরেনো দোকানে ঢুকেছে! ওদের ঘৃণা উপেক্ষা করে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল সে।

দোকানের মালিক হাস্কি। ওদিকে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে সে। অনেকেই রয়েছে। রেড বিল, ডাবল ডায়মণ্ডের মালিক। এ এলাকায় সে-ই সবচেয়ে ধনী। জ্যাক, এখানকার প্রথম বাসিন্দা, আর উপত্যকার শেষ মাথায় থাকে টেড হার্পার। একটু পরে ওদের ছেড়ে পলের কাছে এল হাস্কি।

সাদর অভ্যর্থনার হাসি নেই ওর ঠোঁটে। কিন্তু চোখে যেন সহানুভূতির ক্ষীণ একটা আভাস দেখল পল।

নিচু গলায় কী লাগবে এক এক করে বলে যাচ্ছে, আর হাস্কি কাউন্টারের ওপর সব জড়ো করছে। উপস্থিত সবাই আড়চোখে কয়েকবার জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে দেখল। নিচু স্বরে বললেও কথার কিছু কিছু অংশ ওদের কানে যাচ্ছে। পল যা কিনছে সেসব কেনার সামর্থ্য এখন আর তাদের নেই।

'আমাকে কিন্তু নগদ টাকা দিতে হবে,' বলল হাস্কি। 'খরায় টাকার টান পড়ে গেছে।'

কথাটা শুনে পলের রাগ হলো। একবার ভাবল অন্যান্য ক্রেতারা কেউ ইদানীং তার কাছ থেকে নগদ পয়সা দিয়ে কিছু কিনেছে কি না জিজ্ঞেস করে ওই লোকগুলোকে নিজেদের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে লজ্জা দিলে মন্দ হয় না। সে ভাল করেই জানে *মিরর ভ্যালি* এলাকার লোকজনের এখন দেউলিয়া

অবস্থা।

কিন্তু এভাবে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে তার নেই। ওরা কেন তাকে সহ্য করতে পারে না এটা সে ভাল করেই জানে। তার বাবা মেক্সিকান হয়েও ওই এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের মন জয় করে তাকে বিয়ে করেছিল—এটা ওদের পরাজয় বৈকি। দেখতে পারে না কারণ তার বাবাকে ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পরেও ভয় না পেয়ে পল আবার ফিরে এসেছে। ওদের গায়ে জ্বালা ধরে, কারণ তার গরু-মোষ যেন পানি না পায় এই জন্য ওরা বেড়া দিয়েছিল, কিন্তু অন্যখানে পানি পেয়েছে সে। শুধু তাই নয়, ওই বেড়াটার পাশে আরও মজবুত, আরও উঁচু আর একটা বেড়া তৈরি করেছে পল।

আরও দেখতে পারে না কারণ এই সেদিনের ছেলের কত বড় সাহস! সে কি না ওদের মত বিচক্ষণ মানুষকে র‍্যাঞ্চ চালানো শেখাতে চায়। বলে জমি নষ্ট করছে ওরা—খরা এলে গরু-বাছুর সব মারা পড়বে।

'ঠিক আছে, নগদ টাকাই আমি দেব,' বলল পল।

জিনিসগুলোর দাম হিসেবে তিনটে স্বর্ণমুদ্রা কাউন্টারের ওপর পাশাপাশি বিছিয়ে দিল সে। টেড হার্পার মুদ্রাগুলো দেখল, তারপর পলের দিকে চাইল। হিংসায় ওর চোখ দুটো জ্বলছে। 'ওর কাছে এত টাকা কোত্থেকে আসে বুঝি না,' বলল সে। 'চোখ-কান খোলা রেখে শেরিফের কিছু খোঁজ খবর নেয়া উচিত।'

কেনা মালপত্র একত্র করে একটা ছালায় ভরল পল। 'হয়তো সেটা তার উচিত,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে, 'হয়তো তুমিও সেটা পারো, টেড। ইচ্ছে করলে নিজের চোখেই সব দেখতে পারো।'

'তোমার ধুরন্ধর বাপ ঠিকই জানত কোন্ জিনিসটা কিনতে হবে,' বিদ্বেষের সঙ্গে বলল টেড।

'আমার বাবা যে-জমি কিনেছিলেন তার সঙ্গে তোমাদের জমির কোনও তফাৎ নেই। এক সময়ে তোমাদের জমিতেও ছিল


বইঘর.কম
রক্ষক

সুন্দর ঘাস। কিন্তু তোমরা বোকার মত বেশি-বেশি গরু চরিয়ে সেই ঘাস নিশ্চিহ্ন করিয়েছ। তারপর ঝোপঝাড় জন্মে জমির ঘাস আরও কমেছে। ঘাস না পেয়ে তোমাদের পশু বিষাক্ত আগাছা খাওয়া শুরু করেছে। কয়েক বছরের চেষ্টাতে তোমরা সহজেই এর প্রতিকার করতে পারো।'

'ওসব গুলগপ্পো আগেও অনেক শুনেছি। র‍্যাঞ্চ কী করে চালাতে হয় সেটা আমাকে শেখাতে এসো না তুমি। জ্যাক আর আমি তোমার জন্মের আগ থেকেই গরু চরাই!'

বস্তাটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল পল। রাগে লাল হয়ে পা বাড়িয়ে পলকে ল্যাঙ মারল টেড। হোঁচট খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পটকান খেল পল। মালপত্রগুলো ছালা থেকে বেরিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কেউ হাসল না। রেড বিল বিরক্ত চোখে টেডের দিকে চাইল, কিন্তু কিছু বলল না।

পল সিরেনো উঠে দাঁড়াল। মুখটা থমথমে গম্ভীর। 'এটা একটা ছেলেমানুষের মত কাজ হলো, টেড,' বলল সে। 'মুখোমুখি হবার সাহস তোমার নেই; আছে?'

ওর গালে একটা চড় মারলেও সেটা হজম করা সহজ হতো। রাগে কাঁপছে টেড। পিস্তলের বাঁটের ওপর নেমে এল ওর হাত। রেড বিল ওর হাত ধরে না ফেললে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পথে পলের পিঠেই গুলি করত সে।

'কাপুরুষ!' ব্যঙ্গ করল টেড। 'মুখেই কেবল বড় বড় কথা!'

'তুমি ভুল করছ, টেড,' শান্ত গলায় বলল রেড বিল। 'লোকটা কাপুরুষ নয়।'

'কেমন লেজ গুটিয়ে পালাল—দেখলে না?' ঘৃণার ভারে ওর গলা কর্কশ শোনাল।

'হ্যাঁ, সে চলে গেল বটে, কিন্তু যাবার আগে তোমাকে ভাল মত শুনিয়ে গেল।' উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে টেডের মুখ। কিন্তু

সে আর কিছু বলার আগেই হাস্কির দিকে ফিরল রেড। 'আমার কিন্তু এবারও বাকিতে মাল নিতে হবে—দিতে পারবে তো?'

'সবসময়েই দিয়েছি, আজও দেব,' হাসতে চেষ্টা করল হাস্কি। সবাইকে কোনোমতে চালিয়ে নিতে হয় তার—কিন্তু সেটাও আজকাল ক্রমেই কঠিন হয়ে আসছে। পল সিরেনোর কাছ থেকে নগদ টাকা যা পেয়েছে তাতে তার নিজের দেনাই পুরো শোধ হবে না।

শহর থেকে বেরিয়ে পল সিরেনোর বাকবোর্ড উইলো স্প্রিংসের লম্বা রাস্তায় পড়ল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে বটে, কিন্তু মিরর ভ্যালি এখনও গরম চুল্লীর মত তাপ ছাড়ছে। বাতাস ভারী হয়ে আছে ধুলোয়। এখন অবশ্য ধুলো সবসময়ে থাকে। মা বেঁচে থাকতে মায়ের কাছে শুনেছে, একদিন এই উপত্যকাই সবুজে ভরা ছিল। গরুগুলোও ছিল মোটা-তাজা। এই চমৎকার পরিবেশেই বাবার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সুদর্শন আর সুন্দর নম্র স্বভাবের মেক্সিকান লোকটাকে প্রথম দেখাতেই তার ভাল লেগেছিল। তারপর প্রেম... আরও পরে বিয়ে।

একদিক থেকে এ-ই ভাল হয়েছে, ভাবল পল। বেঁচে থাকলে এখানকার বর্তমান চেহারা দেখে মা-র বুক ফেটে যেত।

গরু চরিয়ে তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার আশায় স্টকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল ওরা। ঘাস কমে গেল, আর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে সেখানে জন্ম নিল ক্রিওজোট (creosote), ক্যাট-ক্ল (cat-claw) আর টারউইড (tarweed) ইত্যাদি আগাছা। গোড়া পর্যন্ত ঘাস খাওয়া হয়ে গেল, বাতাসে মাটি আলগা করল, আর বৃষ্টির তোড় ঘাসের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গেল। যেখানে একসময়ে প্রচুর 'ওয়াটার হোল' ছিল, সেখানেই আজ পানির অভাব। বৃষ্টিতে ভরে উঠলেও পানি থাকে না।

'আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে,' কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল

বইঘর.কম

টিমোথি, রেড বিলও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছিল।

'মিরর ভ্যালিকে এত শুকনো কখনও হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না,' বলেছিল সে।

ফিরে এসে বাপের র‍্যাঞ্চে বসবাস শুরু করাটাকে ওরা কেউ ভাল চোখে দেখেনি। ওরা আরও চটল যখন সে বলল আসলে আবহাওয়া বদলায়নি, তারা অতিরিক্ত গরু পালছে বলেই এমন হচ্ছে।

উইলো স্প্রিংস-এ পৌঁছে গেল পল। এখানেই প্রথম তার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মায়ের। সেই সময়ে সবুজ আর সুন্দর ছিল এই এলাকা। এখন উইলো গাছগুলো মরে গেছে, আর বিরাট লেকের বদলে সেখানে শুকনো মাটি ফেটে চৌচির হয়ে আছে। গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ওখানে পানি নেই।

পথটা এবার ডান দিকে মোড় নিয়ে চড়াইয়ে উঠেছে। ঠিক পথ নয়—রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাওয়ার চাকার দুটো দাগ। সামনে বেড়াটা দেখতে পাচ্ছে সে।

এই এলাকার প্রত্যেকেই এক ডাকে ওটা চেনে। 'বেড়া' বলতে সবাই ওটাই বোঝে। তবে এখন ওটার গুরুত্ব কমে গেছে। ইদানীং আর কেউ ও নিয়ে আলোচনা করে না।

সাত র‍্যাঞ্চের লোক একজোট হয়ে তৈরি করেছিল ওই বেড়া। পল তার বাপের র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতে অস্বীকার করায় ওই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

চার বছর আগের ঘটনা সেটা। কিন্তু পলের কাছে মনে হয় অনেক দিন কেটে গেছে। তার বাপের প্রতি মিরর ভ্যালির লোকজনের ঘৃণার কথা জেনেও সে ফিরেছিল। সবার মন জয় করে নিজের জন্যে একটা স্থায়ী জায়গা করে নেবে, এটাই ছিল তার আশা। বাবার জমিটাই ছিল তার একমাত্র সম্বল। সরু পাসটা পেরিয়ে টেবল মাউন্টেন-এর নীচে মিগেল সিরেনোর নিজের হাতে তৈরি বাড়িটার দিকে এগোল পল।

ফিরে আসার তিন দিন পর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বারোজন লোক তাকে জানাতে এসেছিল ও এখানে থাকুক এটা ওরা চায় না। মিরর ভ্যালিতে মেক্সিকানের কোনও জায়গা নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে সব কথা শুনল পল। তারপর হাসল। আইরিশ মায়ের হাসিটাই সে পেয়েছে। 'তোমাদের কষ্ট করে আসাটাই মাটি হলো—আমি থাকছি।'

'মুখের কথায় কাজ না হলে পিটিয়ে খেদানো হবে,' চিৎকার করে বলল টেড।

'তবে আর কথা বলে সময় নষ্ট করে কী লাভ? কাজে লেগে যাও,' বলল পল।

গালাগাল দিয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল টেড। কিন্তু ওর হাতটা বাঁট পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ থেমে গেল, তারপর খুব সাবধানে হাতটা ধীর গতিতে পিস্তল থেকে সরে গেল। একজনও খেয়াল করেনি শটগানটা এতক্ষণ কোথায় ছিল, কিন্তু এখন ওটা পলের হাতে শোভা পাচ্ছে।

'সরি, বন্ধু, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে গুলি খাবার ইচ্ছা আমার নেই। দাঙ্গাবাজ লোক আমি নই। কিন্তু কয়েক হাজার রাউণ্ড গুলি আমার কাছে আছে, আর আমার নিশানাও ভাল। আমি দেখেছি ভয়ানক দাঙ্গাপ্রিয় লোকও শটগান দেখলে দমে যায়। নিজের দেহ ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হোক এটা কেউ চায় না। যাক... অনেক কাজ রয়েছে আমার হাতে, এখন বলো, আপোষে ফিরবে, নাকি তোমাদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমার?'

মানে মানে কেটে পড়ল ওরা। সবার আগে টেড হার্পার।

তিনদিন পর বেড়া খাড়া করা হলো। পলের বাসা থেকে শহরে যাবার সরু পাসের মুখ আটকে তৈরি হলো একঘোড়া সমান উঁচু, ষাঁড় ঠেকানোর মত শক্ত একটা কাঁটাতারের বেড়া। ছয়জন রাইফেলধারী পাহারায় থাকল কেউ যেন বেড়া কাটতে না

বইঘর.কম

পারে।

বাকবোর্ডে চড়ে পাসের দিকে পলকে এগোতে দেখে ওরা নিজেদের রাইফেল হাতে তুলে নিল। বেড়া পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই থেমে গাড়ির পিছন থেকে এক বাণ্ডিল কাঁটাতার নামাল পল। অবাক হয়ে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখল চোখের সামনেই তাদের বেড়ার পাশে আরও উঁচু আরও শক্ত একটা নিজস্ব বেড়া খাড়া করল পল। নয় সারি তারের জায়গায় ওরটায় রয়েছে চোদ্দ সারি তার। আর চল্লিশ ফুট পাসের মুখ আটকাতে পাঁচটা খুঁটির জায়গায় সে বসাল নয়টা। এরপর বোকার মত ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে বাকবোর্ডে চড়ে ফিরে গেল সে।

জনাথন নাইট হঠাৎ হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। এলাকার সবচেয়ে কঠিন আর শক্তিশালী লোক বলে ওর সুনাম আছে। যেমন হঠাৎ শুরু তেমনি হঠাৎই আবার হাসি থামল।

'প্রথম শ্রেণীর একদল হাঁদা আমরা,' তেতো বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করল সে। 'লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার! বাড়ি চললাম আমি!'

মাথা হেঁট করে অন্যরাও যে যার ঘোড়ার দিকে এগোল। লজ্জায় কেউ কারও চোখের দিকে চাইতে পারছে না। এর পর থেকে কেউ আর কথা প্রসঙ্গেও বেড়ার কথা মুখে আনেনি।

তবু পল কী করে এটা জানার কৌতূহল সবারই রয়েছে। কারণ ঘোড়া নিয়ে টেবল মাউন্টেন উপত্যকা থেকে শহরে পৌঁছানোর আর কোনও উপায় থাকল না। শহরে যেতে হলে এখন ওকে হেঁটে আসতে হবে। তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর একদিন পল বাকবোর্ড নিয়ে শহরে এসে হাজির—দরকারি জিনিসপত্র কেনাকাটা করে বাড়ি নিয়ে যাবে। ওরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দেখে এল বেড়া অক্ষতই রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলে স্বীকার করবে না বটে, কিন্তু জ্যাক এতে যেন একটু আশ্বস্তই হলো। তবু আর সবার মত তারও কৌতূহল কিছু

কম নয়। এলাকাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল সে। মাসখানেক ঘোরাফেরা করার পর একদিন শহরে এসে বলল, 'তোমরা জানো ওই ব্যাটা মেক্সিকান কি করেছে? পাহাড়ের ভিতর দিয়ে টানেল খুঁড়ে রাস্তা বের করে নিয়েছে।'

জ্যাক ছাড়া অন্য কেউ কথাটা বললে সবাই হেসে উড়িয়ে দিত। ওটা টেবল মাউন্টেনেরই একটা অংশ—ওই শক্ত পাথরের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার প্রশ্নই ওঠে না। সবাই মিলে কথাটা যাচাই করতে গিয়ে দেখল সত্যিই তাই। কালো একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের কালচে দেয়ালের গায়।

এ কী করে সম্ভব হলো? এ যে অসম্ভব ব্যাপার—কিন্তু তাই করেছে সে।

টানেলের মুখটা বেড়া দিয়ে আটকানোর কথা কেউ তুলল না।

কয়েকদিন পর উইলো স্প্রিংসের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে পল দেখল উইলো বন থেকে বেরিয়ে আসছে একজন আরোহী। ওকে দেখে থেমে দাঁড়াল মেয়েটা!

শীলা হিল।

কাছে এসে গাড়ি থামাল পল। হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, ম্যাম?' গরম আবহাওয়া, খরা, এসব ফালতু আলাপের মধ্যে না গিয়ে ঘোড়ার পায়ের দিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখা যাচ্ছে প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক হলো—সেরে উঠছে পিন্টো।'

ওর সঙ্গে পলের গল্প করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আবার এড়িয়েও যেতে চাইছে কারণ এ থেকে অপ্রীতিকর বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। শীলা হিল এই এলাকার সেরা সুন্দরী। গত তিন মাস কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি পল। নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এই মেয়েটাকে সে গত তিন বছর হলো মনে মনে ভালবাসে।

'তোমার কথামতই খরাও এল,' এটাও যেন পলেরই দোষ

এমন সুরে বলল মেয়েটা। 'তুমি যা বলো তাই কেমন করে যেন ফলে যায়।'

একটু লাল হলো পল। 'একটু চোখ খুলে চললে যে কেউ বলতে পারবে মিরর ভ্যালির কপালে দুর্ভোগ আছে,' বলল সে। 'গরু চরিয়ে সব ঘাস খাইয়ে ফেলায় এখন পানি ধরে রাখার মত ঘাসও নেই। বছর দুই আগে সাবধান হলে এর বেশির ভাগই ঠেকানো যেত।'

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে কালো ঘন চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাল সে। 'আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আমার কথা কানে তুলল না। আমি যে মলি ও'হারার মেক্সিকান সন্তান! আমি কী জানব?'

তার স্বরে তিক্ততা প্রকাশ পেল। চেষ্টা করেও ঢেকে রাখতে পারল না—অনেক সহ্য করেছে সে।

মলিও ও'হারা মিগেল সিরেনোকে বিয়ে করায় মিরর ভ্যালি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। অনেকেরই চোখ ছিল মলির ওপর—শীলার বাবা টিমোথি হিলও তাকে পছন্দ করত। কিন্তু মিগেল সিরেনোর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কাউকে সে কথা দেয়নি।

টেবল মাউন্টেনের জমিটা কিনে দীর্ঘ চার বছর ওদের কুসংস্কার আর অসহযোগিতার সঙ্গে লড়ে শেষ পর্যন্ত পলের দু'বছর বয়সে মিরর ভ্যালি ছেড়ে চলে যায় মিগেল।

কঠিন পরিশ্রম করে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল সে। বড় হয়ে মিরর ভ্যালির অনেক গল্পই শুনেছে পল। পনেরো বছর বয়সে সে আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে তার যদি বিশ বছরও লাগে তবু সে লড়বে।

'গরু কীভাবে পালতে হয় এটা আমার বাবার অন্তত জানা উচিত,' প্রতিবাদ করল শীলা। 'সে যত গরু পেলে বড় করেছে তত গরু তুমি চোখেও দেখনি।'

'আমার বয়স চব্বিশ,' পল বলল, 'আমার অনেক কিছু শেখা

বাকি রয়েছে, এটা ঠিক। কেবল বয়স বাড়লেই বিচক্ষণ হওয়া যায় না। সুন্দর সমৃদ্ধ একটা নতুন এলাকায় এসে বসবাস শুরু করলেও দেখেশুনে রাখতে না পারলে সবসময়ে ওই অবস্থা যে থাকে না, এটা তোমার বাবাকে কে বোঝাবে? আর সবার অবস্থাও একই। মাত্রার অতিরিক্ত পশু পালছে ওরা। তোমাদের র‍্যাঞ্চে একবার বেড়াতে গিয়ে ভালর জন্যে কিছু পরিবর্তনের কথা আমি বলেছিলাম কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বোকা আর অবুঝ ঠাওরাল।'

'কিন্তু, পল,' যুক্তি দেখাল শীলা, 'লক্ষ লক্ষ মোষ এইসব এলাকায় চরে বেড়াত। কয়েক হাজার গরু এই সম্পদ কী করে নষ্ট করবে?'

'তোমার বাবাও একই কথা বলেছিল,' বলল সে। 'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ মোষের দল কখনও চলা থামায়নি। তারা চলে গেলে ঘাস আবার বড় হবার সুযোগ পেয়েছে। তখন আবার এসেছে ওরা। কিন্তু এখন র‍্যাঞ্চ বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়ার ফলে গরুগুলো একই এলাকার ঘাস খাচ্ছে।'

অস্থির হয়ে উঠল শীলা। 'তোমার সবসময়ে কেবল ওই একই কথা। অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারো না?'

'শুনলে অনেক কথাই বলতে পারি। আমার ওখানে যাবে, শীলা? নিজের চোখেই সব দেখে আসবে?'

'তোমার ওখানে?' মনে মনে একটু দমে গেল সে।

কিন্তু তার কৌতূহল পুরোপুরি আছে। ওখানে সে কেমন আছে, কী করছে তা এদিককার কেউ কখনও দেখার সুযোগ পায়নি। ওরা শুধু এটুকু জানে যে পল তার কেনাকাটা নগদ পয়সায় করার ক্ষমতা রাখে—কিন্তু কী করে?

সে-ও তাদের মতই গরু পোষে। বিক্রি করার জন্যে অ্যারাগনে তার গরু নিয়ে গিয়েছিল। এদিককার কেউ সচরাচর ওখানে যায় না। ওরা জানে ইচ্ছা করে ওদের এড়িয়ে যাবার

বইঘর.কম

জন্যেই পল অ্যারাগনে গেছে।

'সেটা ঠিক দেখায় না,' বলল শীলা। বলেই বুঝল অজুহাতটা অত্যন্ত দুর্বল হলো। এর আগেও সে এমন বহু কিছুই করেছে যা অন্যের চোখে এর চেয়ে অনেক বেশি অসঙ্গত। 'তা ছাড়া ওই অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে যেতে আমার ভয় করবে। যা হোক, ওটা কী করে বানালে তুমি?'

'কাজটা তেমন কঠিন কিছু না। দেখতে চাও?'

তার বাবা এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু তার কৌতূহল বাধ মানছে না। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই জয়ী হলো।

গুটিগুটি পলকে অনুসরণ করল শীলা। বাকবোর্ড নিয়ে টানেলে ঢুকল পল। শীলা তার পিছনে। বাকস্কিন দুটো অন্ধকার টানেল দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। কিছুদূর গিয়ে সামনে আলো দেখা গেল। টানেল থেকে বেরিয়ে সামনের দৃশ্য দেখে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে সে।

উপত্যকার বিশালতাটাই প্রথম চোখে পড়ে। তার ধারণা ছিল জায়গাটা খুব ছোট হবে। কিন্তু দেখল চারদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝে হাজার-হাজার একর জমি রয়েছে ওখানে। তার একটু আগে দেখা দৃশ্যের সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই। বরং ঠিক বিপরীত।

সবুজে ঢাকা সুন্দর আর মনোরম এই উপত্যকা। এঁকেবেঁকে একটা পথ এগিয়ে গেছে পাথরের তৈরি বাড়িটার দিকে। রাস্তার দু'পাশের মাঠেই তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ডানদিকের জমিতে ভুট্টা, আর বাঁয়ের জমিতে ক্লোভার (clover) বোনা হয়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দেখল ভুট্টা গাছগুলো ওর কাঁধ সমান লম্বা।

'নীচে ওটা কী, ঘাস?'

'বেশির ভাগই ঘাস। কিছু আছে ব্ল্যাক গ্রামা, কিছু কার্লি মেসকাইট ঘাসও রয়েছে। প্রচুর ঘাস হয় এই এলাকায়—তবে আমি সাবধানে নজর রাখি। একই জমিতে বেশিদিন গরু চরাই

না। উপত্যকাটা ওপাশে একটা ক্যানিয়নে পড়েছে। তার পরেই *লঙ ভ্যালি*—আদি নাভাহো ইণ্ডিয়ানরা ওখানে ভেড়া চরায়। ওদের সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছি—ওখানেও কিছু গরু চরাই আমি। প্রত্যেক ভাগে পনেরোটা করে গরু রাখি—তবে আসলে তিরিশটা পর্যন্ত খাওয়ানো সম্ভব।'

বাবাকে যদি এসব দেখাতে পারত! ভাবল শীলা। হাজার বললেও বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওর কথা।

'কিন্তু পানি? পানি তুমি কোথায় পাও?'

'এ-এলাকায় পানির বড় অভাব। বেশির ভাগ বৃষ্টিই হয় গ্রীষ্মের শেষদিকে। আমি ফিরে আসার সময়ই জানতাম আমাকেও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ডায়নামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে প্রথম গ্রীষ্মেই তিনটে বাঁধ তৈরি করেছি আমি। নিচু এলাকাগুলোতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থাও করেছি। এখন বাঁধের পিছনে তিনটে ছোট ছোট লেক তৈরি হয়েছে—আর এর ফলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু পুকুরেরও সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীষ্মের শেষের দিকে এগুলো শুকিয়ে যায় বটে, কিন্তু তখন বৃষ্টির জন্যে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না। টিনের চালের ওপর থেকে পানি যেমন দ্রুত নেমে আসে, এদেশে বৃষ্টির পানিও পাহাড়ের গা বেয়ে তেমনি করে নেমে আসে। তাই যতটা সম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করতে হয়। অবশ্য এর জন্য আমি কিছু কুয়াও খুঁড়েছি।'

বিভোর হয়ে পলের কথা শুনছে শীলা। হঠাৎ একটা ভয় ওকে বিব্রত করতে শুরু করল। টেড হার্পার যদি এসব দেখে তবে তার মনের জ্বালা নির্ঘাত দ্বিগুণ হবে।

এবার সে টানেলের কথা জানতে চাইল।

'পল? ওই সুড়ঙ্গটা তুমি কী করে তৈরি করলে?'

দাঁত বার করে হাসল পল। 'টানেলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত একটা গুহা আগে থেকেই ছিল। পাহাড়ের মাথায় উঠে মাপ-জোক করে বাকিটুকু আমি কেটেছি।'

‘ইণ্ডিয়ান নাভাহো সর্দার *টু-মুনস* কোনও ঝামেলা করে না?’

‘মোটেও না। আমার পরিকল্পনার কথা ওকে জানিয়েছি আমি। সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝেছে সে। নাভাহো ইণ্ডিয়ানরা পশু চরানোর ব্যাপারটা খুব ভাল বোঝে। তা ছাড়া বিনিময়ে আমি তাকে ভাল দাম দিচ্ছি। এতে আমাদের উভয় পক্ষেরই লাভ হচ্ছে।’

হেঁটে ফেরার পথে বাড়িটার দিকে তার চোখ গেল। ভিতরটা দেখতে কেমন জানতে খুব ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু ভিতরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল না পল।

জোয়াল থেকে খুলে ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে রেখে আর একটা ঘোড়ায় জিন চাপাল। ‘বেলা পড়ে আসছে,’ বলল সে। ‘চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

পথে দু’জনের কেউই বিশেষ কথা বলল না। পলের মনটা একদিকে খুশি, অনদিকে বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। শীলাকে ভালবাসে সে, কিন্তু ওকে যারা ভিটে-ছাড়া করতে চায় তাদের দলে ওঁর বাবাও আছে। বেড়া দেয়ার ব্যাপারেও তার মৌন সম্মতি ছিল।

পলের প্রতি কারও প্রসন্ন হওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি—বরং শহরের দোকানে আজ যা ঘটেছে তাতে আরও দূরে সরে যাবে সবাই। অনেকেই টেডের মোকাবিলা না করে তার ফিরে আসাটাকে খুশি মনে কাপুরুষতা বলে মনে করবে।

গেটের সামনে ঘোড়া থামাল পল।

বলল, ‘তুমি আবার এলে খুব খুশি হব। তোমার বাবাকেও নিয়ে এসো।’

‘বাবাকে ওখানে নেয়া যাবে না, পল।’ শীলার মনে যে পলের জায়গা কোথায় তা সে নিজেও ভাল করে বোঝে না। পল অনেক কথা বলেছে আজ। ওর ভিতরের মানুষটাকে আজ কিছুটা চিনতে পেরেছে। তবু তাকে যেন পুরোপুরি বোঝে না শীলা। অন্যান্য যাদের সঙ্গে সে মিশেছে তাদের চেয়ে অনেক গভীর ওর মন।

‘তুমি দারুণ সুন্দরী, শীলা।’ কথাগুলো এমন অপ্রত্যাশিত

ভাবে এল যে অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল সে। 'এত সুন্দর যে হৃদয় মুচড়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়...'

একটা কালো আকৃতি গেটের দিকে এগিয়ে এল। 'শীলা, তুমি ওখানে? তোমার সঙ্গে ওটা কে?'

'ম্যাক্স? পলকে বিদায় জানাচ্ছি আমি।'

'কে?' বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা রাগও প্রকাশ পেল ওর স্বরে। 'ওই অসভ্য মেক্সিকানটা তোমাকে বিরক্ত করেছে? ওকে আমি...'

'উত্তেজিত হবার কোনও কারণ নেই,' বলল পল। 'মিস হিলকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছি আমি।'

ঠেলা দিয়ে গেটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ম্যাক্স। 'শোনো, চান্দু! কথা বাড়িও না। ভাল চাও তো সোজা ঘুরে বাড়ির দিকে রওনা হও। নইলে পিটিয়ে তোমার মাথা ছাতু করে দেব!'

'ম্যাক্স!' প্রতিবাদ করল শীলা। 'এসব কী কথা!'

পালের ঘোড়ার পাশে চলে এসেছে ম্যাক্স। বিশাল দেহের অধিকারী। অনেকটা লাটিমের মত ওর দেহ—উপর দিকটাই বেশি ভারী। হিল র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হিসাবে ওই পরিবারের সঙ্গে কিছুটা একাত্ম বোধ করে সে। তা ছাড়া শীলার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে ওর মনে। শীলা বা ওর বাবার কাছ থেকে কোনও রকম প্রশ্রয় সে পায়নি, তবু মনে মনে ওকে আপন করে নিয়েছে। আজ চাঁদের আলোয় পলের সঙ্গে শীলাকে দেখে ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেছে।

'এটা মেয়েদের ব্যাপার নয়! তুমি বাড়ির ভিতরে যাও।'

পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামাবার জন্যে হাত বাড়াল সে। পল এত দ্রুত নড়তে পারে আশা করেনি ও। ধরার সঙ্গে সঙ্গে জিনের ওপর দিয়ে অন্য পা-টাকে ঘুরিয়ে এনে দৈত্যের মত লোকটার বুকে গোড়ালি দিয়ে লাথি মারল পল। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল ম্যাক্স। লাফিয়ে নীচে নামল পল।

ম্যাক্স টাল সামলে না ওঠা পর্যন্ত স্থির হয়ে অপেক্ষা করল।

বইঘর.কম

'তোমারও লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত হবে, ম্যাক্স,' বলল সে। 'তবে মার খাওয়ার খুব শখ থাকলে তা মিটিয়ে নিতে পারো।'

'মার খাব? আমি?' বিশাল দেহের জোরেই বেশ কয়েকটা মারপিটে জিতেছে ম্যাক্স। নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা তার।

মারমুখো হয়ে এগোতে গিয়ে পলের বাঁ-হাতি ঘুসি খেয়ে থামতে বাধ্য হলো ম্যাক্স। ঠোঁট থেঁতলে গেছে। এখন সাবধান হয়ে সামনে ঝুঁকে হাত দুটো উঁচু করে আবার এগোল। এবারে জামার হাতা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওর ভারসাম্য নষ্ট করে পায়ে লাথি মারল পল। দুই হাত আর হাঁটুর ওপর পটকান খেল সে।

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে পল সিরেনো। মাটি ছেড়ে অর্ধেক উঠেই লম্বা ঝাঁপ দিল ম্যাক্স। সরে গিয়ে আবার অপেক্ষায় রইল সে।

ধীরে, খুব সাবধানে মাটি ছেড়ে উঠল ম্যাক্স। বক্সারের অনুকরণে হাত দুটো বাগিয়ে সামনে বাড়ল সে। একপাশে সরে গেল পল। হাত ঘুরিয়ে আনাড়ির মত ওর গালে একটা ঘুসি লাগাল ম্যাক্স। ঘুসিটা হজম করে পল পরপর তিনটে কঠিন আঘাত হানল ওর পাঁজরে। পরের আপার-কাট ঘুসিটা খেয়ে ম্যাক্সের থুতনি আকাশমুখী হলো।

রাগে অন্ধ হয়ে বুনো গোঁয়ারের মত দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল ম্যাক্স। মাত্র একটা ঘুসি ঠিকমত লাগল—কিন্তু এবারেও পিছাল না পল। ডান হাতে ওর পেটের ওপর প্রচণ্ড একটা মার মেরে বাম হাতে হুক করল।

ঘুরল ম্যাক্স—পলের ঘুসি ঠেকাতে শূন্যে থাবা মারল সে। ধোঁকা দিয়েছিল পল—হাত ওঠাতেই ডান হাতে পাঁজরের ওপর মারল—আরেকটা, তারপর আরও একটা! বিরাট দেহ হলেও মারপিটের কলাকৌশল ম্যাক্সের জানা নেই। কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে পা দুটো বেশ ফাঁক রেখে আবার এগোল সে। বাম হাতে একটা

মেরে ডান হাতের ঘুসিতে ওকে ফেলে দিল পল। ধীরে আবার উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স। আবার ঘুসি মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে।

হাঁটুর ওপর উঠে বসল ম্যাক্স। পায়ের ওপর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। 'আগেই তোমাকে বলেছিলাম, ম্যাক্স,' বলল পল। 'নিজের দোষেই মার খাচ্ছ খামোকা।'

কোনোমতে এবার উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স—মাতালের মত টলছে। 'আমি কখনও রাগ পুষে রাখি না,' হাত বাড়িয়ে দিল পল। 'এসো, রাগ ভুলে হাত মেলাই।'

পলের বাড়ানো হাতটাকে উপেক্ষা করল ম্যাক্স।

ঘোড়ায় চাপল পল। 'আমি দুঃখিত, শীলা,' বলল সে, 'তোমার সামনে এমন কিছু ঘটুক, তা আমি চাইনি।'

'তুমি এবার যাও,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল শীলা।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো পল। চাঁদের আলোয় বিজন মাঠ ধূসর দেখাচ্ছে।

মুখ মুছল ম্যাক্স। 'এভাবে মার খেলাম দেখে নিশ্চয় তুমি আমাকে একটা অপদার্থ ভাবছ?'

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল সে। 'না, ম্যাক্স, তা নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই একটা বিরাট ভুল করছি!'

গলা পরিষ্কার করল ম্যাক্স। 'সবার কথা জানি না, আমি যে একটা ভুল করেছি তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি।'

বৈঠকখানার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে অবাক হলো শীলা। তার বাবার সঙ্গে পাঁচ-ছয়জন লোক কথা বলছে। জ্যাক আর টেড হার্পারও রয়েছে ওখানে। ওদের সঙ্গে আরও আছে জনাথন নাইট, রডনি মার্শ, গ্রেহাম গ্রিন, ফিল হোয়াইটহেড, আর একজন শক্ত চেহারার লোক—ওকে চেনে না শীলা।

'একটা উপায় আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে

বইঘর.কম

সর্বনাশ হবে,' ফিল বলছিল। 'মশা-মাছির মত মরছে আমার গরু!'

'আমারগুলোও,' বলল টেড হার্পার। 'ওয়াটার হোলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, ঘাসও সব শেষ।'

রডনি মার্শ বলে উঠল, 'আমার মতে শুধু খরাই যে ক্ষতি করছে তা নয়—কিছু চুরিও যাচ্ছে।'

'এই এলাকা থেকে বার্ট স্কোভিকে তাড়িয়ে দেয়ার পর আর এখানে কারও গরু চুরি হয়নি।'

'ওই মেক্সিকানটার কাছে সব সময়েই টাকা থাকে,' বলল টেড। 'এত টাকা সে কোথায় পায়?'

'ওর র‍্যাঞ্চটা যদি তুমি নিজের চোখে দেখতে,' জবাব দিল শীলা, 'তবে আর এ প্রশ্ন তুলতে না। ওর পরামর্শ না শুনেই তোমাদের আজ এই দশা।'

চমকে মুখ তুলে চাইল টিমোথি হিল। 'শীলা? এ-কথা বলছ কেন? ওর র‍্যাঞ্চ তুমি কবে দেখলে?'

'আজ,' শান্ত গলায় জবাব দিল শীলা। 'ও নিজেই দেখাতে চাইল—আমিও গিয়ে দেখে এলাম।'

'ওই লোফার মেক্সের সঙ্গে ওর র‍্যাঞ্চে গেছিলে তুমি?'

'এক মিনিট, টিম,' হাত তুলে ওকে থামাল টেড। 'মানে, তুমি বলছ ওখানে ঘাস আছে?'

'হ্যাঁ, আছে!' ওর জবাবে সবার প্রতিক্রিয়া দেখে ভিতরে ভিতরে একটা পুলক বোধ করল শীলা। 'পুরো এলাকাটাই সবুজ আর সুন্দর! পানিও আছে—প্রচুর পানি। ওখানে সে শস্যের চাষও করছে!'

'শস্য?' বিস্মিত হলো জ্যাক। 'ও কি ওখানে চাষাবাদ করছে নাকি?'

'না, ঠিক চাষাবাদ নয়—নিজের জন্যে কিছুটা বুনেছে। বাড়তি যা হয় সে বিক্রি করে।'

'ঘাস আর পানি তুমি নিজের চোখে দেখেছ?' প্রশ্ন করল জ্যাক।

'হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখেছি! আর এ-ও দেখেছি যে সে যা করেছে তোমরাও সহজেই তা করতে পারতে। মাত্র চার বছরেই সব কিছু করেছে পল।'

'তুমি কি এখন ওর পক্ষ নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রডনি।

'না! আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই তার কথাই যে ঠিক এটা সে হাতেনাতে প্রমাণ করেছে। তোমরাই ওর কথা না শুনে ভুল পথে চলেছ।'

একটু সামনে ঝুঁকে এল টেড। 'পানি কোথায় আছে? *কটনউড পাস*-এ?'

'কটনউড আর স্প্রিং ভ্যালি, দুই জায়গাতেই বাঁধ দিয়েছে। বাঁধের ওপর গাছের চারা লাগিয়েছে যেন বাঁধের পাড় না ভাঙে।'

'চমৎকার!' নিজের উরুতে চাপড় দিল টেড। 'আমাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি!'

'তার মানে?' আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুখ তুলে চাইল রেড বিল।

'ওর ওখানে পানি রয়েছে; বেড়া খুলে আমাদের গরুগুলোকে ওখানে নিয়ে গেলেই হলো। এত পানি একা ভোগ করার কোনও অধিকার নেই ওই পাজি মেক্সিকানের। আমাদের গরু মরবে আর ব্যাটা বিদেশি বসে বসে মজা দেখবে—অসম্ভব!'

খটাস করে মেঝের সঙ্গে চেয়ারটা ঠুকে উঠে দাঁড়াল জনাথন নাইট। 'তুমি কি বলতে চাও ওর বিরুদ্ধে এত কিছু করার পর ওর কাছেই পানি চাইতে তোমার বাধবে না একটুও?'

'চাইতে যাচ্ছে কে?' রোষের সঙ্গে বলল টেড। 'বেড়া ভেঙে আমরা আমাদের গরু ছেড়ে দেব—ওরা নিজেরাই ঘাস আর পানি খুঁজে নেবে।'

'আমরা তা পারি না,' প্রতিবাদ করল রেড বিল। 'এটা ঠিক না।'


বইঘর.কম
রক্ষক

'ঠিক-বেঠিক বুঝি না,' তিক্ত গলায় বলল টেড। 'পথের ফকির হতে চাও? চোখের সামনে তোমার গরুগুলো মরে যাবে আর তুমি হাত-পা গুটিয়ে বসে দেখবে?'

'এমন একটা কাজ তোমরা করবে?' প্রশ্ন করে একে একে সবার মুখের দিকে চাইল জনাথন।

'আমি করব,' বলে উঠল রডনি। 'ভালমানুষি দেখিয়ে কি গরুগুলো হারাব?'

নীরব ঘৃণা ভরা চোখে রডনির দিকে চাইল শীলা।

'না, রডনি,' ধরা কণ্ঠে বলল জনাথন, 'অত ভালমানুষ আমি নই। কিন্তু আজ পর্যন্ত আর কারোটা মেরেও খাইনি। ওই ছেলেটার জীবন আমরা গায়ে পড়ে দুর্বিষহ করে তুলেছি। ওকে তাড়াতে চেয়েছি—যায়নি। বেড়া দিয়ে আলাদা করে দিয়েছি—তবু কষ্ট করে সে টিকে থেকেছে। আমাদের ভালর জন্যে পরামর্শও দিয়েছে—কিন্তু ওর কথায় কান দিইনি আমরা। আজ তোমরা তার সব কষ্টের ফল নষ্ট করে দিতে চাইছ। ওই সামান্য ঘাসে আমাদের এতগুলো গরুর কয়দিন চলবে? সব মিলে মোট অন্তত সাত-আট হাজার গরু আছে আমাদের। বল, কয়দিন চলবে?'

'জানি না, ওসব কোনও কথাই আমি শুনতে চাই না,' বলল টেড। 'আমাদের মাঝখানে ওর কোনও জায়গা নেই। আমার গরু, আমি বাঁচাব।'

'সে-ও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, লড়বে,' বলল জ্যাক।

'আমিও তাই চাই!' উল্লসিত হয়ে বলল টেড। 'নবাব পুত্তুরকে দেখে নেব! আমাদের মুখের ওপর বড়লোকি দেখিয়ে সোনার মুদ্রা দেখানো বের করব!'

'কিন্তু সত্যিই লড়লে কী হবে?' প্রশ্ন করল রেড বিল।

'ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই আমরা জায়গা দখল করেছি—করিনি? স্কোভির দলের লোকজনের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়তে হয়েছে—হয়নি?' যুক্তি দেখাল টেড হার্পার।

অবিশ্বাস ভরা চোখে ওর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে শীলা। ‘এমন একটা কাজ সত্যিই তুমি করতে পারবে? কেমন মানুষ তুমি, টেড? লোকটা এত পরিশ্রম করে যা কিছু করেছে সবই যে নষ্ট হয়ে যাবে।’

‘আমাদের গরুগুলো এতে বাঁচবে, মিস হিল,’ ওকে সমর্থন করল ফিল। ‘আমাদের পরিবার পরিজনের কথা আমাদের ভাবতে হবে। তোমার বাবারও আমাদের মত একই সমস্যা। ঋণে ডুবে আছি আমরা।’

‘সে যদি এখানে না থাকত তখন তোমরা কী করতে? বোকার মত আমি যদি তোমাদের সব কথা না জানাতাম—তখন?’

‘কিন্তু সে তো আছে,’ জবাব দিল ফিল। ‘আর তোমাকেও ধন্যবাদ—এখন আমরা জানি ওর কী আছে। ওই পানিতে আমাদের পশুগুলো হয়তো মাসখানেক বাঁচবে, কিন্তু আশা করা যায় ততদিনে বৃষ্টি এসে যাবে। আমি এর পক্ষে আছি।’

‘আমিও!’ ঘোষণা করল টেড।

‘এটা ঠিক নয়,’ প্রতিবাদ করল টিমোথি হিল। ‘ওখানে যদি পানি থাকে সেটা ওর কঠোর পরিশ্রমের ফল। ওতে আমাদের কোনও অধিকার নেই।’

‘ঠিক আছে,’ বলল টেড। ‘তুমি যদি স্বেচ্ছায় দেউলে হতে চাও তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। আমার গরুগুলো মরলে আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব। তোমার একটা ওয়াটার হোল থাকলে সেটা আমাকে ব্যবহার করতে দিতে না তুমি? সে কেন বেড়া দিয়ে এটা একা ভোগ করবে?’

জনাথন নাইটের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না। ‘কিন্তু বেড়াটা দিয়েছিল কে? যতদূর মনে পড়ে এতে তোমার উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি।’

‘তাতে কী?’ দমবার পাত্র নয় টেড। ‘আমরা বেড়া দিয়েছি—আমরাই বেড়া ভাঙব। আমাদের গরু ছেড়ে দেব

বইঘর.কম

ওখানে—তারপর দেখা যাবে কী হয়। বেড়ার কারণে আমি আমার গরুগুলোকে মরতে দেব না।'

'আমিও একমত,' ফিল হোয়াইটহেড বলল। 'এ ছাড়া সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার।'

'আমারও একই কথা,' মত প্রকাশ করল গ্রেহাম গ্রিন।

যাবার জন্যে তৈরি হলো জনাথন। 'তোমার কী মত, টিমোথি?'

ইতস্তত করছে সে। চোখের সামনে তার মরণাপন্ন গরুগুলোর চেহারা ভাসছে। চোখ তুলে তাকাল না টিমোথি, বলল, 'সবাই যা বলে আমি সেই দিকেই আছি।'

সবার মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল জনাথন; তারপর বলল, 'এর চেয়ে আমার সব গরু মরে যাক—সে-ও ভাল। গুড নাইট!' বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেল সে।

উঠে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল রডনি। 'ব্যাটাকে আমি...'

'ভুলেও সে চেষ্টা কোরো না,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'পিস্তলবাজিতে ওর কাছে তুমি শিশু।' সবার মুখের দিকে একবার চেয়ে সে আবার বলল, 'জানি না, ব্যাপারটা আমার কাছেও একটু কেমন কেমন ঠেকছে।'

'যাক, তা হলে এটাই স্থির হলো,' ঘোষণা করল টেড। 'রডনি, গ্রেহাম, ফিল, টিমোথি আর রেড—তোমার খবর কী, রনি?'

'নিশ্চয়, আমিও তোমাদের সঙ্গেই আছি,' বলল সে। 'ওই মেক্সিকানটাকে আমিও দেখতে পারি না।'

টিমোথি ছিল চিন্তিত মুখে আড়চোখে চাইল ওর দিকে। শক্তিশালী কঠিন চেহারার লোক রনি হিউ। এই এলাকায় নতুন এসেছে। একবারই মাত্র ওকে রাগতে দেখেছে টিমোথি। কিন্তু ওই একবারেই বুঝেছে ভীষণ প্রকৃতির লোক সে। সাংঘাতিক

মেজাজ। কেউ বাধা দেয়ার আগেই একটা ঘোড়াকে পিটিয়ে হত্যা করেছিল লোকটা। ওকে পছন্দ করে না টিমোথি। লোকটা সারা সন্ধ্যা কথা বলেনি—কিন্তু শীলার দিকে যেভাবে চাইছিল তা টিমোথির মোটেও ভাল ঠেকেনি।

উঠল টেড। ওর চোখ আর গলার স্বরে খুশির আভাস। 'সোমবার সকালে উইলো স্প্রিংস-এ জড়ো হব আমরা। বেড়া কেটে গরু ছেড়ে দেয়ার পর কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না।'

শীলা চেয়ে দেখছে—তার ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি ঠেকছে। প্রতিবাদ করতে চাইছে সে, কিন্তু জানে তাতে কোনও লাভ হবে না—কেউ ওর কথা শুনবে না। সবার বেপরোয়া অবস্থা, টেডের ব্যক্তিগত ঈর্ষা আর রডনির নিষ্ঠুরতাই ওদের এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর জন্যে বেশির ভাগ লোকই পরে সারা জীবন নিজেকে দুষবে। দুর্ভোগকে কী করে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় এটাই এখন ওদের একমাত্র চিন্তা। একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে বাপকে ধরল সে।

'যেভাবেই হোক, এটা তোমাকে ঠেকাতেই হবে, বাবা! পল বেচারার সব কিছু ওদের এভাবে নষ্ট করতে দিয়ো না তুমি।'

'বেচারা, না? ওর কাছে এত পানি রয়েছে আর এদিকে আমাদের গরুবাছুর পানি না পেয়ে মরছে। সব পানি একা ভোগ করার কোনও অধিকার তার নেই।'

'বাঁধগুলো কে তৈরি করেছে? তোমাদের স্টক বাঁচাতে কোনও রকম উদ্যোগই তোমরা নাওনি—কেবল বসে বসে সে যা বলে আর যা করে তার সমালোচনা করেছ!'

'চুপ করো!' ধমকে উঠল টিমোথি হিল। অপরাধবোধ তাকে আরও রাগিয়ে তুলছে। 'ওই মেক্সিকানের পক্ষ নিয়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। আর আমি কী করব না করব সেই পরামর্শ দিতেও কেউ তোমাকে ডাকেনি।'

'বাবা...' ঠাণ্ডা স্বর শীলার, 'এটা জেনো, পল লড়বে। লড়লে


বইঘর.কম

কেউ না কেউ মারা পড়বে। সুতরাং খুব ভাল করে বিবেচনা না করে কিছু করা ঠিক হবে না।'

টিমোথি হিল জানে তার মেয়ে ঠিক কথাই বলছে। অস্থির ভাবে মাথা নাড়ল সে। 'বাজে কথা! ভীতু লোক পল। লড়বে না।'

একটু চিন্তা করল হিল, তারপর আবার বলল, 'সে লড়বে না। টেড হার্পার ওকে সবার সামনে বোকা বানিয়েছিল—কিছুই বলেনি সে।'

'তা হলে বাঙ্ক হাউসে গিয়ে ম্যাক্সের কী অবস্থা একটু দেখে এসো। সে-ও মনে করেছিল পল লড়বে না।'

'কী? এসব কী বলছ তুমি?'

'আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল পল। বিদায় নেয়ার আগে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। নিখুঁত ভদ্র আচরণই করছিল সে। গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে লাগতে গিয়ে আচ্ছামত মার খেয়েছে ম্যাক্স।'

'ম্যাক্সকে মেরেছে পল? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে এসো। কাপুরুষ নয় পল। মনে নেই তোমরা সবাই মিলে যখন ওকে তাড়াতে গিয়েছিলে, রুখে দাঁড়ায়নি সে? তখন তো কিছুই ছিল না—এখন লড়বার আরও কারণ ঘটেছে—রক্ষা করার মত অনেক কিছুই গড়ে তুলেছে সে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'আমি জানি ও লড়বে—খুন হবে মানুষ।'

'যত সব অলক্ষুণে চিন্তা,' বলল হিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিচলিত হয়ে উঠেছে সে। বাবাকে চেনে শীলা। আজ সন্ধ্যায় যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এটা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওই লোকগুলোকে সে চেনে—জানে। পাশাপাশি কাজ করেছে। ওদের সুখ-দুঃখের অংশীদার সে। একমাত্র এই কারণেই ওদের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। তা ছাড়া এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার আর কোনও

পথও নেই।

টিমোথি হিল লড়তে ভয় পায় না। ইণ্ডিয়ান, আউট-ল আর গরু চোরদের বিরুদ্ধে অনেকবার লড়েছে। আর এখন টিকে থাকার জন্যে তাকে লড়তে হবে। সে জানে পল সিরেনো বাধা দেবেই—ওর জায়গা থাকলে সে নিজেও তাই করত—হত্যা করা সমর্থন করে না সে। তার ধারণা ছিল পালিয়ে যাবে পল। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে কথা বলার পর এখন আর সে নিজেকে ভোলাতে পারছে না।

'বাবা!' মৃদু স্বরে ডাকল শীলা। 'আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। কিন্তু এটাই যদি তোমার শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তবে জেনো আমি পলের হয়ে লড়ব। রাইফেল হাতে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াব আমি—ওর যা হয় আমারও তাই হবে।'

'কী?' ত্রাস ভরা চোখে মেয়ের দিকে চাইল হিল। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো যেন স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে আছে সে। তিরিশ বছর আগেকার নিজের চেহারাও যেন সে দেখল ওখানে।

আর একটা কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল শীলা। ওদিকে কিছুক্ষণ আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল টিমোথি হিল। নানান রকম সংশয় আর সন্দেহের দোলায় দুলছে তার মন।

হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে—খুব বুড়িয়ে গেছে যেন। ঘরের আগুনের দিকে চেয়ে বসে বসে ভাববার চেষ্টা করল সে। কিন্তু চোখের সামনে কেবল মৃতপ্রায় গরু আর জীবনের ব্যর্থতার ছবি দেখতে পাচ্ছে।

সেটা ছিল শুক্রবার রাত। শনিবার ভোরে মিরর ভ্যালি ত্যাগ করল একটা বাকবোর্ড। উইল স্প্রিংসে এসে মোড় নিয়ে সিরেনো টানেলে ঢুকল গাড়িটা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে হাস্কি, আর সেই সিদ্ধান্ত মতই কাজ করছে সে। টিমোথি হিলের বাসার মিটিঙের


বইঘর.কম

কথা সে কিছুই জানে না। পাইকাররা তাকে নোটিশ দিয়েছে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে এই এলাকার একটি মাত্র লোক যার কাছে টাকা আছে, সেই পল সিরেনোর কাছেই সাহায্যের আশায় চলছে সে।

টানেলে কোনও পাহারা নেই। উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে এসে সে দেখল পল তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো। টানেলের ভিতর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তার বাসা থেকে পরিষ্কার শোনা যায়।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সাবধানে আড়ষ্টভাবে নামল সে। বয়স হয়েছে—আগের সেই দিন আর তার নেই।

'কেমন আছ, বাছা!' চশমার উপর দিয়ে পলের দিকে চাইল সে। 'আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ, তাই না?'

'ভিতরে এসো,' আমন্ত্রণ জানাল পল। 'এইমাত্র বাঁধের একটা ফুটো বন্ধ করে ফিরলাম। একটা ব্যাজার বাঁধে গর্ত করেছিল আর সেই ফুটো দিয়ে পানি বেরিয়ে যেতে শুরু করেছিল।'

'সত্যিই আশ্চর্য!' ধীরে ঘুরে চারপাশ দেখল হাস্কি। 'তোমার মা এসব দেখলে গর্ব বোধ করত। খুব ভাল মানুষ ছিল তোমার মা।'

'ধন্যবাদ। অন্য কারও মুখে মায়ের প্রশংসা শুনলে খুব ভাল লাগে। মা আমাকে খুব ভালবাসত।'

ভিতরে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে আসল কথা পাড়ল হাস্কি। 'সাহায্যের জন্যে তোমার কাছে এসেছি, পল। পাইকাররা আমাকে আর বাকিতে মাল দিতে রাজি হচ্ছে না। নগদ টাকা চায় ওরা। এদিকে আমার মালও প্রায় শেষ হয়েছে এসেছে, র‍্যাঞ্চাররা মাল না পেয়ে ফিরে যাবে।'

'কত টাকা তোমার দরকার?'

'অনেক। অন্তত পাঁচ হাজার ডলার দরকার। এর বিনিময়ে ব্যবসার অর্ধেক আমি বিক্রি করে দেব তোমার কাছে। বুঝতে পারছি সবাইকে এত বেশি বাকি দেয়া আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু

কী করব! ওরা যে অন্তরে ভালমানুষ। বিপাকে পড়েই ওদের এই অবস্থা। আমি জানি সময় এলে ওরা ঠিকই আমার পয়সা পাই পাই করে শোধ দেবে। কিন্তু আমি যে আর চলতে পারছি না।'

'টাকা না পেলে কি তুমি সর্বস্বান্ত হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর র‍্যাঞ্চাররা?'

'ওরা না খেয়ে মরবে কিংবা অন্যত্র চলে যাবে। খরা এই এলাকার এমন ক্ষতি করেছে যে একটা গরুও আর বিক্রির যোগ্য নেই। পর পর দু'বছর ভাল গেলে তবে হয়তো ওরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে। ওদের নিজেদের খাবার নেই, গরুর খাবার নেই—পানিও নেই।'

চিন্তিত মুখে নিজের কফি কাপের ভিতর চেয়ে রইল সিরেনো। একটু পরে সে বলল, 'ঠিক আছে। আমি তোমার ব্যবসার অর্ধেক কিনতে রাজি আছি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। আমি চাই না, এ ব্যাপারটা আর কেউ জানুক।'

একটু ইতস্তত করল হাস্কি। 'র‍্যাঞ্চারদের বাকি দেয়ার ব্যাপারে কী করব? ওরা যে আমার পরিচত বন্ধু, ফিরিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

'ফিরিয়ো না। ওদের যা দরকার দিয়ো। হয়তো এত কিছুর পরে ওদের শিক্ষা হবে—ঠিক মত র‍্যাঞ্চ চালানো শিখবে।'

উঠে দাঁড়াল হাস্কি। ওর চেহারায় স্বস্তির চাপ সুস্পষ্ট। 'তোমাকে বলতে বাধা নেই—খুব ভয় পেয়েছিলাম আমি। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম।'

বাকবোর্ডের দিকে রওনা হলো সে। কী ভেবে একটু থামল। 'তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো। ওই টেড হার্পার লোকটা অত্যন্ত নীচ। রডনি মার্শও একই রকম।'

'ধন্যবাদ। আমি সাবধান থাকব।'

হাস্কি চলে গেলে ঘরে ঢুকে গানবেল্ট পরে উইনচেস্টারটা

তুলে নিল। লঙ ভ্যালি থেকে তার গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনার সময় হয়েছে। এক জায়গায় বেশিদিন চরানো ঠিক হবে না। কয়েক সপ্তাহ পর গোটা তিরিশেক অ্যারাগনে নিয়ে বিক্রি করে আসবে।

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে উঠতে যাবে এই সময়ে আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল। শীলা হিলের ঘোড়া।

মুখের ভাব লক্ষ করে ওর হাত ধরল পল। 'কী হয়েছে, শীলা?'

হড়বড় করে ওদের বাসায় মিটিঙ আর তার ফলাফল বলে গেল শীলা। 'প্লিজ, পল। বাবার ব্যাপারটা খারাপ ভাবে নিয়ো না। তার গরু মারা পড়ছে, এই দৃশ্যই কেবল সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সর্বক্ষণ।'

'আমি বুঝি,' সায় দিল সে। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার এখানে সামান্য যা পানি আছে তাতে সমস্যা মিটবে না। এত গরু একসঙ্গে এলে আমার ছোট ডোবাগুলো পায়ের চাপে মুহূর্তে কাদায় পরিণত হবে। বাঁধের পিছনে যে বড় লেক আছে তা-ও বেশিক্ষণ টিকবে না। এতে আমার সর্বনাশ করে আমাকেও ওদের দলে টেনে নেয়া ছাড়া কারও কোনও লাভ হবে না। বিশ্বাস করো, শীলা, আমি সাহায্য করতে চাই।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'একটা উপায় আছে। ওরা যদি খাটতে রাজি থাকে তবে হোয়াইট হর্স হিলে পানি পাওয়া যাবে। তবে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।'

'এখন আর ওরা কিছুই শুনবে না, পল।'

'বুঝতে পারছি, একটা পথই আমার সামনে খোলা আছে। এই জমিতেই ওরা আমার মায়ের হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, আর আমার হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় বাপকে বন্ধুবান্ধবহীন বিষণ্ন মানুষে পরিণত করেছিল। এখন একটাই পথ—আমাকে লড়তে হবে।'

হাত ঘুরিয়ে তার চারপাশটা দেখাল সে। 'হাতে কড়া ফেলে শরীরের রক্ত পানি করে চার বছর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসব গড়েছি আমি। দিনের পর দিন একা কাটিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি পাগল হয়ে যাব। নিজের হাতে একা ওই বাঁধগুলো তৈরি করেছি আমি। এগুলো রক্ষা করতে বাধ্য হয়েই লড়ব। আমার প্রাণ থাকতে একটা গরুও ওই বেড়া পার হতে পারবে না। বিশ্বাস করো, মরলে আমি একা মরব না, আরও অনেককেই সঙ্গে নিয়ে যাব। বাবার সঙ্গে তোমার কথা হলে তাকে বোলো যে, রক্তে গরুগুলো বাঁচবে না। কিন্তু সে যদি রক্তপাতই চায় তবে তাই হবে।'

'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে, পল। ওরা অনেক।'

'আমিও একা নই। কথাটা হয়তো একটু অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু আমার বাবা আর মা আমার সঙ্গে থাকবে। আমার আগে এই জমি তাদের ছিল। এমনি আরও যেসব হাজার হাজার লোক নিজের জমি রক্ষা করার জন্যে লড়েছে তাদের আত্মাও থাকবে আমার সঙ্গে!'

'আমিও বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি সে যদি এর মধ্যে থাকে তবে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ব।'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চাইল সে। 'তাই বলেছ তুমি?'

'বলেছি, এবং করবও তাই।'

পলের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। একটু ইতস্তত করে মাথা নাড়ল সে। 'আমার খুব ভাল লাগছে কথাটা শুনে—কিন্তু নিজের বাপের বিরুদ্ধে তোমাকে আমি লড়তে দিতে পারি না। বিবাদটা ওদের সঙ্গে আমার। আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু এবার তুমি ফিরে যাও। শেষ পর্যন্ত যাই ঘটুক না কেন, কথাটা আমি ভুলব না।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি। কিন্তু কথা দাও তুমি সাবধান থাকবে? টেড হার্পার তোমাকে মোটেও দেখতে পারে না। এ

বইঘর.কম

ছাড়া আরও একজন আছে—রনি হিউ—ওকে দেখলেই আমার ভয় করে!’

শীলা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই ভাবে বসে উপত্যকার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবল পল। আপাতত গরুগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাক।

প্ল্যান করে কাজ করার অভ্যাস তার। এবারে প্রতিরোধ আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে মন দিল। প্রথম এখানে এসেই সমস্যাটা নিয়ে ভেবে দেখেছিল। চমৎকার একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সে। ‘টেবল মাউন্টেন’ আর ‘নেক’ মিরর ভ্যালি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বেড়া আর ওই টানেলটাই এদিকে আসার একমাত্র পথ। অন্যদিকে ক্যানিয়নটা লঙ ভ্যালিতে গিয়ে পড়েছে—ওই পথে তার কোনও ভয় নেই। ওদিক দিয়ে আসতে হলে সত্তর মাইল কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে ঘুরে আসতে হবে। তবু যদি কেউ আসার চেষ্টা করে, মারা পড়বে ইণ্ডিয়ানদের হাতে।

ওই স্বার্থপর লোকগুলো নিজেদের গরু বাঁচাতে তার এতদিনের চেষ্টায় তৈরি সব কিছু নষ্ট করে দিতে চাইছে। তবু ওদের জন্য পলের সহানুভূতি রয়েছে। গরু যে র‍্যাঞ্চারদের কত মূল্যবান সম্পদ তা সে জানে। কিন্তু তার কাছে যা পানি আছে তাতে ওদের কেবল কয়েকটা দিন চলবে, শেষ রক্ষা হবে না।

অথৈ পাথারে পড়ে হাতের কাছে খড়-কুটো যা পাচ্ছে খামচে ধরতে চাইছে ওরা। টেড আর রডনি মার্শের হিংসা তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে বসল পল।

দুপুর নাগাদ কাজ আরম্ভ করল। একটা ড্রিল আর একটা ডাবল জ্যাক ব্যবহার করল সে। গর্তগুলোয় বারুদ ঠেসে রাখল—দরকার হলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওটা বন্ধ করে দেবে। বিকেলের দিকে কাজ শেষ হলো।

টেবল মাউন্টেনের মাথায় উঠে দূরবীন দিয়ে মিরর ভ্যালি

এলাকাটা ভাল করে দেখল। ধুলোর মেঘ দেখে বুঝল গরুর বিরাট একটা দলকে এগিয়ে আনা হচ্ছে। উইলো স্প্রিংস-এ এখনও কোনও গরু দেখা যাচ্ছে না। শীলা জানিয়েছে ওখানেই মিলিত হবে সবাই। রোববার রাতের আগেই বেড়ার ধারে পৌঁছে যাবে সব গরু।

বাড়ি ফিরে ভারি কাঠের তক্তা দিয়ে টানেলের মুখ বন্ধ করল পল। তারপর আর একটা ঘোড়ায় মাল চাপিয়ে গিরিপথে বেড়াটার দিকে গেল।

ওখানে পৌঁছে খুঁটিয়ে চারদিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। বেড়াটা বেশ শক্ত। তার দেয়া ভিতর দিককার বেড়াটা আরও মজবুত। ওগুলো ছিঁড়ে ফেলা সহজ হবে না। পাহাড়ে উঠে রাইফেল চালানোর জন্যে দুটো গর্ত খুঁড়ল। একটা সামনে, অন্যটা কিছুটা পিছনে। চোখের আড়ালে থেকে একটা থেকে অন্যটায় পৌঁছানো যায়। দুটোতেই যথেষ্ট পরিমাণে গোলাবারুদ রাখল।

গরুর চাপে বেড়া ভাঙবে না। ডায়নামাইট মেরে ওড়াতে হবে ওটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা শাবল নামিয়ে বড় বড় পাথরের চাঁই আলগা করে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে বেড়ার গোড়ায় ফেলল পল। আরও চওড়া আর শক্ত হলো বেড়া।

আরও পিছনে আর একটা রাইফেল চালানোর গর্ত খুঁড়ে আরও পাথর গাড়িয়ে ফেলল নীচে। তবে পাথরগুলো বেশি ছড়িয়ে থাকায় এখানে ততটা বাধার সৃষ্টি হলো না। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দূরে কালো জমাট বাঁধা আঁধারের মত এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে গরুগুলোকে।

বেড়ার ধার থেকে সরতে মন না চাইলেও বাড়ি ফিরে খাবার তৈরি করল পল। খেতে বসবে, এই সময়ে টানেলের ভিতর থেকে একটা ডাক শোনা গেল।

'সিরেনো?' স্পষ্ট শুনতে পেল সে। 'আমি জনাথন নাইট। তোমার সঙ্গে কথা আছে!'

বইঘর.কম

রাইফেলটা নিয়ে টানেলের মুখের দিকে এগুল সে। 'তোমার কী সমস্যা?' প্রশ্ন করল পল।

'কথায় আমি কোনোদিনই পটু ছিলাম না, কিন্তু কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল একটু বুঝি। ওরা যা করতে চেয়েছে তার অংশীদার আমি হতে পারব না। রাইফেলটা আছে আমার সঙ্গে—প্রচুর গুলিও আছে। তোমার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি আমি।'

'সত্যি বলছ?' মনে পড়ল শীলা ওর সম্পর্কে কী বলেছিল।

'হ্যাঁ, সত্যি! তোমার সৎসাহস আছে! কসম খেয়ে বলছি, টেড হার্পারের মত পাজি লোকের প্ররোচনায় সবাই কান দেয় না, এটা আমি ওই মাথামোটা লোকগুলোকে বুঝিয়ে দিতে চাই।'

রাইফেল নামিয়ে রেখে টানেলের মুখ থেকে তক্তা সরিয়ে দিল পল। 'ভিতরে এসো, জনাথন। তোমাকে দেখে যে আমার কত ভাল লাগছে বোঝাতে পারব না।'

দু'জনে একসঙ্গে কেবিনে ফিরে এল। মাংস আর কফি খাওয়ার ফাঁকে প্রতিরক্ষার জন্যে সে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে জানাল। দাঁত বের করে হাসল জনাথন। 'বেড়ার কাছে পৌঁছে টেডের চেহারা যা হবে ভাবতেই মজা লাগছে!'

পালা শেষ করে সারারাত পাহারা দিল ওরা। কিন্তু ভোর হবার আগে কাউকে দেখা গেল না। পল কেবিনেই ছিল—এর মধ্যে আরও দু'জন এসেছে।

হাস্কি তার বাকবোর্ড চালিয়ে হাজির হয়েছে—হাঁটুর ওপর তার রাইফেল, পাশে শীলা। পলকে দেখে ওর ঠোঁট জোড়া আরও চেপে বসল।

'গুলি ছুঁড়তে না দিলেও তোমাদের জন্যে কফি আর খাবার তৈরি করতে পারব আমি। খেতে তো হবে!'

'ঠিক আছে, তোমাকে দেখে রাগ করিনি আমি। চলো, হাস্কি, আমরা এবার বেড়ার কাছে যাই।'

শীলার দিকে ফিরল সে। 'টানেলের দিকে নজর রেখো। ওই পথে কেউ এলে আগে থেকেই শব্দ শুনতে পাবে। ওদের ফিরে যেতে বোলো। গুলির ফাঁকা আওয়াজেও যদি না যায় তবে ডায়নামাইটের সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিয়ো।'

আড়ষ্ট আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। চোখ দুটো আরও বড়। 'তাই করব আমি। ওদের জোর করে এখানে ঢোকার কোনও অধিকার নেই।'

আকাশ একটু ফর্সা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল জনাথন। 'কী খবর, হাস্কি! তুমিও দলে নাম লিখিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ, আমিও পলের পক্ষ নিয়েছি।'

বলিষ্ঠ দেহ জনাথনের; চওড়া কাঁধ আর উজ্জ্বল নীল চোখ। 'ওরা এগিয়ে আসছে,' বলল সে। 'ওদিকে নজর দেয়া দরকার।'

'আমাকে কথা বলতে দাও,' বলল পল। 'দেখি গোলাগুলি এড়ানো যায় কি না।'

'মনে হয় না সেটা সম্ভব,' বলল জনাথন। 'রক্ত চায় টেড।'

ওদের দলটাকে আরও কিছুটা এগোতে দিয়ে সাবধান করার জন্যে একটা গুলি ছুঁড়ল পল। থেমে দাঁড়াল ওরা।

'তোমরা ভাল চাইলে ফিরে যাও,' চিৎকার করে বলল পল। 'ওই বেড়া যেমন আছে তেমনি থাকবে। কাউকে খুন করতে চাই না—কিন্তু আমার এলাকায় জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করলে গুলি করব আমি।'

জনাথন নাইট উঠে দাঁড়াল। 'আমিও এখানে আছি। প্রথমে যে-লোকটা ওই তার ছোঁবে সে-ই মরবে!'

হাস্কি চিৎকার করল এবার। 'জ্যাক? আমি দাঙ্গাবাজ লোক নই, কিন্তু দেশে কোনও বিচার থাকবে না এটা সহ্য করতে পারব না। আমার কথা শোনো—ফিরে যাও।'

বইঘর.কম

'হাস্কি?' জ্যাকের গলা অবিশ্বাসের সুর। 'তুমিও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে?'

'ন্যায়ের পক্ষই নিয়েছি আমি। তোমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, জ্যাক। এখনও সময় আছে, ফিরে যাও। তোমাকে পছন্দ করি আমি, কিন্তু ওই তারে হাত দিলে আমার বুলেটই প্রথম আঘাত হানবে তোমার বুকে!'

দলটা তড়িঘড়ি নিজেদের মধ্যে পরামর্শে ব্যস্ত হলো। 'আমাদের ঠেকাতে পারবে না ওরা!' প্রতিবাদ করল টেড। 'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে!'

'আমি এর মধ্যে নেই,' বলল ম্যাক্স।

'ডরাও নাকি?' নাক সিটকাল রডনি।

'তুমি জানো কারও তোয়াক্কা করি না আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক্স। 'আসার পথে সারাক্ষণ ভেবেছি। আমার সঙ্গে অন্যায়ভাবে মারপিটে জেতেনি সিরেনো। পড়ে গেলে বুট দিয়ে লাথি মেরে আমার পাঁজর চুরমার করে দিতে পারত, কিন্তু তা না করে পিছিয়ে গিয়ে আমাকে ওঠার সুযোগ দিয়েছে। ওর কথায় আমরা সবাই হেসেছি—কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই ঠিক করেছে, অভাব নেই ওর। কষ্ট করে এতদিনে যা কিছু করেছে সেটাই রক্ষা করার জন্যে আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। ওর জায়গায় আমি হলে আমিও তাই করতাম। আর ওই যে হাস্কি, ওর চেয়ে সৎ আর নীতিবান মানুষ তল্লাটে আর নেই। ওকে কিছুতেই গুলি করতে পারব না আমি!'

'তবে তুমিও ওই দলেই গিয়ে ভেড়ো!' টিটকারি দিল রডনি মার্শ।

এবারে কেঁপে উঠল ম্যাক্স। 'ঠিকই বলেছ! তাই করব আমি! জীবনে অনেক ভুল আমি করেছি, সাধুপুরুষ আমি নই—তবু যার সৎ সাহস আছে তার বিরুদ্ধে দল পাকাইনি কোনোদিন। আমি ওর সঙ্গেই যোগ দেব!'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ার দিকে এগোল ম্যাক্স। একটা

হাত তুলল সে। 'গুলি করো না, সিরেনো। আমি তোমার দলে যোগ দিচ্ছি।'

তেতে উঠে বিশ্রী ভাষায় গাল দিল রডনি। তারপর হঠাৎ রাইফেল তাক করে ট্রিগার টিপে দিল।

ঘোড়ার ওপর ঝাঁকি খেয়ে সামনে ঝুঁকে গেল ম্যাক্সের দেহ। ঝপ করে মাটিতে পড়ল সে।

বিস্ফারিত চোখে ম্যাক্সের দিকে চেয়ে আছে টিমোথি হিল। ছেলেবেলা থেকে টিমোথির কাছেই মানুষ হয়েছে ম্যাক্স। সে নিজে ওকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছে। হতবুদ্ধি হয়ে সবার মুখের দিকে চাইল হিল। 'এ আমরা কী করছি?' বলল সে। 'এসব কী হচ্ছে?'

ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাক্সের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল টিমোথি হিল।

জ্যাকের মুখটা রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। টিমোথির দিকে চেয়ে আছে রেড বিল—হতভম্ব চেহারা। মনে হচ্ছে এইমাত্র একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। রডনির দিকে চাইল সে। 'স্রেফ খুন!' বলল বিল। 'ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা!'

কোণঠাসা জন্তুর মত ভয়ানক হয়ে উঠল রডনির চেহারা। সাহায্যের আশায় সবার মুখের ওপর ঘুরে ফিরছে ওর চোখ। 'কী ব্যাপার? তোমরা কি সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেলে নাকি? তোমরাই শুরু করেছিলে এটা, এখন তোমরাই কেটে পড়ছ!'

ঘোড়ার পিঠে বসে আছে জ্যাক। রাইফেলটা ওর হাতে ধরা। 'ভাল লোক ছিল ম্যাক্স। স্বাধীন ভাবে সে কী করবে না করবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের আর পাঁচজনের সমানই ছিল তার। রডনির—' প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চারের ওপর স্থির হলো ওর চোখ, 'তুমি আর টেড হার্পার যা খুশি করতে পারো, কিন্তু আমার দিকে গুলি ছুঁড়লে আমার ছেলেরা তোমাদের কটনউড গাছে ফাঁসিতে লটকাবে। ওটাই তোমাদের জন্যে উপযুক্ত স্থান! বোকার


বইঘর.কম
রক্ষক

মত কাজ করেছি আমরা—সবাই।' জিনের ওপর ঘুরে সোজা হয় বসল সে। 'চলো, জুনিয়র, ওগুলো আবার বাড়ির পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই!'

জ্যাকের লোকজন ফেরার আয়োজনে ব্যস্ত হলো। আড়চোখে টেবল মাউন্টেন পাসটার দিকে একবার চেয়ে নিজের কর্মচারীদের দিকে ফিরল টিমোথি হিল। 'তোমরা দু'জন ম্যাক্সকে উঠিয়ে নাও,' বলল সে।

টিমোথির দিকে চাইল লেজ বার্ট। 'বস, ভাল লোক ছিল ম্যাক্স। ওকে পিঠে গুলি করে মারার একটা বিহিত করা দরকার।'

'জানি। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে আজ।' ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ফিল আর জ্যাকের পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ইদানীং অনেকে কিছুই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, আসল কথা কি জানো, টিম—আমরা দেউলে হয়েছি।'

নীরবে সবাই ছড়িয়ে পড়ে গরু তাড়াতে ব্যর্থ হলো। রডনি এর ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। কেউ পাত্তা দিল না ওকে।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত জ্বালা নিয়ে টেডের কাছে হাজির হলো। 'কেউ সাহস না পেলে আমি নিজেই কাটব ওই তার!'

'এখন আর সে চেষ্টা করে লাভ নেই,' পরামর্শ দিল টেড। 'সিরোনো আর জনাথন দু'জনেরই রাইফেলে ভাল হাত। এর শোধ আমরা পরে তুলব।'

বেড়ার অন্যধারে তিনজন বসে বসে ওদের বিদায় নেয়া দেখল। একজন বলল, 'গরম গরম খাবার খেতে এখন খুব ভাল লাগবে।' ঘোড়া ঘুরিয়ে ওরা কেবিনে ফিরল।

'রডনি যে খুনি তা আমি আগেই জানতাম। ত্রিনিদাদে একটা লোককে সে পিস্তলের গুলিতে খুন করেছিল তিন বছর আগে,' বলল জনাথন। 'রনিও ওই একই ধাঁচের মানুষ।'

বাকবোর্ডের দিকে এগোল হাস্কি। 'এবার বাড়ি ফিরব আমি।'

'সাবধানে যেয়ো,' উপদেশ দিল জনাথন।

'আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাবে না ওরা,' বলল হাস্কি। 'আমি ছাড়া ওদের খাওয়া বন্ধ।'

সবার শেষে বিদায় নিল শীলা। পল ওকে এগিয়ে দিতে গেল। গেটের সামনে বিদায় জানাবার জন্যে ফিরল শীলা—কিন্তু মাথা নাড়ল পল। 'তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার,' বলল সে।

'তোমার কি মনে হয় সেটা ঠিক হবে?'

'হয়তো না। কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে কিছু গরু সে বাঁচাতে পাবে—অবশ্য যদি কথা শোনে।'

ওদের ঘরে ঢোকার আওয়াজ পেয়েও মাথা তুলে চাইল না টিমোথি। পুরনো চামড়ায় বাঁধানো চেয়ারটাতে মাথা হেঁট করে বসে আছে সে।

'বাবা? দেখো কে এসেছে।'

কোণঠাসা ভালুকের মত চোখ তুলে তাকাল সে। 'সিরেনো! বোকা বুড়োটার দুর্দশা দেখতে এসেছ?'

'এখনও সময় আছে,' চেয়ার টেনে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসল পল। 'খাটলে এখনও গরুগুলো বাঁচানো সম্ভব।'

'ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু দিয়ে সম্ভব নয়। টপাটপ মরতে শুরু করেছে ওরা।'

'হালে হোয়াইট হিলের ওদিকে গেছেন আপনি?'

'হোয়াইট হিল? গত পাঁচ-ছয় বছরে ওদিকে যাইনি। ওখানে এখন বুনো জুনিপার আর পাইন ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'আমার ধারণা ওখানে পানি আছে,' বলল পল। 'টেক্সাসে আমি একটা আর্টিজিয়ান (artesian) কুয়া দেখেছি। ঠিক ওই ধরনের এলাকাতেই কুয়াটা খোঁড়া হয়েছিল। ট্র্যাপারস্ কেবিনের একটু নীচে খুঁড়লে পানি পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

‘এই এলাকায় কুয়া খোঁড়ার কথা আমি কখনও শুনিনি,’ অনিশ্চিত সুরে বলল টিমোথি।

‘আমার নিজেরই চারটে আছে,’ জবাব দিল সিরেনো। ‘এবং তার প্রত্যেকটাতেই পানি রয়েছে।’

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে পাইপের মুখে ধরল টিম। ‘আগে ভাবতাম আমি সবই জানি, আর সব বুঝি—শেখার আর কিছু বাকি নেই আমার। কিন্তু এতদিন পরে বুড়ো বয়সে আজ বুঝতে পারছি সেটা সম্পূর্ণ ভুল।’ পাইপে টান দিল সে। ‘আপত্তি না থাকলে তোমার র‍্যাঞ্চটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে? সেদিন শীলা তোমার র‍্যাঞ্চের প্রশংসা করছিল।’

‘যখন খুশি আসতে পারেন। আর কুয়া খোঁড়ার ব্যাপারে যদি আপনার উৎসাহ থাকে, আমার কাছে অ্যারাগন থেকে আনা যন্ত্রপাতি সবই আছে।’

অত্যন্ত সতর্কভাবে বাড়ির পথ ধরল পল। আজ টিমোথি হিলের সঙ্গে তার শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু টেড আর রডনি এখনও তার শত্রু। ওরা দু'জন একসঙ্গেই গেছে। রনিও ছিল ওদের সঙ্গে।

পরদিন সকালেই টিমোথি হিল হাজির হলো পলের বাসায়। ওর সঙ্গে রয়েছে গ্রেহাম গ্রিন, ফিল হোয়াইটহেড আর জ্যাক। পলের দিকে কেবল একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা অভিবাদন সারল। স্টীলডাস্ট ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে ওদেরকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ দেখাতে বেরুল পল। পথে হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল টিম। সামনেই মাটি দিয়ে তৈরি আইলের মতো একটা উঁচু জিনিস আড়াআড়ি ভাবে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

‘ওটা কী জিনিস?’ প্রশ্ন করল সে।

‘বর্ষার পানি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এখানে একটা নালা সৃষ্টি করার উপক্রম করেছিল,’ ব্যাখ্যা করল পল। ‘তাই একটা ছোট্ট বাঁধ তৈরি করে পানিটাকে ছড়িয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করেছি।

এতে অনেক ঘাসের গোড়ায় পানি পৌঁছাচ্ছে।

'আরও নীচের জমিতে বাটির মত একটা গর্ত আগেই ছিল। ওটাকে আর একটু গভীর করে খুঁড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছি—ওটাই এখন একটা ছোট পুকুরের কাজ দিচ্ছে। তবে এখন পুকুরটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।'

'এখনও ওতে যা পানি আছে আমার গোটা র‍্যাঞ্চে তা নেই!' বলল জ্যাক।

ওদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাল পল। বাঁধ, বাঁধের পিছনে লেক, কুয়া—সব। প্রথম কুয়া থেকে উইণ্ডমিল ব্যবহার করে পানি ওঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টা আর্টিজিয়ান—পাহাড়ের ভিতর সুড়ঙ্গ কেটে তৈরি করা হয়েছে ওটা। সুড়ঙ্গ পথেই পাহাড় থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

সবুজ আর সুন্দর দেখাচ্ছে পুরো এলাকা। একটা হাত ঘুরিয়ে ওদিকে ইঙ্গিত করল সিরেনো। 'এর বেশির ভাগই ব্ল্যাক গ্রামা আর কার্লি মেসকাইট ঘাস। কয়েক হপ্তা একটা প্লটে গরু চরিয়ে পরে ওদের অন্য প্লটে সরিয়ে নিয়ে ঘাসকে আবার বাড়ার সুযোগ দিই আমি। একর প্রতি আর সবাই যত গরু পুষছে তার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ আমার স্টক। এই কারণে আমার গরুগুলো সব সময়ে মোটা-তাজা থাকে।'

'আমার এলাকাটা চোলা (cholla) আর ক্যাকটাসে ভরে গেছে,' বলল টিম।

'মাঠগুলো পুড়িয়ে দিলে ওই ছাই সারের কাজ দেবে,' বুদ্ধি দিল পল। 'আর আগুনে চোলার শুকনো কাঁটাগুলো পুড়ে যা থাকবে সেটা গরুর জন্যে বেশ ভাল খাবার। ইণ্ডিয়ান নাভাযোদের থেকে এটা শিখেছি আমি।'

'তা হলে তো আমার অর্ধেক সমস্যাই মিটে যায়। আমার এখানে যা চোলা আছে তাতে ক্রিসমাস পর্যন্ত আমার স্টকের খাওয়া চলবে,' বলে উঠল জ্যাক।


বইঘর.কম
রক্ষক

'বাছা,' বলল হিল, 'তুমি সত্যিই কাজের কাজ করেছ! তোমার পরামর্শ অনেক আগেই আমাদের শোনা উচিত ছিল।'

দ্রুত কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। কঠিন পরিশ্রম করছে পল। কিন্তু একা একা ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও ভুলতে পারছে না। প্রত্যেকবারই বাড়ি ফিরে ওর মনটা কেবলই শীলাকে খুঁজে বেড়ায়। গোলমালের সময়ে রান্নাঘরে শীলার কফি বানানোর কথাও মনে পড়ে। রাতে আগুনের পাশে একা বসে শীলাকেও যেন সে ঘরে দেখতে পায়। একদিন ঘোড়ার পিঠে গিরিপথ দিয়ে সামনে এগিয়ে অবাক হয়ে থেমে দাঁড়াল সে।

বেড়াটা নেই! একেবারে গোড়া থেকে তার সুদ্ধ খুঁটিগুলো তুলে খুঁটির গর্ত মাটি দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে। ওখানে কোনোদিন একটা বেড়া ছিল বলেও আর বোঝার উপায় নেই। হ্যাটটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে লম্বা করে একটা শ্বাস নিল পল। 'মা,' জোরে জোরেই বলল সে, 'এই দৃশ্য দেখতে পেলে আজ তোমার মনটা ভরে যেত!'

পিন্টো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে শীলা। হঠাৎ পলের ওদিকে একটু ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। বেড়া নামিয়ে ফেলা হয়েছে শুনেছে সে। মাঠের চোলা পুড়িয়ে কাজ হয়েছে। ওদের স্টকের বেশির ভাগই বেঁচে যাবে এতে। এখন সময় মত বৃষ্টি শুরু হলে এ যাত্রা কোনোমতে মোটামুটি রক্ষা পেয়ে যাবে ওরা।

কিন্তু ওদিকে আর একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠছে। শহরে গেছিল লেজ বার্ট। চোখের সামনে ম্যাক্সকে খুন করে তার তরুণ রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রডনি। খুনিদের সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেছিল বার্ট। শুনেই পিস্তল বের করল রডনি। র‍্যাঞ্চের কাজে দক্ষ লেজ বার্ট, কিন্তু পিস্তলবাজ সে নয়। নিষ্ঠুর রডনি তিন তিনটে বুলেট ঢুকিয়ে দিল ওর গায়ে। কপাল গুণে প্রাণে বেঁচে গেছে বার্ট।

শহরেই ঘোরাফেরা করে রডনি। র‍্যাঞ্চের কথা প্রায় ভুলেই

গেছে। ওর গরুগুলো মারা পড়ছে—কিন্তু সেদিকে ওর কোনও খেয়াল নেই। টেড হার্পার আর রনি হিউ ওর সঙ্গে জুটেছে।

সবকিছুতে মেয়েদেরও একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার, তাই মিরর ভ্যালির মেয়েদের নিয়ে একটা বিরাট নাচের ব্যবস্থা করেছে শীলা। আনন্দ ফুর্তির মাঝে পুরনো বিরোধ ভুলে আবার মিল হবে। টেবল মাউণ্টেনে গিয়ে পলকে নিমন্ত্রণ করার ভার শীলা নিজেই নিয়েছে।

উপত্যকার অন্যদিকে নিজস্ব ধারায় এগিয়ে চলেছে ঘটনা প্রবাহ। ঘোড়ায় চেপে টেড হার্পারের বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছে রনি হিউ। হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছে ওরা টেডের অগোছাল বৈঠকখানায়। ঘরে কোনও খাবার নেই। মদের উপরই বেঁচে আছে টেড। সেদিন বেড়ার ধার থেকে ব্যর্থতা নিয়ে ফেরার পর পলের প্রতি রাগ তার আরও বেড়েছে। অথচ মিরর ভ্যালির সবাই এখন সিরেনোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টেড হার্পারের আসল রাগ ছিল পলের বাপের ওপর। এখন সে নেই, তাই তার রাগটা গিয়ে পড়েছে ছেলের ওপর। মনে মনে টেডও চেয়েছিল, মিরর ভ্যালির সেরা সুন্দরী একদিন তাকেই বিয়ে করবে। মহিলা কোনোদিন তার দিকে ফিরেই চায়নি—কিন্তু তাতে তার আকাশ কুসুম কল্পনায় কোনও বাধা পড়েনি। ইচ্ছা করে মেক্সিকান লোকটাকে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধাল সে। তার বিশ্বাস ছিল ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে লোকটা।

মুশকিল হলো লোকটা মোটেও ভয় পেল না। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল যখন খুশি পিস্তল বের করতে পারে টেড।

টেড টের পেল এর জন্যে সে মোটেও তৈরি নয়। দড়ি মনে করে সাপের লেজ মাড়িয়ে হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মাত্র আট ফুট দূরে দাঁড়ানো মানুষটার দিকে চেয়ে বুঝল সাহস জিনিসটা কোনও বর্ণ বা জাতির ওপর আপনা আপনি বর্তায় না—ওটা যে কোনও লোকেরই থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই সে চুপসে গেছিল সেদিন। কেউ এ ব্যাপারে আর কথা না তুললেও জানে সবার চোখে ছোট হয়ে গেছে। সেই অপমানের জ্বালাটা আজও ভুলতে পারেনি ও।

দু'জনেরই নেশা বাড়ছে। প্রায় মাতাল অবস্থা। বোতলের জন্যে হাত বাড়াল টেড। রনিও একই সঙ্গে হাত বাড়িয়েছে। একসঙ্গেই দু'জনের হাত পড়ল বোতলটার ওপরে। অকারণেই হঠাৎ খেপে গিয়ে ঝটকা দিয়ে রনির হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিল টেড।

রগচটা মানুষ রনি। রাগে ফেটে পড়ল সে। অসুরের শক্তি ওর গায়ে। চড় খেয়ে চেয়ার উল্টে মেঝেতে চিৎপাত হয়ে পড়ল টেড। রনির কোমরে পিস্তল নেই—ওটা পাশের ঘরে খুলে রেখেছে সে।

মার খেয়ে রক্ত চড়ে গেছে টেডের মাথায়। ঝাপসা চোখে সামনে কেবল একটা বিশাল মানুষের আকৃতি দেখতে পাচ্ছে। ওর ভিতরকার সমস্ত জমাট বাঁধা রাগ এবার একসঙ্গে বেরিয়ে এল। কখন যেন হাতে উঠে এসেছে পিস্তল। উন্মত্তের মত ট্রিগার টিপে চলল সে।

পিস্তলের বজ্রশব্দ আর বারুদের গন্ধে ভরে গেল ঘর। শব্দ থামল, ধীরে ধীরে ঘরের ধোঁয়া কেটে পরিষ্কার হলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টেড।

স্থির হয়ে পড়ে আছে রনির দেহ। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর শরীর। ওদিক থেকে জোর করে চোখ ফিরিয়ে মাটি থেকে বোতলটা তুলে অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢেলে দিল। একবারও পিছন ফিরে না চেয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল সে। দূরে আকাশে কিছুটা মেঘ জমেছে।

নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেও টেডের দুষ্টবুদ্ধি লোপ পায়নি। সে জানে একজন নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মারার দায় থেকে তার মুক্তি নেই! মিরর ভ্যালি এলাকার জন্যে আলাদা একজন শেরিফ

নির্বাচন করার প্রস্তুতি চলছে—ওটা হয়ে গেলে সে আর রডনি কেউই রেহাই পাবে না। ঘোড়ার পিঠে উঠে চলতে শুরু করল। সবকিছুর জন্যে পল সিরেনোই দায়ী, মনে মনে রায় দিল টেড।

যে পথ দিয়ে বিক্ষুব্ধ মনে সে এগোচ্ছে সেটা শীলা হিলের ট্রেইলটাকে মাঝামাঝি জায়গায় কেটেছে।

ওদের অজান্তে পল সিরেনো গিরিপথ দিয়ে বেরিয়ে দূরে এক ঝলকের জন্যে পিন্টোটাকে দেখতে পেল। ওদের দূরত্ব মাত্র এক মাইল হলেও এক গভীর ক্যানিয়ন রয়েছে মাঝখানে। তাড়াতাড়ি চললে উইলো স্প্রিংস-এ ওকে ধরতে পারবে পল।

আজ ওর মনটা খুশি রয়েছে। চলার পথে মনের খুশিতে একটা গান ধরল পল। গানটা ওর নিজেরই তৈরি।

*গ্লাস ভরে নাও, বন্ধু,*
*ঘন হয়ে ঘিরে বসো,*
*মজার গল্প শোনাব আজ,*
*নায়ক জনি লিসো।*
*তরুণ রাখাল জনি*
*চড়ে মাসট্যাঙ,*
*তেজি ঘোড়া চড়তে*
*কাঁপে না তার ঠ্যাঙ॥*

প্রতিহিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে টেড। সিরেনোর পরেই শীলা হিলের ওপর তার রাগ। মেয়েটা সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে অথচ তাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। মেয়েদের সম্পর্কে সে অশালীন মন্তব্য করে বলেই যে মেয়েটা ওকে পছন্দ করে না, এটা মানতে সে নারাজ।

হালকা মনে উইলো স্প্রিংস-এর দিকে এগিয়ে চলেছে শীলা। বাবার কাছে সে শুনেছে প্রথম চেষ্টাতেই ওখান আর্টিজিয়া কুয়া থেকে পানি পাওয়া গেছে। পানির ধারে ঘোড়া থামিয়ে নামল সে। একটা প্রাকৃতিক ঢালু গর্তকে আরও খুঁড়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা


বইঘর.কম

করা হয়েছে। পানিটা অবশ্য এখনও কিছুটা ঘোলা, কিন্তু এই পানিই মিরর ভ্যালি এলাকার জন্যে একটা অমূল্য সম্পদ।

পল সিরেনোর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই খোঁড়া হয়েছে ওই কুয়া। আর ওর পরামর্শ মত চোলা খাইয়ে তাদের স্টক এবারের মত বেঁচে গেছে। লোকজনের মন থেকে পলের প্রতি বিরূপ ভাবটা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এতে পলের জীবনের মোড় ঘুরে যাবে, আর হয়তো...

ঝোপের ধারে ঘোড়া থামার শব্দটা সে মোটেও টের পায়নি। টেড হার্পার ওকে এদিকে আসতে দেখেছে। সে জানে মেয়েটা একাই রয়েছে। স্যাডলব্যাগ থেকে নতুন একটা পাইন্ট বোতল বের করে একটা চুমুক দিল। এই এলকা ছেড়ে সে যখন চলেই যাচ্ছে তখন কীসে কী হয় তা মেয়েটাকে একটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কেউ টের পাওয়ার আগে পগার পার হয়ে যাবে সে।

উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এগোল সে। পায়ের চাপে একটা শুকনো ডাল ভাঙতেই চমকে ফিরে তাকাল শীলা। দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে টেড হার্পার।

মাঝারি গড়নের লোক, বুকে বনমানুষের মত ঘন লোম। বেশি মাত্রায় মদ খাওয়ায় চোখমুখ ফোলাফোলা। বোঝাই যায় টঙ হয়ে রয়েছে ওর মেজাজ।

মনে মনে অনেকবারই সে এই মেয়েকে পেতে চেয়েছে, আজ নিভৃতে সামনাসামনি হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এগোল সে।

বিপদ টের পেয়েছে শীলা, কিন্তু চিৎকার করল না সে। সাবধানে পিছাতে শুরু করল। ঘোড়াটা আরও কাছে থাকলে ভাল হত। ঘুরে দৌড় দিতে গেলে তিন কদম যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেলবে লোকটা।

কোনও কথা বলছে না ও, শুধু এগিয়ে আসছে।

'কী হয়েছে, টেড? কিছু খুঁজছ?'

জবাব দিল না টেড। এগিয়েই আসছে। পিছাতে গিয়ে কাদায় পা পিছলে পড়ে গেল শীলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়ে সরে ঝটপট উঠে দাঁড়াল।

মদ খেলেও টেডের ক্ষিপ্রতা কিছুমাত্র কমেনি। 'হতচ্ছাড়া জানোয়ার! পাজি...!' ঝট করে সরে গেল মেয়েটা। কিন্তু হাত বাড়িয়ে শীলার কব্জি ধরে ফেলল টেড।

এই সময়ে দু'জনেরই চেনা একটা গলার স্বর ওদের কানে পৌঁছল।

*কালো টাট্টু চড়ে সে মনের সুখে ঘোরে,*
*পাড়ার মেয়ে সবাই তাকে আদর সোহাগ করে।*
*হাসির আওয়াজ শুনে ওরা জনির পিছে ধায়,*
*জনি চলে গেলে ওরা করে 'হায় হায়'।*

চিৎকার করে সাবধান করার আগেই শীলার মুখ চেপে ধরল টেড। পিন্টোটা চোখের সামনেই রয়েছে, কিন্তু টেডের ঘোড়াটা ঝোপের আড়ালে লুকানো আছে।

নিজের কাঁধ দিয়ে শীলাকে একটা উইলো গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরে অন্য হাতে পিস্তল বের করল টেড।

গানটা থামল। জিনের ককানি শুনে বোঝা গেল ঘোড়া থেকে নামল পল। উইলোর ভিতর দিয়ে চলার সময়ে আবার গান শুরু হলো।

*রোজ বিকেলে সেজে জনি শহরে যায়,*
*সেই মেয়ে তার জন্যে থাকে অপেক্ষায়!*

সাবধানে পিস্তল উঠিয়ে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল টেড।

পিস্তলের ঘোড়াটা 'ক্লিক' শব্দ তুলে খালি চেম্বারে পড়ল। রনিকে গুলি করে পিস্তল খালি করে ফেলেছে সে।

ফায়ারিং পিন পড়ার শব্দে স্থির হয়ে জমে গেল পল। খিস্তি বকে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেল্ট থেকে খামচে কার্তুজ বের করল টেড। তাড়াহুড়ায় প্রথম দুটো মাটিতে পড়ল,


বইঘর.কম

কিন্তু বাকিগুলো জায়গা মত ভরে ফেলল সে।

আতঙ্কগ্রস্ত শীলা মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরতে সরতে চিৎকার করল, 'সাবধান, পল! টেডের হাতে পিস্তল!'

পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল পল। ঘোড়ায় চড়ার সময়ে পড়ে না যায় এজন্যে ওর পিস্তলটা এখনও চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। ফিতে খুলে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা বের করল সে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, নাকি ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ? আঁধার ঠেকছে। একটা পা বাড়িয়ে হাঁটু গেড়ে অপেক্ষা করছে পল। শীলার জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে—কিন্তু বনের অন্ধকার ছায়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটা শুকনো কাঠি তুলে নিয়ে ওদিকের ঝোপের ওপর ছুঁড়ে মারল সে। কিছুই ঘটল না।

কিছুটা এগোল পল। দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পাশে সরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। একটা আগুনের শিখা ওর চোখের দিকে ছুটে এসে কদাকার শব্দ তুলে পিছলে গাছে গেঁথে গেল। জবাবে সে-ও গুলি করল। পাথরে লেগে ঠিকরে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

পিস্তলটা একটু নামিয়ে আবার গুলি ছুঁড়ল পল। এবার ওদিক থেকে ত্রস্ত নড়াচড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে আবার গুলি করার জন্যে তৈরি থাকল। এক মহূর্ত সব চুপচাপ, তারপর আবার গুলি হলো। মাত্র এক ইঞ্চির জন্যে পলের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

মাটি আঁকড়ে শুয়ে আছে শীলা। পল এখন ওকে দেখতে পাচ্ছে। ওর কাছে থেকে কিছুটা সরে গেল সে। এখন আর ওর গায়ে গুলি লাগার সম্ভাবনা নেই।

রাগ আর ভয় টেডকে চালাচ্ছে। কিন্তু কোণঠাসা কয়োটির সাহসও এক সময়ে ফুরায়। মদের নেশা ছুটে গেছে তার। পিস্তল হাতে অপেক্ষা করছে পল ওর জন্যে—বুঝতে পারছে সহজে

নিস্তার নেই তার।

হঠাৎ উবে গেল ওর সব সাহস। ছায়ার মত নিজের ঘোড়ার দিকে পিছিয়ে গেল সে। খুনের নেশা তার পুরোপুরি আছে, কিন্তু নিজে মরতে চায় না। এখন কোনোমতে ঘোড়ার পিঠে চেপে পালাতে পারলেই বাঁচে। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল টেড।

শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে লাফিয়ে ওর পিছনে ছুটল পল। শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল টেড। থামতে গিয়ে একটু পিছলে স্থির হয়ে দাঁড়াল পল। মরিয়া হয়ে গুলি ছুঁড়ল টেড।

একই সঙ্গে গুলি করল পল—তারপর আবার। ঘোড়াটা লাফিয়ে সরে গেল। টেডের পেটে গুলি লেগেছে। এতদিনের জমাট বাঁধা ঘৃণা রক্তের ধারায় ওর দেহ থেকে গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে টলছে সে। পিস্তল তোলার চেষ্টা করে পড়ে গেল টেড। আপনা আপনি ফুটল ওর পিস্তল।

গুলির আঘাতে একটা পাথর ছিটকে এসে লাগল পলের কপালে। চোখে আঁধার দেখল পল।

পরিষ্কার বিছানা। ডাক্তার তার জিনিসপত্র ব্যাগে ভরছে। শীলা আর জনাথন রয়েছে ঘরে। ডাক্তার চলে গেল।

'টেড হার্পার?' উঠে বসল পল।

'মারা গেছে। নিজের বাসায় রনি হিউকে গুলি করে মেরে রেখে এসেছিল। সম্ভবত দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিল সে।'

'রডনি?'

উঠে দাঁড়াল জনাথন। 'দৈবাৎ এসে পড়েছিলাম আমি। তোমাকে শীলার বাসায় পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার আনতে শহরে গেছিলাম। ওখানে রডনি খামোকা আমার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাল। শেষে পিস্তল বের করে আমাকে মারতে গিয়ে নিজেই মারা পড়েছে।'

দরজার দিকে এগোল জনাথন নাইট। 'তোমাদের নিশ্চয়ই

অনেক কথা রয়েছে,' বলল সে। 'আমি বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি। মনে হচ্ছে কত বছর যেন বৃষ্টি দেখিনি।'

বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ এল জানালা দিয়ে।

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল দু'জন।

—কাজি মাহবুব হোসেন

# কাউবয়

উঁচু জমির মাঠগুলোতে চমৎকার ঘাস জন্মেছে। রে সাটন ভাবছে কেউ কেন এসব ব্যবহার করছে না। নীচে সমতল জমিতে যেসব গরু চরছে সেগুলো রোগা আর অর্ধভুক্ত। প্রায় অব্যবহৃত একটা সরু ট্রেইল ধরে উপরে উঠে এসেছে রে। কনটিনেন্টাল ডিভাইড পার হয়ে ওপাশে যাবে। ডিভাইডের রিজগুলোর ওপর গাছে ঘেরা ভাল ঘেসো জমি ওর নজরে পড়ল।

মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাসের ওপর বাতাস লম্বা-লম্বা ঢেউ তুলেছে। ঘাসের ওপর বিছান সূর্যের সোনালি আলো; যেন আদর করছে। মাঠের ওপাশে গাছের ভিতর পানি পড়ার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেবরা ডানটাকে ঘুরিয়ে ওদিকেই এগোল সে। গাছের আড়াল থেকে তিনজন আরোহী বেরিয়ে এল। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চট করে থেমে দাঁড়াল ওরা।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে রে। আরোহী তিনজন ঘুরে ওর দিকেই দ্রুত ছুটে আসছে। লম্বা একটা লোক ছাই রঙের ঘোড়ার পিঠে সবার আগে রয়েছে। বাকি দু'জনকে কাউহ্যাণ্ড বলে চেনা যায়। সবার কোমরেই পিস্তল। লম্বা লোকটার কঠিন মেদহীন গালে একটা ছুরির ক্ষত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। 'এই যে, দাঁড়াও!' ঘোড়া থামিয়ে হুঙ্কার দিল সে। 'এখানে তুমি কী করছ?'

রে সাটন ঘোড়া থামাল। জিনের ওপর সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে সে। 'কেন, নিজের রাস্তায় যাচ্ছি।' শান্ত কণ্ঠে জানাল রে। 'তবে আমার কোনও তাড়া নেই। এই পথে কি চলা নিষেধ?'

'এটা ট্রেইল না!' বিশাল লোকটার চোখে মাতব্বরি ভাব।



বইঘর.কম

'ঘুরে যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও! ট্রেইলটা রায়ারসনের ভিতর দিয়ে গেছে।'

'আমার পথ থেকে ওটা বিশ মাইল দূরে,' আপত্তি জানাল রে। 'এদিক দিয়েই আমার সুবিধা, তাই এই পথেই যাব বলে ঠিক করেছি।'

লোকটার চোখ কঠিন হলো। 'উইলফ্রিড তোমাকে এই বদ বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছে?' প্রশ্ন করল সে। 'তাই যদি হয়, ওকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার! তোমাকে ভাল মত দুরস্ত করেই ওর কাছে ফেরত পাঠাব! ধর ওকে।'

লোকদুটো রওনা হয়ে হঠাৎ থমকে জমে গেল। চোখের ভুল নয়, সাটনের হাতে সত্যিই একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। 'এস,' আমন্ত্রণ জানাল রে, 'আমাকে দুরস্ত করবে না?'

ঢোক গিলে স্থির দাঁড়িয়ে রইল ওরা। লম্বা লোকটার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। 'আচ্ছা—একজন পিস্তলবাজ, না? ওই খেলা আমরাও জানি! দিন শেষ হওয়ার আগেই আমি কর্কি ফ্লেচারকে এখানে হাজির করব!'

কর্কি ফ্লেচার? একটু চমকাল রে। লোকটা আউটল, একজন হৃদয়হীন খুনি—ডজনখানেক জায়গায় ওর নামে হুলিয়া আছে। 'শোনো, গালকাটা,' রুক্ষভাবে বলল সে, 'তোমাকে আমি চিনি না, আর উইলফ্রিডের নামও কখনও শুনিনি। কিন্তু লোকটা যদি তোমাকে অপছন্দ করে তবে বলব এটা তারই ক্রেডিট। কর্কি ফ্লেচারের মত লোক যে পোষে বা ভাড়া করে সে একটা কয়োট!'

গাঢ় লাল হলো লোকটার মুখ, চোখ দুটোয় নীচ বিদ্বেষ। 'কর্কিকে আমি কথাটা জানাব!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'শুনে ও খুব খুশি হবে! তোমাকে খুন করার জন্যে ওর এটুকু অছিলাই যথেষ্ট।'

ঠাণ্ডাভাবেই পিস্তল খাপে ভরল রে। কিন্তু ওর চোখ দুটো এখনও সামনের তিনজনের ওপর। 'ইচ্ছে করলে তোমরা পিস্তল বের করতে পারো,' উদ্ধত স্বরে বলল সে। 'তোমাদের গুলি করে

জিন থেকে মাটিতে ফেলতে আমার একটুও অনুতাপ হবে না।

'আর তুমি...' সাটন লম্বা লোকটার দিকে চোখ ফেরাল '...পরে শেখার চেয়ে এখনই অচেনা বিদেশির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় শিখে নাও। এই এলাকা বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়, আর দেখে বোঝা যাচ্ছে কেউ ব্যবহারও করে না। কারও এই পথে চলায় বাধা দেয়ার কোনও অধিকার তোমার নেই। আমি যেতে চাইলে, যাবই। বুঝেছ?'

একজন কর্মচারী মুখ খুলল। ওর স্বরটা উৎকণ্ঠিত। 'বিদেশি, জাসটিন স্লেডের সঙ্গে এভাবে কথা বলার পর তোমার লেজ গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে পালানো উচিত! এই দেশের সবকিছু সে-ই চালায়!'

হ্যাটটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে কর্মচারী থেকে লম্বা লোকটার দিকে চোখ ফেরাল রে। চুপচাপ আর শান্ত স্বভাবের লোক হলেও মারপিট তার খুব প্রিয়। নিজে কখনও ঝামেলা না বাধালেও, যদি কেউ সেধে লাগতে আসে, তা হলে এড়িয়ে না গিয়ে মোকাবিলা করাই ওর অভ্যাস।

'আমাকে চালায় না সে,' হাসি মুখেই জবাব দিল রে। 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা, লোকটা বড় টিনের বাক্সে ছোট্ট এক টুকরো পাথর—বাজে বেশি, কাজে কিছু নয়!'

তামাক বের করে শান্তভাবে সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল সে। ওর মুচকি হাসি লোকগুলোকে ড্র করতে চ্যালেঞ্জ করছে। 'তোমার কী করে ধারণা হলো তুমিই এদেশটা চালাচ্ছ? আর উইলফ্রিড লোকটাই বা কে?'

জাসটিনের চোখ দুটো ছোট হলো। 'তুমি ভাল করেই জান সে কে!' রাগের সঙ্গে বলে উঠল সে। 'উইলফ্রিড স্কট একজন দুই পয়সার হবু ক্যাটলম্যান। লোকটা আমার রেঞ্জের দিকে হাত বাড়াতে চায়!'

'যেমন এইসব?' হাত নেড়ে আশপাশের মাঠগুলো দেখাল


বইঘর.কম
রক্ষক

সাটন। 'আমার তো মনে হয় না। গত কয়েক মাসের মধ্যে এদিকে কোনও গরু-ঘোড়া এসেছে? তুমি চাওটা কী? বলতে চাও এদেশের সব ঘাসই তোমার?'

'এটা আমার!' জোর দিয়ে বলল জাসটিন। 'এখনও এখানে একটা ট্রেইল করিনি বটে, কিন্তু তার মানে এই না যে...'

'ও, এই ব্যাপার?' চিন্তাযুক্ত মনে ওদের যাচাই করল রে। 'ঠিক আছে, জাসটিন, তোমার লোকজন নিয়ে এবার তুমি সোজা বাড়ি ফিরে যাও। ভাবছি এখানেই র‍্যাঞ্চ করব আমি।'

'কী করবে?' চেঁচিয়ে উঠল জাসটিন। তারপর তিক্ত একটা গালি দিল।

'সাবধান, গুড ডগ্!' হাসিমুখেই সতর্ক করল রে। 'কান মলে তোমাকে শায়েস্তা করতে বাধ্য কোরো না!'

অপমানটা এবার ওর চামড়া ভেদ করল। চোখের পলকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল জাসটিন। কিন্তু পিস্তলের বাঁটে হাত দিয়েই দেখল সাটনের পিস্তলটা ওর দিকেই তাক করে চেয়ে আছে।

'তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই, জাসটিন। আমাকে ওদিকে ঠেলে নিও না,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সে। মৃত্যুর হাত থেকে কত অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছে ভেবে স্লেডের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার।

'এখানেই এর শেষ নয়!' রুক্ষ স্বরে ঘোষণা করল সে। 'তুমি এখান থেকে স্বেচ্ছায় না গেলে আমরাই তোমাকে দাবড়ে তাড়াব!'

ঘোড়ার পিঠে বসে ওদের যাওয়া দেখল রে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'কী আছে, পার্টনার?' ডানটাকে বলল সে, 'আমরা নির্দিষ্ট কোথাও যাচ্ছিলাম না। চল্, জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে, উইলফ্রিডের সঙ্গে মোলাকাত করতে যাই।'

সূর্যটা পশ্চিমের পাহাড়ে পাইন গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। এই সময়ে সাটনের ডানটা কাপের মত উপত্যকায় নামল। র‍্যাঞ্চের দালানগুলো মজবুত। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এটাই উইলফ্রিড স্কটের বিরাট র‍্যাঞ্চ। সুগঠিত কাঠামো আর সোনালি চুলের একটা আকর্ষণীয় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে রে-কে দেখছে।

লাগাম টেনে থেমে হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল সে। 'ম্যাম, আমি উইলফ্রিড স্কটের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি ভুল মানুষকে খুঁজছিলাম। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমিই এখানকার বিগ বস। আমি লক্ষ করেছি, সোনালি চুলের মেয়েরা সাধারণত একটু বসি (bossy) হয়!'

'আর আমি খেয়াল করেছি, অপদার্থ ভবঘুরে কাউহ্যাণ্ডরা স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে!' খোঁচা দিল মেয়েটা। 'বেশি স্মার্ট! তুমি আবার মুখ খোলার আগেই জানিয়ে রাখছি আমাদের কোনও কাজের লোক দরকার নেই—সেরা কাজের লোক হলেও না। নিজের সম্পর্কে হয়তো তোমার ওই ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে!

'যদি খাবার জন্যে এসে থাক, তবে খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর দলে ভিড়ে যেও। সবাইকেই আমরা খাওয়াই, নেড়ি কুকুর বা ফকির-মিসকিনও বাদ যায় না।'

ওর দিকে চেয়ে হাসল রে। 'ঠিক আছে, গোল্ডি। আমি অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের উইলফ্রিড স্কটকে খুঁজে বের করা দরকার। কারণ ওর সঙ্গে আমি গরু কেনার একটা ডিল করতে চাই।'

'তুমি? গরু কিনবে?' মেয়েটার সুরে অবজ্ঞা। 'তুমি একটা গুলবাজ ভবঘুরে!' আগুনের ঝিলিক দেখা গেল ওর চোখে। কিন্তু তার পিছনে একটা সজীব কৌতূহলও উঁকি দিচ্ছে—লক্ষ করল রে।

'আমার কিছু গরু দরকার,' বলল সে। 'ওখানে উঁচু জমিতে


বইঘর.কম

র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছা আমার।'

মেয়েটা ঘুরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে ফিরে তাকাল। 'কী বললে?!'

বাড়ির কোনায় থমকে দাঁড়ান বয়স্ক লোকটাকে দু'জনের কেউ লক্ষ করেনি। ওর চোখ দুটো সাটনের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'কী বলছিলে? তুমি ওই পাহাড়ের উপর র‍্যাঞ্চ করতে চাও?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' উইলফ্রিড স্কটের দিকে ফিরে তাকাল রে। চেহারায় লোকটাকে ওর পছন্দ হলো। 'আমার কাছে ষাটটা ডলার, একটা ভাল ঘোড়া, একটা দড়ি, আর দৃঢ় সঙ্কল্প আছে। তোমার কাছ থেকে আমি তিনশো গরু, দুটো ঘোড়া, দুটো প্যাক মিউল, আর কিছু খাবার কিনতে চাই।'

মেয়েটা চটে উঠে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু উইল ওকে হাত তুলে থামাল। 'কিন্তু, ইয়াং ম্যান, তুমি ষাট ডলার দিয়ে এত কিছু কীভাবে কিনবে বলে ভাবছ?'

রে হাসল। 'কেন, মিস্টার স্কট? আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি ওখানকার ভাল ঘাসে গরু চরিয়ে অল্পদিনেই ওদের মোটা-তাজা করে তুলতে পারব। কিছু বিক্রি করে সুদ আর আসলের কিছু অংশ শোধ করে দেব—পরের বছর আমি আরও ভাল করতে পারব। অবশ্য ছয়শো গরু হলে আমার পক্ষে টাকাটা আরও জলদি শোধ দেয়া সম্ভব হবে—আর ওখানে ছয়শো গরু পালার মত যথেষ্ট ঘাস আছে। আরও ভাল হয় ওখানে যদি আমাকে রান্না করে খাওয়ানো, আর মোজা সেলাই করে দেয়ার মত কেউ থাকে। প্রস্তাবটা কেমন, গোল্ডি?'

'ওহ, নির্লজ্জ, বেহায়া, অহঙ্কারী উন্নাসিক!'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি নিজেই গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছ,' একটু চিন্তামগ্নভাবে বলল স্কট। 'কিন্তু ওখানে কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তিনজন বেয়াড়া লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওদের একজনের গালে কাটা দাগ আছে। আমার বিশ্বাস ওর নাম জাস্টিন স্লেড।'

এখন ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে রে। সে লক্ষ করেছে ওই লোকগুলো, আর বিশেষ করে জাসটিন স্লেডের নাম শুনে মেয়েটার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়েছে। নিজের চেহারা স্বাভাবিক রাখল সে।

'ওরা তোমাকে কিছু বলেনি?' বিশ্বাস করতে পারছে না স্কট। 'কিছুই বলেনি?'

'ওহ্, হ্যাঁ। ওই স্লেড লোকটা আমাকে ওই এলাকা দিয়ে যেতে দেখে খুব চটে উঠেছিল। আমাকে সে রায়ারসন হয়ে ঘুরে যাবার আদেশ দিল। ওই সময়ে ওখানকার ঘাসের ওপর আমার নজর পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি। ওর ধারণা তুমিই আমাকে ওখানে পাঠিয়েছ।'

'তুমি ওকে তোমার থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছ?'

'নিশ্চয়! তবে আমার প্ল্যানটা সে বিশেষ পছন্দ করেনি। বলছিল, কর্কি ফ্লেচার নামে একজন আছে, সে আমাকে ওখান থেকে তাড়াবে।'

'ফ্লেচার একজন মারাত্মক লোক—খুনি,' বিষণ্ন সুরে জানাল স্কট।

'তাই নাকি? ভাল কথা! ওই স্লেড লোকটা বেশ বড় জাল ফেলেছে মনে হচ্ছে?'

হঠাৎ খাবার ঘণ্টা বেজে উঠল। সাটনের মনে পড়ে গেল সকালে সামান্য নাস্তার পর তার আর কিছু খাওয়া হয়নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল সে। কথা না বাড়িয়ে ডানটাকে নিয়ে করালে ঢুকিয়ে জিন খুলতে ব্যস্ত হলো।

'বাবা,' গোল্ডি বাবার কাছে সরে এল, 'আচ্ছা, ও-ই পাগল, নাকি আমরা? তোমার মনে হয় সে সত্যিই স্লেডকে দেখেছে?'

বইঘর.কম

চিন্তিত মনে সাটনের দিকে তাকিয়ে আছে উইল। ওর দুটো নিচু করে ঝোলানো পিস্তল, আর চলাফেরার সহজ সাবলীল ভঙ্গি লক্ষ করছে সে। 'গোল্ডি, আমার মনে হয় না লোকটা পাগল, স্লেডই পাগল। আমি ওকে গরু দেব।'

'বাবা!' অবাক হয়েছে মেয়েটা। 'নিশ্চয় ওকে তুমি তিনশো গরু দিচ্ছ না?'

'না, ছয়শোই দেব,' জবাব দিল উইল। 'ছয়শোতে ধার শোধ করা ওর জন্যে সহজ হবে। কী ঘটে আমি দেখতে চাই। আমার মনে হয় আমরা যতটুকু শুনেছি তারচেয়ে অনেক বেশি ঘটনা আজ ওখানে ঘটেছে। আমার বিশ্বাস কেউ ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছে—হয়তো ওর প্রত্যেকটা আঙুলেই কর্ন আছে!'

খাওয়া শেষ হলে সাটনের দিকে তাকাল উইল। খাওয়ার মাঝে কোনও কথা বলেনি রে। 'ছয়শো গরু তোমার কবে চাই?' প্রশ্ন করল স্কট। 'সামনের সপ্তাহে?'

চারজন কাউহ্যাণ্ড চমকে মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু সাটনের মধ্যে কোনও পরিবর্তন এল না। 'আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে,' শান্ত স্বরে বলল রে। 'এই র‍্যাঞ্চের আশপাশে যেগুলো আছে সেগুলোই আমি নেব। তোমার লোকজনের একটু সাহায্যও আমার দরকার হবে। দুপুরের আগে গরু নিয়ে আমাকে ওখানে হাজির হতেই হবে!'

উইলফ্রিড স্কটের চোখ চকমক করে উঠল। 'তুমি দেখছি ঘোড়ায় জিন চড়িয়েই বসে আছ, বাছা—খুব ঝটপট কাজে নামতে চাও। কিন্তু নিশ্চয় জান স্লেড লোকজন নিয়ে ওখানে হাজির থাকবে? এটা সে সহ্য করবে না।'

'স্লেডের লোকজন দুপুরের আগে ওখানে পৌঁছতে পারবে না,' শান্তভাবেই বলল রে। 'ওদের আগেই আমি ওখানে পৌঁছতে চাই। হ্যাঁ, ভাল কথা, কেবিন তৈরির জন্যে আমার কিছু যন্ত্রপাতি দরকার হবে। ঝর্নার ঠিক পশ্চিমেই তৈরি করব একটা মজবুত

কেবিন।’

হঠাৎ গোল্ডির দিকে ফিরল সে। এতক্ষণ মেয়েটা চুপ ছিল। ও যেন জানত রে তাকে কিছু বলতে চায়—চোখ তুলে তাকাল সে।

‘রান্নার কাজটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?’ প্রশ্ন করল সে। ‘আমি নিজের রান্না খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। প্রয়োজন হলে কোনও রাঁধুনিকে বিয়ে করে ওখানে নিতেও আমি রাজি!’

গোলগাল চেহারার একজন কাউহ্যাণ্ড গালভরা খাবার নিয়ে বিষম খেল। শেষ পর্যন্ত ওকে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে হলো। বাকি সবাই প্লেটের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে।

গোল্ডি স্কটের চেহারা ফ্যাকাসে হলো, পরে গাঢ় লাল।

‘তুমি,’ ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে, ‘তুমি কি আমাকে চাকরি অফার করছ, নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ?’

‘প্রথমে এটা কাজ হিসেবেই থাক,’ গম্ভীরভাবে বলল রে। ‘আমি তোমার রান্না এখনও খাইনি। তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তখন সিরিয়াস কথাবার্তা বলা যাবে।’

গোল্ডির ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হলো এবার। ‘তুমি যদি মনে করে থাক আমি তোমার মত মাথা-মোটা দাম্ভিক লোকের জন্যে রান্না করব বা তোমাকে বিয়ে করব, তবে ভুল করেছ! তুমি কী করে ভাবলে আমি চালচুলোহীন একজন অপদার্থ যাযাবরকে বিয়ে করব? তুমি নিজেকে কী ভাবো? তুমি কে?’

উঠে দাঁড়াল রে। ‘ম্যাম, আমার নাম হচ্ছে রে সাটন। আমি কে জিজ্ঞেস করলে বলব, আমি সেই লোক, যার জন্যে তুমি রাঁধবে। কাল ভোরেই আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু পরদিনই আবার ফিরব। সুতরাং আমার জন্যে একটা আপেল পাই তৈরি করে রেখো—আমি বেশি বেশি ফল দিয়ে তৈরি, মোটা আর রসালো পাই পছন্দ করি।’

ঠাণ্ডাভাবেই বাইরে বেরিয়ে শিস দিতে দিতে করালের দিকে

বইঘর.কম

এগোল সে। উইল স্কট হাসি মুখে তার মেয়ের দিকে তাকাল। কাউহ্যাণ্ডরা তাড়াতাড়ি সাপার সেরে বেরিয়ে গেল।

মাত্র ভোর হয়েছে, বাতাসটা এখনও ঠাণ্ডা। ঘুম থেকে জেগে গোল্ডি হঠাৎ বাইরে গরু ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে কাউহ্যাণ্ডদের টেক্সাস স্টাইলে গরু ড্রাইভ করার চিৎকার। তাড়াতাড়ি জামা পরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। গরু জড়ো করে পাহাড়ের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে কাউহ্যাণ্ডরা তৈরি হয়েছে। অনেক দূরে একজন একক আরোহীকে চিনতে পারল সে। লোকটা গানসাইট পাস-এর দিক দিয়ে পাহাড়ি মাঠের পথে এগোচ্ছে।

এক ঘণ্টা পর ওর বাবা ফিরে এল, মুখটা গম্ভীর। আড়চোখে চট করে মেয়ের মুখটা একবার দেখে নিল সে। 'ওই ছেলেটার নার্ভ আছে!' বলল উইল। 'এবং কাজেও দারুণ!'

'কিন্তু, বাবা,' প্রতিবাদ করল গোল্ডি, 'ওরা ওকে মেরে ফেলবে! লোকটা একেবারে তরুণ, আর স্লেড মারাত্মক নিষ্ঠুর! ওর কথা আমি শুনেছি!'

মাথা ঝাঁকাল উইল। 'জানি, কিন্তু ক্যাসপারের কাছে শুনলাম এই রে সাটন টাম্বলিঙ কে র‍্যাঞ্চে ওয়ার্ড ম্যাককুইনের ডান হাত ছিল। ওই সময়ে রাসলার দলের সঙ্গে ওদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। ক্যাসপারের কথা অনুযায়ী পিস্তলে সাটনের দুর্দান্ত হাত।'

কিন্তু গোল্ডির দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। 'ড্যাড, তোমার কী মনে হয়?'

হাসল সে 'কেন ভাবছ, জানি, ওই লোক যদি আমি যা বুঝেছি তাই হয়, তবে স্লেডের এই এলাকা ছেড়ে টেক্সাসে পালাতে হবে। আর তোমার হয়তো ওই আপেল পাই তৈরি শুরু করাই ভাল!'

'বাবা!' কপট রাগ দেখাল বটে, কিন্তু বারান্দার ওপর আর

একটু এগিয়ে, বড় বড় চোখে দূরের আরোহীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রে সাটনের মনে কোনও ভ্রান্তি নেই। পশ্চিমেই ওর জন্ম এবং এখানেই বড় হয়েছে। জাসটিন স্লেডের মত লোকের স্বভাব ওর জানা আছে। শক্ত কাউহ্যাণ্ড আর পিস্তলবাজ লোকের সাহায্যে যত খুশি জমি সে গায়ের জোরে দখল করে রাখতে পারবে। এবং ওই উঁচু জমির মাঠগুলো লড়ে রক্ষা করার উপযুক্ত, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

রে জানে সে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ জোর খাটিয়ে তাকে খেয়াল-খুশি মত চালাবে, এটা সহ্য করতে রাজি নয়। মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসে বড় হয়েছে ও। স্লেডের বেশি মাতব্বরি ওকে খেপিয়ে তুলেছে। তবে র‍্যাঞ্চ করার সিদ্ধান্তটা ওর হঠাৎ করে মনে জাগলেও ছেলেবেলা থেকেই ওর এই ইচ্ছাই ছিল। পরে যা-ই ঘটুক না কেন এখন সে ওই রেঞ্জে গিয়ে উঠবে, এবং দরকার হলে ফাইট করবে।

সময় নষ্ট করা যাবে না। স্লেড তার কথাকে খেলো কাউহ্যাণ্ডের বড়াই মনে করে গুরুত্ব না-ও দিতে পারে; কিন্তু অন্য দিকে, কথাটা সে সিরিয়াসলি নিয়ে থাকলে লোকজন নিয়ে তৈরি হয়েই আসবে। ওদের আগেই সাটন ওখানে পৌঁছতে চায়। গরুগুলো পরে এলেও চলবে।

ডানটা ছুটতে চাইছে। লাগামে ঢিল দিয়ে ওকে ছুটতে দিল রে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পানির ধারে পৌঁছে গেল। সে-ই ওখানে প্রথম পৌঁছেছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লাফিয়ে নেমে নিজে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল। তারপর কেবিনের জন্য বেছে রাখা জায়গায় সাথে করে আনা কুড়ালটা রাখল। ক্যাসপারের কাছে শুনেছে পাহাড়ের ওপাশ থেকে ঘোড়ার পিঠে ওপরে ওঠার একটা রাস্তা ক্লিফের ভিতর

দিয়ে ঘুরে পানির কাছে এসে থেমেছে। ঘোড়াটা রেখে ওদিকেই এগোল সে।

তিন কদমও যায়নি, পিছন থেকে কারও দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ কানে এল। ঘুরতে যাবে, এই সময়ে খুলির ওপর পিস্তলের আঘাত পড়ল। টলতে-টলতে আক্রমণকারীর ঝাপসা আকৃতি দেখতে পেয়ে ঘুসি চালাল রে। ঘুসিটা ভালমতই লাগল, কিন্তু মাথার উপর আর একটা বাড়ি খেয়ে ক্লিফের ধারে ঘাসের ওপর পড়ল সে। ওর নীচ থেকে মাটি ধসে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নীচে নামার পথে একটা ঘন গ্রিজউড ঝোপের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

কিছুক্ষণ হলো খোলা চোখে অর্ধচেতন অবস্থায় সে পড়ে আছে। মাথাটা অসহ্য ব্যথায় দপদপ করছে। নড়ার চেষ্টা করে বুঝল একটা পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। স্থির হয়ে শুয়ে কী ঘটেছে মনে করতে চাচ্ছে।

মাথায় দু'বার আঘাত পেয়ে নীচে পড়ার কথা ওর মনে পড়ল। আরও নীচে ঝোপ পিটানোর শব্দ হচ্ছে। তারপর একটা গলার স্বর শোনা গেল। 'নিশ্চয় হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়েছে, কর্কি। লোকটা এখানে নেই!'

একজন গাল দিল। নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে চুপচাপ স্থির হয়ে পড়ে রইল রে। চাইছে ওরা চলে যাক। নিশ্চয় ক্লিফের ঢালে গজান ম্যানজেনিটার ঝোপে সে ঝুলে আছে। উপর থেকে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। তা হলে গরুগুলো পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওর সঙ্গের লোকজন কই?

অনুসন্ধানকারীরা অনেকক্ষণ খোঁজার পর শেষে ক্ষান্ত হলো। ওরা চলে গেলে নড়াচড়ার সুযোগ পেল রে। গাছের গোড়া শক্ত করে ধরে ঘুরল। ওর পা রক্তাক্ত, কিন্তু ভাঙেনি। ঝোপের মধ্যে ফেঁসে আছে ওটা—ট্রাউজার্সটা ছিঁড়েছে। সাবধানে কোমরের কাছে হাত বুলিয়ে দেখল খাপে একটা পিস্তল আছে, অন্যটা নেই।

খুব সতর্কভাবে, কোনও শব্দ না করে ঝোপ আর বেরিয়ে

থাকা পাথরের সাহায্য নিয়ে ক্লিফের খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রে। নীচে নেমে ঢালের ওপর যেখানে ঝুলে ছিল সেই ঝোপের বরাবর হারানো পিস্তলটা খুঁজে পেল। ওটা একটা পাহাড়ি মেহগনি গাছের মাথায় ঝুলছিল।

পিস্তল দুটো চেক করে নিয়ে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝোপের ভিতর ঢুকল সাটন। এইটুকু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে ধপ করে বসে পড়ল। পায়ে খারাপভাবে চোট পেয়েছে সে, মাথাটাও চক্কর কাটছে।

চোখ কুঁচকে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। কিন্তু মাথার ভিতর অনবরত হাতুড়ি পেটা চলতেই থাকল। ব্যথায় মাথাটা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর উঠল সে। লক্ষ করল সূর্যটা মাথার ওপর থেকে অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ঝোপের আড়াল দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠতে শুরু করল সাটন। অর্ধেক পথ উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠছে। পানি ওর অত্যন্ত বেশি দরকার হয়ে পড়েছে, তা ছাড়া উপরে কী ঘটেছে সেটাও তার জানা প্রয়োজন। গরুগুলো এসেছে, কিন্তু স্কটের কাউহ্যাণ্ডদের নিশ্চয় তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে স্লেডের লোকজন বেশি। তিক্তভাবে গোল্ডির কাছে নিজেকে জাহির করে বলা কথাগুলো ভাবল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? বাহাদুরি দেখিয়ে ছেলেমানুষের মত ওদের পাতা ফাঁদে ধরা দিল।

থেমে থেমে বিশ্রাম নিয়ে জলপ্রপাতটার কাছে পৌঁছতে ওর প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল। সুযোগ বুঝে পানিতে নেমে পানি খেল সে। তারপর ঝোপের ভিতর ঢুকে নিজের পা-টা ভাল করে পরীক্ষা করল। ভাঙেনি—ডালের বাড়িতে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। কিছু রক্তও সে নিশ্চয় হারিয়েছে। সাবধানে ঠাণ্ডা পানিতে ক্ষত ধুয়ে শার্ট ছিঁড়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল।


বইঘর.কম

কাজ শেষ করে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে আহত জন্তুর মত চোখ বুজে পড়ে রইল। পা আর মাথা ব্যথা করছে ওর।

এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম ভাঙলে ধোঁয়ার গন্ধ পেল। রাত হয়েছে, আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। অন্ধকারে মাথা উঁচু করে চারপাশে তাকাল রে। ঝর্নার ওপাশে আগুনের আলো দেখা যাচ্ছে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে কয়েকজনকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখল। একজন বসে আছে। ঝর্নাটা ওখানে বিশ ফুটের বেশি চওড়া হবে না। ওদের গলার স্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

'ওদের এবার খতম করে ফেলাই ভাল, জাসটিন,' ভারী গলায় একজন বলল। 'স্কটই এই গরুগুলো এখানে পাঠিয়েছে, মনে হয় একটা গোলমাল বাধাতে চাচ্ছে। চল, আজ রাতেই ওখানে হামলা করি।'

'আজ রাতে নয়, কর্কি,' স্লেডের কণ্ঠ ধীর আর পাতলা। 'আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই। যখন আঘাত হানব, ওদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে যেন কেউ নালিশ বা কোনও কেস খাড়া করতে না পারে। ওদের কেউ বেঁচে না থাকলে সবাইকে আমাদের বানানো গল্পই বিশ্বাস করতে হবে।'

'আসলে এই মাঠগুলোর মালিক কে?' প্রশ্ন করল কর্কি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'যে রাখতে পারে তারই। স্কট এটা চেয়েছিল, কিন্তু সবাইকে এর থেকে দূরে থাকতে বলে দিয়েছি আমি। বলেছি আমি নিজেই এটা চাই, কেউ উল্টো-সিধে কিছু করতে চাইলে কী ঘটবে তা-ও জানিয়ে দিয়েছি।'

'এই গরুগুলো যখন হাতের কাছে এসেছে তখন এগুলো রেখে দিলেই হয়; পরে বাকিগুলো নিয়ে আসা যাবে,' বলল কর্কি। 'আমাদের বন্দুকের জোর আছে। ওরা সবাই মারা পড়লে আমরা বলব ওরাই লড়াই শুরু করেছিল—কে জানবে?'

'নিশ্চয়। আমারও প্ল্যান তাই,' সমর্থন করল জাসটিন। 'তা ছাড়া স্কটের র‍্যাঞ্চটাও আমার চাই।' হাসল সে। 'শুধু র‍্যাঞ্চ না,

ওর আরও কিছু আছে যা আমি চাই।'

'আজ রাতেই তা করতে দোষ কী? ওর মাত্র চারজন কর্মচারী, তাদেরও একজন মারাত্মকভাবে আহত বা মৃত। এবং আরও একজন কিছুটা চোট পেয়েছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি প্রথমে সাটনকে চাই। লোকটা এখানেই কোথাও আছে। আহত হয়েছে সে—ওকে আমরা ক্লিফের তলায় পাইনি, নিশ্চয় কোনও উপায়ে সে সরে পড়েছে। ওকে আগে হাতের মুঠোয় পেতে চাই আমি!'

আর একটু ভিতরে ঢুকে একটা কর্মপন্থা ভেবে বের করার চেষ্টা করছে রে। তার রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠেই রয়ে গেছে, আর ডানটার কী হয়েছে তা ওর জানা নেই। স্কটের কর্মচারীরা নিশ্চয় র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। সে-ই স্কটকে এই ফাইটে জড়িয়েছে—এখন উইল স্কটকে তারই বাঁচাতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

জেবরা ডানটাকে সে চেনে। সহজে কোনও অপরিচিত মানুষ ওকে ছুঁতে পারবে না। সম্ভবত ঘোড়াটা খোলা মাঠেই কোথাও আছে। আগুনের ধারে কম পক্ষে ছয়জন মানুষ রয়েছে, এবং আরও দু'একজনকে নিশ্চয় স্কট-র‍্যাঞ্চের ট্রেইলটা পাহারা দেয়ার জন্যে রাখা হয়েছে।

মনে হচ্ছে যেটা সামলাতে পারবে না এমন একটা কাজেই হাত দিয়েছিল সে। হয়তো গোল্ডির কথাই ঠিক—সে শুধু বড় বড় কথাই বলতে পারে, কিন্তু কাজে অকর্মা। চিন্তাটা ওকে নাড়া দিয়ে সজীব করে তুলল। নিঃশব্দে ঝর্না থেকে আরও দূরে সরে গেল রে। যা করার তাকে শিগ্‌গিরই করতে হবে।

আগুনের ধারে স্লেডের ক্যাম্প ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে আসছে। লোকজন একে একে শুয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারী দেহের একজন দাড়িওয়ালা লোক আগুনের ধারে পাহারায় বসে ঝিমাচ্ছে। আর কোনও গার্ড নেই।

একেবারে নিঃশব্দে ঝর্না পেরিয়ে এগোল রে। খুব ধীরে পা

বইঘর.কম

টিপে টিপে এগোচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওদের নাক ডাকতে শুরু করল। লম্বা 'টিক' চিহ্নের মত একটা ডাল সংগ্রহ করে অর্ধচক্রাকারে ঘুরে ঘুমন্ত লোকগুলোর কাছে চলে এল রে। মাত্র ফুট তিনেকের ব্যবধান।

অত্যন্ত সাবধানে ডালটা বাড়িয়ে সবচেয়ে কাছের লোকটার পাশ থেকে পিস্তল সহ বেল্টটা তুলে নিল সে। একে একে সবার পিস্তলই তুলে নিল—কেবল গার্ড আর কর্কি ফ্লেচারের পিস্তল বাকি রইল।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে খুব সতর্কভাবে এগিয়ে ঘুমন্ত গার্ডের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। এখন তাকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা করতে হবে। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। কোল্টটা গার্ডের দিকে তাক করে আট-দশ ফুট দূর থেকে একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারল ওর বুকে। লোকটা একটু নড়ে উঠল, কিন্তু চোখ খুলে তাকাল না। দ্বিতীয় নুড়িটা ঘাড়ের ওপর পড়ল। এবার চোখ তুলে তাকিয়ে রে-কে দেখতে পেল। হাতের পিস্তলটা দেখে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকার নির্দেশটা অমান্য করল না সে।

চোখ বিস্ফারিত করে একটা ঢোক গিলল গার্ড। ওর ফোলা গাল দুটো রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। ইশারায় ওকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল রে। কাছে এলে ওকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে খাপ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। এতক্ষণে লোকটার হুঁশ ফিরল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল গার্ড। 'জাসটিন! কর্কি! সেই লোক!'

ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যপাশে সরে গেল সাটন। ওর দু'হাতে দুটো পিস্তল। চিৎকার শুনে সবাই ধড়মড় করে উঠে বসেছে। 'সবাই স্থির থাক,' হাসিমুখে বলল সাটন। 'দরকার না হলে তোমাদের কাউকেই আমি মারতে চাই না। এবার ফ্লেচার ছাড়া বাকি সবাই বাম দিকে সরে দাঁড়াও।'

ওরা নড়ার সময়ে সতর্ক দৃষ্টিতে সবার ওপর নজর রাখল। সবাই সরে গেলে কর্কির দিকে ফিরল রে। 'তুমি উঠে দাঁড়িয়ে

গানবেল্টটা পরে নাও, কর্কি। কিন্তু সাবধান! খুব সাবধান!'

অনিশ্চিতভাবে উঠে দাঁড়াল সে। ওর দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। ঘুম থেকে জেগেই সাটনের হাতে পিস্তল, আর তার পিছনে কঠিন দুটো চোখ দেখতে পেয়েছে সে। ওই অল্প সময়ের মধ্যে এটাও সে খেয়াল করেছে আর সবার পিস্তল অদৃশ্য হলেও তারটা পাশেই রয়েছে। ওর চোখ দুটো একটু কুঁচকাল—ব্যাপারটা ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।

'জাসটিন,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রে, 'তুমি আর তোমার লোকজনকে বলছি, শোনো! আমি একজন স্ট্রেঞ্জার এই এলাকা দিয়ে পথ চলছিলাম—তুমি আমার সঙ্গে নীচ ব্যবহার করে তোমার ইচ্ছামত আমাকে চালাতে চেয়েছিলে! আমি নিজের ছাড়া আর কারও ইচ্ছায় চলি না। তাই স্কটের নাম কোনও দিন না শুনলেও ওর সঙ্গে দেখা করে গরু কেনার চুক্তি করেছি, এবং এখন আমি এখানেই থাকব। তুমি পেটুকের মত যা হজম হবে না তাই খেতে গেছিলে।

'তারপরেও তুমি এই কাপুরুষ পিস্তলবাজ কর্কিকে এখানে নিয়ে এসেছ তোমার হয়ে গোলাগুলি করার জন্য। শুনেছি ও নাকি দারুণ ফাস্ট! আমাকে খুঁজেও বেড়াচ্ছে!

'তোমাদের বাকি সবাই সহজ-সরল কাউহ্যাণ্ড। কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা অন্যায় সেটা আমার মত তোমরাও বোঝো। ঠিক আছে, আজ এখনই এই জমির ওপর আমার অধিকার আমি প্রতিষ্ঠিত করব! তোমাদের সবার পিস্তল নেয়ার পরেও কর্কিরটা নিইনি, কারণ সে আমার সঙ্গে লড়তে চায়। ওকে সেই সুযোগ আমি দেব। এর পরে তোমাদের কেউ লড়তে চাইলে তারাও সুযোগ পাবে—কিন্তু একে একে! আজ এখানকার গোলাগুলি যখন শেষ হবে—সেই সঙ্গে লড়াইও হবে শেষ।'

জাসটিনের চোখে চোখ রাখল রে। 'বুঝেছ, স্লেড? প্রথম সুযোগ কর্কির, তারপরেই তোমার—অবশ্য তুমি যদি চাও। কিন্তু

বইঘর.কম

তুমি উইলফ্রিড স্কটের কোনও ক্ষতি করবে না; আমারও না। তুমি বড় দেশে একটা ছোট্ট মানুষ মাত্র। তুমি তোমার র‍্যাঞ্চটা রেখে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারো, কিংবা দেশ ছাড়তে পারো!'

কথা শেষ করে আবার ফ্লেচারের দিকে ফিরল রে। 'শোনো, ভাড়াটে খুনি, তোমার কোমরে পিস্তল রয়েছে, আমারটাও আমি খাপে রাখছি।' অপেক্ষারত কাউহ্যাণ্ডদের দিকে তাকাল সে। 'তুমি,' একজন বয়স্ক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল রে। 'তুমি বললেই আমরা পিস্তল বের করব!'

কব্জির ঝটকায় সাটনের ডান হাতের পিস্তলটা খাপে ঢুকল। গার্ডের থেকে নেয়া বাম হাতের পিস্তলটা সে কোমরে গুঁজল। এবার ওর হাত দুটো কোমরের দু'পাশে সরে গেল—আঙুলগুলো ছড়ান। স্লেডের চোখ দুটো একটু কুঁচকাল, কিন্তু বাকি সবাই মনোযোগের সঙ্গে দেখছে। পশ্চিমের মানুষদের চেনে সাটন। ওরা মানুষকে সমান-সমান সুযোগ দেয়ায় বিশ্বাসী—এমনকী আউটলকেও।

'এখন!' নীল চোখের বুড়ো চিৎকার করে উঠল। 'বের করো!'

কর্কি তার দু'হাত পিস্তল থেকে দূরে সরিয়ে নিল। 'না, না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'গুলি করো না!'

সামনাসামনি কারও মোকাবিলা করায় সে অভ্যস্ত নয়। বিশেষ করে যেখানে দু'জনেরই সমান সুযোগ। ওর পিস্তল সরিয়ে না নেয়ার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ আর ব্যঙ্গ রয়েছে—সেইসঙ্গে এতে সাটনের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পায়। এই তিনে মিলে ফ্লেচারের সব সাহস গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

পিছিয়ে গেল ফ্লেচার, ওর মুখ ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেছে। 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনও আক্রোশ নেই।' প্রতিবাদ করল সে। 'স্লেডই আমাকে তোমার পেছনে লাগিয়েছিল!'

যে-লোকটা সঙ্কেত দিয়েছিল সে রাগে ফেটে পড়ল। 'উফ্, কাপুরুষ অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন আর দেখিনি! কোথায় গেল তোমার বড়াই আর সাহস? ফুটো পয়সারও দাম নেই তোমার! আর তোমাকেই আমরা টাফ্ ভেবেছিলাম!'

কর্কির দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে সাটনের দিকে তাকাল স্লেড। 'ভালই খেল্ দেখালে!' বলল সে। 'কিন্তু আমি কোনও প্রমিজ করিনি! ওই ভীরু হতচ্ছাড়াটার মেরুদণ্ড নেই বলেই আমি এই রেঞ্জের দাবি ছেড়ে দেব না!'

'আমি বলেছিলাম লড়াই এখানেই শেষ,' শান্ত স্বরে মন্তব্য করল রে। ঝুঁকে একটা গানবেল্ট তুলে জাসটিনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল রে। 'জলদি কবরে যেতে চাইলে এই তোমার সুযোগ!'

রাগে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। সাহস তার আছে ঠিকই, কিন্তু সাটনের গত দিনের বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করার ঘটনা ভোলেনি। ওর সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় না। কাছেও ঘেঁষতে পারবে না সে। 'আমি গান ফাইটার নই,' রোষের সঙ্গে বলল সে। 'কিন্তু আমি ছাড়ব না! এই রেঞ্জটা আমার!'

'আমার গরু এখানে রয়েছে, দখল আমার,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'তুমি যদি একবারও এদিকে আসো, তবে আমি তোমাকে খুঁজে বের করে কুকুরের মত গুলি করে মারব!'

রাগ আর হতাশা মিলিয়ে স্লেডের চেহারা অদ্ভুত একটা রূপ নিল। ওর বিশাল হাত দুটো একবার মুঠ হয়ে আবার খুলল। বিড়বিড় করে একটা গাল দিল সে। কিন্তু যা বলতে চেয়েছিল সেটা আর বলা হলো না। সেই পাকা চুলের বুড়োটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'সাটন! সাবধান!'

ঝট করে কুঁজো হয়ে ঘোরার পথেই পিস্তল বের করল রে। সাটনের চোখ যখন কর্কির ওপর ছিল তখন ভয়ে যা করতে পারেনি, এখন শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় সুযোগটা নিয়েছে কর্কি। পিস্তল বের করে উপরে ওঠাচ্ছে সে, কিন্তু সাটনের

বইঘর.কম

গতি ঠিক সাপের ছোবলের মতই দ্রুত আর ঝাপসা দেখাল, সাথে একটা আগুনের লাল শিখা। কর্কির গুলিটা ওর পায়ের কাছে মাটি চষল। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে আধপাক ঘুরে আগুনের পাশে মাটিতে পড়ল ভাড়াটে খুনি।

সাটনের পিস্তলটা ঘুরল—কিন্তু স্লেড বা তার সঙ্গীরা কেউ এক চুলও নড়েনি। পিস্তল খাপে ঢুকাল রে। দৃশ্যটা এখনও সবার চোখের সামনে ভাসছে।

'জাসটিন,' বলল সে, 'তোমার হাত তুমি খেলেছ, আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। মনে হচ্ছে বাঁটে তুমি দুটো কালো দুই পেয়েছ।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল র‍্যাঞ্চার। অনেক দোষ আছে ওর, কিন্তু বোকামি সেই লিস্টে নেই। চরম পরাজয় সে বোঝে। 'তাই তো মনে হচ্ছে,' খেদের সঙ্গে স্বীকার করল সে। 'যাক, এখান পর্যন্ত ট্রেইল তৈরি করতে আমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হতো। সেই কষ্ট থেকে আমি রেহাই পেলাম।'

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। ওর লোকজনও রওনা হলো। কেবল একজন বাদ রইল—সেই পাকা চুলের বুড়োটা। ওর চোখ দুটো চকচক করছে।

'দেখা যাচ্ছে সাহায্যের জন্যে তোমার কিছু লোকের দরকার হবে, সাটন। লোক নেবে তুমি?'

'নিশ্চয়!' হাসল রে। 'প্রথম কাজ, আমার ঘোড়াটাকে ধরে আনা—পায়ে চোট পেয়েছি আমি—তারপর যতক্ষণ আমি না ফিরি, এখানকার চার্জে থাকো!'

স্কটের র‍্যাঞ্চে কান-ফাটা আওয়াজে খাবার ঘণ্টা বাজছে। সাটনের ডানটা উঠানে এসে দাঁড়াল।

আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে উঠল সে।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল উইল স্কট। চোখ দুটো বিস্ময়ে

বিস্ফারিত। কাউহ্যাণ্ডরাও তাকিয়ে আছে। চারজন কাউহ্যাণ্ডই ওখানে আছে দেখে আশ্বস্ত হলো রে। একজনের মাথায় পট্টি বাঁধা, আরেকজনের বাম হাত স্লিঙে ঝুলছে, তাই খেতে কোনও অসুবিধা নেই ওর।

'ওদিকের কাজ সব গুছিয়ে রেখে এসেছি,' ব্যাখ্যা করল রে। 'স্লেডের সঙ্গে উঁচু জমি নিয়ে আর কোনও ঝামেলা হবে না। তাই ভাবলাম এখানে এসে নাস্তাটা সেরেই নিই।'

গোল্ডির চোখ এড়িয়ে নীরবে খাচ্ছে রে। দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার সময়ে তার পাশে মেয়েটার উপস্থিতি অনুভব করল সে। তারপর সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করে ওখানে একটা পাই রাখল গোল্ডি। গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে ফুলে ওঠা মোটা পাইটা ভিতরে প্রচুর রসাল ফলের আশ্বাস দিচ্ছে।

মুখ তুলে তাকাল রে। 'আমি জানতাম তুমি ফিরবে,' সহজ সুরে বলল গোল্ডি।

—কাজি মাহবুব হোসেন


বইঘর.কম

# একশো রাইফেল

## এক

জন রাইটার নিজেকে সব সময় পরিচয় দেয় এক নম্বর রাইটার বলে।

লণ্ডনে বেড়ে উঠেছে ও। বিশ বছর বয়সে ভাব জমিয়েছে সোফিয়া রিডার নামে এক মেয়ের সঙ্গে।

'প্রত্যেক রাইটারের অন্ততপক্ষে একজন রিডার থাকা উচিত,' এ-কথা বলে মেয়েটিকে ঘরে তুলেছে সে।

নিদারুণ দারিদ্র্যে দিন কাটে ওদের। লণ্ডনের পুব প্রান্তে ছোট্ট দুটো ঘর নিয়ে কোনোমতে থাকে ওরা। ডকে কাজ করে জন।

একদিন কাজ থেকে ফিরে সোফিয়াকে বলল জন, 'অনেক হয়েছে। আর এই গরীবী হাল ভাল লাগে না। আমেরিকা চলে যাব আমরা। ওখানে চাষ-বাস শুরু করলে অভাব থাকবে না।'

কিন্তু সোফিয়া তখন অন্তঃসত্ত্বা। কাজেই বাচ্চা জন্ম না নেয়া তক অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

তা অপেক্ষা করল জন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নাম রাখা হলো জেমস।

'তিন নম্বর রাইটার,' সোফিয়াকে বলল জন। সোফিয়া হচ্ছে দু'নম্বর রাইটার।

দু'বছর পর তিন নম্বরের সঙ্গে এসে যোগ দিল চতুর্থ রাইটার। রিটা। তখনও দু'ঘরের বাসাটিতে বাস করছে পরিবারটি, এবং ভুগছে অসহ্য অর্থকষ্টে। প্রায়ই অর্ধভুক্ত থাকতে হয় বাচ্চাকাচ্চাসহ,

কারণ ডকের কাজের তো আর সার্বক্ষণিক রমরমা নেই।

এক বছর পর জন্মাল পঞ্চম রাইটার। ছেলেটির নাম রাখা হলো বয়কট।

শূন্য ফায়ারপ্লেসের সামনে কনকনে শীতকাল কাটাল পরিবারটি। শেষমেশ, চিরদিনের জন্যে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করতে মনস্থির করল জন।

এক চাচার কাছ থেকে দশ পাউণ্ড ধার করল ও। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বেচে পেল আরও দশ পাউণ্ডের মতন। সোফিয়ার বিয়ের আংটিটা বিকোল দু'পাউণ্ডে।

সব টাকা জড় করে একটা শিপিং অফিসে গেল ও, সবার জন্যে বুক করল আমেরিকার টিকেট।

গরীবদের জন্যে তখন বেজায় সস্তায় আমেরিকায় পাড়ি জমানোর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। জাহাজগুলোয় প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক চাপে, সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়ে।

রাইটার পরিবার নিউ ইয়র্কে যখন এসে পৌঁছুল, তখন মাত্র দশটি শিলিং জনের পকেটে। অবশ্য পৌঁছানোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজ জুটিয়ে ফেলল জন।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সুবেশী এক ভদ্রলোককে দেখে পথ আগলে দাঁড়াল।

'স্যর,' বলল ও, 'আমি জোয়ান মানুষ, পরিশ্রমী। কাজ খুঁজছি—যে-কোনও ধরনের কাজ। খুব জরুরি দরকার, স্যর। নইলে বউ-বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরব।'

দীর্ঘ দু-মুহূর্ত জনের চোখে চোখে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোকটি।

'এ-পর্যন্ত সাতজন লোক পথ আটকাল আজ। কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই হাত পাতোনি। যাক গে, বন্দুক চালাতে পারো?'

জীবনে কখনও গুলি ছোঁড়েনি জন।

'পারি, স্যর,' চোখ-কান বুজে বলে দিল ও।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে হাত রাখলেন ওর বাহুতে। পাশাপাশি হেঁটে চললেন জনকে নিয়ে।

'সেটলারদের একটা দলের সঙ্গে পাঠানোর জন্যে ভাল একজন বন্দুকবাজ দরকার আমার,' বললেন। 'দিনদুয়েকের মধ্যে পশ্চিমে যাত্রা করছে তারা, একটা ইণ্ডিয়ান এলাকার ভেতর দিয়ে। জেরোনিমোর নাম শুনেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল জন।

'না। কোথায় ওটা?'

'কোথায় নয় কে। জেরোনিমো হচ্ছে একজন ইণ্ডিয়ান চিফ। অ্যাপাচি। সম্প্রতি ইউ. এস. ক্যাভালরির সঙ্গে একটা যুদ্ধে হেরে পাহাড়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। অ্যাপাচিরা হেরে যাওয়াতে মস্তবড় একটা জমিতে সেটলমেন্টের সুযোগ এসেছে। মিসিসিপির কিনারে রেডি হচ্ছে আমার ওয়াগন ট্রেইন। এবং আমার সেটলারের দলটা ওটায় চড়ে সবার আগে পা রাখবে ওই নতুন জমিতে। তোমাকে একটা ঘোড়া, একটা শটগান আর একটা ওয়াগন দেব, এ ছাড়াও সপ্তায় দশ ডলার আর খাবার পাবে। কী, কেমন বুঝছ?'

'আমি রাজি, স্যর,' বলল জন।

ভদ্রলোক এবার একটা কার্ড দিলেন ওকে, তাতে জর্জ ডেনভার লেখা। ম্যানহাটানের একটা ঠিকানায় বউ-বাচ্চা নিয়ে ওকে উঠতে নির্দেশ দিলেন।

রাইটার পরিবার সেটলারদের সঙ্গে গেল ওয়াগন যেখানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে।

মিসিসিপির মতন অমন প্রকাণ্ড নদী কোনোদিন দেখেনি ওরা, দেখেনি আমেরিকার মানুষ-জনও।

চওড়া নদীটার ওপারে কাঠের শহর বক্সভিঁল। এবং ওখান থেকেই দূর পশ্চিমে যাত্রা করে অধিকাংশ ওয়াগন ট্রেইন।

বক্সভিলের বেশিরভাগটার মালিক জর্জ ডেনভার। সেটলারদের লাগতে পারে এমন বহু কিছু বিক্রি করেন তিনি, ঘোড়া, ওয়াগন,

লাগাম, যন্ত্রপাতি, বন্দুক, কাপড়-চোপড়... সব।

চড়া দামে এসব জিনিস বেচে লালে লাল হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। এ ছাড়াও, ট্যাঁক খালির রাজা যেসব সেটলার তাদেরকেও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেন।

'এই কাগজটায় সই করুন,' সে সব ক্ষেত্রে বলেন উনি, এবং সেটুকুই যথেষ্ট। হয়তো টাকা ফেরত পেতে লেগে যায় বহু বছর, কিংবা হয়তো পানই না। তবুও ঝুঁকিটুকু নেন ভদ্রলোক, এবং আজ অবধি বিশেষ একটা ঠকেনওনি।

জন রাইটারকেও দিলেন সুযোগটা।

ভদ্রলোক এমনিভাবে নিজের মজুদ মাল ক্রমে ক্রমে সেঁধিয়ে দিচ্ছেন পশ্চিমে, ওয়াগন ট্রেইনগুলোর পেছন পেছন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পৌঁছে যায় তাঁর মাল।

মধ্য পশ্চিমের বিস্তৃত প্রেয়ারি পেরোতে ওয়াগন ট্রেইনে চেপে পাড়ি জমিয়েছে রাইটার পরিবার। ঘোড়া চালানো, ঘোড়ার দল পরিচালনা করা, এবং ভেঙে পড়া ওয়াগন সারাইয়ের কাজ শিখে নিয়েছে জন।

ব্ল্যাক রিভার বেণ্ডে পৌঁছনোর আগে অবধি কখনও কোনও ইণ্ডিয়ানকে চোখে দেখেনি জন। আর দেখবেই বা কোত্থেকে? আগে কোনোদিন এসেছে এদেশে?

ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে অত সতর্কতা কীসের বুঝে পেল না ও। মানুষগুলো কেমন চিমসে ধরনের, মনমরা—এঁটোকাঁটা খেয়ে আর সাদা মানুষদের গোলামি করে দিন কাটাচ্ছে। তুচ্ছ সব কাজ করছে এবং যে দু'পয়সা আয় হচ্ছে তাও উড়িয়ে দিচ্ছে সস্তা মদের পেছনে।

প্রায় বেশিরভাগ সময়ই মাতাল অবস্থায় দেখা যায় ওদের, জন যা আশা করেছিল তার সঙ্গে বাস্তবের মিল পেল না বিন্দুমাত্র। লোকগুলোকে ওর হতদরিদ্র, মূর্খ ক্রীতদাস বৈ আর কিছু মনে হলো না। ওদের জন্যে করুণা হলো ওর।

বইঘর.কম

ব্ল্যাক রিভার বেণ্ডে এসে সেটলারদের জন্যে দেয়া জমিটার কথা জানতে পারল জন। সেরা অংশগুলো চলে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু একটু ঝুঁকি নিয়ে বুনো অঞ্চলগুলোতে কেউ সেটল করলে জমির অভাব হবে না। কেবল একটা ঘোড়া আর এক বোঝা মার্কার পোস্ট নিয়ে ভোরবেলায় রওনা দিলেই হলো।

প্রতি ঘণ্টায় একটা করে মার্কার পোস্ট পোঁতো আর চব্বিশ ঘণ্টায় যতখানি জমি পারো দাগিয়ে নাও। ব্যস তোমার নিজের হয়ে গেল।

সব শেষের সেটলমেন্টটা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর চলে গেল জন। চমৎকার একটি উপত্যকা বেছে নিল নিজের জন্যে। স্বচ্ছ একটা নদী বয়ে চলেছে ওটার বুক চিরে, পাহাড়ি ঢালে গাছপালার জটলা এবং নদীর দু'পাশে মনোরম তৃণভূমি।

একদিন ধলপহরে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল ও, সারাটা দিন ঘোড়া দাবড়াল বাতাসের গতিতে। খাওয়ার বিরামও দেয়নি, পানি যাও বা পান করেছে তাও স্যাডলে বসে। পরদিন ভোর নাগাদ গোটা উপত্যকাটি মার্ক করে ফেলতে পারল ও।

ব্ল্যাক রিভার বেণ্ডে ফিরে এসে উপত্যকাটি নিজের বলে দাবি করল জন, নাম রাখল ভ্যালি রাইটার। রাজ্যের মানচিত্রে স্থান পেল ওর দাবি। এভাবেই অকস্মাৎ জমিদার বনে গেল ও।

জর্জ ডেনভারের কাছ থেকে কুড়াল, করাত, হাতুড়ি আর এক বস্তা পেরেক এনেছে ও।

নদী তীরে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা ছোটখাট কাঠের কেবিন বানানোর কাজে লেগে পড়ল জন।

সোফিয়া মাছ ধরে নদীতে, আর অবসরে মনের মত করে সাজায় কুটিরটাকে। গরীবী হাল না কাটলেও সুখী এখন ওরা।

ভূতের মতন পরিশ্রম করছে জন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় ঘরে তৈরি বিছানায়।

ধীরে ধীরে খামার গড়ে তুলল ও—কুড়াল, করাত আর হাতুড়ি

ব্যবহার করে। জমিও পরিষ্কার করল। যদ্দূর সম্ভব নিজের হাতে কাজ করল ও, তবে ব্ল্যাক রিভার বেণ্ডে ডেনভারের দোকান থেকে কিনতেও হলো কিছু কিছু জিনিসপত্র।

টাকা জোগাড় করতে ও গাছ কেটে, পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ছোট্ট শহরটায়।

নিজেরা নিজেরা বেশ কাটিয়ে দিচ্ছে পরিবারটি। শীত এলে উপত্যকায় শিকার করতে শুরু করল জন, প্রায়ই নিয়ে আসে হরিণ আর নানা ধরনের পাখি। কাঠের ছোট্ট কেবিনটি শীতেও থাকে রীতিমতন উষ্ণ এবং সুবিন্যস্ত। কোনও অসুবিধে বোধ করছে না জন বা তার পরিবারের সদস্যরা।

কেটে গেল ক'বছর। এল ছ'নম্বর রাইটার, মেয়ের নাম রাখল জন শখ করে হ্যাপি।

ছোট্ট কেবিনটাতে এখন ঠাসাঠাসি হচ্ছে বলে বড়সড় একটা বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিল জন। বাগান, আস্তাবল আর গোলাঘর থাকবে বাড়িটায়।

জমি চাষ করতে শুরু করল ও, বুনল শস্য আর জনার। উর্বর জমিতে ফসল ফলতেও দেরি হলো না। জমি পরিষ্কার করে ঘোড়াদের দিয়ে হাল ঠেলিয়েছে সে।

ভাল দামে শস্য বেচে গরু কিনল জন।

এখন আরও বেশি জমি চাই, তাই কাটা পড়তে লাগল প্রচুর সংখ্যক গাছপালা, বেড়া উঠল আরও এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল হালচাষ।

দশ বছর বাদে নিজের খামার দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল জনের। ছেলেমেয়েদের প্রায়ই বলে সে একদিন এ-উপত্যকা ওদের হবে। এখনও কাজের উৎসাহ হারায়নি জন, খেটে চলেছে দস্তুরমত।

এরপর একদিনের ঘটনা। ঘোড়া চড়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তে গেছে জন। সোফিয়া প্রায়ই বলে ইদানীং নাকি নদীতে মাছ আসছে

বইঘর.কম

না তেমন একটা, চলাচলের পথে বাধা পাচ্ছে কোনও কিছুতে।

নদীর কিনারে গেল জন, এখান থেকে জলপ্রপাত হয়ে উপত্যকায় নেমে গেছে স্রোতধারা।

নীচে, নদী যেখানে সরু হয়েছে, সেখানে বসে আছে একটি ইণ্ডিয়ান পরিবার। নদীর দু'কূলে জাল ফেলেছে ওরা, এবং ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে চকচকে রুপালি মাছের স্তূপ।

জন এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা, পুরুষটির হাতে একটি পুরনো শটগান।

একটা চামড়ার তাঁবুর আড়ালে চলে গেল মা তিন বাচ্চাসহ। লোকটি অপেক্ষা করছে জনের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে।

'এটা আমার জমি,' বলল জন। 'আর ওগুলো আমার মাছ।'

ধক করে জ্বলে উঠেছে ইণ্ডিয়ানটির চোখ। দীর্ঘক্ষণ নীরবে চেয়ে রইল জনের মুখের দিকে। তারপর একটা হাত তুলে উপত্যকার উদ্দেশে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরাল।

'এটা... আমার লোকদের জায়গা। তোমাদের নয়। এ সমস্ত কিছুই আমাদের।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল জনের। ইণ্ডিয়ানটিকে এখন সাদামানুষদের আইন বোঝাবে কে?

'শোনো! তোমার বউ-বাচ্চা নিয়ে ভালয় ভালয় এখান থেকে কেটে পড়ো, বুঝেছ? মাছের দিকে আর হাত বাড়াবে না। যাও ভাগো...'

স্যাডল হোলস্টারে উইনচেস্টার রাইফেলটা আছে জনের। ইণ্ডিয়ানটির দিকে চাইতে দেখে তীব্র ঘৃণায় ধকধক করে জ্বলছে ওর চোখজোড়া।

বিষণ্ণ মনে ফিরতি পথ ধরল জন। কঠোর প্রকৃতির লোক সে নয়, ইণ্ডিয়ান পরিবারটিকে বিতাড়িত করার কোনও ইচ্ছেও তার নেই... কিন্তু তারপরও ওর কথাগুলো অন্যান্য সাদামানুষদের মতনই শুনিয়েছে নিজের কানেও।

সোফিয়াকে খুলে বলল পুরো ঘটনা।

'আমরা এখানে একদম একা,' বলল সোফিয়া, 'আক্রমণ এলে কারও সাহায্য পাব না। তাছাড়া বাচ্চাদের কথাও তো ভাবতে হবে...'

ব্ল্যাক রিভার বেণ্ড থেকে আরও দুটো উইনচেস্টার আর প্রচুর পরিমাণ গুলি কিনে আনতে গেল জন। দোকানদারের কাছে পাড়ল ইণ্ডিয়ান পরিবারটির কথা।

'দশটা ডলার ফেলুন,' বলল দোকানি, 'নচ্ছাড়গুলো আর জ্বালাতন করতে পারবে না দেখবেন।' কিন্তু জনকে তবুও উদ্বেগে ভুগতে দেখে বলে চলল, 'আমি এক ট্র্যাপারকে চিনি... ও তাড়িয়ে দেবে ওদের, বিনা রক্তপাতে।'

জন চুকিয়ে দিল টাকাটা, কাজটা নিজের করতে হবে না বলে খুশি হয়ে উঠল।

পরদিন সকালে উপত্যকার দূর প্রান্তে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ওখানে চলে গেল জন। ট্র্যাপার, লুইস শর্টকে ফিরে আসতে দেখল।

লুইস দাঁত বার করে হাসল ওকে দেখে।

'ওরা আর বিরক্ত করবে না আশা করি,' বলে হেসে উঠল।

জন ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছতে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা তাঁবু জ্বলছে দাউ দাউ করে। রক্তের দাগ মাটিতে, ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে পড়ে রয়েছে মাছ ধরার জালটা। ইণ্ডিয়ান মহিলাটি দাঁড়িয়ে খানিকটা দূরে, বাচ্চা তিনটে মাকে ঘিরে জড়সড়।

জন এগিয়ে গেলে মহিলা ওর মুখে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল। জন দেখতে পেল স্বামীর পতিত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল যেন জন। সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দেখাল সঙ্গে অস্ত্র আনেনি।

ইণ্ডিয়ান লোকটির ভূপতিত দেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ও,

বইঘর.কম

দেখতে পেল আঘাতটা লেগেছে শরীরের এক পাশে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হলেও মারা পড়েনি লোকটি।

নিজের শার্টের হাতা ছিঁড়ে ফেলল জন, সাধ্যমত চেষ্টা করল ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে।

জনের অনভ্যস্ত হাতের কাজ ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছে মহিলা। ইণ্ডিয়ান লোকটিকে ধরে যখন ওঠাল জন তখন পাতার কাঁপুনি ওর দেহে। লোকটাকে ঘোড়ার কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ও।

সযত্নে ওকে স্যাডলে তুলে নদীর পার ধরে হেঁটে চলল বাড়ির উদ্দেশে।

পিছে চেয়ে দেখে বাচ্চাদের নিয়ে অনুসরণ করছে মহিলা, দূরত্বে থেকে। মহিলার হাতে সেই পুরনো শটগানটা, কিন্তু ওটার ব্যবহার জানে না সে। সেজন্যে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল জন।

সোফিয়া দৌড়ে এল ওকে দেখে। জন ওর কাঁধ আঁকড়ে ধরে, ত্বরিত তৈরি করে দিতে বলল একটা বিছানা, জোগাড় করতে বলল ভেষজ আর ব্যাণ্ডেজ।

ইণ্ডিয়ানটিকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে পিঠে করে নিয়ে এল ও বাড়ির ভেতর।

লোকটির জন্যে যথাসাধ্য আরামের ব্যবস্থা করে বেরোল তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের খোঁজে।

কিন্তু ওরা ইতিমধ্যে লুকিয়ে পড়েছে বাড়ির লাগোয়া জঙ্গলে, দেখা দিল না। কাজেই ফিরে এল জন, ইণ্ডিয়ানটির শিয়রে বসে রইল সারা রাত।

ধীরে ধীরে সেরে উঠছে লোকটি। প্রায় তিন হপ্তা বাদে দাঁড়াতে পারল নিজের পায়ে। ইতিমধ্যে জন অনেক চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে, কিন্তু এতদিনে একটি শব্দ অবধি বেরোয়নি মানুষটার মুখ থেকে।

অবশেষে বিদায়ের দিন ঘনাল। লোকটিকে নতুন একটি জাল এবং নগদ দশ ডলার গ্রহণ করার প্রস্তাব দিল জন।

ইণ্ডিয়ানটি বিনাবাক্যব্যয়ে ওকে পিঠ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরের ঝলমলে রোদে।

ওকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখল জন, ভাবল ওর পরিবার এখুনি বুঝি যোগ দেবে ওর সঙ্গে।

কিন্তু সেই মহিলা বা বাচ্চাদের টিকিও দেখা গেল না।

'ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা না হলেই ভাল,' বলল সোফিয়া, 'ওর বোবার স্বভাব দেখে ভয় করত আমার। তুমি কী না করেছ ওর জন্যে, জীবন বাঁচিয়েছ, তারপরও একটু কৃতজ্ঞতা জাগল না লোকটার মনে...'

ঠোঁট কামড়ে ধরল জন, নিশ্চুপ। পরে, ওর স্ত্রী একটি উপযুক্ত নাম রাখল ইণ্ডিয়ানটির জন্যে। বোবা হ্যারি।

## দুই

চার নম্বর রাইটার, অর্থাৎ রিটা একদিন বাড়ি ফিরে বলল এতক্ষণ এক বন্ধুর সঙ্গে সে খেলা করছিল। বন্ধুটির নাম, ও জানাল, লুনা।

ঝট করে মুখ তুলল জন।

'লুনা? ও কি ইণ্ডিয়ান?'

সায় জানাল রিটা।

'হ্যাঁ, তাঁবুতে থাকে ও, সব জন্তু-জানোয়ারের নাম জানে। মাঝেমধ্যে ওর ডাকে আসেও সেগুলো। ওদের নাম-ধাম, স্বভাব-


বইঘর.কম

চরিত্র আমাকে শিখিয়েছে ও। মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থেকে বারবার করে নাম ধরে ডাকলে চলে আসে জন্তুগুলো।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর বাবার।

রিটার বয়স ন'বছর, দেখতে শুনতে ভাল নয়। শরীরের তুলনায় হাত-পাগুলো বড় বড়, অনেকটা হামধুম গোছের মেয়ে। ওর মুখটা গোলাকার, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে চামড়া। ওর চেহারার একমাত্র আকর্ষণ হচ্ছে চোখজোড়া, বাদামি, নরম—হরিণের চোখের মত। ওর বিচিত্র ধরনের মুচকি হাসি মাঝে মাঝেই বিব্রত করে মাকে।

জন বড্ড ভালবাসে এই মেয়েটিকে। প্রায়ই মেয়ের পক্ষ নিয়ে তাকে রক্ষা করে মায়ের বকুনির হাত থেকে।

বাড়ির কাজে একেবারেই মন নেই রিটার। সুযোগ পেলেই মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যায় জঙ্গলে, ফুল তোলে, গল্প করে পাখিদের সঙ্গে।

'মেয়েটা কি উপত্যকার কাছে থাকে? ওর বাপকে দেখেছিস?'

'না, শুধু লুনাকে। জলপ্রপাতের কাছে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে, আমাকে ওর পুতুল দেখিয়েছে। কাদার পুতুল, চোখের জায়গায় ছোট ছোট হাড়ের টুকরো। যা সুন্দর! আমাকে খেলতেও দিয়েছে। খরগোসদের কীভাবে ডাকতে হয় তাও দেখিয়েছে।'

'ইংরেজি জানে?'

'অল্প স্বল্প। কাল ওকে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ শেখাব, আর ও শেখাবে ওদের ভাষা।'

জন আর কিছু বলল না। মেয়েকে ভয় দেখাতে চাইল না, ইণ্ডিয়ান মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেও নিষেধ করল না। তবে ভেতর ভেতর উদ্বেগটা রয়েই গেল। সাদামানুষের বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার অনেক গল্প শুনেছে সে, ইণ্ডিয়ানরা ওদেরকে পেলে পুষে লাল চামড়া হিসেবে বড় করে।

সেদিন বিকেলে জলপ্রপাতের কাছে নিজেই গেল সে। ঘোড়া

থেকে নেমে চারদিকে পায়ে হেঁটে কোনও তাঁবু বা আগুন-টাগুন দেখা যায় কি না খুঁজল।

কিছুই নেই।

বাড়ি ফিরতে যাবে এমনি সময় মানুষজন আর ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল। এক লোক চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে, কণ্ঠস্বর লক্ষ করে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেল জন।

জলপ্রপাতের কাছে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে নিজের এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ও।

ঢাল বেয়ে ধীরে সুস্থে উঠে আসছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। একজন অফিসারসহ মোট তেরোজন লোক। প্রত্যেকেই পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত। অফিসারটির বয়স বিশের বেশি হবে না, অধস্তনদের উদ্দেশে হেঁকে উঠল। ওর একটি বাহুতে ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেল জন।

শেষ অবধি ঢালের চুড়োয় উঠে এল ওরা। দম নিতে বসল সৈন্যরা, আর অফিসারটি এগিয়ে এল জনের দিকে।

'থার্টি নাইন্থ ইউ. এস. ক্যাভালরির লেফটেন্যাণ্ট রডন আমি,' শ্বাসের ফাঁকে বলল। 'আপনি এদিকে থাকেন?'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হ্যাঁ, এটা আমারই জমি। আপনাদেরকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আমার বাসাটা কাছেই। চাইলে আপনারা সবাই আসতে পারেন জিরোতে।'

মৃদু হাসল যুবক। 'ধন্যবাদ, মিস্টার। উপায় নেই, আমাদেরকে ব্ল্যাক রিভার বেগে যেতে হবে... ইণ্ডিয়ান উৎপাত।'

'খুব বেশি রকমের?'

'হ্যাঁ, খুবই। জেরোনিমো সহসাই নাকি হামলা করবে। এখুনি বাসায় ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্ল্যাক রিভার বেগে চলে যান। দেরি করবেন না। জিনিসপত্রের জন্যে সময় নষ্ট করলে পরে পস্তাবেন। ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম হয়ে গেলে আমরাও রওনা দেব।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম জেরোনিমো খতম হয়ে গেছে!'

বইঘর.কম

'না, স্যর! অনেকগুলো গোত্রের সহায়তায় শিকারি বাজের মতন নেমে আসছে সে পাহাড় থেকে। নদীর কাছাকাছি হতে হলে এটাই সবচাইতে সহজ রাস্তা। এবং আমার বিশ্বাস সকালের আগেই এখানে হাজির হয়ে যাবে ও।' সঙ্গীদের দিকে ভ্রূ দেখিয়ে বলল, 'থার্টি নাইন্থ ডিভিশনের এরাই হচ্ছে টিকে থাকা শেষ দল। রিভার বেণ্ডে গিয়ে প্রতিরোধ গড়তে চাইছি আমরা। ওকে হয়তো ঠেকাতে পারব... অবশ্য যদি শহরের লোকের সাহায্য পাই।'

ঘোড়া দাবড়ে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ির পথ ধরল জন। নদীর ধার ঘেঁষে চলার পথে প্রিয়জনদের জন্যে দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মন। সবেগে উঠনে প্রবেশ করে লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে।

ছুটে এল বড় ছেলে জেমস। কালক্ষেপণ না করে ওর উদ্দেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ঝেড়ে দিল জন।

'ওয়াগনে শিগগির খাবার আর কাপড় তোলো। জেরোনিমো এদিকেই আসছে!'

জেমস স্টেবলে দৌড়ে গেলে অন্যদের জড়ো করল জন সবাই বিভ্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত।

কেঁদে ফেলেছে সোফিয়া। কিন্তু জন সান্ত্বনা দিয়ে অযথা সময় নষ্ট করল না।

বেশিরভাগ দরকারি জিনিসপত্র সে বয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল ওয়াগনে। থাবা মেরে রাইফেলগুলো, পুরনো শটগানটা আর গোলা-বারুদের ঝুড়ি তুলে নিল।

কর্মচারীরা তাদের ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ফেলেছে। এবার পুরনো দোদুল্যমান ওয়াগনটাকে রক্ষীবাহিনীর মতন পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল।

লাগাম আছড়ে রিভার বেণ্ডের রাস্তায় নেমে গেল জন। ওর পাশে বসে ফোঁপাচ্ছে সোফিয়া, ফেলে আসা সাজানো সংসারের দুঃখে।

বয়কট আর হ্যাপি ওয়াগনের ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসা।

হঠাৎ খেয়াল করল জন রিটা ওদের সঙ্গে নেই। গেল কোথায়?

কাঁধের উপর দিয়ে ওর নাম ধরে ডেকে উঠল উৎকণ্ঠিত পিতা।

'রিটা... কোথায় ও?'

বয়কট বলল, 'এখানে নেই, বাবা! আমরা ওকে পেছনে ফেলে এসেছি! বনে গিয়েছিল ও।'

'এতক্ষণ বলিসনি কেন, গর্দভ?' গর্জে উঠল জন। লাগামটা স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'রিভার বেণ্ডে চলে যাও তোমরা। আমি দেখছি রিটার কী হলো... ঈশ্বরের দোহাই, ফ্যাচফ্যাচানিটা বন্ধ করো।'

ওয়াগন থেকে নিজের ঘোড়াটা খুলে, একটা রাইফেল আর কার্তুজের বেল্ট ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঘোড়া চড়ে ফিরে চলল বাড়ির পথে।

শেষ বিকেলের আলোয় চারিটা দিক থমথমে, শান্ত। জনদের বাসার চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ছোট ছোট পর্দাগুলো ঝটপট করছে মৃদু বাতাসে। এক ধাক্কায় দরজা খুলে মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠল জন।

বাড়িতে নেই মেয়েটি। নদীর ওপাশে জঙ্গলে প্রায়ই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে ও।

একটা চওড়া কাঠের তক্তা ফেলে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ওটা পেরুনোর সময়ও গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল জন।

জঙ্গলে প্রবেশ করে থমকে পড়ল ও, আবার ডাকল মেয়ের নাম ধরে। কোনও প্রত্যুত্তর এল না।

জলপ্রপাত! ইণ্ডিয়ান মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। নিশ্চয়ই ওখানে আছে রিটা।

চরকির মতন ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর কিনার ঘেঁষে ছুটে চলল জন উপত্যকার শেষ সীমার উদ্দেশে। একটু পরপরই থেমে ডাকাডাকি করছে মেয়ের নাম ধরে, প্রতীক্ষা করছে জবাবের।

বইঘর.কম

তবু কোনও উত্তর পেল না।

নদীর ওপার দিয়ে এগোতে থাকা লেফটেন্যান্ট রডনের দলটাকে অতিক্রম করে গেল ও। নাহ, মেয়েটিকে দেখেনি ওরা... তবে লেফটেন্যান্ট দু'জন লোক লাগিয়ে দিল নিজের পারে রিটাকে খোঁজার জন্যে।

জন যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুনো ঢালের দিকে এগিয়ে চলল। ওদিকে বেশ অনেকদিন হলো আসেনি সে। ঘন জঙ্গলের আচ্ছাদন দেখে বিস্মিত হয়ে গেল রীতিমতন।

গাছের জটলায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে ঘোড়াটার। জন স্যাডল থেকে নেমে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল ওটাকে। তারপর পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ল গভীরতর জঙ্গলে।

হাতের ভাঁজে উইনচেস্টার রাইফেলটা ওর। নিথর অরণ্যে বারবার থেমে পড়ে মেয়েকে ডাকছে উদ্বিগ্ন বাপ।

কিন্তু প্রতিবারই প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে নিজেরই কণ্ঠস্বর।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিল ও, ঘাটতি পড়েছে দমে।

কী এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা গোটা জঙ্গলে। একটি পাতাও নড়ছে না, জানোয়ারগুলোও যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাচ্ছে।

চারপাশে নজর বুলিয়ে মনটা ভারী হয়ে গেল জনের। মুখের কাছে দু'হাত জড় করে চেঁচানোর প্রস্তুতি নিল ফের।

গাছের আবছায়ায় কে ওটা?

ক'গজ দূরেই দাঁড়িয়ে এক লোক। ইণ্ডিয়ান, কোমর অবধি নগ্ন, লম্বা, চুলগুলো কালো।

সাদামানুষটির দিকে সরাসরি চেয়ে রয়েছে ও, অপেক্ষমাণ।

হাত নামাল জন। একটু একটু করে এগোচ্ছে হাতটা রাইফেলের দিকে।

আগে বাড়ল ইণ্ডিয়ান। ওর কোলে ছোট একটা মেয়ে। রিটা।

কেঁপে উঠল জনের সর্বাঙ্গ।

'রিটা...! দুষ্টু মেয়ে, কই ছিলি এতক্ষণ?'

বাবার দিকে ঠেলে দিল মেয়েটিকে ইণ্ডিয়ান লোকটা। জন এবার স্পষ্ট দেখতে পেল এ হচ্ছে সেই আহত বোবা হ্যারি, যার শুশ্রূষা সে তার বাসায় নিজ হাতে করেছিল।

দীর্ঘ মেঘবরণ চুলে একটি মাত্র কালো পালক গুঁজেছে লোকটি।

'ও ব্যথা পায়নি,' মৃদু স্বরে বলল। 'আমি ওকে তোমার কাছে পৌঁছে দিতে আনলাম।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারল ও।

'ধন্যবাদ!' মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল জন।

ইণ্ডিয়ানটি এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

জন বলল, 'তোমার লোকেরা যুদ্ধে নামছে, ঘোড়া-সেনাদের সঙ্গে লড়ছ তোমরা। জেরোনিমো আসছে এখানে?'

শ্রাগ করল বোবা হ্যারি, চকচক করছে ওর কাজল কালো চোখজোড়া।

'জেরোনিমো আমার চিফ,' বলল। 'আমার লোকেদের জমি ফিরিয়ে নিতে আসছে। তুমি এখন যাও... জেরোনিমো শিগগিরি এসে পড়বে।'

বিমর্ষচিত্তে মাথা ঝাঁকাল জন।

'জেরোনিমোকে ফিরে যেতে বোলো। রিভার বেণ্ডে অনেক ঘোড়া-সৈন্য জড় হচ্ছে। অনেক অনেক বন্দুক... ইণ্ডিয়ানরা নির্বিচারে মারা পড়বে।'

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'জেরোনিমো বলে, এ সমস্ত জমি লালমানুষদের। সাদামানুষদের চলে যেতে হবে... যেখান থেকে এসেছে সেখানে। এখানে থাকা চলবে না। তোমার বাচ্চাকে ব্যথা দিইনি আমি।'

'শোনো, আমি কারও ক্ষতি করতে চাই না। আমি এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে চাই, ফসল ফলাতে চাই, আর গরুদের ঘাস

খাওয়াতে চাই। বাস করতে চাই এখানে... এই উপত্যকায়...'

ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে জঙ্গলটা দেখাল ও।

মাথা ঝাঁকাল ইণ্ডিয়ানটি।

'এখানে যা জমি আছে তাতে সবার হয়ে যাবে। আমরা লালমানুষরা খামার করি না। আমরা মোষ শিকার করি... সাদামানুষ কেন মারে মোষ? কেন সব জমি কেড়ে নেয়?'

জনের বলার কিছু নেই। সে জানে লড়াই ছাড়া ইণ্ডিয়ানদের সামনে কোনও বিকল্প নেই। হয় যুদ্ধ করো, নয়তো ধ্বংস হয়ে যাও—জেরোনিমো এই বলেই তার লোকদের তাতাচ্ছে। এবং ঠিক কাজই করছে।

বিষণ্ন মনে ঘুরে দাঁড়াল জন। ওর কোলে রিটা। ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে বাঁধন খুলল। তারপর স্যাডলে চেপে দুলকি চালে রওনা হলো।

পিছু ফিরে একবার চাইতে দেখে, দীর্ঘদেহী বোবা হ্যারি উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখছে।

এক হাত তুলে ওর উদ্দেশে নাড়ল জন। স্যালুটের ভঙ্গিতে পাল্টা হাত ওঠাল হ্যারি, তারপর ঘুরে হারিয়ে গেল জঙ্গলে।

## তিন

নামটা ব্ল্যাক রিভার বেণ্ড হলেও শুধু রিভার বেণ্ডটুকু টিকে আছে। অপরিকল্পিত এবং বিক্ষিপ্ত কাঠের বাড়ি-ঘর আর দোকানপাটের শহর ছিল এটি। অবশ্য ছ'টা স্যালুন, দুটো হোটেল আর একটা

গির্জা আছে এখানে। বর্ধিষ্ণু শহর, ফলে লোক অনবরত আসছে জীবিকার সন্ধানে। গোড়ার দিকে এটি ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষদের এক আবাসিক এলাকা।

কিন্তু এখন দ্রুত নগরায়নের ফলে রিভার বেণ্ড পরিণত হচ্ছে জমজমাট এক বাণিজ্য নগরীতে। ষাট মাইল দূর থেকে রেলরাস্তা এগিয়ে আসছে নদী অভিমুখে। রেলপথ সত্যি সত্যি চলে এলে রাতারাতি পাল্টে যাবে রিভার বেণ্ডের চেহারা—কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে সেটলাররা, কাঁচা রাস্তাগুলোয় ধুলোর ঝড় তুলে। এ শহরে নিরাপত্তা খুঁজেছে ওয়াগনে চেপে সপরিবারে আসা মানুষগুলো। প্রতিটি রুম ভাড়া হয়ে গেছে বহু আগে, নবাগতদের জন্যে ফেলা হয়েছে সারকে সার তাঁবু।

সবাই জল্পনা করছে জেরোনিমো কী করে না করে।

রিভার বেণ্ড রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। একটা ফাঁকা জায়গায় শহরটির অবস্থান। ব্ল্যাক রিভার এখানে মিলিত হয়েছে স্নেক রিভারের সঙ্গে, এবং চারপাশ থেকে শহরটিকে খর চোখে জরিপ করছে পাহাড়ের সারি।

আর ওই পাহাড় থেকেই যে-কোনও মুহূর্তে সদলবলে নেমে আসবে ভয়ঙ্কর শত্রু ইণ্ডিয়ান চিফ জেরোনিমো। আরও ভীতিকর বিষয় হচ্ছে ইউ. এস. ক্যাভালরির সবচাইতে কাছের আউটপোস্টটিও এখান থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে—ফোর্ট হ্যারিসন।

টেলিগ্রাফ লাইন আছে বটে, কিন্তু ঝড়-ঝাপ্টায় আর জোরাল বাতাসে প্রায়ই অকেজো হয়ে থাকে। লাইন্সম্যানরা অবশ্য প্রাণপণে লাইন মেরামতের চেষ্টা চালাচ্ছে এখন, খবর পৌঁছে দিতে চাইছে ক্যাভালরিতে।

রিভার বেণ্ডের শেরিফ রয় মার্শালকে শহরের শৃঙ্খলা রক্ষায়

বইঘর.কম

অসম্ভব ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে না কেউ। লেফটেন্যান্ট রডন তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ করলে তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল শহরবাসী।

তরুণ অফিসার খোলাসা করে জানিয়ে দিল, ফোর্ট হ্যারিসন থেকে সাহায্য আসার আগেই যদি জেরোনিমোর হামলা হয়, তবে শহরটি সহজেই হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এখন শহরবাসী তার নির্দেশ মেনে চললে সে সাধ্যমত প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারবে; নচেৎ নয়। কেউ আপত্তি করল না।

রডন এবং তার সঙ্গীরা পরিশ্রান্ত। অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ শেষে প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, ইণ্ডিয়ান যোদ্ধাদের একটা দল অনুসরণ করে এসেছে তাদের পুরোটা রাস্তা।

হা-ক্লান্ত সৈন্যদের জন্যে এখন চাই পরিপূর্ণ বিশ্রাম, নইলে ঘোড়ায় চড়ার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা ওদের।

রডন শেরিফের অফিসটিকে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে টেলিগ্রাফ মেরামতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন অশ্বারোহীকে সে ফোর্ট হ্যারিসনে পাঠিয়ে ধপাস করে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

সে-দূত আর ফিরে এল না।

জেরোনিমোর স্কাউটরা ওর সামনে পড়ে গিয়েছিল বলে বেচারার বুক বিদীর্ণ হয়ে গেছে তীরের আঘাতে।

লিখিত খবরটা জেরোনিমোর কাছে পৌঁছে দেয়া হলে, ওটা পড়ে ক্রূর হাসি ফুটল ইণ্ডিয়ান চিফের ঠোঁটের কোণে।

রিভার বেণ্ড থেকে বেশ খানিকটা পথ দূরে এখন সে, কিন্তু তার যোদ্ধাদের প্রধান দলটি রয়েছে সম্পূর্ণ সতর্কাবস্থায়। ডানে-বাঁয়ে একাধিক দল পাঠানো হয়েছে ইউ. এস. ক্যাভালরির ঘোড়া-সেনাদের খোঁজ বার করে চোখে চোখে রাখতে।

জেরোনিমোর কাছে ম্যাপ নেই, তবে রিভার বেণ্ডের আশপাশটা নখদর্পণে এমন অনেক ইণ্ডিয়ান নেতার সঙ্গে পরিচয় আছে। ওদেরকে ডেকে পাঠিয়ে মন দিয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জেনে নিল সে, তারপর সিদ্ধান্ত নিল সরেজমিনে তদন্ত করে আসবে।

ভ্যালি রাইটারের মধ্য দিয়ে গেল না ও, কিন্তু ওটা ঘুরে রিভার বেণ্ডকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর কাছে ঠিকই পৌঁছে গেল।

বোবা হ্যারি এখানে মিলিত হলো চিফের সঙ্গে। এ এলাকাটা ভাল করে চেনে সে।

দু'জন মিলে পাকদণ্ডী বেয়ে একটা পাহাড়ি চুড়োয় উঠে নীচে রিভার বেণ্ডের দিকে চাইল।

দেখতে পেল এক গুচ্ছ কাঠের ঘর-বাড়ি আর হাতে গোনা কয়েকটা ইঁটের দালান, শহরের বুক চিরে নদীর দিকে চলে যাওয়া, আর চওড়া ধূলিধূসর একটা রাস্তা।

নদীর উপরে একটা সেতু এবং ওটা থেকে ভ্যালি রাইটারে গিয়ে মিশেছে একটা ট্রেইল।

শহরটির পেছন দিকে একটা বিস্তৃত তৃণভূমি, ব্ল্যাক রিভার আলস্যভরে পাক খেয়ে চলেছে ওটার ভেতর দিয়ে।

শহরের ঠিক বাইরে স্নেক রিভার এসে মিশে গেছে ব্ল্যাক রিভারে। তারপর আরও কিছু পাহাড়, শহরের চারধারে যেন একটা ঘোড়ার নাল তৈরি করেছে। পুবের একটা গিরিখাত দিয়ে সরু একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ফোর্ট হ্যারিসনের দিকে।

দীর্ঘক্ষণ রিভার বেণ্ড শহরটাকে নিরীখ করল জেরোনিমো। খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় দেখে নিল ওর তীক্ষ্ণ চোখ। প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা ধরে ফেলেছে ও।

শহরের চারপাশে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিচ্ছে লোকজন, তবে জিনিসটা মজবুত হচ্ছে না মোটেই। তা ছাড়া কাজেও মন নেই ওদের, আলস্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তরুণ অফিসারটিকে যথাসাধ্য

বইঘর.কম

তদারকি করতে দেখা গেলেও তাকে ফাঁকি দিয়ে অনেকেই ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের অন্যত্র।

নদীর কাছে অশ্বারূঢ় এক লোক অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছে ব্রিজের উপর ব্যারিকেড তৈরি করতে।

'উপত্যকা থেকে আক্রমণ করব ভাবছে ওরা,' সেতুটা আঙুলে দেখিয়ে বলল হ্যারি।

নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় একটা শব্দ করল জেরোনিমো। বন্দুকের ঘাটতি আছে ওর। ইণ্ডিয়ানদের কাছে ক'টা মান্ধাতা আমলের মাজল লোডার ছাড়া আর কিছু নেই, সাদামানুষদের রাইফেলের বিরুদ্ধে ওসব দিয়ে জুত করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত নিল অ্যাপাচিদের মূল দলটিকে ব্যবহার করতে না পারলে অযথা যুদ্ধে জড়াবে না ও।

অনুমান করল জেরোনিমো, শ'খানেক লোক আছে এই রিভার বেণ্ডে, এবং প্রত্যেকের যদি একটা করেও রাইফেল থাকে... নাহ্, অত সহজে কবজা করা যাবে না শহরটা। তবে উপায় একটা আছে। কোনোভাবে বিভক্ত করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে সাদামানুষদের।

ওদেরকে যদি ধারণা দেয়া যায় ইণ্ডিয়ানরা বিভিন্ন দিক থেকে হামলা করবে, তবে স্বভাবতই শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে ওরা।

রিভার বেণ্ডে বিশাল এক ওঅর পার্টি আছে জেরোনিমোর। চিফ ওর বহুদিনের বন্ধু, বেঁটেখাট নাদুস নুদুস এক অ্যাপাচি—এজরা। এ মুহূর্তে নির্দেশ জানতে জেরোনিমোর কাছে এসেছে লোকটা।

'ফ্যাকাসেমুখোদের বিরুদ্ধে শিগগিরি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত,' পরামর্শ দিল সে। 'ফোর্ট হ্যারিসনে আবার লোক পাঠাবে ওরা। যত দেরি করব ততই ওদের সুবিধা।'

'আমি ওদের শহর চাই না,' বলল জেরোনিমো। 'ওটা দখল

করলেও বেশিদিন ধরে রাখতে পারব না। আমি চাই ওদের বন্দুক।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বোবা হ্যারি আর এজরা। শহর দখল না করে বন্দুক হাত করবে কীভাবে ইণ্ডিয়ানরা? জেরোনিমোর পরবর্তী কথা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা।

তেজস্বী বৃদ্ধ চোখ ফেরাল আবার রিভার বেণ্ডের দিকে। দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল নীরবে।

'সাদামানুষরা দেখো ওয়াগনগুলো শহরের পেছন দিকে রেখেছে,' অবশেষে মুখ খুলল। 'একটা বৃত্ত তৈরি করেছে ওগুলো এবং ওগুলোর ভেতর আছে কেবল নারী আর শিশুরা। আমার বিশ্বাস বউ-বাচ্চাদের জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত ছাড় দেবে সাদারা।' গম্ভীর মুখটা ফিরল পাশে ইণ্ডিয়ান দু'জনের উদ্দেশে। 'এজরা, তুমি ওই ওয়াগনগুলো শহর থেকে সরিয়ে নেবে সমতলে। মহিলা আর বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখবে পাহাড়ে। আমরা তখন সাদাদের বলব, ''তোমাদের বন্দুক দাও, বউ-বাচ্চাদের নিয়ে যাও।'' মনে হয় রাজি হবে ওরা।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে এজরার।

'অসহায় নারী-শিশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না আমি।'

সায় জানাল হ্যারি ওর কথায়। 'পুরুষদের সঙ্গে লড়াই হলেই ভাল।'

জেরোনিমো খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল, 'ফ্যাকাসেমুখোরা আমাদের নারীদের প্রতি করুণা দেখিয়েছে কখনও? যুদ্ধ করলে বহু লোক মারা পড়বে, বন্দুকও হাতে আসবে না। আবারও বলছি, এই ছোট্ট শহরটা আমার দরকার নেই। সাদা সৈন্যদের সঙ্গে লড়ে এটাকে টেকাতে পারব না। আমার চাই অস্ত্র আর গোলাবারুদ। আমি যা বললাম তাই হবে।'

জেরোনিমোকে ওদের দিকে চাইতে দেখে মুখ খুলতে যাচ্ছিল

বইঘর.কম

এজরা। কিন্তু ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করিয়ে দিল জেরোনিমো।

'যা বলার বলে দিয়েছি,' বলল কঠোর স্বরে। 'আর কোনও কথা নয়।'

বেঁধে রাখা ঘোড়াটার উদ্দেশে পা চালাল সে। দু'মুহূর্ত পরে ওর সঙ্গে যোগ দিল এজরা আর হ্যারি।

ধুলোয় বসে পড়ল ওরা তিনজন। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে প্ল্যান বুঝিয়ে দিচ্ছে জেরোনিমো।

## চার

রিভার বেণ্ডে সেদিন খুব বড়কা বড়কা বাতচিত হলো। সপরিবারে পালিয়ে আসা লোকেরা অন্যদের আসতে দেখে জোর পেল মনে।

সব পুরুষমানুষের হাতেই কোনও না কোনও ধরনের রাইফেল। সেনাবাহিনী প্রাপ্য বিশ্রাম পেয়েছে। তরুণ অফিসার এখন তাদের সতর্কতার জন্যে এমন সব নির্দেশ দিচ্ছে যেন জেরোনিমো ঝাঁপিয়ে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে।

কিন্তু সবাই জানে, জেরোনিমো এ মুহূর্তে এখান থেকে কয়েকশো মাইল পশ্চিমে।

লেফটেন্যান্ট রডন প্রাণপণ যুঝে পরাজিত হয়েছে ওই মহান ইণ্ডিয়ান নেতার বিরুদ্ধে। কাজেই সে যে সারাক্ষণ ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে তটস্থ এ আর বেশি কথা কী!

লোকেরা পরস্পরকে বলছে শুধুমাত্র পরিবারের কথা ভেবেই রিভার বেণ্ডে এসেছে তারা। তাদের আশা ইউ. এস. ক্যাভালরির তাড়া খেয়ে শীঘ্রি লেজ গুটিয়ে পালাবে নরকের কীটগুলো।

আর সেজন্যেই ব্যারিকেড তৈরিতে মন লাগেনি ওদের। অত সাবধানতার কী আছে?

বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর—এ-নীতিতে আস্থা রেখেছে অনেকে। লেফটেন্যান্ট রডন অন্যত্র খবরদারি করতে গেলেই সোজা গিয়ে ঢুকেছে স্যালুনে, ইণ্ডিয়ানদের কুকুরের মতন গুলি করে মারতে কী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে সবিস্তারে।

ওদিকে, নদীর দিকটায় শেরিফ রয় মার্শালের প্রাণান্ত দশা। অনিচ্ছুক লোকদের দিয়ে কাজ করানো কি চাট্টিখানি কথা?

ব্রিজের ওপরকার ব্যারিকেডটা খুঁটি আর কাঠের টুকরো-টাকরা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে কোনোক্রমে।

যে-লোকটিকে উপত্যকার ট্রেইলে নজর রাখতে বসানো হয়েছে, নদীতে থুতু ফেলে আর হাই তুলে সময়টা পার করছে সে।

দিন মরে আসতে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ছায়াগুলো, জ্বলে উঠেছে স্যালুন ছটার উজ্জ্বল বাতি। পাহারাদার লোকগুলো হিংসুটে চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে খদ্দেরদের ঢোকা-বেরুনো।

ওয়াগন-পার্ক থেকে ভেসে আসছে খাবারের সুবাস, রাতের রান্না চড়িয়েছে মহিলারা।

সাঁঝ লেগে এসেছে। সবাই জানে ইণ্ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ করে না কখনোই। তাদের কুসংস্কার আছে এ ব্যাপারে। প্রেতাত্মারা নাকি যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় আঁধার ঘনালে।

পাহারাদাররা রয়েছে পরম নিশ্চিন্তে, আয়েশী ভঙ্গিতে। উপত্যকার ট্রেইল আর পাহাড়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে বড় রাস্তার জ্বলন্ত তেলের প্রদীপগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে।

...আর আঘাত হানল জেরোনিমো ঠিক এসময়ই।

সন্ধের ঠিক আগে আগে পাহাড় থেকে এঁকেবেঁকে নেমে সমতলভূমি অতিক্রম করল জেরোনিমোর যোদ্ধারা।

আরেকটি দল নদীর তীরে বুকে হেঁটে গা ঢাকা দিল ছায়ার

বইঘর.কম

আড়ালে। এজরা আর হ্যারি সবচাইতে ছোট দলটি নিয়ে মস্ত একটা চক্র কেটে এসে গেছে শহরের পেছনটায়, ওয়াগন-পার্কের কাছে।

সবাই প্রস্তুত, এখন কেবল জেরোনিমোর নির্দেশের অপেক্ষা।

সেটা এল চাঁদ ওঠার একটু আগে, এ সময় ছায়ারা অ্যায়সা লম্বা আকার ধারণ করে যে নিজের চোখকেও অনেক সময় বিশ্বাস করা যায় না, ধোঁকা লেগে যায়।

মোক্ষম মুহূর্তে নেতার নির্দেশ পেতেই ঘাসের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল এক ইণ্ডিয়ান তরুণ। ধনুকে ওর জ্বলন্ত একটা তীর। ওটা ছুঁড়তেই আলো হয়ে গেল আকাশ, আর পলকে তিনটে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে একাধারে শুরু হলো আক্রমণ।

জেরোনিমোর নেতৃত্বে মহা শোরগোল তুলে আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ইণ্ডিয়ানরা। চিৎকার-চেঁচামেচি, হাঁক-ডাকের ফাঁকে বেড়ার কাছে ধেয়ে এল ওরা, হতচকিত পাহারাদারদের উদ্দেশে ছুঁড়ছে তীর।

ছায়া ছায়া শরীরগুলোর উদ্দেশে আন্দাজে গুলি চালাতে শুরু করল সেটলাররা।

প্রদীপ জ্বলা রাস্তা পেছনে থাকায় ওদের আউটলাইন ধরা পড়ে গেল, এবং তীর-ধনুকের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো বেচারারা।

স্যালুন আর কুটির থেকে ছুটে এল অন্যান্যরা বেড়া রক্ষা করতে। ওরা অন্ধের মতন গুলি চালালে নিজেদের চোখই ধাঁধিয়ে গেল রাইফেলের ঝলকানিতে। বেড়ার সবখানে যেন দেখা যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের। ফলে, পাহারাদাররা গলা ফাটিয়ে আরও সাহায্যের আবেদন জানাতে লাগল।

ওদিকে ইণ্ডিয়ানদের দ্বিতীয় দলটি নদী তীর থেকে গোপনে সেতু আক্রমণ করলে জনা কয়েক গার্ড কিছুই করতে পারল না। প্রায় বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করল শত্রুপক্ষ।

রিভার বেণ্ডে আগুন ধরিয়ে দিল ইণ্ডিয়ানরা। এখান থেকে ওখানে ছুটে গিয়ে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে কাঠের বাড়ি-ঘর, দোকানপাটে।

সেটলাররা বাধা দিতে আসার আগেই আঁধারে মিশে গিয়ে অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রোশ মেটাল ইণ্ডিয়ানরা।

গোটা শহরটাকে গিলে খাবে যেন লকলকে অগ্নিশিখা। বাইরের অন্ধকার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে তীর আলোকিত বড় রাস্তায়।

আতঙ্ক যখন চরমে এমনি সময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল এজরার লোকেরা নরম ঘাস থেকে। ওয়াগন-পার্কের দিকে পা টিপে টিপে আসছে ওরা।

ছায়ামূর্তির মতন আলগোছে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে চাবুক মারল ঘোড়াদের, নিয়ে চলল শহরের পেছনে অন্ধকারে।

চিল চিৎকার জুড়ে দিল মহিলারা। অনুমাননির্ভর গুলি ছুটে এল ছায়া ছায়া শরীরগুলোর দিকে। বাচ্চারা মাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। ভারী ওয়াগনগুলো তখন হেলতে-দুলতে এগিয়ে চলেছে রাতের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার উদ্দেশে।

এজরা অল্প কয়েকজন সঙ্গীসহ ঠেকিয়ে রাখল সেটলারদের, ওদিকে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল ওয়াগন নিয়ে।

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতেই রিভার বেণ্ডের শেষ প্রান্তে ছুটে আসার সাড়া পড়ে গেল সেটলারদের মধ্যে। কিন্তু আগুনের আলোয় ইণ্ডিয়ানদের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হলো ওরা। হৈ-হল্লা উঠল—'ওয়াগনগুলো ঠেকাও!'—এবং মুহূর্তে খালি হয়ে গেল বেড়ার কাছটা।

জেরোনিমো আঁধারে নিজের ঘোড়ায় বসে অ্যাপাচিদের শহরময় ছোটাছুটি করতে দেখল। মাত্র দুশোর মতন লোক দিয়ে সেটলারদের ছত্রখান করে দিয়েছে সে। পরবর্তী আঘাতটা কী হতে পারে এটুকুও বুঝতে পারছে না ওরা। কোনও নেতা নেই দিক

বইঘর.কম

নির্দেশনা দেবার। আগুন আর ধোঁয়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তরুণ লেফটেন্যান্ট আর বুড়ো শেরিফ।

বেড়ার কাছে কিছু সৈন্য জড়ো হলেও চোখ তাদের ওয়াগন-পার্কের দিকে ছিল। ওরা অপেক্ষা করছিল এই বুঝি ওটা রক্ষার নির্দেশ আসে।

লেফটেন্যান্ট রডনের সামনে শত্রু, কাজেই পেছনে কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না সে। রয় মার্শাল পায়ে তীর খেয়ে পড়ে গেলেও সমানে গুলি চালাচ্ছেন রিভলভারের নদীপ্রান্ত দিয়ে ছুটন্ত ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে লক্ষ্য করে। ইণ্ডিয়ানদের চিৎকার, আগুনের আর সেটলারদের গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে তাঁর কণ্ঠ।

এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে ওয়াগনগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিচ্ছে বোবা হ্যারি। সে আরও দু'জন ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে একটা ওয়াগনে চড়ে চক্র ভেঙে ওয়াগন-পার্ক আক্রমণ পরিচালনা করেছিল।

পেছনে এক মহিলাকে ফোঁপাতে শুনল ও, কাঁদছে ভীত-সন্ত্রস্ত বাচ্চারা। মনটা কেমন করে উঠল ওর। কিন্তু পরক্ষণেই আবেগটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে চাবুক মেরে গতির ঝড় তুলল ওয়াগনে।

একটা অগ্নিতীর ভেসে উঠল আকাশে, আরেকটাকে উড়তে দেখা গেল নদীর দিকটাতে। আক্রমণের শুরুর মতন শেষটাও হলো আকস্মিক।

অ্যাপাচিরা দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে, পাহাড়ি গাছ-পাথরের নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে মিশে গেল ঘোর কালো অন্ধকারে।

পাহাড় আর সমতলে এখন নিকষ অন্ধকার। জেরোনিমোর জানা আছে আঁধারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে ইণ্ডিয়ানরা পাহাড়সারির পাদদেশে।

সকালে সাদামানুষদের পাল্টা হামলার আগেই সমবেত হবে

তারা। জেরোনিমো এ-ও জানে, আঁধারে আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না সেটলাররা; কতজন ইণ্ডিয়ান কোথা থেকে হামলা চালিয়েছিল জানবে কী করে?

ওদিকে, জ্বলন্ত শহরটিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে লেফটেন্যান্ট রডন।

সেটলাররা তখুনি পিছু নিতে চাইল ওয়াগনগুলোর, কিন্তু সঙ্গী-সাথীদের তীরবিদ্ধ ভূমিসাৎ দেহ দেখে বাতিল করতে বাধ্য হলো হঠকারী চিন্তাটা।

শহরের বাইরে, ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা আঁধারে বসে রয়েছে ওঁৎ পেতে, শত্রুপক্ষের বাড়াবাড়ি দেখলেই তীর ছুঁড়বে।

এজরার লোকেরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে সমভূমির দিকে, ওয়াগনগুলোকে সময় দিচ্ছে ওপাশে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছতে।

গোঁয়ার্তুমির কারণে অনেক ক'জন সঙ্গীকে খোয়াল সেটলাররা। ইণ্ডিয়ানরা গার্ড বসিয়ে গেছে, কিন্তু মাথা গরম লোকগুলো তা বুঝতে পারেনি।

রিভার বেণ্ডে ফিরে সেটলাররা দেখল চারদিকে বিশৃঙ্খলা।

অসহায়ের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা, নেভাতে চেষ্টা করল আগুন- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো বদলা নেবে।

পরাজয়ের গ্লানি, আতঙ্কিত হওয়ার লজ্জা, বউ-বাচ্চাদের জন্যে দুশ্চিন্তা—সব মিলিয়ে সেটলারদের তখন ত্রাহি অবস্থা, ওদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তরুণ লেফটেন্যান্ট এবং তার সেনাদলের উপর।

রডন বাধ্য হলো একটা আধপোড়া কুটিরে সদলবলে আত্মগোপন করে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করতে।

ও আবিষ্কার করল, অজান্তেই টেলিগ্রাফ অফিসটিকে বেছে নিয়েছে। যন্ত্রটা কাজ করে কীভাবে জানে না সে, কিন্তু চাবিটা টোকা মারতে থাকলে কেউ না কেউ যে কোনও মেসেজ পাঠাতে চাইছে এটুকু বোঝে।

এবং এ-মুহূর্তে টোকা মারছে চাবিটা...

## পাঁচ

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যোদ্ধাদের জড়ো করতে স্কাউট পাঠিয়ে দিল জেরোনিমো। ওয়াগনগুলোর খোঁজও নিয়ে আসবে।

এজরা যোগ দিয়েছিল হ্যারির সঙ্গে। পর্বতসারির পাদদেশের মাঝে একটা গভীর গিরিখাতে লুকিয়ে রেখেছিল ওয়াগনগুলো।

খবরটা জানা মাত্র রিভার বেণ্ডের দিকে এক দূতকে সাদা পতাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিল জেরোনিমো। কথা বলতে চায় সে।

'সাদা ফ্ল্যাগ...' পাহারাদারটি ছুটতে ছুটতে এল টেলিগ্রাফ অফিসে। 'একজন ইণ্ডিয়ান সাদা ফ্ল্যাগ নিয়ে বেড়ার দিকে আসছে।'

বেরিয়ে এল রডন।

'শোনো, ফোর্ট হ্যারিসনের লাইনটা কাজ করছে। কেউ একজন অপারেটরকে খুঁজে আনো, কী বলছে বুঝতে পারছি না আমি। কী বললে? সাদা ফ্ল্যাগ?'

বেড়ার দিকে গেল ও, গোমড়ামুখো ক্ষিপ্ত লোকজনের চোখের সামনে দিয়ে। কেউ কেউ রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে ইণ্ডিয়ানটির উদ্দেশে।

বেড়ার খানিকটা তফাতে এসে থামল রডন।

একাই এসেছে ও। ক্লান্ত, ধূলিমলিন দেহ ওর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা অকেজো হয়ে ঝুলছে একপাশ থেকে। ইণ্ডিয়ানটির দিকে এগিয়ে গেল ও।

'আমি অ্যাপাচি জাতির সর্দার জেরোনিমোর পক্ষ থেকে এসেছি,' বলল ইণ্ডিয়ান। 'উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। নিরস্ত্র অবস্থায় আসতে হবে আপনাকে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রডন। তো কাল রাতে জেরোনিমো সত্যি সত্যিই লড়েছে ওর বিরুদ্ধে। মনটা অবসন্ন হয়ে পড়লেও টেলিগ্রাফ অফিসের চাবির টোকার কথা ভোলেনি ও। ফোর্ট হ্যারিসনে যেভাবে হোক একটা মেসেজ পাঠাতে হবে... বলা যায় না সাহায্য হয়তো রওনাও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ইতিমধ্যে।

ওর কি এখন সময়ক্ষেপণ করা উচিত? জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করে বকবক করবে যতক্ষণ না সাহায্য এসে পৌঁছে?

পরাজয়ের মুখ থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনার একটা সম্ভাবনা ঝিলিক মারল ওর মনে।

নতুন ট্রুপ আসার আগ অবধি অ্যাপাচি সর্দারকে যদি আলোচনায় ব্যস্ত রাখা যায়...

'জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলব। তবে তার আগে আমার ঘোড়াটা নিতে হবে। এবং আমার একজন লোক যাবে। আমি চাই আমাদের আলোচনার সাক্ষী থাকবে একজন সেটলার। আমি একজন সৈনিক হয়ে সেটলারদের পক্ষে কথা বলতে পারি না।'

দূত সায় জানাল। রিভার বেণ্ডে ফিরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন সেটলারের খোঁজ করতে লাগল রডন।

রয় মার্শাল এতই দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আর গির্জার ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে একমাত্র যাজকটির।

টেলিগ্রাফ অফিসের সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সেটলারদের সঙ্গে কথা বলল রডন। জানাল জেরোনিমো আলোচনা করতে চায়।

'আমাদের হারাবার কিছুই নেই,' বলল ও। 'আপনাদের প্রিয়জনদের জীবন এখন ওই অ্যাপাচিদের হাতে। আপনারা বাছাই করে একজনকে আমার সঙ্গে দিন, জেরোনিমোর কাছে যাই।'

পিনপতন নিস্তব্ধতা। তারপর কে একজন বলে উঠল, 'জন রাইটারকে নিয়ে যান। ও আমাদের পক্ষ থেকে থাকুক।'

জনকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে জায়গা ছেড়ে দিল ওরা। অসুস্থ এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে। হবেই তো, ওর গোটা পরিবার যে হঠাৎই উধাও হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।

'আমি যাব আপনার সঙ্গে,' ধীর কণ্ঠে বলল জন। 'আর সবার মতন আমিও আমার প্রিয়জনদের ফেরত চাই। জেরোনিমোর মতলব যদিও জানি না আমি...'

ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল নামটা শোনা মাত্র।

'বর্বর খুনি... নরকের কীট... হানাদার... খচ্চর...

হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল জন।

'বউ-বাচ্চা ফেরত চাইলে জেরোনিমোর কাছে গিয়ে গালাগালি করলে তো আর চলবে না। ও কী চায় আগে দেখে আসি, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে কী করব। খামোকা এখানে সময় নষ্ট করার অর্থ নেই।'

নিজের ঘোড়ার স্যাডলে গিয়ে বসল জন, প্রতীক্ষা করছে লেফটেন্যান্টের। তরুণ অফিসার টেলিগ্রাফ অপারেটরকে খুঁজছে, কিন্তু তখন অবধি কেউ পাত্তা লাগাতে পারেনি ওর।

রডন ওর এক সৈন্যকে টেলিগ্রাফ কী-র কাছে ডাকল। কাউন্টারের নীচে পড়ে থাকা ছাপা বুকলেটটা তর্জনীর ইশারায় দেখাল ও।

'দেখো তো কোনও আইডিয়া পাও কি না। সাধ্যমত চেষ্টা করবে ফোর্ট হ্যারিসনে একটা খবর পাঠাতে। বার বার একটা শব্দই পাঠাবে—''সাহায্য''...'

বাইরে এসে জন রাইটারের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান দূতের উদ্দেশে রওনা হলো রডন। পাহাড়ের পাদদেশে ঝোপের কাছে দুলকি চালে পৌঁছে গেল ওরা তিনজন।

বেঁটে মতন তীক্ষ্ণ চেহারার ইণ্ডিয়ান সর্দার জেরোনিমো বসে

আছে আলোচনার জন্যে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা একটি জায়গায়।

'আমার কব্জায় এখন তোমাদের পনেরোটা ওয়াগন আর প্রচুর নারী-শিশু,' বলল সে কোনোরকম ভণিতা না করে। 'সূর্য মাথার উপর চড়লে বিনা আঁচড়ে ছেড়ে দেব ওদের। বদলে তোমরা আমাকে দেবে রাইফেল আর গুলি গালাজ। আমি একশো রাইফেল চাই এবং প্রতিটার জন্যে পঞ্চাশটা করে গুলি। রাইফেল না পেলে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে ফিরে যাব আমি, এ জন্মে আর তাদের দেখা পাবে না।'

ঠোঁট চেটে নিল রডন।

'কিন্তু আমি তো এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারি না। আমি ইউ. এস. আর্মি... আত্মসমর্পণ করিনি যে আপনার হাতে রাইফেল তুলে দেব। আর এটাও শুনে রাখুন, ওদের ফেরত না দিলে আপনাদের সব কটাকে খুঁজে বার করে গাছে ঝোলানো হবে।'

অসুস্থ বোধ করছে জন।

'আমাদের লোকেদের উপর গুলি চালানোর জন্যে আপনাকে রাইফেল দিই কী করে? আমি আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে শান্তির জন্যে এসেছি। আমাদের বউ-বাচ্চাদের ছেড়ে দিন, তারপর ও ব্যাপারে কথাবার্তা বলে একটা কিছু ঠিক করা যাবে। জমির তো অভাব নেই, সবাই মিলেমিশে থাকলে ক্ষতি কী?'

মাথা নাড়ল ইণ্ডিয়ান চিফ।

'শান্তির কথা বলছ, কিন্তু করছ যুদ্ধ। আর জমির অভাব নেই কে বলল, সবই তো কেড়ে নিচ্ছ তোমরা। না, এ-ব্যাপারে আর কোনও কথা নেই। তোমরা শহর থেকে রাইফেল এনে সাদা পতাকা উড়ছে যে খালি জায়গাটায় সেখানে রেখে যাবে। আমার লোকেরা রাইফেলগুলো তুলে নেবে এবং ওগুলো যদি অকেজো না হয়, মানে তোমরা কোনও রকমের ছলচাতুরির চেষ্টা যদি না করো, তবে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের ফেরত দেব। তোমাদের হাতে সময়

কিন্তু বেশি নেই...'

সূর্যটা আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জেরোনিমো। এর অর্থ আলোচনা খতম।

রডন আর জন ফিরে এল রিভার বেণ্ডে। সেটলারদের মুখোমুখি যখন হলো তখন রাগে থমথম করছে ওদের মুখের চেহারা।

জেরোনিমোর দাবি-দাওয়া শুনে কবরের নীরবতা নেমে এল সকলের মধ্যে।

'এখন মাথা গরমের সময় নয়,' সান্ত্বনার সুরে বলল জন। 'আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু সময়ও তো অল্প, যা করার দুপুরের মধ্যে করতে হবে। জেরোনিমো ভাঁওতা দেয়ার লোক না। আমাদের মনস্থির করতে হবে এখনই... নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সেরে এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসবেন—ভোটাভুটি হবে।'

রডন টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে ঢুকল।

সৈন্যটি চাবিতে মগ্ন; ধীরে এবং যত্নে ''সাহায্য'' শব্দটি ট্যাপ করছে।

মুখ তুলে অফিসারের দিকে চাইল সে।

'মনে হচ্ছে যাচ্ছে, স্যর,' বলল ও। 'কিন্তু আমি থামতে না থামতেই এটা ফের কাজ করতে লেগে যায়, অবশ্য কী যে বলতে চাইছে বুঝতে পারছি না। এই দেখুন...' চাবিটাকে দ্রুততার সঙ্গে ঠনঠন করতে শুনে ওটার উদ্দেশে মাথা নাড়ল সৈনিকটি।

'বাদ দাও,' বলল রডন। 'তোমার কাজ করে যাও, মেসেজ পাঠাতে থাকো। ফোর্ট হ্যারিসনে একজন দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি আমি।'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে, স্যর!'

'জানি, কিন্তু উপায় কী? ওই বর্বরগুলোকে রাইফেল তো আর দিতে পারি না।'

ওদিকে, জন রাইটার একাকী হেঁটে গেল শহর বেষ্টনী দেয়া

বেড়ার দিকে। সব কিছুর চাইতে নিজের প্রিয়জনদের ফিরে পাওয়াটা বেশি জরুরি ওর কাছে।

কিন্তু জেরোনিমো বড় উঁচু দর হেঁকেছে। অনেক সেটলারের কাছেই বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে ওর দাবি।

যাদের পরিবার নিরাপদে তাদের সঙ্গে আছে, তারা রাইফেল হস্তান্তরের বিরোধিতা করবে স্পষ্টত।

জনের মতন যারা, তারা কী বলবে সেক্ষেত্রে, ভাবছে ও। বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে দিল সে সমভূমির দিকে, পুড়ে যাচ্ছে অন্তরটা।

লোকেরা তর্কাতর্কি করছে শহরের সর্বত্র। কেউ কেউ ঠক দিতে চাইছে ইণ্ডিয়ানদের।

'রাইফেলের ফায়ারিং পিন বার করে নিলেই অকেজো হয়ে পড়বে...' বলাবলি করছে তারা।

রডন স্পষ্ট করে জানাল অ্যাপাচিরা পরখ করে তবেই রাইফেল গ্রহণ করবে।

'আমরা জেরোনিমোর সঙ্গে কারবার করছি ভুলে যাবেন না,' হুঁশিয়ার করে দিল ও।

সকাল দশটা নাগাদ টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে জড়ো হলো সেটলাররা। রডন যখন ওদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে তখনও বাদানুবাদ চলছে।

'ইউ. এস. আর্মির একজন অফিসার হিসেবে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে পারি না আমি,' বলল ও। 'শত্রুকে অস্ত্র দেয়ার এখতিয়ারও আমার নেই। এক্ষেত্রে আমার প্রধান দায়িত্ব আপনাদের বাধা দেয়া।'

'বাহ্ ভাল বলেছেন,' বিদ্রূপ করে বলল এক সেটলার। 'আপনার বউ-ছেলে-মেয়ে ওদের কাছে আছে যে গায়ে লাগবে? ইণ্ডিয়ানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল, শোনা গেল চিৎকার, 'না, কখনোই না!' যাদের পরিবার বিপদগ্রস্ত এমনকী তাদেরও কেউ কেউ প্রতিবাদ জানাল।

ঘড়ি দেখল জন রাইটার। সাড়ে দশটা। বেহুদা তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে এখনও লোকগুলো। সোফিয়া আর বাচ্চারা কী করছে এ মুহূর্তে? বাচ্চারা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে, বাবাকে কাছে পেতে চাইছে!

টেলিগ্রাফ অফিসে প্রবেশ করল ও।

বসে বসে চাবি টিপছে তরুণ এক সেনা, ক্রমাগত।

'*সাহায্য* শব্দটার সিগন্যাল খুঁজে পেয়েছি,' বলল ও, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি, কেউ না কেউ ওটা পিক করে ট্রুপ পাঠাবেই।'

করার মধ্যে এটুকুই ছিল। বাইরে, কণ্ঠগুলো ক্রমেই ক্ষুব্ধ হচ্ছে, চড়ে যাচ্ছে মেজাজ সপ্তমে।

সেটলাররা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দল চাইছে রাইফেল দিয়ে ভালয় ভালয় প্রিয়জনদের ফিরে পেতে, অন্যরা বিরোধিতা করছে এর... পরিস্থিতি যেভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য।

জন সুযোগ নিল একটা। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। কেউ বাধা দেয়ার আগেই শহর ত্যাগ করে সমভূমি পেরিয়ে ইণ্ডিয়ানদের আস্তানার উদ্দেশে রওনা দিল।

জেরোনিমোকে কী বলবে কোনও পরিষ্কার ধারণা নেই ওর, ও কেবল লোকটার সঙ্গে কথা বলে তাকে প্ররোচিত করতে চায় কিছু ছাড় দিতে।

খানিক দূর যেতে না যেতেই একটা তীর এসে ঘোড়ার পায়ের কাছে ঘাসে বিঁধল। থমকে পড়ে অপেক্ষা করছে জন।

দু'জন অ্যাপাচি যোদ্ধাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল গাছগাছালির জটলা থেকে।

জনকে চিনতে পেরেছে ওরা, কারণ বিনাবাক্যব্যয়ে জনের

দু'পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে পথ দেখিয়ে তাঁবুতে নিয়ে গেল।

জন এখানে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে একটা চামড়ার তাঁবুর উদ্দেশে এগিয়েছে। এই তাঁবুটার অবস্থান অন্যান্যগুলোর চাইতে খানিকটা দূরে।

জেরোনিমো তাঁবুর ঢাকনা মেলে ধরে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

মাটিতে আসন গ্রহণ করল জন, উল্টোদিকে বসল অ্যাপাচি সর্দার।

'জবাব এনেছ?' জেরোনিমোর প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল জন।

'না! আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

জনের চোখে চোখ রাখল জেরোনিমো।

'তোমার অন্তর কাঁদছে দেখতে পাচ্ছি। তোমার পরিবার...?' এটুকু বলে হাত বাড়িয়ে আলতো ভাবে স্পর্শ করল জনের হাত।

'মনটা খুব খারাপ,' বলল জন। 'তার কারণ আমরা পরস্পরের শত্রু এবং যুদ্ধ চলছে আমাদের দুটি গোত্রে। আমি যুদ্ধ চাই না। এ-ও চাই না অসহায় নারী-শিশুদেরকে যুদ্ধে জড়াক লোকে। অ্যাপাচিদের কি মানায় এমন ব্যবহার?'

সরু হলো ইণ্ডিয়ান চিফের চোখ।

'এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নেই। ব্যবহারযোগ্য অন্য অস্ত্র কই আমার? তীর-ধনুক নিয়ে রাইফেল-বন্দুকের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চলে? আমার লোকেদের হাতে অস্ত্র আসুক আগে, তোমাদের সঙ্গে সমান শক্তি নিয়ে মুখোমুখি হই, তারপর আমাদের কী মানায় না মানায় শোনা যাবে। যদ্দিন না রাইফেল পাচ্ছি, অন্য বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে আমার। তুমি বলতে এসেছ, তোমার লোকেরা নিজেদের বউ-বাচ্চার চেয়ে অস্ত্র বেশি ভালবাসে—ওরা রাইফেল দিতে চাইছে না। রাইফেল দরকার ওদের আমার লোকেদের হত্যা করার জন্যে, এই তো?'

'আমি মহিলা আর বাচ্চাদের ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করতে এসেছি। আপনি রাজি হয়ে যান, আমি শহরে গিয়ে দশমুখে আপনার প্রশংসা করব। বলব আপনার অসীম করুণা, অসাধারণ বিবেচনা। আপনার লোকদের থাকার জন্যে জমি দিতে অনুরোধ করব সাদামানুষদের।'

মুচকি হাসি ফুটল জেরোনিমোর মুখে।

'সমস্ত জমি তো আমাদেরই ছিল, তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি থেকে। তুমি যদি জমি দেয়ার ব্যবস্থা করোও, অন্য একজন সাদামানুষের কেড়ে নিতে কতক্ষণ? বন্দুকের মুখে আবারও হটে যেতে হবে ইণ্ডিয়ানদের। না, যুদ্ধ করব আমরা। এ ছাড়া পথ নেই। সাদামানুষরা আমাদের বাঁচতে দেবে না।'

মাথা ঝাঁকাল জন।

'আমি বুঝি। কিন্তু ওরা যে অস্ত্র দেবে না এটা তো আপনি বুঝতে পারছেন। অন্য কোনও রাস্তা ভেবে বার করতে হবে। আমরা যদি আপনাদের খাবার, গরু, বীজ এসব দিই...'

'তো আমাদের চাষী বানাতে চাও? আমরা শিকারি জাতি, কৃষিকাজ পুরুষের জন্যে নয়।'

'আমেরিকানরা কি তবে মেয়েমানুষ? ওরা খামার করে, তাই বলে দুর্বল বলতে পারবেন না।'

মৃদু হাসল ইণ্ডিয়ান নেতা।

'যুক্তিটা খাঁটি সন্দেহ নেই। আমার লোকেরা হয়তো বা খামারের কাজ শিখে নেবে, কিন্তু জমি কই? জমি দেবে তুমি?'

'আমার উপত্যকা ছাড়ালে প্রচুর বেওয়ারিশ জমি পড়ে আছে। সে-জমি আপনাদের। খামারের জন্যে টাকা-পয়সা, গরু, খাটুনি, যা দরকার সব দেব। শুধু ছেড়ে দিন আমাদের পরিবারগুলোকে...' বুড়ো চিফকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মুখ বন্ধ করল জন।

'আমাকে ভাববার সময় দাও,' বলল জেরোনিমো। 'তোমার

লোকেদের জানাওগে তাদের প্রিয়জনদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি, হবেও না। ওয়াশিংটন থেকে কাগজপত্র দিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ লোককে পাঠাতে বলো তাদের। তুমি যা যা বললে, সেসব ওতে লেখা থাকলে হয়তো বা শান্তি চুক্তি হতে পারে।'

জন উঠে পড়ে জেরোনিমোর সঙ্গে বেরিয়ে খানিক দূর চলে এল গাদা গাদা যোদ্ধাকে পিছনে রেখে।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন আবেদন জানাল ও।

'আমার বাচ্চারা আমার জন্যে কাঁদে,' বলল, 'আর আমি কাঁদি ওদের জন্যে। ওদেরকে কি যেতে দেবেন আমার সঙ্গে?'

সবেগে মাথা নাড়ল জেরোনিমো।

'সাদামানুষদের বিশ্বাস নেই,' বলল। 'কথা রাখব আমি, কারও বউ-বাচ্চার কোনও ক্ষতি হবে না আমার এখানে। আমি ওয়াশিংটনের দলিলের অপেক্ষা করব।'

জন চলে গেলে এজরার কাছে একটা মেসেজ পাঠাল জেরোনিমো। ওতে লেখা, 'সব নারী-শিশুকে আমাদের এলাকায় নিয়ে যাও। দেখবে কারও গায়ে একটি আঁচড়ও যাতে না পড়ে।'

## ছয়

টেবিলে মুষ্ঠ্যাঘাত করল জন রাইটার।

'ইণ্ডিয়ানদের জমি দিয়ে খামারের কাজে সাহায্য করলে বন্দিদের ছেড়ে দেবে বলেছে জেরোনিমো। নিজের মুখে বলেছে।'


বইঘর.কম

‘মরা ইণ্ডিয়ান ছাড়া ভাল ইণ্ডিয়ান নেই,’ গর্জে উঠল কে একজন। ‘কোনও বিশ্বাস নেই ওদের। ইউ. এস. আর্মিকে পাঠিয়ে ওদের ধূলিসাৎ করে দেয়া উচিত।’

সবার চেঁচামেচি ছাপিয়ে শোনা গেল জনের কণ্ঠ।

‘অ্যাপাচিদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। এটা ফিরিয়ে দিলে আর হয়তো কোনোদিন আপনজনদের মুখ দেখতে পাব না। এমন কেউ কি আছে যে, বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে তার পরিবারকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে তারই চোখের সামনে দিয়ে? কে সেই লোক এখানে এসে দাঁড়ান, বুকে হাত রেখে বলুন জেরোনিমোর সঙ্গে শান্তিচুক্তির চাইতে সে-ই ভাল!’

সেটলারদের উপর নজর বুলিয়ে নিল ও, সকলে নীরব। কেউ এক ইঞ্চি নড়েনি।

লেফটেন্যান্ট রডনের দিকে পাঁই করে ঘুরল জন।

‘ফোর্ট হ্যারিসনে লোক পাঠিয়ে বলে দিন জেরোনিমো শান্তি চায়; ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পাঠাতে বলুন।’

মাথা নাড়ল রডন।

‘আমার কর্তব্য আদেশ পালন করা। সাহায্যের জন্যে ফোর্ট হ্যারিসনে লোক পাঠাব আমি এবং সাহায্য এসে গেলেই ধাওয়া দেব ওয়াগনগুলোর পেছনে।’

‘হ্যাঁ... এবং আপনার বিশ্বাস বিনা যুদ্ধে আমাদের বউ-বাচ্চা ফেরত দেবে জেরোনিমো? আপনি চাইলেই ওয়াগন থেকে ছুটিয়ে আনতে পারবেন ওদের? জ্যান্ত?’

চেয়ারে বসা শেরিফ রয় মার্শাল এ-সময় কথা বলে উঠলেন।

‘জেরোনিমো একশো রাইফেল চায়,’ শান্তস্বরে বললেন। ‘পায়নি, কিন্তু ধরুন কোনও একটা পরিবারকে যদি আমাদের চোখের সামনে সমভূমিতে নিয়ে এসে বলত, ‘‘রাইফেলগুলো

ভালয় ভালয় দিয়ে দাও নইলে এরা এখানেই মরবে...” ও অবশ্য অমন করেনি, কিন্তু করতে পারে! জন জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করে ঠিক কাজই করেছে। শান্তির যে-প্রস্তাব নিয়ে ফিরে এসেছে ও, সেটা যুদ্ধংদেহী মনোভাবের চেয়ে অনেকই ভাল। আমার মনে হয় অ্যাপাচিদের সঙ্গে বসে একটা মীমাংসা করে নেয়া উচিত আমাদের, বাদ দেয়া উচিত এসব খুনোখুনি, গোলাগুলির চিন্তা।’

লেফটেন্যান্ট মুখ খুলল, ‘শান্তি আলোচনা হবে কি হবে না সেটা আপনার আমার উপর নির্ভর করে না। সেটা স্থির করবে ওয়াশিংটন... এ-মুহূর্তে সামরিক আইন জারি করছি আমি এ-শহরে। প্রতিটি লোককে আদেশ দিচ্ছি অস্ত্র হাতে আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত হতে। আমার এই আদেশ মিস্টার রাইটার আপনার, এবং শেরিফ রয়ের উপরেও প্রযোজ্য। আমি শিগগিরই একটা দল বাছাই করে ওয়াগনগুলো ফেরত আনতে যাচ্ছি।’

টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে জমায়েত সেটলাররা হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিতে লাগল।

জন, শেরিফ এবং আরও দু-একজনকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হলো। তরুণ রডন অগ্রসর হলো তার তথাকথিত উদ্ধারদল গঠনে।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর প্রস্তুত হয়ে গেল দলটা যাত্রার জন্যে। ত্রিশজন লোক শহর থেকে ধেয়ে যাবে পর্বতসারির দিকে এবং অ্যামবুশ করবে ওয়াগনগুলোকে, স্নেক রিভার পেরিয়ে ভ্যালি রাইটারে ঢোকার চেষ্টার মুখে।

দ্বিতীয় আরেকটি দল অপেক্ষা করবে শহরে যাতে প্রয়োজন পড়লেই ছুটে যেতে পারে ওদের সাহায্যে। নতুবা শহরেই অবস্থান করে ইণ্ডিয়ানদের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করবে।

জন কাঁপছে রাগে। সে এবং আরও যে দুয়েকজন সেটলার জেরোনিমোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা চেয়েছিল তাদেরকে এখন দেখা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকের চোখে।

লেফটেন্যান্টের উগ্রমূর্তি ভাল লাগেনি ওর, খেপে গেছে সেটলারদের কথাবার্তায়ও... স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্যে দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে পড়েছে প্রায়।

ঘোড়ায় গিয়ে চাপল ও। এ শহরে থেকে হবেটা কী? দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে সঞ্চিত খাদ্য, এবং দোকানগুলোর ধ্বংসের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে করে শীঘ্রিই আরও দানা বাঁধতে যাচ্ছে গণ্ডগোল।

শহরের পেছনে সেনাবাহিনী সারিবদ্ধ হচ্ছে রিভার ক্রসিঙে অ্যামবুশ করতে।

যে-সব তরুণ সেটলার ওদের সঙ্গে যাচ্ছে তাদের হম্বিতম্বি, তর্জন-গর্জনে কান পাতা দায়।

ভ্যালি রাইটারে ফিরে যেতে রওনা দেবে জন, এমনি সময় শুনতে পেল একটা গোঙানির শব্দ। কাছেই একটা পুরনো কার্ট। ওটায় গাদা করে রাখা বস্তার নীচ থেকে এল শব্দটা মনে হলো।

ঘোড়া থেকে নেমে কার্টের কাছে গিয়ে বস্তাগুলো টেনে টেনে সরাল ও।

এক লোক মুখ তুলে চাইল ওর দিকে। শীর্ণ, ফ্যাকাসেমুখো লোকটা জনকে দেখে উঠে বসে গুঙিয়ে উঠল ফের।

জন ওকে কার্ট থেকে নামতে সাহায্য করলে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল লোকটা।

ওর মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে হুইস্কির। বস্তার ফাঁকে একটা খালি বোতল দেখতে পেল জন।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জন। 'কী করছিলে ওখানে?'

'আমি নিক মলবি। না না বেহুঁশ হইনি...' শক্ত করে আঁকড়ে ধরল জনের কাঁধ। 'একটু বেশি গিলে ফেলেছি, এই যা...'

'হুঁ,' বলল জন। চট করে মনে পড়ে গেল লোকটার নাম। 'মলবি? তুমিই কি সেই টেলিগ্রাফ অপারেটর নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'হ্যাঁ, আমিই স্বয়ং...বুড়ো তারটা গুণগুণাচ্ছে বুঝি?' হাসার চেষ্টা করে বলল।

পাশ থেকে লোকটার কলার চেপে ধরে দৌড় করিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসে নিয়ে এল জন।

মলবি সারাটা রাস্তা অনেক গোঙাল, অসন্তোষ প্রকাশ করল, কিন্তু বিন্দুমাত্র ছাড় দিল না জন।

এক বালতি জল কেবল লোকটার গায়ে ঢালার জন্যে থামল ও। তারপর ওকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল অফিসে। নিজে হাঁপাচ্ছে দস্তুরমত, আর লোকটা কাঁপছে... শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে।

'লাইন লাগাও,' বাঘা গলায় হেঁকে উঠল জন।

অফিস এখন শূন্য। রডন তার দলবল নিয়ে এখুনি রওনা দেবে। কালো রঙের ছোট্ট চাবিটা উন্মাদের মতন ট্যাপ করে চলেছে।

মলবি ওর চেয়ারে বসে ফোঁটা ফোঁটা পানিতে ভিজিয়ে দিল গোটা ডেস্ক। জন একটা প্যাড আর পেন্সিল খুঁজে নিয়ে গুঁজে দিল লোকটার হাতে।

মেসেজ পেয়ে লিখতে শুরু করল লোকটার আঙুল, ওর কাঁধের উপর দিয়ে কাগজটা পড়ে নিচ্ছে জন।

''জেরোনিমো তোমাদের এলাকায়। ইউ. এস. আর্মি জেনারেল নিকলসন তার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তাঁদের মিটিঙের ব্যবস্থা করা জরুরি।''

বারবার পাঠানো হচ্ছে মেসেজটা। জন জবাব দিতে নির্দেশ দিলে মলবিকে শেষমেশ বন্ধ হলো মেসেজের একঘেয়ে রিসেপশন।

'কী বলব?' প্রশ্ন করল মলবি।

'ফোর্ট হ্যারিসন সরাসরি আদেশটা জানাও রডনকে। জলদি করো...সময় নেই! লাইন ওপেন রাখো, আমি লেফটেন্যান্টকে নিয়ে আসছি।'

বইঘর.কম

এক দৌড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আধপোড়া শহরটার মধ্য দিয়ে ছুটে চলল জন সেনাবাহিনীর অভিযান ঠেকাতে।

মেইন স্ট্রিটের পেছনে বাড়িগুলোর কোণ ঘুরে গুলির মতন বেরিয়ে এল ও, চেঁচাচ্ছে লেফটেন্যান্টের নাম ধরে।

সেনাবাহিনী আর সেটলারদের ঘোড়া চড়ে চলে যেতে একদম শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল জন। পাঁই পাঁই করে ছুইল ও লোকগুলোর পেছনে।

অশ্বারোহীরা সার বেঁধে ঢিমে তেতালায় এগোচ্ছে, একটু পরেই ওদের ধরে ফেলল জন।

কলামের অগ্রভাগে গিয়ে লেফটেন্যান্টের উদ্দেশে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'ফোর্ট হ্যারিসন থেকে একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্যে। বলেছে আপনি যেন জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করেন...'

রডন দন্তবিকশিত করল।

'তাই নাকি? তা সাহেব, আপনি সেটা পড়লেন কোন্ জাদুবলে?'

'মলবি নামের অপারেটরকে খুঁজে পেয়েছি আমি। ইণ্ডিয়ান হামলার সময় পাঁড় মাতাল হয়ে লুকিয়ে ছিল ও। মেসেজে বলছে জেনারেল নিকলসন জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রডনের। জন রাইটার জানল কীভাবে জেনারেল নিকলসন নামে সত্যিই কেউ আছেন? একটু সন্দেহ জাগল ওর মনে। জনের দিকে চকিত দৃষ্টি হানলেও থামাল না কলাম।

'আপনারা ফিরে চলুন,' চিৎকার করে উঠল জন। 'অন্তত একবার গিয়ে দেখুন আমি সত্যি বলেছি কি না!'

মাথা নাড়ল রডন।

'শোনেন, সাহেব! আপনার ওসব ফন্দি ফিকিরে কাজ হবে না।

আপনি আমাকে ওয়াগনগুলোর কাছ থেকে সরাতে চাইছেন। কোনও লাভ নেই। জেনারেল নিকলসনের নাম কীভাবে ব্যবহার করছেন জানি না আমি, কিন্তু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। নিকলসনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হচ্ছে জেরোনিমোকে ধ্বংস করা, কোন্ দুঃখে উনি ওই লোকের সঙ্গে গুলতানি মারতে যাবেন? না, সাহেব! আমার অত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় নেই। আগে ওয়াগনগুলো উদ্ধার করে আনি তারপর না হয় আপনাকে ডেকে পাঠাব গল্প মারার জন্যে। এখন শিগগির কেটে পড়ুন দেখি, নইলে...'

জনের শত অনুরোধ-উপরোধে কোনও কাজ হলো না। গোঁ ধরে বসে রয়েছে লেফটেন্যান্ট রডন। অগত্যা, হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো জন। নদীর উদ্দেশে চলে গেল দলটা। নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ও।

## সাত

শহরে ফিরে এসে টেলিগ্রাফ অফিসে গেল জন, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। ওর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পাহাড়সারির দিকে, কী হচ্ছে ওখানে?

সমভূমির উদ্দেশে ঘোড়া দাবড়াল ও পাহাড়ের পাদদেশে গাছপালার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে কলামটিকে লক্ষ করছে অ্যাপাচিরা, জানে সে।

যদি তা-ই হয়, তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে অ্যামবুশ, অনর্থক জীবন


বইঘর.কম
রক্ষক

দেবে কিছু মানুষ, আহত হবে অনেকে। আর নারী-শিশুদের কী হবে খোদা মালুম...

কিছু একটা করতে হবে ওকে। লেফটেন্যান্টকে না নিয়ে রিভার বেণ্ডে ফেরার কোনও অর্থ নেই। আবার এই ফাঁকা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে কাটা পড়তে হতে পারে ইণ্ডিয়ানদের হাতে।

পকেট হাতড়ে একটা সাদা রুমাল বার করল জন। পাহাড়ের উদ্দেশে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল ও।

গাছগাছালির সামনে এসে থেমে পড়ল। ওঁৎ পেতে থাকা ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি যেন বিঁধছে ওর মুখে। রুমালটা আস্তে আস্তে উপর-নীচ করে দুলিয়ে, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে গাছের জটলার কিনারে এনে প্রতীক্ষা করতে লাগল জবাবের।

সামান্য পরে ঠিক সামনের ঝোপটা থেকে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল, বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী, দেহের এক পাশে একটা রাইফেল বাঁধা।

ওর দিকে এগোচ্ছে লোকটা। বোবা হ্যারি।

'ওয়াগনগুলো ওখানে,' পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল হ্যারি। 'ওখানে রাস্তা বা ট্র্যাক নেই। পায়ে হাঁটতে হবে তোমাদের বউ-বাচ্চাদের।'

'অতখানি রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে?' অবাক হলো জন। 'ওরা পুরুষ মানুষের মতন হাঁটতে পারবে?'

শ্রাগ করল হ্যারি।

'ওয়াগনের ঘোড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। কোনও কোনও মহিলা ঘোড়ায় চড়ে যাবে বাচ্চাদের নিয়ে। হাঁটতে হবে বাকিদের।'

'কিন্তু একটা যুদ্ধ...'

'নদীর কাছে সেনাবাহিনী যেতে দেখলাম। আমরা তাদের জন্যে তৈরি আছি।'

'তুমি জেরোনিমোকে এক্ষুণি জানাও জেনারেল নিকলসন তার সঙ্গে কথা বলতে চান। জেরোনিমোকে এখান থেকে সঙ্কেত দিতে

পারবে?'

'জেনারেল নিকলসন বহুদিন ধরে লেগে আছে আমাদের পিছনে। জেরোনিমো মনে করি না কথা বলবেন।'

'কিন্তু কথাটা সত্যি। কসম খোদার... জেনারেল মিটিঙের ব্যবস্থা করতে বলেছেন জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

গাছপালার মধ্য দিয়ে মন্থর গতিতে এগোল ওরা, যাচ্ছে নদীর উদ্দেশে, ছোট একটা ইণ্ডিয়ান পনিতে চেপেছে হ্যারি, ভাঙাচোরা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সহজেই নিয়ে যাচ্ছে ওকে ওটা।

নদীর কাছাকাছি হতে ঘন হয়ে এল গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়।

ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে স্যাডল থেকে পিছলে নামল হ্যারি, হাতের ভাঁজে রাইফেল।

'তুমি আর এগিয়ো না,' জনকে বলল। 'যুদ্ধ লাগবে শিগগিরি...'

'একটা কথা বলে যাও,' বলল জন। 'পরিবারগুলোকে তোমরা কোথায় রেখেছ? নদীর ওপারে?'

সায় জানাল মাথা নেড়ে হ্যারি।

'জেরোনিমো ওদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতে নির্দেশ দেয়ামাত্র আমরা রওনা দিয়েছিলাম। মহিলা আর বাচ্চারা এই একটু আগে গেছে নদীর ওপাশে।'

'তারমানে রডনের দেরি হয়ে গেছে...'

'মরার জন্যে হয়নি!' হ্যারি চাইল জনের চোখে। 'তুমি জেরোনিমোকে চেনো না... বাচ্চা ছেলেটা ফাঁদ পাততে গিয়ে নিজেই আরও কঠিন ফাঁদে ধরা পড়েছে। শহরটা এখন বাঁচবে কীভাবে?'

জন বলল, 'পাগলামি ছাড়ো। প্লিজ, গোলাগুলি শুরু হওয়ার আগেই সিগন্যাল দাও জেরোনিমোকে।'


বইঘর.কম

মাথা নাড়ল হ্যারি।

'সময় পরেও পাওয়া যাবে। জেরোনিমোর প্রথম দরকার রাইফেল। তুমি যদি এখানেই থাকো তো আমার সঙ্গে থাকছ।'

রাইফেলটা তাক করল জনের বুক বরাবর, জন নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়ার কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে ইশারা করল হ্যারি—স্যাডলে রাখা উইনচেস্টারটা থেকেও।

একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল জন। প্রচণ্ড গরম। পোকারা ঝাঁকে ঝাঁকে ভনভন করছে মাথার চারধারে। হ্যাট দিয়ে মুখে বাতাস করতে লাগল ও। লম্বা ইণ্ডিয়ানটি ওর দিক থেকে চোখ সরায়নি একটিবারের জন্যেও। রাইফেলটা সামান্য নিচু করা হলেও ট্রিগারে পেঁচানো দেখতে পেল জন হ্যারির আঙুল।

অপেক্ষা করছে ওরা। দূর থেকে একটা আবছা মতন শব্দ এল না? বর্মের ঠুং ঠাং আর কার যেন কণ্ঠস্বর আর হাসি শুনতে পেল জন।

সেনাবাহিনী আর কতদূরে? বেশিমাত্রায় শব্দ করছে লোকগুলো।

এরপর দীর্ঘক্ষণের নিস্তব্ধতা। জন বসে বসে দু'হাতে মোচড়াচ্ছে ওর হ্যাটটাকে। চোখ পায়ের কাছে মাটিতে নিবদ্ধ। ইণ্ডিয়ানটার সতর্কতায় মুহূর্তের ঢিল পড়ার অপেক্ষা করছে মনে মনে।

অ্যাপাচি লোকটা মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে, সরু মুখটাকে এমুহূর্তে শিকারি বাজের মত দেখাচ্ছে। কালো চুলে বাঁধা ঈগলের পালকটি বিকেলের রোদ পড়ে ঝলমল করছে। সে-ও উৎকর্ণ। মাটি থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি তুলে নিল জন, চোখের পাতা যথাসাধ্য নিচু রেখে।

কোত্থেকে যেন আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কে, তার পরপরই গুলির শব্দ। মুহূর্তে মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা বন, চিৎকার চেঁচামেচি, আর্তনাদ, গর্জন—সাদামানুষ আর লালমানুষের কণ্ঠস্বর মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

বোবা হ্যারি আড়ষ্ট হয়ে গেলেও জনের মুখ থেকে দৃষ্টি ফেরায়নি। ওদিকে অবিরাম চলছে রাইফেলের গর্জন।

ঝট করে মুখ তুলে হ্যারির দিকে চাইল জন। কেউ একজন ছুটে এদিকেই আসছে, ঝোপঝাড় মাড়িয়ে। কোনও ইণ্ডিয়ান তো ওভাবে দৌড়াবে না...

পলকের জন্যে হ্যারির চোখ সরে গেল পাশে ঝোপের দিকে। আর নিমেষে চিতাবাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল জন।

মাটিতে আছড়ে পড়ল দুজনে, ইণ্ডিয়ানটি নীচে, জনের দেহ আর ওর বুকের মাঝখানে চাপা পড়েছে রাইফেলটি। জন এক ঝাঁকিতে রাইফেলটার বাঁট তুলে সজোরে বসিয়ে দিল প্রতিপক্ষের চোয়ালে। আর্তনাদ করে নিথর হয়ে গেল হ্যারি।

জন রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল যতদূরে পারে। তারপর উঠে পড়ে ছুটল ঘোড়ার কাছে। উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে চরকির মতন ঘুরতেই ঝোপ থেকে ধেয়ে আসতে দেখল এক লোককে।

সেটলারদের একজন। রডনের দলে যোগ দিয়েছিল।

পতিত ইণ্ডিয়ানটির দিকে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও।

'দৌড়ান...' চেঁচাল জনের উদ্দেশে, 'ওরা আমার পিছে আসছে!'

দমে মারাত্মক ঘাটতি পড়েছে লোকটির। টলমল পায়ে গাছের গুঁড়িটার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ধপ করে, নিদারুণ শ্রান্তিতে নিঃশেষিত।

জন এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। ইণ্ডিয়ানটার পনির কাছে ধাক্কে নিয়ে গিয়ে স্যাডল সদৃশ কম্বলে তুলে দিল ঠেলেঠুলে। লোকটা শুয়ে পড়ল ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে, তখনও হাঁসফাঁস করছে।

নিজের ঘোড়ায় চড়ে বনের গভীরতর অংশের দিকে লোকটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জন।



বইঘর.কম
রক্ষক

সমভূমিতে গিয়ে মেশা এক ফালি ফাঁকা জমির দিকে টলতে টলতে এগোল ঘোড়াদুটো। খুব কাছেই পিছনে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

খোলা মাঠে ছিটকে বেরিয়ে এসে তীরবেগে ছুটল ওরা, দু'জনেই প্রায় সেঁটে গেছে ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে।

ওদের মাথার উপর দিকে শিস কেটে উড়ে গেল একটা তীর, রাগী পোকার শব্দ তুলে ছুটে গেল একটা গুলি।

ঘোড়াদের প্রাণপণে দাবড়াচ্ছে ওরা। এমন গতিতে বেশ ক'মিনিট চলার পরই কেবল পেছনে চাইতে সাহস পেল জন।

গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে তিনজন ইণ্ডিয়ান। এবার গতি কমিয়ে ঘোড়াকে জিরানোর সুযোগ করে দিল ও।

পাশের লোকটা ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে রাখতে বাধ্য হয়েছে, কারণ রেকাব নেই এবং স্যাডলবিহীন ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত নয় সে। তবুও কীভাবে যেন জনের অপেক্ষাকৃত বড় ঘোড়াটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে ও। প্রাণের মায়া বলে কথা!

শহরের কাছে এসে ঢিমে তালে এগোতে লাগল ওরা। ইতিমধ্যে লোকটার মুখে রিভার ক্রসিঙের ঘটনা শুনে নিয়েছে জন।

'দু'পারেই পজিশন নিয়েছিলাম আমরা,' শ্বাসের ফাঁকে বলেছে লোকটা। 'ভালমত গা ঢাকা দিয়েছিলাম। অন্তত আমরা তেমনটাই ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম ওয়াগনগুলোর জন্যে। তারপর আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা... আমাদের চারধারে এমনকী মাথার উপরেও কোত্থেকে হাজির হয়ে গেল ওরা! তীরই বেশি, তবে কিছু গুলিগালাজও চালাল... আগেই ওখানে আমাদের জন্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ওরা।'

কয়েকজন পালাতে পেরেছে জান নিয়ে, নদীর তীর ঘেঁষে সোজা রিভার বেণ্ডে গিয়ে সেঁধিয়েছে। ত্রিশজনের মধ্যে জনা বারো ভাগ্যবান। উদ্ধারদলের বাকিরা অ্যাপাচিদের তীর আর গুলির মুখে

ভূমিসাৎ। ক'জন আহত আর ক'জন নিহত জানা যায়নি।

শহরে ঢুকে টেলিগ্রাফ অফিসের বাইরে রেইলে ঘোড়া বাঁধল ওরা। উদ্ধারকারী দলের রক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছে এখানে-সেখানে, ফেলে আসা সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলাবলি করছে বেজার মুখে।

বিষণ্নতায় ছেয়ে গেছে সবার মন। রডন এবং তার সৈনিকরা সাধ্যমত লড়ে মারা পড়েছে বা আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। সেটলারদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে তাদের কাঁপুনি এখনও কমেনি।

প্রতিরোধকারীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে এখন, বেড়া পাহারা দেবার জন্যে পর্যাপ্ত রাইফেলও নেই।

নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়েছে লোকগুলো, জেরোনিমো ফের কখন আক্রমণ করে বসবে কে জানে!

অপারেটর মলবি অনেকখানি সামলে উঠেছে ইতিমধ্যে। অফিসে ঢুকে দেখতে পেল জন চকচকে কালো চাবিটা নিয়ে তেমনি পড়ে রয়েছে লোকটা।

জন পাশে গিয়ে বসলে মুখ তুলে চাইল। আরেকটি চেয়ারে বসে রয় মার্শাল, পা ছড়িয়ে।

'ফোর্ট হ্যারিসন আমাদের পজিশন জানে,' বললেন শেরিফ। 'যত জলদি সম্ভব সাহায্য পাঠাবে।'

'কতক্ষণ লাগবে আসতে?'

'বড়জোর কাল ভোর।'

'লেফটেন্যান্ট রডনের কথা বলা হয়েছে ওদেরকে?'

'নিশ্চয়ই... ওর কাণ্ডকারখানায় খুশি হতে পারেনি ওরা।'

'না পারারই কথা। ছেলেটা অসম্ভব সাহসী কিন্তু হ্যাঁকড়া কিসিমের। ওর যাওয়া উচিত হয়নি। আমার কথাটা শুনলে বেচারাকে মরতে হতো না।'

'আপনি আর কী করবেন,' জনের কাঁধে হাত রাখলেন মার্শাল।

‘সাহসী হলেই তো শুধু চলে না... সঙ্গে বুদ্ধিও লাগে।’ ইণ্ডিয়ানরাও সাহসী। লড়াই থেকে কক্ষনো পিছপা হয় না। কিন্তু ওদের পেছনে একটা পাকা মাথা আছে। আমাদেরকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। জেরোনিমোর জায়গায় আমি যদি ইণ্ডিয়ান চিফ হতাম তবে শত্রুরা উঠে দাঁড়ানোর আগেই কোমর ভেঙে দিতাম।’

বিমর্ষ মনে সায় জানাল জন। এতক্ষণে ব্যর্থ অ্যামবুশের খবর চলে গেছে বুড়ো ইণ্ডিয়ান সর্দারের কানে। এখন কী ঘটে তারই অপেক্ষায় রয়েছে ও।

বাইরে, চোর পালানোর পর বুদ্ধি বেড়েছে সেটলারদের। নিজেদের বিপজ্জনক অবস্থার কথা খতিয়ে দেখেছে ওরা।

বেড়া মেরামতে লেগেছে কয়েকজন, ছোট করছে যাতে প্রতিরোধ করতে সহজ হয়।

নদীর উপর সেতুতে ডিনামাইট ফিট করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

আপাতত আশিজন পুরুষ এবং বেশ কিছু সংখ্যক নারী-শিশু রয়েছে এ শহরে। কিন্তু ঘাটতি রাইফেল এবং গুলির। আর আত্মবিশ্বাসের।

নিক মলবি একটা কাগজ এগিয়ে দিল মার্শালের দিকে।

‘জেনারেল নিকলসন এখনও জেরোনিমোর সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। এতসব কিছুর পরে সেটা সম্ভব মনে করেন?’

রয় মার্শাল চাইলেন জনের দিকে।

‘সাদা পতাকা নিয়ে ওদিকে যেতে দুর্দান্ত সাহসী কারও প্রয়োজন,’ বললেন। ‘ও আপনাকে অনেকখানি বিশ্বাস করেছে, জন...’

‘বলছেন যখন চেষ্টা করে দেখব,’ বলল জন। ‘আমার ধারণা জেরোনিমো ফোর্ট হ্যারিসনের সাহায্যের কথা ঠিকই জানে এবং তার অর্থ ওরা এসে পৌঁছনোর আগেই আক্রমণ করবে সে। আমার সঙ্গে আলোচনা করবে কেন বুঝতে পারছি না, তবু দেখি চেষ্টা

করে।'

সেদিন তৃতীয়বারের মতন ইণ্ডিয়ানদের ঘাঁটির উদ্দেশে যাত্রা করল জন রাইটার। এ দফায় বেশিদূর যেতে পারল না। ওকে দেখে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ধেয়ে এল একদল অ্যাপাচি যোদ্ধা, প্রকাণ্ড একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে। স্যাডলে বসে রইল জন, উঁচিয়ে ধরল সাদা পতাকাবাহী খুঁটিটা।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ওকে পিষে মেরে ফেলবে ওরা। ঠায় বসে রইল ও, শোঁ করে একটা তীর তবুও মাথার পাশ কাটাল ইঞ্চিখানেকের জন্যে।

কাছে এসে গেছে রঙমাখা যোদ্ধারা। চারদিকে ঝিকিয়ে উঠল ছোরা, নিদেনপক্ষে এক ডজন তীর লক্ষ্যস্থির করল ওর বুকে।

অ্যাপাচিদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় চিনতে পেরেছে ওকে। কঠোর চেহারার এক ইণ্ডিয়ান গলা বাড়িয়ে দিল জনের দিকে।

'সাদামানুষ, তুমি মরবে...'

দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দেখাল জন নিরস্ত্র সে।

'আমি জেরোনিমোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওয়াশিংটনের বিরাট বড় খবর এনেছি।'

জন দেখতে পেল সামনে থেকে অ্যাপাচিদের আরেকটি স্রোত রীতিমত ধেয়ে আসছে গাছের আড়াল থেকে এদিকে।

যুদ্ধ দলটির ঠিক মধ্যখানে জেরোনিমো স্বয়ং... এবং বোবা হ্যারি, তার পাশের ঘোড়ায়।

মনটা ভেঙে গেল জনের।

বুড়ো ইণ্ডিয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছে। সাদা পতাকার সামনে লাগাম টেনে ধরলে ওর কালো তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ধকধক করে জ্বলতে দেখল জন।

'আরও গালগল্প?' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো।

'আপনি বলেছিলেন ওয়াশিংটনের কোনও হোমড়াচোমড়ার সঙ্গে কথা বলবেন,' বলল জন, জেরোনিমোর দিক থেকে চোখ


বইঘর.কম
রক্ষক

ফেরাল হ্যারির মুখে। 'জেনারেল নিকলসন আসতে চাইছেন। তার পাঠিয়েছেন, দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'জানি,' বলল জেরোনিমো, হ্যারির উদ্দেশে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে। 'হ্যাঁ, কথা বলব নিকলসনের সঙ্গে... ও পাহাড় ডিঙিয়ে দুশো লোক আর ছটা কামান নিয়ে আলোচনা করতে আসছে। ওর সঙ্গে কথা বলব—আগে রাইফেল হাতে আসুক।'

নিজের ভাষায় দ্রুত কিসব বলল হ্যারিকে লম্বা ইণ্ডিয়ানটি মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরল জনের দিকে।

'জেরোনিমো বলছেন তুমি একটা গাধা, শুধু নিজের বউ-বাচ্চার কথাই ভাবছ। কিন্তু তুমি সৎ লোক, তাই জানে মারা হবে না তোমাকে। তুমি নিরস্ত্র, চলে যেতে পারো, কোনও ক্ষতি করব না আমরা, কিন্তু শহরে ফিরো না...

জেরোনিমো হাত তুলতে অশ্বারোহী অ্যাপাচিরা জোয়ারের মতন ভেসে চলল।

একাকী দাঁড়িয়ে রইল জন, নাকে-মুখে গিলছে ওদের ধুলো।

## আট

একটা ভোঁতা দুম শব্দের সঙ্গে ব্ল্যাক রিভারের সেতু উড়ে গেল।

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে তক্তাগুলো দেখতে পেল জন রিভার বেণ্ডের যুদ্ধ হলো শুরু।

নদীর উদ্দেশে শ্লথ গতিতে এগোতে লাগল ও, বারবার থেমে পড়ে শহরের দিকে তাকাচ্ছে।

জেরোনিমো এবং অল্প কজন যোদ্ধা বেড়ার আধ মাইলটাক বাইরে একটা ঢিবির চুড়ো বেছে নিয়েছে।

অ্যাপাচি যোদ্ধারা ঝড়ো গতিতে প্রবেশ করছে শহরে এবং বেড়ার ওপাশ থেকে রাইফেলের গর্জন ভেসে আসছে ক্রমাগত।

নদী তীরে থেমে শহরের অবস্থা আরেকবার দেখে নিল জন। এত দূর থেকেও অ্যাপাচি যোদ্ধাদের হট্টগোল আর পিলে চমকানো চেঁচামেচি কানে এল।

বেড়ার দুটো অংশ বেছে নিয়ে আক্রমণ করেছে ইণ্ডিয়ানরা এবং জন জানে একটি অংশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথেষ্টই দুর্বল, প্রতিরক্ষার আয়োজন ওখানে করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে। প্রচণ্ড লড়াই হবে ওখানটায়।

নদী পেরিয়ে জংলা ঢাল বেয়ে ভ্যালি রাইটারে উঠে যাচ্ছে জন। ওর বাড়িটা এখনও আছে কি না কে জানে।

একটা পাহাড়ে উঠে ফোকর দিয়ে রিভার বেণ্ডে চোখ রাখল।

নতুন করে গোলাগুলি আরম্ভ হয়েছে, বাতাসে ভেসে ধোঁয়া আসছে এদিকে, জ্বালা করছে চোখমুখ। মিনিট দুয়েক পরে পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে ঘোড়া নামাতে বাধ্য হলো সে। শীঘ্রিই নিজের বাড়িটা দেখতে পাবে ও।

আছে... আছে বাড়িটা, ঠিক তেমনটিই যেমনটি ও ফেলে গিয়েছিল।

কিন্তু আরে... চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না? উঠনে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

জন ঘোড়া থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে চলল জানোয়ারটাকে।

আরেকটু কাছাকাছি হতে গাছের ডালে বাঁধল ওটাকে, সন্তর্পণে এগোচ্ছে ঝোপঝাড় বাউলি কেটে।

কান পাতল ও। কচি কণ্ঠের কোলাহল... পাতার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ওর বাচ্চাদের জন্যে তৈরি দোলনাটায় দোল খাচ্ছে

বইঘর.কম

একটা বাচ্চা। আরও ছ'সাতটা বাচ্চা ঘিরে দাঁড়ানো ওকে, হৈ-হট্টগোল, হাসাহাসি করছে।

এবার চোখে পড়ল দোলনাটা ঠেলছে একটা ইণ্ডিয়ান। মোটা বেঁটে এক লোক, ওঅর পেইন্ট মাখা তখনও।

একটু পরপরই দোলনার গুঁতো ইচ্ছে করে খেয়ে চোট পাওয়ার ভান করছে। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের উদ্দেশে মুখ ভেঙাচ্ছে, আর তাই দেখে আরও উচ্চস্বরে হেসে উঠছে ওরা।

হাঁ হয়ে গেল জনের মুখ। এ কী করে সম্ভব... বাড়ির পেছন থেকে আরও দু'জন অ্যাপাচি বেরিয়ে এল।

এক পাশে দাঁড়িয়ে মোটা লোকটাকে নিরীখ করছে ওরা, বিরস বদনে। শীঘ্রিই আরও দু'জন এসে জুটল ওদের সঙ্গে। সবাই পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে গোমড়া মুখে মাপছে হোঁতকা ইণ্ডিয়ানটিকে। কুঁচকে উঠেছে ওদের ভ্রূ।

গোলগাল লোকটা তখনও ভাঁড়ামি করে আনন্দ দিয়ে চলেছে বাচ্চাদের। এ মুহূর্তে দোলনার ধাক্কায় ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে সে।

ইণ্ডিয়ানদের হাতে টমাহক আর পিস্তল রয়েছে দেখতে পাচ্ছে জন।

ওর বাসার জানালা আর দোরগোড়া থেকে উঁকি দিচ্ছে আরও কিছু মুখ... মহিলাদের!

জন আচমকা উপলব্ধি করল কী ঘটছে ওখানে। সেটলারদের পরিবারগুলোকে হাঁটিয়ে এনে তোলা হয়েছে তার বাড়িতে, পরবর্তী যাত্রার আগে সুযোগ দেয়া হয়েছে খানিক বিশ্রামের।

এবং ওদের মধ্যে ওর নিজের পরিবারও রয়েছে, বউ-ছেলে-মেয়ে সকলে।

তিন নম্বর রাইটার এখন কী করছে কে জানে। জেমস যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, রাইফেল চালাতে পারে। ওকে হয়তো বা চোখে চোখে রাখছে ইণ্ডিয়ানরা... ভাবনাগুলোকে ঝেড়ে দূর করে দিয়ে বাড়ির দিকে মনোনিবেশ করল জন।

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অ্যাপাচিদের ছোট্ট একটি দল নারী-শিশুদের পাহারায় আছে। সংখ্যায় কতজন ওরা? ছ'জন নাকি সাতজন?

অ্যাপাচিরা হয়তো রিভার বেণ্ডের পরিস্থিতি বোঝার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাটিতে বসে পড়ে নজর করতে লাগল জন, পরিবারগুলোকে রক্ষা করা যায় কীভাবে সে পরিকল্পনা খেলে চলেছে মস্তিষ্কে।

একদল বর্বরের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র এক লোক সে। কী-ই বা করতে পারবে?

ধৈর্য ধরে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল জন। ইণ্ডিয়ানদের সরে যাবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মোটা লোকটা খেলায় এমনই জমে গেছে যে কোনোদিকে হুঁশ নেই।

লোকটা নেতা গোছের কেউ হবে, নইলে ওর ভাঁড়ামি এতক্ষণ ধরে সহ্য করত না ইণ্ডিয়ানরা। সাদামানুষদের বাচ্চাদের সঙ্গে কী মনের সুখে খেলা করছে ও!

শীঘ্রিই এ দলটির কাছে রিভার বেণ্ডের খবর জানিয়ে লোক পাঠাবে জেরোনিমো, ভাবল জন।

দূত আসবে তারই ব্যবহৃত রাস্তায় তার একেবারে গা ঘেঁষে যেতে হবে লোকটাকে। সঙ্গে রাইফেল থাকতে পারে ওর! এবং ওটা চাই জনের।

আলগোছে ঝোপের আড়াল থেকে সরে ঘোড়ার কাছে চলে এল জন। জানোয়ারটাকে নিয়ে গেল জঙ্গলের আরও গভীরে। চারধারে চেয়ে মোটা দেখে একটা ডাল ভেঙে নিল ও। ভারী গোছের গোটা চারেক পাথর বেছে পুরল পকেটে। এবার ফিরে চলল সেই সরু পথটার উদ্দেশে, যেটা নেমে গেছে পাহাড় থেকে।

পথটার উপর নুয়ে এসেছে ডালপালা এমন একটা গাছে চড়ে আড়ালে বসে পড়ল জন কষ্টেসৃষ্টে। ঠিক নীচেই রাস্তাটা।

এখন কেবল অপেক্ষা আর সতর্কতা। অপেক্ষার প্রহর বড় দীর্ঘ


বইঘর.কম

এবং বিরক্তিকর। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য চিন্তা, বৌ-বাচ্চার নিরাপত্তা সংক্রান্ত। চিন্তাগুলোকে দূর করে দিয়ে ঠায় বসে থেকে উৎকর্ণ থাকার চেষ্টা করতে লাগল ও। মনকে বোঝাল, কোনও ইণ্ডিয়ান হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকী প্রয়োজনে দিনের পর দিনও গ্যাঁট মেরে বসে থাকত, বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে।

অবশেষে, মনে হলো কয়েকদিন বাদে যেন অশ্বারোহী দূতটাকে আসতে দেখা গেল ওপথে, শব্দে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে লোকটা। স্পষ্ট বোঝা গেল তাড়াহুড়ো আছে ওর, আওয়াজ কমানোর কোনও চেষ্টাই নেই।

পাথরের বস্তার মতন ওর উপর খসে পড়ল জন। ঝেড়ে দৌড় দিল ঘোড়াটা এবং মাটিতে ইণ্ডিয়ানটির গায়ের উপর নিজেকে আবিষ্কার করল ও। জনের একটা বাড়িই যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। রাইফেলটার খোঁজ করতে পাশেই একটা ঝোপের ভেতর পেয়ে গেল। একটা পুরনো জার্মান মাউজার, স্মুদ বোরড গান, বল ছুঁড়তে পারে, গুলি নয়। ইণ্ডিয়ানটির সঙ্গের একটা থলেতে পাওয়া গেল কাগজের পাঁচটা কার্তুজ এবং এক মুঠো সিসের ডেলা।

থলেটা নিল জন, ইণ্ডিয়ানটির ছোরাও, তারপর ঝোপের আড়ালে চলে গেল বাড়ির দিকে নজর রাখতে।

সাবধানে লোড করল জন অস্ত্রটা, ব্যারেলে আঁটা র‍্যামরড ব্যবহার করে কার্তুজ ঠেলে দিল জায়গা মত। অস্ত্রটা যেমন পুরনো তেমনি মরচে ধরা। তবে জিনিস যেমনই হোক কাজে লাগাতে হবে যে কোনোভাবে। বাড়িটা গলা বাড়িয়ে দেখছে আর মনে মনে পরিকল্পনা আঁটছে জন।

সামনে ওর একটা ঘাসের ঢাল। তারপর নদী এবং কাঠের সেতু। আরেকটি ঢাল সেতু থেকে উঠে গেছে ওর বাসার দিকে। রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছতে হলে এই ফাঁকা জায়গাটুকু পেরোতে হবে সবার অলক্ষ্যে।

ক্রল করে লম্বা লম্বা ঘাসের বনে ঢুকে পড়ল জন, ধরে রয়েছে

অস্ত্রটা একপাশে। বাচ্চারা ভীষণ হৈ চৈ করছে উঠনে, সবার দৃষ্টি ওদের এবং মোটা ইণ্ডিয়ানটির উপর। নদীর এপারে জনের প্রতি নজর নেই কারও এমুহূর্তে।

ধীরে সুস্থে পূর্ণ সতর্কতায় এগোচ্ছে ও। গুড়ি মেরে পেরোচ্ছে সে প্রতি গজ জমি এবং একটু পরপরই মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে শরীর, পরিস্থিতি যাচাই করার জন্যে মাঝেমধ্যে দেখে নিচ্ছে মাথা তুলে।

নদীর কিনারটায় ঘাস যথেষ্ট লম্বা এবং ঘন—চমৎকার আড়াল দিচ্ছে ওকে।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে সেতুর নীচে গা ঢাকা দিল জন। এখান থেকে দেখা যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই ওকে।

থেমে গেল ও, সেতুটা পেরোতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু যদি পানিতে নেমে পড়ে এবং সেতুর নীচ দিয়ে পেরোয় তবে ধরা পড়ার ভয় থাকে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে অস্ত্রটাকে পানি বাঁচিয়ে সাবধানে রাখতে হবে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে নদীতে শরীর ডুবিয়ে দিল ও। ঠাঁই স্পর্শ করল পা, এবং পানি উঠে এল কোমর অবধি। মাঝ নদী গভীর নয় তেমন একটা, জানে ও। সরু তক্তার নীচে চলে গেল সড়াৎ করে, উঁচিয়ে ধরে রয়েছে অস্ত্র। পানি কেটে এগোনোর ফাঁকে একটু পর পর জিরিয়ে নিচ্ছে, শব্দ যাতে না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট। এবার মুখ তুলে দেখল এক মহিলা বাড়ির ভেতর যেতে ডাকছে বাচ্চাদের।

'তোমাদের জন্যে কেক বানানো হয়েছে...' সে এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি করে উঠল বাচ্চারা, শুনতে পেল জন অন্যান্য মহিলারা নিজ নিজ বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত।

মাথা তুলে কিনারের উপর দিয়ে তাকাল ও। হাসিখুশি ইণ্ডিয়ানটি বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে বাড়িতে পাঠাচ্ছে, অপর ইণ্ডিয়ানরা দেখছে ব্যাপারটা... এবং ক্ষণিকের জন্যে ওদের সবার পিঠ ফিরে

বইঘর.কম

গেছে জনের দিকে।

এই-ই সুযোগ!

নদী থেকে নিজেকে টেনে তুলে ঢাল বেয়ে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে উঠে পড়ল জন। পাহারাদার ইণ্ডিয়ানদের এক গজের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছে ও, ঠিক এমনি সময় পিছু ফিরে চাইল একজন।

ওর দিকে মাউজার তাক করল জন। একই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল, 'দাঁড়িয়ে থাকো, যে যেখানে আছ! কেউ এক পা নড়লেই গুলি খাবে!'

দু'জোড়া অ্যাপাচি হাত উঠে গেল মাথার উপরে। ইণ্ডিয়ানরা ওর কথা না বুঝলেও হয়তো বা আন্দাজ করে নিয়েছে গূঢ় অর্থ।

'পিস্তল ফেলে দাও,' দু'জন অ্যাপাচিকে ফের অস্ত্র তোলার চেষ্টা করতে দেখে গর্জে উঠল জন।

আদেশ পালন করল ওরা। এক লাথিতে পিস্তল দুটো নাগালের বাইরে সরিয়ে দিল জন।

বাড়ির ভেতরকার মহিলাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'বাচ্চাদের বেরোতে দেবেন না! জেমস রাইটার কোথায়?'

খুলে গেল দরজা। দৌড়ে বেরিয়ে এল ওর ছেলে। মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলগুলো আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলল একটা পিস্তল দিয়ে কভার করতে ইণ্ডিয়ানদের।

জেমসের সমবয়সী আরেকটি কিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সাহায্য করতে, তারপর এল এক মহিলা গটগটিয়ে।

'জন রাইটার,' বলল, 'এই খচ্চরগুলোকে বেঁধে ফেলা দরকার।' অন্দরমহলের মহিলাদের উদ্দেশে হেঁকে উঠল, 'এসো তোমরা... রশি এনে বাঁধো এগুলোকে।'

মুহূর্তে এক দঙ্গল মহিলা বেরিয়ে এল বাড়িটা থেকে। জনের স্ত্রী সোফিয়াও রয়েছে ওদের মধ্যে। কিন্তু কুশল বিনিময়ের সময় তখন নয়। চেলা কাঠের মতন পরস্পরের সঙ্গে কষে বেঁধে ফেলা

হলো অ্যাপাচিগুলোকে। কেবল মোটা লোকটা বাদে।

মোট দুজন অ্যাপাচি যোদ্ধা বাঁধা পড়ল মহিলাদের হাতে। জীবনে এ অসম্মানের কথা ভুলতে পারবে না ওরা।

চোখের জলে বউ-বাচ্চাদের সঙ্গে মিলন ঘটল জনের। মহিলারা সবাই নিজেদের স্বামীর কথা জানতে চাইছে। জন ভাবল সে কিছুই জানে না বলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সকলে প্রবেশ করল বাড়ির ভেতরে, কেবল জেমস আর সেই ছেলেটি বাদে। ইণ্ডিয়ানদের পাহারাদারের ভূমিকা খুশিমনেই মেনে নিয়েছে ওরা।

মজুদ খাবার থেকে যা হোক একটা কিছু তৈরি করে ফেলল সোফিয়া। জন স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে স্ত্রীর মুখে শুনে নিল সম্পূর্ণ ঘটনা।

'প্রথমে তো ভয়েই বাঁচি না। সবাই ভেবেছিলাম মেরে ফেলবে বুঝি আমাদের। কিন্তু তা না করে ওয়াগন চালিয়ে দিল ওরা, কোথায় চলেছি জানি না। শেষে রাতের বেলায় জানানো হলো আমরা যদি ওয়াগনের ভেতর চুপচাপ বসে থাকি আর পালানোর চেষ্টা না করি, তবে কোনও ক্ষতি করা হবে না। অল্পস্বল্প ইংরেজি বলে কাজ চালিয়েছে মোটা লোকটা আর বোবা হ্যারি। প্রত্যেক ওয়াগনে গিয়ে মহিলাদের বলেছে বাচ্চা সামলাতে, এ-ও বলেছে ভয়ের কিছু নেই। সকালে দেখি চারদিকে শুধু অ্যাপাচি আর অ্যাপাচি... কিন্তু মোটা লোকটা, এজরা মনে হয় ওর নাম, বলল দুশ্চিন্তা না করতে। জেরোনিমো নাকি আশ্বাস দিয়েছে কারও ক্ষতি করা হবে না... কিন্তু আমার ধারণা বোবা হ্যারি না থাকলে অন্যরা কথা শুনত না, খুন করে ফেলত আমাদের। ইণ্ডিয়ানদেরকে কী সব বুঝিয়ে যেন শান্ত রেখেছিল ও। ওদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেলেও বোবা হ্যারির কথা শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারেনি। এজরা আর বোবা হ্যারি আমাদের প্রতি নজর রেখেছিল। তারপর তো ওয়াগন ছেড়ে জঙ্গল আর নদী পেরিয়ে চলে আসতে হলো

বইঘর.কম

এখানে। এজরা আর ওই ইণ্ডিয়ানগুলো নিয়ে এসেছে আমাদের। এখানে জেরোনিমোর নির্দেশের অপেক্ষা করছিল ওরা।'

খাওয়া শেষ করেছে জন।

'আপনাদের এখানে আরও ক'ঘণ্টা থাকতে হবে,' মহিলাদের উদ্দেশে বলল ও। 'রিভার বেণ্ডের অবস্থা দেখে ফিরে আসব আমি। ফোর্ট হ্যারিসন থেকে সাহায্য আসছে। আপনারা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

জন যখন রওনা দিল তখন শেষ বিকেল, তবে এখনও আলো থাকবে বেশ কিছুক্ষণ।

ঘোড়াটা খুলে নিয়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করল ও।

পাহাড়ে উঠে ঘোড়া থেকে নামল ও। ছোট্ট শহরটার কী খবর কে জানে, ব্ল্যাক রিভারের ওপাশের সেই জায়গাটা থেকে রিভার বেণ্ডের পরিস্থিতি কেমন দেখবে ভেবে কুলকিনারা পেল না ও।

ও কেবল জানে, নদীর এপারে জঙ্গল হয়তো ভর্তি হয়ে থাকবে অ্যাপাচিতে।

ইতিমধ্যে নজরদারির জায়গাটিতে পৌঁছে গেছে সে।

ঘাসে শুয়ে পড়ে নদীর ওপারে রিভার বেণ্ডের দিকে চোখ রাখল ও।

# নয়

রিভার বেণ্ডে জেরোনিমোর আক্রমণের পূর্বক্ষণে, জেনারেল নিকলসন ফর্টি সিক্সথ ক্যাভালরির দুশো ট্রুপার নিয়ে হাজির হয়ে

গেছেন গিরিপথের শেষ প্রান্তে।

রাতের বেলায়ই রওনা হয়ে গেছেন তাঁরা, সাহায্যের আবেদন পেয়ে।

সমভূমির উপর দিয়ে রিভার বেণ্ডের উদ্দেশে তাঁরা ধেয়ে এলে, জেরোনিমো বুঝতে পারল হামলা স্থগিত করতে হবে। লোকবল, অস্ত্রবল সব দিক দিয়েই পিছিয়ে রয়েছে সে, প্রধান প্রধান ফোর্সগুলো এ-মুহূর্তে সঙ্গে নেই তার, এবং এ শহর তার চাইও না। সে চায় কেবল রাইফেল।

কালক্ষেপণ না করে হ্যারি এবং অন্যান্য সেনাপতিদের পাঠিয়ে দিয়েছে সে অ্যাপাচিদের ফিরিয়ে আনতে।

বেড়ার একাংশ ভেঙে শহরে ঢুকে পড়েছিল ইণ্ডিয়ানরা, কিন্তু হ্যারি গিয়ে ঠেকিয়েছে তাদের।

ওদেরকে জেরোনিমোর কাছে ফিরিয়ে এনে সোজা চলে গেছে সকলে পর্বতসারির পাদদেশে।

ওদিকে ক্যাভালরি শহরে প্রবেশ করেছে।

জন রাইটার শহরে প্রবেশ করল ঘোড়ায় চড়ে। নদী পেরিয়ে। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে দেখা হলো তিনি হচ্ছেন রয় মার্শাল, খোঁড়াচ্ছেন যদিও তবে মুখে হাসি।

জেনারেলের কাছে জনকে নিয়ে গেলেন উনি। জন নিকলসনকে জানাল নারী-শিশুরা নিরাপদেই আছে ভ্যালি রাইটারে, কিন্তু ওদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে একটা শক্তিশালী দল পাঠাতে হবে।

জেনারেলের নির্দেশে এক দল সৈনিক ঘোড়া ছোটাল জনের বাড়ির উদ্দেশে।

'আমার জেরোনিমোকে চাই,' বললেন জেনারেল। 'রয় মার্শালের কাছে শুনলাম আপনি নাকি ওর সঙ্গে সাদা পতাকা নিয়ে দেখা করে এসেছেন। বোঝা যাচ্ছে ও বিশ্বাস করে আপনাকে, ওর সঙ্গে আলোচনায় বসতে আমাদের দরকার পড়বে আপনাকে।

বইঘর.কম

এখন অবশ্য ও ফিরে যাচ্ছে নিজের ঘাঁটিতে। যাক, আমি ওকে ফলো করব না। পরে বৈঠকের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'সেই ভাল, স্যর,' বলল জন। 'মারকুটে লোকগুলোকে একটু ঠেকিয়ে রাখা গেলে অ্যাপাচিদের সঙ্গে হয়তো একটা সমঝোতায় আসতে পারব আমরা।'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আজ রাতটা পাহাড়ের পাদদেশে কাটাবে জেরোনিমো, কাল রওনা দেবে নিজের আবাসভূমির উদ্দেশে।

আজ রাতে নিজের বাসায় ফিরে গেলে অসুবিধে হবে না ভাবল জন। রয় মার্শালের কাছ থেকে উইনচেস্টারটা নিয়ে নিল ও, জেরোনিমোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিল। নদী পেরিয়ে এবার যাত্রা করল উপত্যকার উদ্দেশে।

নিস্তব্ধ পথে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নেয়ার সময় সহসা থমকে দাঁড়াল ও। সামনে একটা শব্দ হলো না?

স্যাডল থেকে নেমে বগলদাবা করল রাইফেলটা। দ্রুত আঁধার নামছে, ইণ্ডিয়ানরা হয়তো এখনও ওত পেতে আছে চারদিকে।

শব্দটা ছিল অস্পষ্ট ধরনের, নরম মাটিতে পা হড়কে যাচ্ছে কারও।

কান পাতল জন আবার। সামনে জঙ্গলে কেউ একজন আছে নিশ্চিত হলো।

রাস্তাটা ছেড়ে ঘাসে নেমে পড়ল ও, একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মতন।

একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল কি ডান দিকে? হ্যাঁ, ওই তো একজন লোক দাঁড়ানো ওখানে... না, দু'জন! দ্বিতীয় লোকটি গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পেল ক্ষণিকের জন্যে।

ঘোড়া হাঁটিয়ে আনার মৃদু শব্দটাও কান এড়ায়নি ওদের। ওর অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। রাইফেলটা গাছে ঠেস দেয়া লোকটার দিকে তাক করে ধরল জন।

'যেমন আছ থাকো,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'এক ইঞ্চি নড়েছ কি

মরেছ।’

কোনও জবাব নেই।

‘এদিকে এসো...’ বলে অপেক্ষা করছে জন।

এক পা-ও নড়ল না লোকটি। জনের প্রথম আদেশটি পালন করছে যেন অক্ষরে অক্ষরে। অপর লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জনের দিকে।

‘কাছে... আরও কাছে!’ বলল জন, লোকটা ক’ফুট তফাতে এসে পড়লে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। উইনচেস্টারটা ধরা এখন ইঞ্চিখানেক দূরে লোকটার বুক থেকে।

লোকটাকে চেনা গেল এবার। বোবা হ্যারি। জঙ্গলের মলিন আলোয় মিলিত হলো দু’জোড়া চোখ। ইণ্ডিয়ানটি সামনে হাত বাড়িয়ে বোঝাল, সঙ্গে অস্ত্র নেই।

‘এখানে কী করছ তুমি?’ বলল জন, অন্য লোকটির দিকে লক্ষ রেখে।

‘ফিরে যাচ্ছি।’

‘ও কে?’

‘আহত। আমার সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে দাও আমাদের...

‘চারপাশে সৈন্য। দেখলেই গুলি করবে... তোমরা বরং লুকিয়ে থাকো এখানে, মওকা বুঝে কেটে পোড়ো। ওর আঘাতটা কি গুরুতর?’

শ্রাগ করল হ্যারি।

জন রাইফেল নামাল একটুখানি।

‘পায়ে বুলেট ঢুকেছে... হাঁটতে পারছে না।’

‘আমি কি কোনও সাহায্য করতে পারি?’ প্রশ্ন করল জন। হ্যারিকে এড়িয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হলো, হ্যারির দীর্ঘদেহের কারণে।

‘দেখো,’ বলল জন, ‘সন্ধে লেগে গেছে। আমার সাহায্য চাইলে সরে দাঁড়াও। সৈনিকরা আমার বাসা ছেড়ে চলে গেলে ওকে


বইঘর.কম

ওখানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।'

সায় জানিয়ে জনকে পেরোতে দিল হ্যারি। জনের সঙ্গে এল দ্বিতীয় লোকটার কাছে।

পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না জন ঘনায়মান অন্ধকারের জন্যে।

আহত লোকটি টুঁ শব্দটি না করে মাটিতে শুয়ে পড়লে ওর উপর ঝুঁকে এল জন।

লোকটার ঊরুতে বাঁধা একটা ন্যাকড়া ভেদ করে গরম চটচটে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে আসছে।

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে, লোকটাকে কোলে তুলে নিল জন। ঘোড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিল স্যাডলে। ইতিমধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ইণ্ডিয়ানটি।

আঁধার চিরে বাসার সামনে সেতুর দিকে হেঁটে চলল জন হ্যারিকে নিয়ে। সেতুটা পেরোল ওরা।

চলে গেছে সৈনিকরা, সেটলারদের বউ-বাচ্চাদের নিয়ে। সোফিয়া তার বাচ্চাদের নিয়ে প্রদীপ জ্বালছে, অপেক্ষা করছে জনের জন্যে, সেনাবাহিনী বলে গেছে আজ রাতে ফিরে আসবে সে।

জনকে দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল তার স্ত্রী, কিন্তু হ্যারিকে পাশে দেখে দপ করে নিভে গেল চোখের দীপ্তি। সাদা হয়ে গেছে মুখ, হাত চলে গেছে আর্তচিৎকার ঠেকাতে মুখ চাপা দিতে।

জন সব খুলে বলল ওকে। আহত লোকটিকে ঘোড়া থেকে তুলে কাঁধে করে বয়ে আনল বাড়িতে।

ক্ষতটা বেশ গভীর, প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। হ্যারি নীরবে লক্ষ করল, জন লোকটিকে নিজের বিছানায় শুইয়ে, ভেজা মতন একটা নরম ন্যাকড়া খুঁজে নিয়ে পরিষ্কার করছে জখম। আলতো হাতে ঊরু টিপছে ও, খুঁজছে বুলেটটা।

মুখ তুলে হ্যারির দিকে চাইল।

'গুলিটা এখানে... কাটতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল বোবা হ্যারি। জন ওর ছোরার দিকে ইঙ্গিত করলে কোমরের খাপ থেকে বার করে দিল।

প্রদীপের আগুনে ছোরাটা সেঁকে পরিষ্কার করে নিল জন সোফিয়ার আনা গরম পানিতে। ছুরির ফলা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মাংস কেটে বসিয়ে দেয়া হলো ওটা এবং জনের আঙুল ক্ষতস্থান থেকে সরিয়ে নিতে লাগল বুলেটটা।

ওটার নাক উঁকি দিলে, দু আঙুলে বুলেটটা টিপে ধরল হ্যারি, ওদিকে জন চাপ দিয়ে উপরে তুলে দিচ্ছে ওটাকে। ধীরে ধীরে বুলেটটা অপসারণ করল বোবা হ্যারি, ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

দুজন মিলে যতখানি সম্ভব ক্ষত সাফ-সুতরো করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ। আহত লোকটা এতক্ষণে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। জনের ভয় হলো মারাই পড়ে কিনা।

সোফিয়া গম্ভীর মুখে অবলোকন করল গোটা ঘটনাটা। বাড়িতে ইণ্ডিয়ানদের জন্যে জনের চিকিৎসা কেন্দ্র খোলাটা খুশি করতে পারছে না ওকে। বোবা হ্যারিটার জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল তার স্বামীপ্রবরের, কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেটা কি? না, তারই বউ-বাচ্চাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বদমাশটা। এখন আবার কাকে না কাকে তুলে এনেছে রাস্তা থেকে, তায় আবার নিজের বিছানায় শুইয়ে কী খাতির-যত্ন দেখো না! নাহ্, লোকটা...

জন ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে স্ত্রীর মনের কথা।

'ওই ঘরে একটা বিছানা করে দাও,' বলল সে, 'ওকে শুইয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, মাই ডিয়ার, ও সুস্থ না হওয়াতক এখানেই থাকছে... এ ব্যাপারে কোনও কিন্তু নয়!'

সোফিয়া মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেল। জনের গলার এ সুরটার সঙ্গে পরিচিত সে, এখন তর্কাতর্কি করে কোনও ফায়দা হবে না।

বিছানা তৈরি হয়ে গেলে পুরুষ দু'জন আহত লোকটিকে বয়ে

নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

জন এ ঘরে ফিরে যখন তার পরিবারের সদস্যদের উপর দৃষ্টি বুলাচ্ছে তখন ওর পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বোবা হ্যারি।

'ঈশ্বরকে অনেক কারণেই ধন্যবাদ জানানো উচিত আমাদের,' ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বলল জন। তাকে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করতে শুনল সকলে মাথা নিচু করে।

ইণ্ডিয়ানটি নিশ্চুপ, নির্বিকার। প্রার্থনা শেষে সকলের উদ্দেশে হাসল জন।

'ও-ঘরে আমার একজন শত্রু আছে। ওর নাম জানা নেই আমার, ও-ও আমার নাম জানে না, জীবনে কোনোদিন পরস্পরকে দেখিনি কেউ। কিন্তু তবু আমরা একে অন্যকে সুযোগ পেলেই হত্যা করব, কারণ আর কিছু নয়, যুদ্ধ। ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি না? এই ছেলের বাপ-মা যদি ওর এই অবস্থা দেখে কেমন লাগবে তাদের, ভাবতে পারো তোমরা?'

হঠাৎ থেমে গেল জন, বাড়ির ঠিক বাইরে হ্রেষাধ্বনি শুনে। ফায়ারপ্লেসের উপর থেকে ছোঁ মেরে রাইফেল তুলে নিয়ে তৈরি হলো সে। চারদিকে ছিটকে গেল পরিবারটি, জেমস এক দৌড়ে বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল অস্ত্র হাতে।

মুহূর্তের নীরবতার পর বাইরে থেকে খুলে গেল দরজা। কাউকে দেখা না গেলেও আঁধার থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'অস্ত্র নামিয়ে ফেলো, সাদামানুষ, আমি নিরস্ত্র।'

হ্যারির দিকে তাকাল জন। হ্যারি মাথা ঝাঁকালে টেবিলে রাইফেল নামিয়ে রাখল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে কে একজন।

জেরোনিমো!

তার পেছনে অন্যান্যরা যদিও আছে কিন্তু নেতাকে অনুসরণ করে বাড়িতে ঢোকার কোনও চেষ্টা করল না।

দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করে সবার দিকে একে একে তাকাল বৃদ্ধ। তার গভীর জ্বলজ্বলে চোখজোড়া শেষ অবধি স্থির হলো জনের মুখে এসে।

'আমার ছেলে কি এখানে?'

জনের মুখ হাঁ।

'একজন আহত ইণ্ডিয়ান আছে এখানে। কে সে তা তো জানি না।'

ছেলেকে দেখতে ও ঘরে গেল জেরোনিমো। দু'মুহূর্ত নিরীখ করল অচেতন লোকটিকে, তারপর ফিরে এল এ ঘরে।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না,' বলল শান্তস্বরে।

'ও বাঁচবে কি না জানি না,' বলল জন। অ্যাপাচি সর্দার মাথা ঝাঁকালে বলে চলল, 'তবে কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না ও আপনার ছেলে। ও এখানেই থাকুক, সুস্থ হয়ে উঠলে ফিরে যাবে। কোনও নড়চড় হবে না আমার কথার।'

জেরোনিমো মাথা নাড়ল আবার।

'তুমি বলেছিলে আমেরিকান জেনারেল শান্তি আলোচনা চান। নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে খবর দেব তোমাকে, ওই জেনারেলকে বলবে জেরোনিমো তার সঙ্গে বিনা অস্ত্রে বৈঠকে বসবে। আমার ধারণা, শান্তির কোনও না কোনও রাস্তা বার করে ফেলা যাবে। তবে তাঁকে বলবে আগে আমার সমস্ত বন্দিকে ফেরত দিতে হবে। তারপর কথাবার্তা হবে।'

মৃদু হাসল জন।

'বেশ। তবে কাল কথা বলি তাঁর সঙ্গে।'

বোবা হ্যারি নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করল জেরোনিমোর সঙ্গে এবং বুড়ো ভাবলেশহীন মুখে প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগে শুনল। কথা শেষে হ্যারি ফিরল জনের দিকে।

'আপনি আমাদের কৃষিকাজের বুদ্ধি দিয়েছিলেন। এই


বইঘর.কম

উপত্যকার ওপাশে যে জমি আছে আমরা সেটা চাইছি। কাল আমেরিকান জেনারেলকে যদি বলেন আমরা ওখানে শান্তিতে বাস করতে চাই, খেত খামার করতে চাই, তবে খুব ভাল হয়।'

জন আশ্বাস দিল ওদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে জেনারেলকে রাজি করাতে। বুড়ো চিফ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল ওর প্রতি ইণ্ডিয়ান কায়দায়, দু'হাত একত্রে। জন ওর হাত রাখল ইণ্ডিয়ানটির হাতে, ধীরে ধীরে ঝাঁকিয়ে দিল উপর-নীচ।

বোবা হ্যারিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জেরোনিমো, হারিয়ে গেল বাইরের নিকষ অন্ধকারে... ওরা চোখের আড়াল হলে স্বস্তি ফিরে পেল সোফিয়া। বাচ্চাদের বিছানায় তুলে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, 'তো অ্যাপাচিদের প্রতিবেশী হিসেবে পাচ্ছি আমরা! ভাল, খুব ভাল...!'

জন কোনও কথা বলল না। চেয়ার থেকে উঠে আহত লোকটির ঘরে গেল। প্রদীপ সরিয়ে আলো ফেলল অচেতন মুখটায়। পাশে বসে কান পেতে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে লাগল।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জন নিজেও জানে না। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব তখন, পুবাকাশে ফিকে আলো। কার পায়ের শব্দে যেন ঘুম টুটে গেল ওর। চোখ পিটপিট করে রগড়ে নিল, হাই তুলল মস্ত।

সোফিয়া ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে আর বিড়বিড় করছে বিরক্তিতে। 'ভাল নার্স যা হোক! রোগী দেখবে কী, নিজেই কাত!'

জেরোনিমোর ছেলের দিকে তাকাল জন। কাল রাতের ব্যাণ্ডেজ পাল্টে দেয়া হয়েছে নিপুণ হাতে।

'কাজটা নিশ্চয়ই তোমার? কেমন আছে ও?'

মুচকি হাসি সোফিয়ার ঠোঁটে।

'সারারাত খুব কষ্টে কেটেছে বেচারার,' বলল। 'গরম ব্রথ আর কড়া ওয়াইন খাইয়েছি। সময় লাগবে, তবে মনে হচ্ছে সেরে উঠবে। এখন দয়া করে আপনি ঘুমোতে যান, জনাব জন রাইটার!'

'ঘুমাতে যাব? কেন, সারা রাতই তো ঘুমালাম।'

'হ্যাঁ, শক্ত একটা চেয়ারে। রিভার বেণ্ডে যেতে হবে জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে মনে নেই? ক'ঘণ্টা ভাল করে ঘুমিয়ে নাওগে যাও। তাছাড়া, আপনি এখানে থাকলে রোগীর সেবায় মন দিতে পারব না আমি, বুঝেছেন?'

বিছানায় গেল জন, শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে ওর। ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে শুনছে আহত ইণ্ডিয়ানটির শুশ্রূষার ফাঁকে ফাঁকে বিড়বিড়িয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছে সোফিয়া।

ওর বউটা একটু ছটফটে আছে, অসহিষ্ণু, খানিকটা কর্তৃত্বপ্রিয়ও বটে। কিন্তু হলে কী হবে, জানের দুশমন ইণ্ডিয়ানদের আহত এক যুবককে রাত জেগে ঠিকই সেবা শুশ্রূষা করছে। কৃতজ্ঞতায় অন্তরটা ভরে উঠল জনের, গর্ব হলো স্ত্রীর জন্যে।

মেয়েমানুষের মন বোঝা দায়...

চোখ মুদে এল জনের, ডুবে গেল গভীর ঘুমে।

**—কাজী শাহনূর হোসেন**

# গানম্যান

## এক

ঠিক দুপুরবেলায় কাউন্টির নামকরা দুর্ধর্ষ গানম্যান মোহাভে জ্যাক এসে পৌঁছল বেন্ট ফর্ক শহরে। দিনটা খুব গরম। ডাচম্যানের আস্তাবলে ঘোড়া রেখে প্যালেস স্যালুনের দিকে এগোল জ্যাক। শহরে ওর উপস্থিতিতে বাসিন্দারা সবাই সতর্ক হয়ে গেছে। আর তাই আস্তাবল থেকে স্যালুনে যাওয়ার পথে প্রায় দুশো জোড়া চোখ ওকে অনুসরণ করল।

আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই ওর মধ্যে। গড়পড়তা উচ্চতা আর শারীরিক গঠন। কিন্তু ওর চলাফেরার মধ্যে আছে চিতার ক্ষিপ্রতা। চেহারায় কাঠিন্যের বলিরেখা। ভাবলেশহীন। নীল চোখে দৃঢ়তা আর সাহসের ঝিলিক। সব সময় মাথা উঁচু করে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটে।

ওর মুখে সবসময় কাঠিন্য দেখা যায়। পরে মণ্টি ফেরি এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিল—গত বিশ বছরে একবারও নিশ্চয়ই হাসেনি ও। কোমরে ঝোলানো নিচু করে বাঁধা কালো মসৃণ বাটের সিক্স গান আর এই গরমের মধ্যেও হাতে পরা কালো গ্লাভস দেখে সহজেই অনুমান করা যায় কী ওর পেশা। ভাড়াটে গানম্যান ও। আর তাই ওর চলাফেরায় তাচ্ছিল্যের ভাব, দৃষ্টি ঠাণ্ডা আর ব্যবহার নিরুত্তাপ।

স্যালুনের দরজা খুলে মোহাভে জ্যাক যখন ঢুকল, তখুনি লোকজন মার্শালের অফিসে দল বেঁধে প্রবেশ করল। মার্শাল জিম

ফর্বস জানত ওরা আসবে। আর তাই অফিসে ডেস্কের বিশাল চেয়ারটায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। জিমের বয়স পঁয়ত্রিশ। সুদর্শন। পাকানো পেশিবহুল দেহ। গায়ের রং দেখে বোঝা যায় এ পর্যন্ত জীবনের অনেকটা সময় ট্রেইলের ওপর কাটিয়েছে। নিজের সহজাত প্রবৃত্তির বশে সহজেই ঝামেলা অনুভব করতে পারে।

বেণ্ট ফর্কের প্রভাবশালী, নার্ভাস বাসিন্দারা জিমের ছোট অফিসে ঢুকল। জিম প্রত্যেকের দিকে তাকাল। ওরা বারো জন। ভেতরে ঢুকে সময় নষ্ট করল না।

'জিম, মোহাভে জ্যাক এই মাত্র শহরে এসেছে।' মেয়র ফ্রেড কার্টন এমনভাবে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল যেন শহরবাসী কেউই জানে না।

'দেখেছি,' জিম বলল।

'ওয়েল, এখন তুমি কী করবে?' বিল অসবর্ন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

'কিছুই না,' জিম বলল।

'কী বলতে চাও তুমি?' এভ হোমস প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি নিশ্চয়ই ওকে থাকতে দেবে না? শহরের মেয়ে আর বাচ্চাদের কথা চিন্তা করো। ও শহরে থাকলে যে কেউ জখম হতে পারে। তোমাকে এই শহর পরিষ্কার রাখার জন্য বেতন দেয়া হয়। এবার নিজের কাজে নেমে পড়ো।'

'কাজটা যখন নিয়েছিলাম, তখনই বলেছি, আমার মত কাজ করব আমি,' জিম শান্ত গলায় বলল। সবার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। হাসিতে আস্থার ছাপ। 'এই টেরিটোরিতে মোহাভে জ্যাকের বিরুদ্ধে কোনও হুলিয়া নেই। ওকে শহর থেকে বের করে দেবার কোনও কারণ নেই।'

'দশজন মানুষকে খুন করেছে ও,' ফ্রেড কার্টন বলল। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, মানুষ খুন করার জন্য ওকে ভাড়া করা হয়।

বইঘর.কম

সবসময় শিকারকে প্রথমে ড্র করতে বাধ্য করে ও। আর কাজ শেষ করে এলাকা ছেড়ে দ্রুত চলে যায়। নিশ্চয়ই এই শহরে কাউকে খুন করতে এসেছে ও। ওকে থামাতে হবে তোমার।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব,' জিম বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সবগুলো উত্তেজিত চেহারা দেখল। 'খারাপ কোনও কিছু না করা পর্যন্ত, ওকে শহর থেকে বের করে দিতে পারব না। আইন যাতে না ভাঙে এজন্য ওকে সতর্ক করে দেব। আগামীকাল দুপুরের মধ্যে ওকে চলে যেতে বলব। ব্যস, এটুকুই। আর তোমাদের মধ্যে কারও যদি মনে হয় জ্যাক তার জন্য এসেছে, তা হলে পরামর্শ দেব, শহর ছেড়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাকে রক্ষা করব আমি, কিন্তু কোনও গ্যারাণ্টি দিতে পারব না।'

জিম সবাইকে ডেকে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল।

## দুই

স্যালুনে যাওয়ার পথে জিম চিন্তা করতে লাগল। সবাই ঠিক বলেছে। মোহাভে জ্যাক একজন ভাড়াটে খুনি। আর শহরে এসেছে একটা মিশন নিয়ে। কিন্তু কোনও কিছু না করলে ওকে শহর থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। প্রায় দুই বছর আগে শেইয়েনে একজনকে খুন করেছিল জ্যাক। জিম ঘটনাটা চাক্ষুষ করেছিল। আর এজন্য জ্যাকের বিরুদ্ধে যেতে চাইছে না ও।

এই শহরটা ওর। এখানকার আইন ও। শহরবাসীকে রক্ষা

করার দায়িত্ব ওর। আর এজন্য যদি মোহাভে জ্যাকের বিরুদ্ধে যেতেও হয়, তা হলে তাই হবে। তারপর ভাবল, লোকটা কাকে খুন করতে এখানে এসেছে এটা বলা অসম্ভব। যে কেউ ওকে ভাড়া করতে পারে। জিম মাথা নেড়ে স্যালুনের ভেতরে ঢুকল।

মণ্টি ফেরি, স্যালুন মালিক, বারের পেছনে বসে আছে। জিমকে ভেতরে ঢুকতে দেখে ভ্রূ উঁচিয়ে নীরবে সতর্ক করল। ওর উদ্দেশে হালকা নড্ করে রুমের চারদিকে নজর বুলাল জিম। দেখল, কোনার এক টেবিলে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে মোহাভে জ্যাক বসে আছে। গানম্যান সতর্ক দৃষ্টিতে জিমকে দেখছে। ওর হাত দুটো টেবিলের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। জিম ধীর পদক্ষেপে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

'বেণ্ট ফর্কে স্বাগতম, জ্যাক,' জিম বলল। 'আমি জিম ফর্বস, এই শহরের মার্শাল।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল, মার্শাল,' জ্যাক বলল।

'তুমি তো শহরের সবার ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছ,' জিম বলল। 'সবাই আমার ওপরে ভার দিয়েছে। শহরে কতদিন থাকার প্ল্যান করেছ?' জিম কথাগুলো শান্ত কণ্ঠে বলল, যাতে জ্যাক রেগে না যায়। ও জানে, লড়াই হলে জ্যাক ওকে পেয়ে বসবে। আর কোনও লড়াই চায় না ও।

'তা দিয়ে তোমার কোনও কাজ আছে?' গানম্যান শীতল কণ্ঠে বলল। ওর কণ্ঠের ঔদ্ধত্য শুনে জিম দ্বিধায় পড়ে গেল। জ্যাক এমন ভাব করছে যেন সমস্যা খুঁজছে। জিম এ রকম লোকদের সম্পর্কে জানে। টাকা পেলে খুন করার জন্যই ওরা লড়াই করে।

'আমাকে বললে ভাল করবে। সারারাত থেকে কাল চলে গেলে ভাল করবে তুমি। আশা করি এব্যাপারে আমরা সমঝোতায় আসতে পারব।'

মোহাভে জ্যাক হাসল। 'তুমি খুব সাহসী লোক, মার্শাল।

বইঘর.কম

সাহসীদের আমি কদর করি, কিন্তু বোকাদের না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করাটা বোকামি হবে।'

গানম্যানের চোখ সরু হয়ে গেছে। জিম সমস্যার গন্ধ পেল। বুঝতে পারল, জ্যাক তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু কেন বুঝতে পারছে না।

'আশা করি তোমাকে জোর করতে হবে না। আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত যথেষ্ট সময়। তার বেশি দেরি করবে না।'

কথাগুলো বলে জিম স্যালুন ছেড়ে বেরিয়ে এল। আসার সময় মন্টি ফেরির ভয়ার্ত চেহারা নজর এড়াল না ওর।

অফিসে ফিরে জ্যাকের সঙ্গে হওয়া কথাগুলো নিয়ে জিম ভাবতে বসল। মোহাভে জ্যাকের আচরণে অবাক হয়েছে ও। মনে হচ্ছিল লড়াই আশা করছিল সে। কিন্তু তা কী করে হয়। ও যদি কাউকে খুন করতে আসে, তা হলে কাজটা হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনও ধরনের ঝামেলায় নিশ্চয়ই জড়াতে চাইবে না।

হয়তো ও মনে করছে, সবাই ওকে ভয় পাচ্ছে, আর এজন্যই এমন আস্থাপূর্ণ আচরণ করছে। কিন্তু এটা যদি সত্যি হয় তা হলে বলতে হবে ভুল চিন্তা করছে ও। জিম ওকে ভয় পায় না। পিস্তলে জ্যাকের দক্ষতা সমীহের চোখে দেখে ও। কিন্তু লড়াই হলে শেষটুকু দেখে ছাড়বে জিম।

শহরে যতক্ষণ জ্যাক থাকবে, ওর ওপর কড়া নজর রাখবে জিম। আর কাল দুপুরের পর ওকে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে। গত এক বছর ধরে বেণ্ট ফর্ক শহর সুনামের সঙ্গে পরিচালনা করছে জিম। একজন গানম্যানের জন্য ওর সুনাম নষ্ট হতে দেবে না।

# তিন

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর রাখল জিম। দেখল, ব্যাংকার ফ্রেড কার্টন ব্যাংকের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেল। ফ্রেড কোনও সুযোগ নিতে রাজি নয়। তিনটার দিকে এড হোমস আর পাঁচটার দিকে শহরের আরও ছয় জন সম্মানিত ব্যবসায়ী দ্রুত শহর ত্যাগ করল।

বেণ্ট ফর্কে এখন কবরের নীরবতা বিরাজ করছে। কেউই বাড়ির বাইরে বেরুচ্ছে না। শহরের সবখানে জমাট বাঁধা কুয়াশার মত উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছ'টার দিকে মোহাভে জ্যাক প্যালেস স্যালুন থেকে বেরিয়ে অলস পায়ে হেঁটে নেলি প্যাটারসনের ক্যাফেতে প্রবেশ করল। জিম দ্রুত অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যাফেতে চলে এল।

মোহাভে জ্যাকের কাছ থেকে চারটা টুল তফাতে বসল জিম। সাপারের অর্ডার দিল। ওকে ঢুকতে দেখে জ্যাক একবারই ওর দিকে তাকাল। দু'জনে পরস্পরকে উপেক্ষা করে নীরবে খেতে লাগল।

নেলি প্যাটারসন উত্তেজিত হয়ে আছে। অস্থির চিত্তে আরও তিন কাস্টমারকে খাবার সার্ভ করছে। ওর কাঁপতে থাকা হাত থেকে হঠাৎ একটা কাপ মাটিতে পড়ে গেল। কাপ ভাঙার শব্দটা গুলি মত শোনাল। কাউণ্টারের সামনে থাকা কাস্টমারেরা আঁতকে

উঠল। তারপর সত্যটা বুঝতে পেরে বোকার মত হাসল। প্রত্যেকে দ্রুত খাওয়া শেষ করে চলে গেল।

মোহাভে জ্যাক সময় নিয়ে খেল। দ্বিতীয় কাপ কফি যখন নিল, তখন ওর খাওয়া শেষ হয়েছে। ক্যাফেতে ও আর জিমই রয়েছে। নেলি জ্যাকের কাছ থেকে খাবারের বিল নিতে গেলে, জ্যাক ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তুমি নিশ্চয়ই মানুষ দেখে সার্ভ করো, তাই না, ম্যাম?' জ্যাক কথাটা বলে জিমের দিকে ঘুরে তাকাল। নেলির নীল চোখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। ও কাঁপা হাতে জ্যাকের টেবিল থেকে ডলার গুনে নিল। কোনও কথা বলল না।

'তুমি কি আমাকে খোঁচা মারছ, জ্যাক?' জিম শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। 'যদি তাই হয়; তা হলে সরাসরি বলো।'

'নাহ্, মার্শাল,' জ্যাক বলল। 'তোমার এ ধারণা কেন হলো?' কথাগুলো বলে জ্যাক দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গেল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল দুপুর পর্যন্ত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল থেকো, মার্শাল,' জ্যাক বলল। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল। জিম এখনও টেবিলে বসে আছে। আগের চেয়েও বিভ্রান্ত। জ্যাকের কথাগুলোর মানে বোঝার চেষ্টা করছে।

নেলি জিমের টেবিলের কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। 'ওহ্, জিম, ওকে ঘাঁটিয়ো না,' নেলি বলল। 'মজা করতে করতে মানুষ মারে ও। ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ও জাত খুনি।'

জিম নেলির দিকে তাকাল। নেলি লম্বা, সুন্দরী, আকর্ষণীয় দেহের অধিকারিণী। ও এমন এক মেয়ে যে কোনও কিছু পাবার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত। জিম ওকে ভালবাসে। হয়তো নেলিও ওকে পছন্দ করে। বিয়ে কিংবা থিতু হওয়ার চিন্তা জিম এখনও পর্যন্ত করেনি। আর তাই নিজের ভালবাসার কথা এখনও

প্রকাশ করেনি। নেলিও কিছু বলেনি। তবে ওর আচরণে প্রকাশ পায় জিমকে ভালবাসে ও।

নেলির দিকে তাকিয়ে, ওর হাত ধরে জিম বলল, 'চিন্তা কোরো না, ওর মত লোকেরা খিটখিটে স্বভাবের হয়। কিন্ত মজা করার জন্য মানুষ খুন করে না। শহরের কাউকে খুন করার জন্য কেউ ওকে ভাড়া করেছে। আর কাজ শেষ হলেই চলে যাবে ও। কাল দুপুরের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাবার কথা বলে ওকে চ্যালেঞ্জ করেছি। এখন ও আমাকে দেখাতে চাইছে, ভয় পায়নি ও। কিন্তু নিশ্চয়ই কাল দুপুরের আগে কাজটা শেষ করে এখান থেকে চলে যেতে চাইবে।'

'কিন্তু খুনের অভিযোগে তুমি ওকে গ্রেফতার করতে পারো।'

'ও খুব স্মার্ট। শিকারকে প্রথমে ড্র করতে বাধ্য করবে যাতে সবাইকে বলতে পারে আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছে ও। ওকে এই মুহূর্তে আটকাতে পারব না আমি।'

'ও তোমার ওপর খেপে আছে, জিম। যেভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল, আমি মনে করেছিলাম, এখানেই বুঝি ড্র করবে ও।'

'সব সময় তাই মনে হয়,' জিম বলল, 'কিন্তু আসলে তা হয় না, আমার পেছনে লাগার কোনও কারণ নেই ওর। আমাকে খুন করার জন্য কেউ টাকা দেবে না। মনে হয় কোনও কারণে ওর মেজাজ খারাপ,' জিম চেয়ার থেকে উঠে আবারও হাসল। 'আমার জন্য চিন্তা কোরো না।'

'সাবধানে থেকো,' নেলি বলল। জিম ক্যাফের দরজার সামনে চলে এলে, নেলি ওকে ডাকল। কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সরাসরি জিমের সামনে এসে ওর ঠোঁটে চুমু খেল। নেলির চেহারা প্রচণ্ড আবেগে লাল হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় জিম স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নেলিকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় চুমু খেল। কিছুক্ষণ পর নেলিকে ছেড়ে দিল। উত্তেজনায় দু'জনেই হাঁফাচ্ছে।

বইঘর.কম

'মনে হয়,' জিম বলল, 'এবার আমাদের ঝেড়ে কাশা উচিত।'

'তুমিই ভাল জানো, জিম।'

'ঠিক আছে। কাল দুপুরের পর আসব।' জিম দ্রুত ক্যাফে থেকে বেরিয়ে গেল। নেলি বুকের ওপর দুই হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে রইল। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ।

রাস্তার এক ছেলে জিমকে বলল, মোহাভে জ্যাক আবারও প্যালেস স্যালুনে ঢুকেছে। কথাটা শুনে জিম চিন্তায় পড়ে গেল। শিকারকে বাগে আনার জন্য জ্যাকের মাঝে কোনও তাড়া নেই। হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আছে, তবুও কাজে নামছে না ও। জিম বিশ্বাস করতে পারছে না, জ্যাক দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তা হলে ওকে আরেক জনের সঙ্গে লড়াই করতে হবে যে পিস্তলের ব্যবহার জানে। আর জ্যাকের মত লোকেরা অহেতুক ঝুঁকি নেয় না।

জ্যাক হয়তো ভাবছে, ওর শিকার আজ রাতে স্যালুনে আসতে পারে। কারণ প্যালেস হচ্ছে শহরের সবচাইতে ভাল স্যালুন। কিন্তু শহরের সবাই জ্যাকের আসার খবর জানে। আর যদি কেউ ভাবে যে ওকে খুন করার জন্য এসেছে ও, তা হলে স্যালুনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষবে না। বেশ কয়েক জন এরই মধ্যে শহর ছেড়ে চলে গেছে। এজন্যই জিম চিন্তায় পড়ে গেছে।

রাতের ডিউটি যথারীতি শুরু করল জিম। প্যালেস সহ প্রত্যেকটা স্যালুনে ঢুঁ মারল। দেখল সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। প্রায় সব জায়গায়ই মোহাভে জ্যাকের ব্যাপারে ওর সঙ্গে সবাই কথা বলতে চাইল। জিম কথা বলার জন্য থামল না। এরই মধ্যে সবাই জেনে গেছে, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে জ্যাককে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেছে ও। এ নিয়ে নানা জনে নানা মন্তব্য করছে। জিম এসবে কান দিল না।

প্যালেসে ঢুকে জিম দেখল, ভেতরে মোহাভে জ্যাক, বুড়ো

ডক বার্নার আর মণ্টি ফেরি ছাড়া কেউ নেই। ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখে জ্যাক একবার ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কার্ড খেলায় মন দিল। ওকে দেখে মণ্টি শ্রাগ করল। জবাবে জিম মাথা নাড়ল।

প্যালেস থেকে বেরিয়ে এল জিম। দেখল ক্যাফে বন্ধ করে নেলি বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ও নেলির সঙ্গে হাঁটতে লাগল। দু'জনের কেউই জ্যাকের ব্যাপারে কথা বলল না।

নেলিকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার পর, মধ্যরাত পর্যন্ত রাস্তায় টহল দিল জিম। শহর শান্ত। বছরের এ সময়টায় র‍্যাঞ্চে প্রচুর কাজ থাকে। শুধুমাত্র শনিবার রাতেই সবাই আসে। জ্যাক প্যালেসে বসে আছে। শহর অথবা এর বাসিন্দাদের সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। প্রচণ্ড রকমের হেঁয়ালি।

মনে নানা প্রশ্ন নিয়ে হোটেলে নিজের রুমে চলে এল জিম। পোশাক খুলে, হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইল। অনেক কথাই ওর মনে এল। কিন্তু কোনও সমাধানে পৌঁছতে পারল না। অবশেষে অস্বস্তিকর ঘুমে তলিয়ে গেল।

## চার

জিম খুব ভোরবেলা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নেলির ক্যাফেতে নাস্তা সারল। নেলির চোখের নীচে কালি দেখে বুঝল সারারাত ঘুমায়নি ও। কিন্তু জিমকে দেখে হাসল। জ্যাকের ব্যাপারেও কোনও কথা

তুলল না।

নাস্তা সেরে জিম প্যালেস স্যালুনে চলে এল। স্যালুনের পেছনে অফিস রুমে মণ্টি ফেরিকে পেল। ঝাড়ুদার আর্নি ছাড়া আর কেউ নেই। আর্নি অলসভাবে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে। মণ্টির অফিসে চেয়ারে বসে হ্যাট খুলল জিম। হাসল।

'কিছু হয়েছে?' জিম জিজ্ঞেস করল।

'এখনও কিছু হয়নি,' মণ্টি তির্যক কণ্ঠে বলল। 'শুধুমাত্র আমার ব্যবসার বারোটা বাজিয়েছে ও। টেবিলে বসে কার্ড খেলেছে আর দরজার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। রাত আটটা থেকে একটা পর্যন্ত একটাই মাত্র বিয়ার খেয়েছে। তারপর চলে গেছে। বুঝতে পারছি না।'

'আমিও,' জিম বলল। 'নিশ্চিত করে বলতে পারি কাউকে খুন করার জন্য এখানে এসেছে ও। আর নিজের স্বভাব মতই আচরণ করছে। কিন্তু কিছুই করছে না। কাউকে খুঁজছেও না।' জিম উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল। 'এখানে ও কিছু করলে সাথে সাথে আমাকে জানাবে। আমি চলে আসব। শেইয়েন থেকে ব্যায়াম করার জন্য এখানে আসেনি ও।'

'দুপুরের পরও যদি এখানে ও থাকে, তুমি কী করবে?' মণ্টি সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'ওকে শহর ছেড়ে যেতে বলব।'

'যদি না যায়?'

'ওকে জোর করে বের করে দেব। এমন কিছু ও করেনি যাতে ওকে গ্রেফতার করতে পারব। কিন্তু শহরের বাসিন্দাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে আমি যথেষ্ট সময় দিয়েছি। দুপুরের পরে ওকে চলে যেতে হবে।'

'হয়তো তুমি যা করেছ তা ছাড়া করার আর কিছুই নেই,' মণ্টি বলল। 'দেখা যাক কী হয়।'

'সো লং, মণ্টি,' জিম বলল। স্যালুন থেকে বেরিয়ে বোর্ড

ওঅকের ওপর দাঁড়াল।

জিম হোটেলের সামনের রাস্তায় এসে দেখল জ্যাক পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে জ্যাক তাকাল। ঠোঁটের কোনায় শীতল হাসির ছাপ। জিমের মনে হলো, জ্যাক যেন ওর প্রতি বিদ্রূপের হাসি হেসেছে। ভয়ের বরফ শীতল একটা স্রোত যেন জিমের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল প্রায় সতর্ক বার্তার মত। জ্যাকের মধ্যে অশুভ কী যেন একটা আছে, ভাবল জিম, আর এটাই হয়তো মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়।

জিম এক দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকাল। জ্যাক ওর উদ্দেশে নড্ করে ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে নেলির ক্যাফেতে ঢুকল। জিম নিজের অফিসে চলে এল। ডেস্কে নিজের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। জ্যাক কোনও কিছু করার আগ পর্যন্ত ওর কিছু করার নেই। নিজের .৪৫ টা পরীক্ষা করল। দেখল ওতে গুলি ভরা কি না। তারপর হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল।

হঠাৎ নিজের মনের ভেতরে যেন শান্তির বিস্ফোরণ ঘটার অনুভূতি পেল। চেয়ার থেকে উঠে পিস্তলের গুলি বের করল। পরবর্তী পনেরো মিনিট ড্র প্র্যাকটিস করল। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে পিস্তলে গুলি ভরে হোলস্টারে রাখল। চেয়ারে বসল।

আস্তে আস্তে সকাল গড়িয়ে গেল। দশটার দিকে জিমের মনে হলো ও যেন ডিনামাইটের ওপর বসে আছে। পুরো শহরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সবাই অপেক্ষা করছে কিছু একটা ঘটার। বেণ্ট ফর্কের জীবনযাত্রা এমনিতে একঘেয়ে। কিন্তু মোহাভে জ্যাক সেই একঘেয়েমি দূর করেছে। লোকজন ওকে ভয় পায়, এমনকী ওর উপস্থিতি সবাইকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে। ওর কথা সবার মুখে মুখে এমনভাবে প্রচার হয়েছে, এখন সবাই বলছে একশো জনকে মেরেছে ও। ওয়াইল্ড বিলের থেকেও নাকি ফাস্ট ড্র করতে পারে।

অফিসে বসে জিম ঘড়ি দেখছে। ক্রমশ দুপুর হয়ে আসছে।

বইঘর.কম

তারপর প্রথম বারের মত বুঝতে পারল মোহাভে জ্যাক শহর ছেড়ে যাবে না।

## পাঁচ

সাড়ে দশটা। জিম রাস্তায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল কে আসছে দেখার জন্য। জনি বেণ্টন, পিট হ্যানসনের লেজি থ্রি র‍্যাঞ্চের কাউহ্যাণ্ড। প্যালেসের সামনে হিচর‍্যাকে ঘোড়ার লাগাম বাঁধল। জনির বয়স বিশ। হালকা-পাতলা দেহ। স্বভাবে একটু বুনো, কিন্তু ভাল ছেলে। কোমরে পিস্তল ঝোলায়, কিন্তু মোহাভে জ্যাক ওর জন্য আসবে না। জিম জানলার কাছ থেকে সরে এসে চেয়ারে বসল। ও একটু রিলাক্সড হয়ে বসেছে; এমন সময় বাইরে বুটের শব্দ শোনা গেল। আর্নি সশব্দে অফিসের দরজা খুলে ঢুকল। বুড়ো ঝাড়ুদারের চেহারা ফ্যাকাসে। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'মণ্টি তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে, জিম। খুনিটা জনিকে কোনঠাসা করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে জনির জন্যই এসেছে ও।'

আর্নির কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে জিম চেয়ার ছাড়ল। প্যালেসের দরজার উদ্দেশে দৌড় দিল। একটা কথাই শুধু ভাবছে, মোহাভে জ্যাকের মত এক উঁচু দরের খুনি পাঁচশো মাইল পথ অতিক্রম করেছে শুধুমাত্র জনি বেণ্টনের জন্য। বড়ই অদ্ভুত। জনি গানম্যান না। পিস্তল চালাবার সামান্য জ্ঞানটুকুও যার আছে,

সে-ই জনিকে গেঁথে ফেলতে পারবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আর কোনও চিন্তা করতে চায় না ও।

জিম ঝড়ের বেগে প্যালেসের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। জনি বেন্টনকে স্যালুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মোহাভে জ্যাক বারের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ডান হাত পিস্তলের বাটের ওপর। ঠোঁটের কোণে কুটিল হাসি। দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে জনির চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি আমাকে কী বললে?' জনি জিজ্ঞেস করল।

'তেমন কিছু না, বাছা। বলছিলাম, তোমাকে নোংরা ভেড়ার মত লাগছে। আর যেমনটা লাগছে তাই বলেছি। এতে আমার কী দোষ?'

জিম সামনে এগিয়ে জনির ডানপাশে দাঁড়ালে, জ্যাক সোজা হয়ে দাঁড়াল। জ্যাকের চোখে অদ্ভুত এক আলোর ঝলক দেখা গেল। হঠাৎ জিমের মনে হলো কেউ যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে ওর পেটে আঘাত করেছে। জনির জন্য খুনিটা এই শহরে আসেনি। ওটা একটা ফাঁদ। ওর শিকার হচ্ছে জিম ফোর্বস। এই উপলব্ধিটা এক মুহূর্তের জন্য জিমকে পঙ্গু করে দিল। তারপর হঠাৎই কোথা থেকে যেন ওর মনে রাজ্যের শান্তি এল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্য স্থির করল। এখন বেঁচে থাকার জন্য মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাও, জনি,' জিম বলল। 'আমার শহরে কোনও গোলাগুলি হবে না।' জনি চলে যেতে চাইল, কিন্তু নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করতে চায় না, তাই ইতস্তত করতে লাগল। 'চলে যাও, জনি,' জিম আবারও বলল।

এবার জনি চলে গেল। মণ্টি ফেরি বারের ওপাশ থেকে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল, যেন ওর বুকের ওপর থেকে প্রচণ্ড ভার নেমে গেছে।

বইঘর.কম

মোহাভে জ্যাকের চেহারায় নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ দেখে জিম উচ্চকণ্ঠে হাসল। 'অভিনয় ছাড়ো, জ্যাক,' জিম বলল। 'দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি কাকে খুন করতে তুমি এখানে এসেছ। গতকাল দুপুরে বললেই তো পারতে। তা হলে এতটা সময় অপেক্ষা করতে হতো না। তুমি আমাকে খুন করতে এসেছ।'

মণ্টি ফেরির আঁতকে ওঠার শব্দ পেল জিম। তারপর মোহাভে জ্যাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর স্যালুনের ভেতরের নীরবতা ভেঙে খানখান করে দিল। 'ঠিকই বলেছ, মার্শাল,' জ্যাক বলল। 'তোমাকেই খুন করতে এসেছি। আর এজন্যে কেউ আমাকে ভাড়া করেনি। তুমি যাতে ড্র করো তার জন্য উসিলা দরকার ছিল। আর এই পাঞ্চার ছিল উছিলা। কিন্তু হারামজাদা চলে গেল। বড্ড তাড়াতাড়ি তুমি হাজির হয়েছ।'

মোহাভে জ্যাকের কাছ থেকে জিম বিশ কদম দূরে। ওকে এর চেয়ে বেশি কাছে আসতে দেওয়ার ইচ্ছা ওর নেই। এতটুকু দূর থেকে যে কেউ মিস করতে পারে যদি খুব তাড়া থাকে তার। জ্যাককে ড্র-তে হারাতে পারবে—এ চিন্তা করার মত বোকা নয় জিম। তাই জ্যাক যাতে প্রথম শটটা মিস করে সেই চেষ্টাই করবে ও।

'আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি, জ্যাক?' জিম জিজ্ঞেস করল।

'গত বছর এই শহরেরই রাস্তায় আমার ভাইকে খুন করেছ তুমি। ওকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দাওনি।'

ঘটনাটার কথা জিমের মনে পড়ল। দুই ভাইয়ের মধ্যকার ভালবাসার গভীরতা অনুভব করল।

'মনে পড়েছে,' জিম বলল। 'ও মদ খেয়ে মাতলামি করছিল। ওকে সতর্ক করে শহর ছেড়ে যেতে বলেছিলাম। আমাকে অনুসরণ করে ও। রাস্তা অতিক্রম করার সময় ডাক দেয়। ওর দিকে ঘুরে তাকাবার আগেই ড্র করে গুলি করে। ওর প্রথম গুলিটা

মিস হয়, কিন্তু আমারটা হয়নি।'

'তুমি ওকে খুন করেছ। এবার প্রতিশোধ নিয়ে হিসেব চুকাব।'

'ঠিক আছে, হিসাব চুকাও,' জিম বলল, কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্রূপ। 'আমি ওকে গুলি করেছিলাম আর বেঁচে থাকলে আবার করতাম। ও ছিল ভীরু, কাপুরুষ, জ্যাক, ঠিক তোমার মত।'

জিম দেখল কথাগুলো জ্যাককে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। ওর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন ঘৃণা উপচে পড়ছে। জ্যাকের ঠোঁট সরে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ওকে নেকড়ের মত দেখাচ্ছে। জিমের নিজেকে বড়ই একা লাগছে। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে জ্যাকের প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ্য করছে।

'আমি তোমার পেটে গুলি করব,' জ্যাক বলল, 'মরার আগে তোমার যন্ত্রণা যাতে উপভোগ করতে পারি।'

জিম হেসে উঠল। জ্যাকের দু'চোখে আবারও ঘৃণার আগুন জ্বলজ্বল করতে দেখল। ওর চোখ সরু হয়ে গেল। কাঁধ টানটান হয়ে গেছে। জিম ড্র করল। জ্যাকের ড্র বিদ্যুৎ চমকের মত লাগল। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে জিমকে হারিয়ে দিল। ওর পিস্তল গর্জে উঠল। হাত ঝাঁকি খেল। কিন্তু এক চুলের জন্য জিমের কোমরে গুলি লাগল না।

জিমের পিস্তলও হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে। কোনও নিশানা না করেই গুলি করল। নিজের পাশে পিস্তল নামাল। জানে দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ পাবে না।

জ্যাক ছিটকে বারের ওপর পড়ল, যেন ওর বুকে কেউ সর্বশক্তিতে ঘুষি মেরেছে। পিস্তলটা ওর হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ল। ও ডান হাতে বারের প্রান্ত আঁকড়ে ধরল। ঠাণ্ডা চোখে জিমের দিকে তাকিয়ে আছে। বুকে সদ্য তৈরি হওয়া গর্তটা থেকে রক্ত বেরিয়ে ওর শার্ট ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাম হাতে বুকে চাপ দিল। কিন্তু মৃত্যু ওকে দ্রুত গ্রাস করল। মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে

গেল। আর নড়ল না।

পুরো স্যালুন জুড়ে নীরবতা যেন ভারী পর্দার মত বিরাজ করছে। তারপর মণ্টি ফেরি বারের পেছন থেকে দৌড়ে এসে জিমের হাত ধরে ভীষণ জোরে ঝাঁকাতে লাগল। 'তুমি পেরেছ, জিম, তুমি পেরেছ। প্রথমে তো ভেবেছিলাম তোমাকে হারাতে চলেছি। কীভাবে করলে?'

'ও নিজেই নিজেকে মেরেছে। অন্য সময় শিকারকে বিভ্রান্ত করে, রাগিয়ে; নিজে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে। কিন্তু এবার টাকার বিনিময়ে লড়াই করেনি। নিজে বিভ্রান্ত হয়ে রেগে গেছিল। তাই মিস করে।'

জিম স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল। বোর্ড ওঅকে হাঁটার সময় মনে পড়ল পিস্তলটা এখনও ওর হাতে রয়েছে। ওটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দেখল নেলি দৌড়ে ওর দিকে আসছে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। আর সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**—তারক রায়**

# পানির দর

## এক

শহর থেকে মাইল পনেরো দূরে মরুভূমিতে মুখোমুখি হয়েছে কুখ্যাত আউট-ল পাইক হোলসেন আর বাউণ্টি হাণ্টার জেরি স্মিথ।

গত তিনদিন ধরে ইঁদুর-বিড়াল খেলছে ওরা। গরম সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে পাইকের ঘোড়াটা, ওদিকে বুলেটের আঘাতে প্রাণ দিয়েছে জেরির বাহন। গুলি ফুরিয়ে গেছে দুজনেরই, পানিও শেষের দিকে। জেরির কাছে এক মশক আছে বটে, কিন্তু ওইটুকুই; ধারেকাছে কোনও ওয়াটার হোল নেই, পিপাসা মেটাতে হলে মরুভূমি পেরিয়ে শহরে যেতে হবে।

প্রচণ্ড গরম, সূর্যটা ক্লান্তিহীনভাবে অনল বর্ষণ করে চলেছে। তার নীচে ধুঁকতে ধুঁকতে পরস্পরের দিকে টলমল পায়ে এগিয়ে গেল দুজনে।

পাইকের মুখ থেকে গালাগালির তুবড়ি ছুটছে। লম্বা লোক সে, দেহের গড়ন চিকন হলেও কাঁধ চওড়া, হাড়গুলো চ্যাপ্টা এবং পাথরের মত শক্ত। চেহারায় বুনোভাব প্রকট, স্বভাবও তেমনি। কাউকে তোয়াক্কা করে না। বেশ কয়েকটা কাউণ্টিতে তাকে খোঁজা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, রাসলিং, খুন আর তাসে চুরি করার অপরাধে। মাথার দাম তিন হাজার ডলার!

জেরিও দীর্ঘদেহী, পাইকের তুলনার একটু ভারী হলেও শরীরে চর্বি নেই। পোড়খাওয়া সিরিয়াস চেহারার লোক সে। ঠাণ্ডা এবং


বইঘর.কম

হিসেবি। সর্বক্ষণ কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া।

দাঁতমুখ খিচিয়ে খিস্তি করল পাইক, 'চিনে জোঁক কোথাকার! বহুত টিকটিকি দেখেছি জীবনে, কিন্তু তোমার মত এমন নাছোড়বান্দা দ্বিতীয়টি পাইনি!'

'তোমার মত হাড়বজ্জাত শিকারও আগে জোটেনি আমার কপালে!' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল জেরি।

'তা এখন কী করবে তুমি, নরকের ডালকুত্তা কোথাকার? না আছে গুলি, না আছে ঘোড়া... পানিও নেই! আমাকে পাকড়াও করতে গিয়ে নিজের তো বটেই, সঙ্গে আমার জীবনটাও দুর্বিষহ করে তুলেছ!' থুহ করে থুতু ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল পাইক, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

নিজের মশকটা টেনে নিয়ে এক চুমুক পানি খেলো জেরি, ওদের মাঝে মাত্র ফুট দশেক দূরত্ব রয়েছে এই মুহূর্তে। 'এসো একটা বাজি ধরি,' টেনে টেনে ধীর গলায় বলল বাউণ্টি হাণ্টার।

'কীসের বাজি?' খেঁকিয়ে উঠল পাইক।

জবাবে মশকটা নিজের পায়ের কাছে রাখল জেরি। 'আমাদের কারও কাছেই তো গুলি নেই।' কোমর থেকে বউয়ি ছুরিটা বের করল সে। 'এটা ছাড়া আমার কাছে আর কোনও অস্ত্রও নেই। তোমারও বোধহয় একই অবস্থা?'

নিজের বাক নাইফটা একবার ছুঁল পাইক, 'তো?'

'তো আমরা একটা রফায় আসতে পারি। খালি হাতে এক দফা হয়ে যাক। যে জিতবে সে এই মশকটা পাবে,' জুতোর ডগা দিয়ে পায়ের কাছে রাখা পানির থলিটাতে গুতো দিল বাউণ্টি হাণ্টার। 'আর অন্যজন হারাবে প্রাণ।'

'বাহ্, জুয়া খেলার ভালই অভ্যাস আছে মনে হচ্ছে!' দাঁত বেরিয়ে পড়ল পাইকের, কোমর থেকে ছুরিটা খুলে নিয়ে পেছনে ছুঁড়ে ফেলল সে, দেখল একই কাজ করছে জেরি। পরক্ষণে পরস্পরের দিকে মুঠো পাকিয়ে ধেয়ে গেল ওরা।

# দুই

'প্লিজ! দয়া করো! এই ব্যবসাটাই আমার সব, কেড়ে নিলে এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব আমি, পথে বসবে আমার মেয়ে!' ধরা গলায় মিনতি করল বুড়ো কার্লসন। ছোট্ট একটা কুক শ্যাক চালায় সে। এই মুহূর্তে ওটারই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা।

'না খেয়ে মরার চেয়ে সীসা খেয়ে মরা যদি তোমার বেশি পছন্দ হয়ে থাকে, তা হলে এখনই ব্যবস্থা করছি!' চড়া গলায় হেঁকে উঠল ষণ্ডামার্কা এক গোঁফওয়ালা মেক্সিকান। জোড়া পিস্তল ঝুলছে তার কোমরে।

কেলটন শহরটা ছোট, ধারেকাছে জনবসতি তেমন নেই। বছরকয়েক আগে রুপার খনি পাওয়া গিয়েছিল এখানে, তখন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল এটা। এখন রুপা ফুরিয়ে গেছে, এমনিতে শহরটার মরে যাবার কথা, কিন্তু সীমান্তের কাছে বলে আউট-লরা প্রায়ই এখানে যাত্রাবিরতি করে। তাই কোনোমতে এখনও টিকে আছে। তবে আইনকানুনের বালাই নেই। নামমাত্র মার্শাল আছে একজন, তবে সে ঘুষখোর এবং বেহেড মাতাল। শহরটাকে চালায় এক স্যালুনমালিক, নাম মাইকেল। তবে ওটা তার আসল নাম কি না কে জানে!

উপরে উপরে নিপাট ভদ্রলোক মাইকেল, কিন্তু বাস্তবে তার মত কুটিল লোক খুঁজে পাওয়া ভার। বছরখানেক হলো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। আগে ওয়েন রবার্টস চালাত কেলটনের



বইয়ের ফেরিওয়ালা

যাবতীয় কাজ-কারবার। মুনাফা করলেও এমনিতে মানুষ সে খারাপ ছিল না। সাধারণ বাসিন্দাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে খেয়াল রাখত। কিন্তু মাইকেল এসে খোলামকুচির মত টাকা ছড়িয়ে ওয়েনের বেশিরভাগ লোকবল বেহাত করে নিয়েছে। বিশেষ করে স্যাগুইন, যে কিনা আগে ওয়েনের হয়ে কাজ করত, এখন হয়ে গেছে মাইকেলের ডান হাত।

মেক্সিকান পিস্তলেরো স্যাগুইন, নিজ দেশে ওয়ান্টেড বলে চলে এসেছে আমেরিকায়। এখন পিস্তল ভাড়া খাটায়, মোটামুটি চালুহাত সে, তার ওপর চেহারায় নিষ্ঠুরতার প্রবল ছাপ থাকায় কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। ওর জোরেই ওয়েনকে হটিয়ে দিয়েছে মাইকেল।

'সেনিয়র স্যাগুইন, একটু দয়া করো। আমি বুড়ো মানুষ...' কথাটা শেষ করতে পারল না কার্লসন।

পাশ থেকে এসে ওর হাত মুচড়ে ধরল স্যাগুইনের এক চামচা, ছুরি বের করে ঠেসে ধরল গলার কাছে। 'চুপ বুড়ো ভাম! টাকা দিতে অস্বীকার করার সময় খেয়াল ছিল না?'

'না থাকলে কোত্থেকে দেব?' বলার চেষ্টা করল বুড়ো, কিন্তু তার আগেই পেটে ঘুসি খেয়ে ককিয়ে উঠল।

'বাবাকে ছেড়ে দাও!' তীক্ষ্ণ একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে কার্লসনের মেয়ে মারিয়া। অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছে তার।

ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল স্যাগুইন। অনেকদিন থেকেই এই মেয়েটার দিকে নজর তার, কিন্তু শালী তাকে পাত্তাই দেয় না। এবার সুযোগ পাওয়া গেছে। বুড়োর দিকে ফিরল সে, 'জোর করে ধরে নিয়ে গেলে লোকে নানান কথা বলবে, তোমাদের এই আমেরিকাতে মেয়েদের বড্ড বেশি স্বাধীনতা দেয়া হয়! তবে একটা রফায় আসতে পারি।' মারিয়াকে আরেক নজর দেখে নিল সে। 'আমি সেনিয়র মাইকেলকে বোঝাব, বিনিময়ে আমাদের

স্যালুনে কাজ করতে হবে তোমার মেয়েকে।' কুৎসিত ভঙ্গিতে চোখ টিপল স্যাগুইন। 'বোঝোই তো কী কাজ! যতদিন আমি খুশি থাকব, চাঁদা নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। কী বলো, বুড়ো মিয়া?'

নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলে উঠল কার্লসনের চোখদুটো, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই এগিয়ে এল মারিয়া। চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে তার, অপমানে কালো হয়ে গেছে চেহারা, কিন্তু পরিস্থিতি বেশ বুঝতে পারছে। শ্যাকটা কেড়ে নিলে ওদের যাবার কোনও জায়গা থাকবে না। তখন একই পরিণতি আছে ওর কপালে, বরং এখন আপোসে গেলে বাবাকে বাঁচাবার একটা সুযোগ থাকবে।

'ঠিক আছে, আমি রাজি!' নিজের কানেই স্বরটা অচেনা শোনাল ওর। 'তবে মনে রেখো,' স্যাগুইনের দিকে ফিরে নিচু গলায় যোগ করল মেয়েটা, 'প্রথম সুযোগেই তোমাকে খুন করব আমি!'

## তিন

খুন করার জন্য কোনও মেয়ে কাউকে খুঁজছে, ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু নরিন পিটার্স ঠিক তা-ই করছে। অবশ্য তার কারণও আছে। বছর দেড়েক আগে পিঠে ছুরি মেরে ওর স্বামী অ্যালানকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে এক নরপশু।

নিউইয়র্কে একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল অ্যালান। ওরই এক সহকর্মী করেছে কাজটা। তারপর ব্যাঙ্কের সেফ ভেঙে নগদ


বইঘর.কম

ছাব্বিশ হাজার ডলার নিয়ে পশ্চিমে পালিয়ে গেছে।

নরিন পশ্চিমেরই মেয়ে। আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে পুবে গিয়েছিল। সেখানেই অ্যালানের সঙ্গে পরিচয়, পরে প্রেম এবং বিয়ে। ওর সুন্দর সংসার আর উজ্জ্বল স্বপ্নকে মুহূর্তের মাঝে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তটা।

প্রতিশোধ নেবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে নরিন। লোকটা কোথায় আছে নিশ্চিত হতে পারলে ভাড়াটে খুনি দিয়ে পাওনা চুকিয়ে দেবে। আইনের উপর থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে সে। কারণ নিউইয়র্কের অপরাধের জন্য পশ্চিমে শাস্তি পাবে না লোকটা।

মাইল পঞ্চাশেক দূরের এক শহরে মোটামুটি নিশ্চিত খবর পেয়েছে নরিন। কেলটন নামের সীমান্তবর্তী একটা ছোট শহরে নাকি বেশ জাঁকিয়ে বসেছে শয়তানটা। এবার নিশ্চিত হবার অপেক্ষা। নিজের চোখে ব্যাপারটা একবার দেখে নিয়ে তারপর...

কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য একটা ঝামেলায় পড়েছে নরিন। পথ হারিয়েছে সে। কেলটন এর ট্রেইল থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। আশপাশে ধু ধু মরুভূমি, এর মাঝে পথ চলতে গিয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে ওর পোনিটা। ট্রেইলের সন্ধান করতে করতেই হঠাৎ অদ্ভুত এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলো মেয়েটা।

মরুভূমির মাঝে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক লোক। হাতে তার একটা আধখালি মশক। অবিন্যস্ত কাপড়চোপড় জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। চেহারার অবস্থা বিধ্বস্ত, যেন কোনও স্ট্যাম্পিডের মুখে পড়েছিল। একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে, থেঁতলে গেছে ঠোঁট, কালশিরে দেখা দিয়েছে চোয়ালে। ধুলোবালি মেখে এক কথায় কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা।

তার থেকে কয়েক গজ পেছনে ভাঙাচোরা দেহে পড়ে আছে আরেক লোক। দূর থেকেও বুঝতে পারল নরিন, প্রচণ্ড মার

খেয়েছে বেচারা। হাড়গোড় মনে হয় আর আস্ত নেই।

বুভুক্ষের মত চোঁ চোঁ করে পানি খাচ্ছে দাঁড়ানো লোকটা, এমনি সময় হঠাৎ নড়ে উঠল তার ভূপাতিত প্রতিদ্বন্দ্বী। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সে। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানি-পানে ব্যস্ত লোকটার ঘাড়ের উপর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দুজনই, আধখালি মশকটা ছিটকে চলে গেল বেশ খানিকটা দূরে। ওটা থেকে ছলকে পড়ছে অমূল্য তরল, নিমিষের তরে হারিয়ে যাচ্ছে মরুর তপ্ত বালির বুকে।

ধস্তাধস্তি করতে করতে উঠে দাঁড়াল লোকদুটো। একে অপরের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কিল, ঘুসি, লাথি... যা পারে চালাচ্ছে শত্রুকে বাগে আনতে।

রাইডিং স্কার্টের পকেট থেকে নতুন মডেলের তিন গুলির ডেরিঞ্জারটা বের করে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল নরিন। চমকে ওর দিকে ফিরে তাকাল লোকদুটো, কিন্তু পরস্পরের কলার ছাড়ল না।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' চড়া গলায় জানতে চাইল নরিন। ইতিমধ্যে অনেকটা কাছে চলে এসেছে ও লোকদুটোর। কাছ থেকে দেখে নিশ্চিত হলো, দুজনেই এরা পোড়খাওয়া লোক।

দাঁত বের করে হাসল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণদেহী লোকটা, একটু আগে এ-ই পড়ে ছিল মাটিতে। 'কিছু না, ম্যাম, পানির জন্যে লড়ছি আমরা!'

আড়চোখে মশকটা একবার দেখে নিল নরিন, ইতিমধ্যে ওটার সব জল গড়িয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। 'তা পানি তো আর নেই,' ভুরু নাচাল সে, 'এবার লড়াই থামাও।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ও একটা কুখ্যাত খুনি, আউট-ল!' এইবার কথা বলল একটু আগে পানি-পানে ব্যস্ত থাকা লোকটা।

'আর তুমি মনে হয় ধোয়া তুলসীপাতা?' খেঁকিয়ে উঠল

বইঘর.কম

অপরজন, ‘আমার চেয়ে বেশি বই কম খুন করোনি তুমি!’

‘থামো!’ এবারে কড়া গলায় ধমকে উঠল নরিন, ‘সরো, সরে দাঁড়াও পরস্পর থেকে!’ পিস্তল নাচিয়ে কথার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করল।

বেজার মুখে একে অপরের কলার ছেড়ে পিছিয়ে এল পাইক আর জেরি। মেয়ে হলেও হাতে পিস্তল রয়েছে, এর সামনে কথা চলে না।

‘তা হলে তোমাদের পানি দরকার?’ প্রশ্ন না, বরং স্বগতোক্তি করল নরিন। কী যেন ভাবল সে এক মুহূর্ত, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘বেশ পানি দেব আমি তোমাদেরকে,’ পোনির পিঠ থেকে একটা ভরা ক্যান্টিন তুলে নিল সে, ‘তবে তার জন্য একটা কাজ করে দিতে হবে।’

## চার

ওয়েন রবার্টসের বয়স হয়েছে, যৌবনের সঙ্গে প্রতিপত্তিও হারিয়েছে বেচারা। যদিও এখনও শহরের একমাত্র স্টোরটার মালিক সে, কিন্তু আগের দাপট আর নেই। মাইকেল ও তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে বলতে গেলে জিম্মি হয়ে গেছে সে।

শ্যন রবার্টস, ওয়েনের ছেলে। বয়স চোদ্দ। একটু জেদি প্রকৃতির কিশোরটির মা মারা যাবার পর থেকে বুড়ো কার্লসনের মেয়ে মারিয়াই ওর দেখাশোনা করেছে। ওদের সম্পর্কটা ভাই-বোনের মত।

কার্লসনের কুক শ্যাকে ঝামেলা হয়েছে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি করে ছুটে এসেছিল শ্যন। মারিয়া যখন স্যাগুইনকে ওর মত জানাচ্ছে ঠিক তখন চৌকাঠ পেরুচ্ছে ছেলেটা।

মারিয়ার হুমকির জবাবে নোংরা হলুদ দাঁত বের করে হাসল স্যাগুইন। ওর দুই চামচার একজনের দিকে ইশারা করল সে। খপ্ করে মারিয়ার হাত চেপে ধরল দুর্বৃত্ত। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওকে।

মাথার ভেতরে যেন আগুন ধরে গেল শ্যনের। কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে বসিয়ে দিল লোকটার বুকে। পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, কেউ কিছু বুঝে ওঠারও সুযোগ পেল না। ঘটনার আকস্মিকতায় এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে রইল স্যাগুইন ও তার অপর সঙ্গী। সংবিৎ ফিরতে মুখে খিস্তি করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল স্যাগুইন।

ওদিকে নিজের কীর্তির স্বরূপ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে শ্যন, টেনে ছেড়ে দেয়া তারের মত কাঁপছে এখন সে। চিল-চিৎকার ছেড়ে নিজের দেহ দিয়ে ওকে আড়াল করার চেষ্টা করল মারিয়া।

'কী হচ্ছে এখানে?' উঁচু গলায় দরজা থেকে হেঁকে উঠল কে যেন।

'সেনিয়র মাইকেল!' হড়বড় করে বলল স্যাগুইন, 'এই ইঁদুরের বাচ্চা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে! ম্যাথুকে মেরে ফেলেছে ও!'

'কী!'

ঘণ্টাখানেক পরের কথা, মাইকেলের স্যালুনে একটা পোকার খেলার আয়োজন করা হয়েছে। খেলোয়াড় দুজন—মাইকেল আর ওয়েন রবার্টস।

যদিও ম্যাথুকে খুন করার দায়ে শ্যনকে ফাঁসিতে ঝোলানোরই ইচ্ছে ছিল স্যাগুইনের, কিন্তু চতুর মাইকেল অন্য


বইঘর.কম

ফন্দি এঁটেছে। সুযোগটা চিনতে ভুল হয়নি তার। ছেলের প্রাণের বিনিময়ে বুড়ো ওয়েনকে পোকার টেবিলে ডেকে এনেছে সে। যদি ওয়েন জেতে তা হলে ছেড়ে দেয়া হবে শ্যনকে, বিনা শর্তে। আর যদি সে হেরে যায়, তা হলেও শ্যনকে ছেড়ে দেয়া হবে বটে, কিন্তু বিনিময়ে ওয়েনের স্টোরের মালিকানা নিয়ে নেবে মাইকেল।

গোটা শহরে কার্লসনের কুক শ্যাক আর ওয়েনের স্টোর বাদে আর সবক'টা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাই মাইকেলের হাতে। স্টোরটা জিতে নেবার এই সুযোগ সেধে এসে ধরা দেয়ায় তাকে আর পায় কে! ছেলের জীবনের জন্য রাজি হতে বাধ্য হয়েছে বুড়ো ওয়েন, যদিও জানে ফেয়ার গেম কখনোই হবে না মাইকেলের স্যালুনে।

হাতের তাসের দিকে তাকিয়ে আছে এখন ওয়েন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন কপালও হয়! শো করার জন্য বলল সে।

চুরুটে কষে একটা টান দিল মাইকেল, এবং ধোঁয়া ছেড়ে তার আড়ালে চট করে বদলে ফেলল হাতের দুটো তাস।

শো হলো, দুজনের হাতেই রয়্যাল ফ্লাশ! কিন্তু মাথাটা হেঁট হয়ে গেল ওয়েনের। ওর হাতে হার্টস, ওদিকে মাইকেল খেলেছে স্পেড। দুজনের একই তাস থাকলে স্পেড হার্টসের উপরে থাকে। চুরি যে হয়েছে, তা বুঝতে দিব্যজ্ঞান থাকার দরকার পড়ে না, কিন্তু প্রতিবাদ করবে কি না ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বেচারা। পাশেই একটা চেয়ারে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে ওর একমাত্র সন্তানকে। সেদিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বুড়ো। তারপর মার খাওয়া কুকুরের মত মেনে নিল ভাগ্যের পরিহাস।

'কপাল খারাপ তোমার, হেরে গেছ। কথামত তা হলে এখানে সই করে দাও।' পিত্তি জ্বালানো হাসি হেসে বলল

মাইকেল। পাশ থেকে একটা চুক্তিপত্র এগিয়ে দিল স্যাগুইন।

দ্বিধা করল ওয়েন। শেষ সম্বল স্টোরটা এভাবে বেহাত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে তার।

তাগাদা দিল মাইকেল, 'কী, বুড়ো মিয়া? তাড়াতাড়ি করো, সারাদিন...' কথা শেষ করতে পারল না সে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেছে স্যালুনের দরজা!

## পাঁচ

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা। বাকবিতণ্ডার পর নরিনের শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না পাইক আর জেরির। অস্ত্র, ঘোড়া, পানি... কিছুই নেই ওদের কাছে। তার ওপর মারপিট করে দুজনেই কাহিল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় কী-ই বা করার থাকে?

সংক্ষেপে নিজের কাহিনি ওদেরকে খুলে বলেছিল নরিন, এবং রফায় এসেছিল যে, ওদেরকে পানি দেবে সে, তারপর ওরা তাকে পথ দেখিয়ে কেলটনে নিয়ে যাবে এবং সাহায্য করবে প্রতিশোধ নিতে, এভাবেই মেটাবে পানির দাম।

মাইকেলের স্যালুনে যখন খেলার নামে প্রহসন হচ্ছে তখন শহরে এসে ঢুকেছে তিনজন। প্রথমেই গুলি সংগ্রহ করল পাইক আর জেরি। প্রতিজ্ঞার কথা ওদেরকে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না নরিন।

'কথা যখন দিয়েছি অবশ্যই রাখব, ও নিয়ে ভেবো না তুমি,

ম্যাম।' থুহ্ করে থুতু ফেলতে ফেলতে বলল জেরি। মুখে এখনও রক্তের স্বাদ পাচ্ছে, কেটে গেছে ভেতরে কোথাও। 'কিন্তু আগে কিছু না খেলে আর হাঁটতে পারছি না!'

'জীবনে প্রথমবারের মত একটা ভাল কথা বলেছ তুমি!' ওর সঙ্গে সুর মেলাল পাইক।

কাছেই একটা কুক শ্যাকের সাইনবোর্ড দেখে ওদিকে এগিয়ে গেল ওরা তিনজন। 'যা আছে নিয়ে এসো, সাত দিন ধরে না খাওয়া আমি!' দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে হেরে গলায় হাঁক ছাড়ল পাইক।

ভেতরে শুনশান নিরবতা, প্রথম নজরে মনে হলো কেউ নেই। পরে ভাল করে তাকাতে ওদের নজরে এল, এককোণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটা মেয়ে।

'আমি নিশ্চিত এই মাইকেলই আসলে থমসন। ও-ই খুন করেছে আমার স্বামীকে!' মারিয়ার কাছে ঘটনা শুনে রায় দেবার ভঙ্গিতে ঘোষণা করল নরিন।

'ঠিক হ্যায়!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল পাইক, 'চলো দেখি কী করছে ব্যাটা, তারপর ওর স্যালুনেই পেটপূজাটা সেরে নেয়া যাবে!'

কথামত স্যালুনে চলে এল ওরা। প্রথমে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরটা দেখল নরিন। এক পলকই যথেষ্ট, পাইক আর জেরির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। এগিয়ে গিয়ে এক লাথিতে স্যালুনের দরজা খুলে ফেলল জেরি।

ইতস্তত করতে থাকা ওয়েনকে টিটকারি দেবার জন্য মুখ খুলেছিল মাইকেল, কিন্তু মাঝপথে থেমে যেতে হলো তাকে।

স্যালুনটা জনাকীর্ণ, তবে বেশিরভাগই নিরীহ শহরবাসী। তবে মাইকেলের সঙ্গে স্যাগুইন এবং আরও তিনজন চ্যালা রয়েছে। সবাই তারা একসঙ্গে দরজার দিকে ফিরল। অবাক

চোখে লক্ষ করল, প্রবেশ করেছে দুই আগন্তুক। দুজনেরই পরনে ছেঁড়াফাটা, ধূলিধূসরিত পোশাক। চেহারায় মারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এক কথায় কাকতাড়ুয়া অবস্থা।

'হচ্ছেটা কী এখানে?' চড়া গলায় হেঁকে উঠল শীর্ণদেহী পাইক।

'তা দিয়ে তোমাদের কী দরকার?' শীতল কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল মাইকেল।

'কী দরকার সেটা এখুনি বুঝতে পারবে, থমসন!' বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে পা রেখেছে নরিন।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল মাইকেল ওরফে থমসন, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। তবে অসাধারণ তার মনের জোর, সামলে নিল দ্রুতই।

'এই জোকারদুটোর ব্যবস্থা কর স্যাগুইন, মেয়েটাকে তুমি রাখতে পারো!'

সুন্দরী নরিনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল স্যাগুইন, মারিয়াকে আপাতত হাতে পাচ্ছে না বলে মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল ওর। কিন্তু এই মেয়ে আরও আকর্ষণীয়া।

'বয়েজ!' হাঁক ছাড়ল মেক্সিকান পিস্তলেরো, একই সঙ্গে হাত বাড়িয়েছে সিক্সগানের দিকে।

তারপরেই যেন নরক ভেঙে পড়ল স্যালুনের ভেতরে।

আগেই আলাপ করে নিয়েছিল জেরি আর পাইক। পাইক যেহেতু আউট-ল, তাই থমসনকে ও-ই খুন করবে। কারণ লোকটা অস্ত্র রাখে না সঙ্গে, আর জেরির কোনও ইচ্ছে নেই আইনের সীমানা পেরিয়ে যাবার। অন্যদের সামলানোর ভারটা তাই জেরির উপরই বেশি।

স্যাগুইন যথেষ্ট ফাস্ট, কেলটনের আশপাশে ওকে হারানোর মত কেউ নেই। কিন্তু বাউন্টি হান্টার জেরি অন্য ধাতুতে গড়া। মেক্সিকানের পিস্তল খাপমুক্ত হলো বটে, কিন্তু ট্রিগার টানার

আগেই বুকে গুলি খেয়ে কেঁপে উঠল সে। তার পিস্তল থেকে একটা গুলি বেরিয়ে মেঝেতে একটা গর্ত সৃষ্টি করল। নিশ্চিত হবার জন্য স্যাগুইনের কপালে আরেকটা বুলেট ঢুকিয়ে দিল জেরি, তারপর গুলি করল থমসনের আরেক চামচাকে।

অন্যদিকে পাইকের শিকারে পরিণত হয়েছে থমসন। প্রকাশ্যে পিস্তল না ঝোলালেও কোটের নীচে একটা ডেরিঞ্জার রাখে সে, কিন্তু ওটা বের করার আগেই তাকে গেঁথে ফেলল আউট-ল।

নরিনও বসে নেই, ডেরিঞ্জার বের করে অন্য দুই বিহ্বল চামচাকে সারেণ্ডার করিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

ফুঁ দিয়ে পিস্তলের নল থেকে ধোঁয়া সরাল জেরি, তারপর আধপাক ঘুরিয়ে ওটাকে ফেরত পাঠাল হোলস্টারে।

'কী, বাউণ্টি হাণ্টার? হয়ে যাবে নাকি একহাত?'

পাঁই করে আধ পাক ঘুরল জেরি এবং নিজেকে আবিষ্কার করল পাইকের উদ্যত সিক্সগানের মুখে।

'সমান সুযোগ দেবার মত বোকা আমি না!' খিকখিক করে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল আউট-ল।

'তোমার মত খল লোকের কাছ থেকে আর কিছু আশাও করা যায় না।' তিক্ত স্বরে গজগজ করে মাথার উপর হাত তুলল বাউণ্টি হাণ্টার।

'তা হলে আমার পিছু নেবার কথা ভুলে যাও! পেটে কিছু দিয়েই এই গর্ত থেকে বিদায় নেব আমি।'

মার্শালের অফিসে বসে আছে নরিন। ওর হাতে একটা ছোট্ট থলে। ডেস্কের উপর দিয়ে মার্শালের দিকে ওটা ঠেলে দিল মেয়েটা।

হাতে ধরা হুইস্কির বোতলে লম্বা একটা চুমুক দিল মার্শাল। 'ঠিক আছে, আইনগত দিকটা আমি সামলে নেব,' থলেটা খুলে

ভেতরের স্বর্ণমুদ্রাগুলো এক নজর দেখে নিয়ে বলল সে। 'তা খুনি ভাড়া করতে কেমন খরচ পড়ল তোমার? আমি হয়তো আরও কম টাকায় কাজটা সেরে দিতে পারতাম!'

'নাহ্!' মুচকি এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল নরিনের ঠোঁটের কোণে, 'পানির দরে কাজ করেছে ওরা!'

—সৈয়দ অনির্বাণ



বইঘর.কম

# বাউন্টি হান্টার্স

রাস্তার পাশে, স্যালুন আর স্টেবলের মাঝখানের অপরিসর জায়গাটায় তাড়াহুড়ো করে খোঁড়া সাড়ে-তিন হাত লম্বা কবরটার দিকে নিরাসক্ত চোখে তাকাল উইলার হিলাস, তার হাঁটার গতিতে কোনও পরিবর্তন এল না। তার ডান হাতের সরু আঙুলগুলো ঘোরাফেরা করছে কোমরে ঝোলানো গানবেল্টের খুব কাছে। যে-কোনও মুহূর্তে সেখান থেকে উঠে আসবে ছ'ইঞ্চি নলের রিভলভারটা, তবে সেই বিশেষ মুহূর্তটা ঠিক কখন আসবে, সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। নিশ্চিত পদক্ষেপে অনিশ্চিত পরিণতির দিকে হেঁটে চলেছে উইলার!

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কাউন্টার মিডলম্যান উপর থেকে নীচে গুনে যাচ্ছে: 'সাত...ছয়...পাঁচ...'

ঠিক বিপরীতে হাঁটছে আরেকজন, একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। মোষের চামড়ার তৈরি জুতোর শক্ত সোল বালুময় পাথুরে রাস্তায় খটমটে শব্দ তুলছে। কোমরে ঝোলানো বহুল ব্যবহৃত বিশ্বস্ত অস্ত্রটার অনেক কাছে ঘোরাফেরা করছে তার হাতও। আজ একজনের মৃত্যু অনিবার্য, আর মৃতের তালিকায় নিজের নামটা এখনই দেখতে নারাজ রায়াসান কিন।

মাথার উপরে থেকে-থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে কতগুলো ভবঘুরে শকুন। তাদেরকে নীড়ে ফিরে যেতে প্রেরণা জোগাতে ব্যর্থ হয়েছে গোধূলির আকাশ, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ কীভাবে যেন টের পেয়ে যায় ওরা! মিডলম্যানের নিস্পৃহ কণ্ঠ তাদের কানে পৌঁছায় না, তবুও তারা জানে সঠিক জায়গাতেই আছে তারা।

প্রায় তিরিশ জোড়া চোখ রাস্তায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেউ ঘরের জানালা দিয়ে, কেউ বা বেঁধে রাখা ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে, কেউ স্যালুনের বারান্দা থেকে সস্তা বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে। মিডলম্যানের একঘেয়ে কণ্ঠে গণনা ছাড়া চারদিকে পিনপতন নীরবতা। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে একটা বা একাধিক মৃত্যু দেখবার জন্য! না, মৃত্যু দেখবার জন্য নয়, একটা ঘটনা দেখবার জন্য। পশ্চিমে মৃত্যু স্রেফ একটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়!

মিডলম্যান নির্লিপ্তভাবে গুনে চলেছে: 'চার...তিন...'

তার কণ্ঠ ধীর, আবেগহীন।

ইতোমধ্যেই পরস্পর থেকে যথেষ্ট দূরত্বে সরে গিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন, ডুয়েল আরম্ভের সাথে-সাথেই কে অবলীলায় লক্ষ্যভেদ করে ফেলবে তা এখনও বলা অনিশ্চিত। যদিও উইলার আর রায়াসান দু'জনেই সমান পারদর্শী।

মাত্র সপ্তাহ দুই-এক আগের কথা, রোজ ক্যানিয়নের ধার ঘেঁষে বেড়ে ওঠা এই ছোট্ট শহরটাতে আগন্তুকের মত পা ফেলেছিল উইলারের কালো স্ট্যালিয়নটা। অশ্বারোহী সুপুরুষ উইলারের দিকে লোলুপ চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিল শহরের একগাদা অবিবাহিত তরুণী। তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, বুকের চওড়া ছাতি, নীল চোখের সুপুরুষের প্রেমে তারা পড়তেই পারে। তবে প্রথম দেখাতেই নিজের অধরা ভাবটাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল উইলার। ঘোড়াটাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে প্রথমেই স্যালুনের দেয়াল থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিল সব থেকে ভয়ঙ্কর বাউন্টির পোস্টারটা।

অপরাধী: কিলার বন

আঠারো খুনের দাগী আসামী।

মাথার দাম: ১৫,০০০ ডলার,

জীবিত অথবা মৃত।

সূত্র খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল অবশ্য উইলারকে, অনেকগুলো সুতোকে জোড়া দিতে হয়েছিল পর-পর। কিলার বনের কোনও দলবল নেই, কাজ করে একাকী। যখন-তখন অতর্কিতে আঘাত হানত লোকালয়ে। তার সর্বশেষ আক্রমণ ছিল খোদ শহরের মার্শালের উপর।

মার্শাল ম্যাকরান মিল বেঁটেখাট মানুষ। ছোট্ট শহরটার রক্ষণাবেক্ষণের দায় বলতে গেলে পুরোটাই তার একার কাঁধেই ছিল। মাত্র দু'জন ডেপুটি সঙ্গে নিয়ে সামাল দিত সব বিরূপ পরিস্থিতি। বেয়াড়া আইন লঙ্ঘনকারীর অভাব কোনোদিনই ছিল না শহরে। কিন্তু কিলার বনের আকস্মিক আঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার পরে ডেপুটি দু'জন ইগুইয়ানার মত লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, মার্শালও শয্যাশায়ী, মৃত্যুর সঙ্গে এখনও লড়াই করে চলেছে।

সেই থেকে শহরটা সম্পূর্ণ অরক্ষিত, আইন-কানুন যতটুকু ছিল তাও উধাও হয়েছে। খুন, রাহাজানি, ডুয়েল, শ্লীলতাহানি বেড়েই চলেছে ক্রমশ। এই অঞ্চলের সব থেকে বড় র‍্যাঞ্চ 'বিগ জো'তে বিস্তর লুটপাট হয়েছে, র‍্যাঞ্চের মালিকের মেয়ে অপহৃত হয়েছে, র‍্যাঞ্চ বন্ধ হবার দশা। র‍্যাঞ্চের প্রায় পঁচিশ জন কাউবয় বেকার। পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষুধার জ্বালায় যে-কোনও দিন তারাও হয়তো পা বাড়াবে আইনের বিপরীত রাস্তাটার দিকে।

স্যালুন থেকে প্রাথমিক ঘটনা উদ্ধার করে উইলার গিয়েছিল মার্শালের সঙ্গে দেখা করতে। বনের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না মার্শালের, শুধুমাত্র দীর্ঘ তিন মাস কোনও খুন-খারাপি করতে না পেরে একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছিল কিলার বনকে। স্রেফ বিরক্ত হয়ে গিয়ে হামলা চালায় তার উপর। ভাগ্য ভাল মার্শালের, খুন হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। তবে খুন করতে না পারলেও ভাল জখম করেছে তাকে কিলার বন। বনের উইনচেস্টারের একটা গুলি পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে দ্বিখণ্ডিত

করে ফেলেছে, সেই যন্ত্রণা সহজে সারবার নয়। নইলে মার্শাল নিজেই ছুটে যেতে পারত বনের আস্তানায়। রোজ ক্যানিয়নের পাথুরে খাঁজে ঘর বানিয়ে থাকে শয়তানটা। সবাই জানে সে কোথায় আছে, কেবল সাহস করে কেউ যেতে পারে না ওকে মারতে। যারাই গেছে, তারা নিজেদেরকে নির্বোধ প্রমাণ করেছে, আর তারপরে ফিরে আসেনি আর। এ দলের লোক খুব সহজেই মুক্তি পায় জীবন থেকে। কিলার বনের উইনচেস্টার রাইফেল তিরিশ মিটার দূর থেকে অবলীলায় লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম। পাহাড়ের উপরে বসেই ওটা দিয়ে আয়েশ করে টার্গেট প্র্যাকটিস করে সে মানুষের বুকে। মার্শাল ম্যাকরানকে মারতে অবশ্য সে নিজেই এসেছিল শহরে, মেরে ফেলেছে ভেবে আবার চলে গেছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক অজ্ঞান হয়ে গেলেও সে যাত্রা মরেনি আইনের রক্ষক। অশেষ ভাগ্য তার।

মার্শাল থেকে কিলার বন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য, তার আক্রমণের ধরন-প্রকৃতি সবকিছু সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা নেয়া হতেই আর দেরি করেনি উইলার, নির্দ্বিধায় তার বেপরোয়া স্ট্যালিয়নকে ছুটিয়ে দিয়েছিল বনের আস্তানার দিকে।

দুর্ভাগ্য উইলারের, এক সপ্তাহ তথ্য জোগাড় করতে পার করে দিয়েছে। আর সেই এক সপ্তাহের মধ্যেই আরেক দুর্ধর্ষ বাউন্টি হান্টার রায়াসান কিনও পড়ে গিয়েছিল কিলার বনের আকর্ষণীয় পুরস্কারের পেছনে। কে না জানে রায়াসানের সাফল্যের কথা, আশপাশের প্রায় প্রতিটা শহরের মানুষ এক নামে চেনে ওকে। এ পর্যন্ত একটাও ব্যর্থতা নেই তার ক্যারিয়ারে। তার সব থেকে ভাল বৈশিষ্ট্যটি: যথা সময়ে কাজ করে সে, তাড়াহুড়ো একদম নেই কাজে। তাই কিলার বনকে খুঁজে পেয়েই দুম করে আক্রমণ করেনি। বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল সঠিক সুযোগের, একটু-একটু করে লক্ষ্য করেছিল বনের গতিবিধি বেশ কয়েকদিন ধরে। তারপরে সঠিক সময় বুঝে করেছিল আক্রমণটা।

কিন্তু বিধিবাম, একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছিল আক্রমণ করতে রায়াসান। পাকে-চক্রে ঠিক একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল উইলার। গুলিটাও একই সঙ্গে চালিয়েছিল সে। একজনের গুলি মাথায় লাগে, অপরজনের গুলি হৃৎপিণ্ডটা ছ্যাঁদা করে দিয়েছিল কিলার বনের, বেচারা টুঁ-শব্দ করারও সময় পায়নি। লুটিয়ে পড়েছিল পাহাড়ের বুকে। লাশটাকে লাথি মেরে নীচে ফেলার আগে দু'জনেই একটা করে বিশেষ আংটি পরা আঙুল কেটে নিয়েছিল বনের, প্রমাণস্বরূপ। নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে চায়নি ওরা। একজন আরেকজনের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, নীরবে শ্রদ্ধা করেছিল পরস্পরকে।

আংটিসহ দু-দুটো কাটা আঙুল দেখেও নিশ্চিত হতে পারেনি শহরের মেয়র। নিজে দলবল নিয়ে গিয়ে দেখে এল গিরিসংকটে পড়ে থাকা কিলার বনের লাশ, কতগুলো শকুন খুবলে-খুবলে খাচ্ছে।

এবং তারপরই রায়াসান এবং উইলারের ক্ষণিক বন্ধুত্বের মাঝে বাধা পড়ল!

বাধা হয়ে দাঁড়াল মেয়র স্বয়ং। সাফ-সাফ বলে দিল ঘোষণার পুরস্কার কেবল একজনের কপালে জুটবে, কিছুতেই সেটা দু'জন পাবে না, আপোষে ভাগও করতে পারবে না। সেই অভিসন্ধি থাকলে পুরস্কারই দেয়া হবে-না!

নির্বিকার মুখে মেয়রের কথা শুনে গেল পেশাদার দুই বাউন্টি হান্টার, একটা কথাও বলল না কেউ। প্রস্তাব উঠল ডুয়েলে অংশ নেবে উইলার ও রায়াসান। যে জিতবে সে-ই পাবে ঘোষিত পুরস্কার—একা।

আপত্তি করল না কেউ!

পেশাদার ওরা!

তাই ওরা দু'জন এখন এই খোলা রাস্তার মাঝে, একটু-একটু করে পরস্পরের বিপরীতে এগিয়ে যাচ্ছে কাউন্টডাউনের সাথে-

সাথে। তাড়াহুড়ো করে কবরও খোঁড়া হয়েছে একটা, যুদ্ধ শুরুর আগেই একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে পরাজিতের জন্য।

'তিন...' শোনা গেল মিডলম্যানের কণ্ঠ। 'দুই...এক...গো...'

প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল দু'জন। পিস্তলের বাঁটে বিদ্যুতের মত ছোবল দিল দু'জনের হাত। একই সঙ্গে গর্জে উঠল অস্ত্র দুটি। বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসা বারুদের স্ফুলিঙ্গতে আলোকিত হলো শেষ বিকেলের আবছা অন্ধকারের বুক। দু'জনের থেকেই প্রায় এক মিটার ব্যবধানে দাঁড়ানো মিডলম্যান যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল। দুটো গুলিই তার বুকে লেগেছে, স্যালুনের কাঠের মেঝেতে পড়ে কাটা ষাঁড়ের মত ছটফট করতে থাকল সে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরই বন্ধ হয়ে গেল এই ছটফটানি, তারপরে ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে পড়ল তার অর্ধশত বছর বয়সী শরীরটা।

হতভম্ব হয়ে গেছে চারপাশের দর্শকরা। মুহূর্তের জন্য কেবল, চারদিকে হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। সবাই মাথা বাঁচিয়ে যে যার মত দৌড় দিল; দরজা-জানালা সব বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তেই।

মেয়র, যে কি না এই ড্র-এর মিডলম্যানের দায়িত্ব পালন করছিল, তার দেহটা নিথর হয়ে পড়তেই দু'জন ঢিমেতালে এগিয়ে পৌঁছে গেল স্যালুনের সিঁড়ির কাছে। ছোট কাঠের টেবিলের উপর রাখা ডলার ভর্তি থলেটা তুলে নিল রায়াসান, হাসি ফুটল উইলারের মুখেও। ছোট্ট একটা লাথি মেরে মিডলম্যান মেয়রের চিত হয়ে পড়ে থাকা লাশটা উল্টে দিল উইলার, মরা মানুষের মুখ দেখতে ভাল লাগে না ওর।

একসাথেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবার পর-পরই। অসৎ মেয়রের বেশ কিছু কুকীর্তির কথা কানে আগেই এসেছিল, কাজেই কোনও টালবাহানা করে পুরস্কারের টাকাগুলো নিজেই মেরে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে সে—একমত হয়েছিল

দু'জন।

হয়েছিলও তাই!

তাই মেয়র যখন নিজেই ডুয়েলের প্রস্তাব দিল, সেটা বলতে গেলে একরকম লুফেই নিয়েছিল ওরা। তবে মিডলম্যান হিসেবে তাকেই থাকবার শর্তটাও জুড়ে দিয়েছিল সঙ্গে। মার্শাল আহত, বিচারপতিও শহরের বাইরে, তাই মেয়র আর আপত্তি করেনি মিডলম্যান হতে। তার পরিকল্পনা ছিল খুব সরল, মুখোমুখি ড্রতে রায়াসান এবং উইলার দু'জনই সমান দক্ষ, কাজেই দু'জনকে যদি মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়, তো ড্র-এ দু'জনেরই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি! সেটা না হলেও একজন অন্তত মারা যাবে, আরেকজন আহত হবে মারাত্মকভাবে। মেয়র পেয়ে যাবে পুরস্কারের পনেরো হাজার ডলার মেরে দেয়ার চমৎকার সুযোগ!

দ্রুত ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল দুই বন্ধু, দ্রুত ছাড়তে হবে এই শহর, হয়তো এই অঞ্চলও। নিশ্চিতভাবেই ওদের নাম এবং ছবি ছাপা হবে ওয়ান্টেড পোস্টারে, মাথাতে ঝুলবে বাউন্টি রিওয়ার্ড।

কত ডলারের কথা লেখা হবে?

দশ হাজার, বিশ হাজার, নাকি আরও বেশি?

ভাবতে-ভাবতেই ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল রায়াসানের। অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলল দুই অকুতোভয় যুবক। ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে চলল তাদের সঙ্গে: খট্-খট্-খট্...

**—প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার**

# রক্ষক

## এক

আমার নাম জিম মরিসন।

এই মুহূর্তে আমি বসে আছি রকস্টোন ভ্যালির শেরিফের অফিসের আরামকেদারাতে। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখুনি বেরুব। কাজকর্ম নেই, বসে থাকতে ভাল লাগছে না। বাড়ি ফিরব। তবে তার আগে ফক্সের স্যালুনে একবার উঁকি দিতে হবে। কিছুক্ষণ আগে এক অচেনা লোক ঢুকেছে ওখানে। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। এমনিতে কোনও সমস্যা হবার কথা না, রুটিন-ওয়ার্ক আর কী।

গানবেল্ট পরে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরুলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ফক্সের ওখানে গিয়ে ওর স্পেশাল হুইস্কি গলায় ঢালতে হবে। না হলে আর চলছে না।

স্যালুনে ঢুকে একটা স্পেশাল হুইস্কির অর্ডার দিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকালাম। বেঁটে-খাট একজন মানুষ। টেনে-টুনে বড়জোর আমার বুক পর্যন্ত হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাউডি স্ট্রেঞ্জার! তোমার নাম জানতে পারি?'

লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। ফিরে তাকাতেই তার নজর গেল আমার বুকে লাগানো টিনের স্টারটার দিকে। আমি দেখলাম অদ্ভুতভাবে ওটার দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

'তুমি এই শহরের শেরিফ?' জানতে চাইল সে।

'হুম।'

'তোমার নাম কী? জিম মরিসন নয় তো?'

'আমিই জিম মরিসন। কিন্তু তুমি কে?'

লোকটা বলল, 'আমার নাম জো।' একটু থামল। 'জো ক্লেটন।'

চমকে উঠলাম।

ক্লেটন!!!

এ-ই তা হলে পশ্চিমের সেই কুখ্যাত গানম্যান।

জো ক্লেটনকে নরকের কীট বললেও কম বলা হবে। বিশ-বাইশটা খুনের অভিযোগ আছে ওর নামে। কিন্তু প্রমাণ করবার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকটা খুনই ও করেছে ডুয়েলে। প্রমাণের অভাবে সরকারও হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।

আমি অনুভব করছি, এই মুহূর্তে জো-কে শহর থেকে বের করে দিতে হবে। এই শহরের শেরিফ হিসেবে একজন কুখ্যাত খুনিকে শহরে থাকতে দিতে পারি না আমি।

'শোনো, জো ক্লেটন। কাল সকালের মধ্যে তুমি রকস্টোন ছাড়ছ। বোঝা গেছে ব্যাপারটা?'

'তাই নাকি? যদি না ছাড়ি?'

'না ছাড়লে কী হবে সেটা তখন দেখতে পাবে। রকস্টোন একটা শান্তিপূর্ণ শহর। এখানে তোমার মত একটা খুনি থাকবে, শেরিফ হিসেবে আমি তা হতে দেবো না। কাল সকালের মধ্যে তুমি রকস্টোন ছেড়ে চলে যাবে। ঠিক আছে?'

'শেরিফ, রকস্টোনে আমি থাকতে আসিনি। এসেছি একটা কাজে। কাজটা শেষ হলেই আমি চলে যাব।'

'কী কাজ?'

'শেরিফ, আমার পুরো নাম জো হিউম ক্লেটন।'

'তো?'

'আমার নামটা তোমার কাছে পরিচিত লাগছে না?'

আমি একটু থমকে গেলাম। জো হিউম ক্লেটন। কুখ্যাত

গানম্যান। জো... হিউম... ক্লেটন। হিউম... ক্লেটন। ক্লেটন... হিউম।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমি ক্লেটনের দিকে তাকালাম। পরিচিত কি লাগার কথা?

ক্লেটনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখদুটো স্যালুনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

আচমকা আমি বুঝে গেলাম ক্লেটনের কাজটা কী। ও আমাকে খুন করতে এসেছে!

## দুই

বছর দুয়েক আগে রকস্টোন ভ্যালিতে হ্যারি হিউম নামে এক জুয়াড়ি আসে। জুয়াড়িরা সাধারণত যে-রকম হয়, হ্যারিও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। সবসময় ফুলবাবু সেজে থাকত আর মুখে থাকতো মেয়ে-পটানো হাসি। এখানে আসার কিছুদিন পর থেকেই এখানকার প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার টেড কনরাডের মেয়ে লানা কনরাডের সঙ্গে মাখামাখি শুরু করে। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল, কিন্তু যখন হ্যারি, টেড কনরাডের র‍্যাঞ্চ *স্ল্যাশ টি*-তে লানাকে ধর্ষণ করে তার সেরা ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে গেল, তখন আর চুপ থাকা গেল না। টেড চিৎকার করে বলেছিল, 'মরিসন, যেখান থেকে পারো শয়তানটাকে ধরে নিয়ে এসো। শয়তানটা আমার মেয়ের সম্মানহানি করেছে। আমি নিজে হাতে ওকে ফাঁসিতে ঝোলার।'


বইঘর.কম

প্রথমেই আমি একটা প্যাসি গঠনের কথা চিন্তা করলাম। কিন্তু একে তো ট্রেইল ড্রাইভের মৌসুম, তার ওপর লোক জোগাড় করে প্যাসি গঠন করতে করতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে প্যাসির বদলে নিজেই রওনা দিলাম। মোটকা ফক্স অবশ্য সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু ও থাকলে আরও ঝামেলা হবে ভেবে ওকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।

রওনা দেয়ার পরে পুরো ঘটনাটা আমি খতিয়ে দেখলাম। হ্যারি যে অপরাধ করেছে, সে-অপরাধের শাস্তি হলো সোজা কটনউড গাছ। আর অপরাধও তো একটা নয়, দু-দুটি। একজন ভদ্রমহিলার সম্মানহানি, সঙ্গে আবার ঘোড়াচুরি—পশ্চিমের সবচেয়ে খারাপ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে-দুটিকে। টেড যা করতে চাইছে তাতে আমি তাকে মোটেও দোষ দিতে পারছি না। আমারই তো ইচ্ছা করছে দেখামাত্র হ্যারিকে গুলি করতে। কিন্তু না। আইনের একজন রক্ষক হিসেবে তা করতে পারি না আমি। আমার যত রাগই হোক না কেন, হ্যারিকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। ফিরিয়ে আনার পরেও কথা থাকে। লিঞ্চিং মব যে হামলা করবে না, তার কী গ্যারান্টি?

আচ্ছা, আগের কাজ আগে। আগে হ্যারিকে পাকড়াও তো করে নিই। লিঞ্চিং মব নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

ট্রেইলের দিকে মনোযোগ দিলাম এবার। হ্যারি ট্র্যাক লুকানোর কোনও চেষ্টাই করেনি। ট্র্যাক দেখে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাচ্ছে সে। সম্ভবত বুঝতে পেরেছে কী অপরাধ সে করে এসেছে। কিন্তু যত জোরেই ঘোড়া ছোটাক না কেন, এই জিম মরিসনের কাছ থেকে সে পালাতে পারবে না। সবকিছু ঠিক থাকলে আজ বিকেলের মধ্যেই শয়তানটাকে ধরে ফেলার আশা করছি আমি।

হ্যারিকে পেলাম সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা আগে। অনেকদূরে

চলে এসেছে মনে করে একটা ঝরনার ধারে নিশ্চিন্তে ক্যাম্প করেছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ একটা ঝোপের মাঝে অপেক্ষা করলাম। না, সে বিন্দুমাত্র কারও উপস্থিতি সন্দেহ করেনি। আমি ঝোপ থেকে উদ্যত কোল্ট হাতে বেরিয়ে এলাম। বললাম, 'খেলা খতম, হ্যারি।'

ওই মুহূর্তে হ্যারির চেহারাটা যদি কেউ দেখত! প্রথমে মুখ পুরো ঝুলে পড়ল তার। এরপর আস্তে আস্তে চেহারাটা হিংস্র হয়ে উঠল। বলল, 'কী চাও তুমি?'

আমি কপট ভান করলাম অবাক হবার। 'আমি? তেমন কিছু চাই না। যে-অপরাধ করে এসেছ, তার জন্য তোমার গলায় ফাঁসির দড়ি দেখতে চাই। আর আপাতত চাই, তুমি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও। তোমার চোখ বার বার তোমার পিস্তলের দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

বলার পরেও নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। বুঝতে পারছে এখান থেকে নড়লেই ওর মুক্তির আশা শেষ। মনে হলো ঝাঁপ দেবে সে পিস্তলের উদ্দেশে।

আমি বললাম, 'সাবধান, হ্যারি। বোকামি কোরো না।'

সতর্ক করবার পরেও ও *বোকামি*-ই করল। ওর হাত পিস্তল স্পর্শ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর চালালাম গুলি।

ও বুক চেপে ধরে একপাশে গড়িয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখলাম, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। দৃষ্টি অসীম আকাশের দিকে।

ওকে ওর ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চললাম। মনটা বিষণ্ন লাগছে। আমি চেয়েছিলাম ওর শাস্তি হোক... ওকে গুলি করে মারতে চাইনি।

## তিন

অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম।

শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ‘হ্যারির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?’

ক্লেটন বলল, ‘হ্যারি ছিল আমার ছোট ভাই।’ তারপরেই গলা উঁচিয়ে, প্রায় চিৎকার করে বলল, ‘ওকে তুমি কুকুরের মত গুলি করে মেরেছ।’

পুরো স্যালুন থম থম করছে নীরবতায়।

আমি বললাম, ‘কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি তোমার ভাইকে বোকামি করতে নিষেধ করেছিলাম। কথা শুনলে আমি কখনোই তাকে গুলি করতাম না।’

ক্লেটন আবার চিৎকার করে বলল, ‘কিচ্ছু শুনতে চাই না। তুমি আমার ভাইয়ের খুনি!’

আমি স্যালুনমালিকের দিকে তাকালাম। ও চোখ দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল, দেখে মনে হলো বলতে চাইছে, ‘দেবো নাকি শালাকে শেষ করে?’

আমি মাথা নেড়ে ফক্সকে নিষেধ করলাম। ব্যাপারটা ঝামেলাহীনভাবে সারতে চাইছি। কিন্তু সেটা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না।

হঠাৎ করেই ক্লেটন শান্ত গলায় আমাকে বলল, ‘জিম মরিসন, তোমার হাতের নিশানার অনেক সুনাম শুনেছি। এও শুনেছি তুমি নাকি একশ গজ দূর থেকে গুলি করে একটা স্বর্ণঈগল ফুটো করে

ফেলতে পারো?'

ক্লেটনের কথায় আমার মাথার মধ্যে বিপদসঙ্কেত বেজে উঠল। ও কথা প্যাঁচাচ্ছে। বললাম, 'কী বলতে চাইছ সরাসরি বলো।'

স্যালুনের সবাইকে শুনিয়ে ক্লেটন বলল, 'আমি তোমাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করছি, মরিসন। আগামীকাল দুপুর বারোটায় রকস্টোন ভ্যালির রাস্তায় জিম মরিসন বনাম জো ক্লেটন ডুয়েল। ঠিক আছে? হ্যারির মৃত্যুর বদলাটা ওখানেই নেব।'

জব্বর একটা চাল চেলেছে ক্লেটন। এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। স্যালুনের সবার সামনে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজেকে কাপুরুষ প্রমাণ করা। ক্লেটন খুব ভাল করে জানে, আমার পক্ষে পিছু হটা সম্ভব নয়। তার মানে ক্লেটন আর মরিসনের ডুয়েল... আর সেখানে মরিসনের নির্মম পরাজয়।

জো ক্লেটনের মত একটা গানম্যানের সঙ্গে জিম মরিসনের মত একজন সাধারণ শেরিফ কীভাবে পারবে?

আমার হতচকিত অবস্থা দেখে বাঁকা হাসি হাসল ক্লেটন। বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। পুরো স্যালুনের দৃষ্টি তখন আমার দিকে।

ফক্স জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে, জিম?'

আমি বললাম, 'কাল দুপুরে ক্লেটনের মোকাবেলা করব।'

স্যালুনের এক খদ্দের বলল, 'কিন্তু সেটা করতে গেলে তুমি নির্ঘাত মারা পড়বে।'

আমি বললাম, 'তবুও আমাকে ক্লেটনের মুখোমুখি হতেই হবে। কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সেটা অনেক ভাল।'

ফক্স বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা সবাই মিলে ক্লেটনকে অস্ত্রের মুখে শহর থেকে বের করে দিই।'

আমি কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে স্যালুনমালিকের দিকে তাকালাম। ফক্সের মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।


বইঘর.কম
রক্ষক

বললাম, 'সেটাও সম্ভব না। কারণ আজ নাহয় ওকে তুমি ভয় দেখিয়ে শহর থেকে বের করে দিলে... কিন্তু ক'দিন পরেই যে ও আবার ফিরে আসবে না, তার গ্যারান্টি কী? তা ছাড়া আমিও তাতে রাজি নই। বুঝতে পারছি, আজ তোমরা আমাকে সাহায্য করার জন্য এটা করতে চাইছ; কিন্তু যে-শেরিফ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে শহর কীভাবে রক্ষা করবে? এ-চিন্তা হয়তো তোমাদেরই মাথায় আসবে। তখন কী হবে? তখন তোমরাই আমাকে শেরিফের পদ থেকে সরানোর চিন্তা করবে। যা-ই হোক, আমি এ-নিয়ে আর কথা বলতে চাইছি না। বাট, ফর গডস সেক, মেরি যেন এ-বিষয়ে কিছু না জানে।'

বলেই আমি স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে যতই শক্ত ভাব দেখাই না কেন, ভিতরে ভিতরে আমি খুব ভেঙে পড়েছি। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মেরি, যাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি মাত্র চার বছর। আমাদের দুটো বাচ্চা—পল আর র‍্যাচেল। ওদের কী হবে?

আমি নিজেকে কখনোই গানম্যান মনে করিনি। নিজেকে সবসময় এমন একজন ভেবেছি যে কিনা আইন রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে। সেরকম একজন মানুষ ক্লেটনের সঙ্গে কীভাবে পারবে?

দরজায় নক করতেই মেরি খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'আজ এত দেরি হলো যে? কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

আমি মেরিকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখে পানি এসে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। স্বাভাবিক গলায় বললাম, 'না, ফক্সের ওখানে একটু দেরি হয়ে গেল। চলো, সাপার সেরে নিই।'

সেদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে আমি আমার টেবিলে বসে

মেরিকে উদ্দেশ করে একটা বড় চিঠি লিখলাম। চিঠিতে আমি মারা গেলে কী করতে হবে তা বিশদভাবে জানালাম। বাচ্চাদুটোকে নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করলাম। জ্যাকসনের ব্যাঙ্কে আমার বেশ মোটা অঙ্কের টাকা জমা আছে এবং সেটার নমিনি যে মেরি, তা লিখলাম। সবশেষে লিখলাম, 'দুঃখ কোরো না, মেরি। তোমার স্বামী আর যা-ই হোক, কাপুরুষ ছিল না।'

লিখে নীচে সই করলাম। 'জিম মরিসন।' এই চিঠিটা কাল সকালে শহরের ডক হ্যারল্ড ফারগুসনের কাছে দিতে হবে। আমার মৃত্যুর পরে যেন তা মেরিকে দেয়া হয়।

লেখা শেষ করে ঘড়ি দেখলাম। প্রায় একটা বাজে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। বেডরুমে এসে মেরির পাশে শুয়ে পড়লাম।

জীবনের শেষ ঘুম দেওয়ার জন্য।

## চার

সকালে নাস্তা করেই বের হয়ে এলাম বাসা থেকে। মেরির কাছাকাছি বেশিক্ষণ থাকলেই ও বুঝে ফেলবে। আমি চাই না ও বুঝুক।

কাজ জমে আছে এই অজুহাতে অফিসে চলে এলাম। মাত্র ন'টা বাজে। বারোটা বাজতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। এখনও তি...ই...ন ঘণ্টা! ঘড়ি কি বন্ধ হয়ে গেছে?

আমি ধীরেসুস্থে অফিসের কাজ শেষ করলাম। নতুন শেরিফ

বইঘর.কম

যে আসবে, তার যেন কোনও সমস্যা না হয়। অফিসের কাজ শেষ হলে চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ডককে দিলাম। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললাম এই কারণে যে এখনও কেউ কিছু জানে না। চিঠি দেওয়ার পরে ফক্সের স্যালুনে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই ও উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এল। বলল, 'জিম, শোনো। তুমি যখন ওই হারামজাদা ক্লেটনের মুখোমুখি হবে, আমি ওর পিছনে থাকব। ও পিস্তল তুললেই শটগান দিয়ে ওকে দু-টুকরো করে ফেলব।'

আমি শব্দ করে হাসলাম। মোটকু বলে কী! বললাম, 'তুমি যে আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছ, এজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে সাহায্য আমার চাই নাল। এখন তোমার স্পেশাল হুইস্কি খাওয়াও এক গ্লাস।'

হুইস্কি খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় আমি ঘুরে ফক্সকে বললাম, 'তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি স্বর্গে আমাদের দেখা হবে।'

ফক্স কিছু বলার আগেই স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলাম। অফিসের দিকে এগোলাম। বারোটা বাজতে বেশি দেরি নেই আর।

হঠাৎ চিৎকার শুনতে পেলাম, 'মরিসন, বেরিয়ে এসো।'

ক্লেটন ইচ্ছা করে এই কাজটা করছে। পুরো শহরকে দেখিয়ে আমাকে শেষ করতে চায়। আমাকে ডুয়েলে মারলে কারও কিছু বলার থাকবে না।

আমি বুক থেকে স্টার খুলে নিয়ে বুকপকেটে রাখলাম। সিক্সগান দুটো চেক করলাম। তারপর বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

দাঁড়াও, ক্লেটন। আসছি আমি।

## পাঁচ

ক্লেটনের চিৎকারে আশপাশে যত মানুষ ছিল বেরিয়ে এসেছে। সবার চোখেই নিখাদ বিস্ময়। নিজেদের মধ্যে তারা ফিসফাস করছে। আমি ওদের মাঝে মেরিকে খুঁজলাম। দেখলাম না। ভালই হলো। আমি ওর চোখের সামনে মারা যাচ্ছি এটা ওকে দেখতে হবে না।

আমি রাস্তায় জায়গামত দাঁড়িয়ে পজিশন নিলাম। ক্লেটন দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রায় চল্লিশ গজ দূরে।

জনতার ফিসফিসানি এবার কোলাহলে রূপ নিয়েছে। এ দৃশ্য তো রোজ রোজ দেখা যায় না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি দু-পা ফাঁক করে। এমন সময় মেরিকে দেখতে পেলাম। দেখামাত্র বুঝে গেছে ও, এখানে কী ঘটতে চলেছে। আমার দিকে ছুটে আসতে চাইছে ও। ডক ওকে সামলে রাখার চেষ্টা করছেন।

চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত।

আমি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতেই ক্লেটনের হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি আমার পিস্তল খাপমুক্ত করার আগেই দেখলাম ক্লেটনের সিক্সগান আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্লেটন ট্রিগার টেনে ধরল।

আমার মনে হলো, আমার বুকে কেউ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে। পুরো শরীর অবশ হয়ে গেছে। পিস্তলটার মনে হচ্ছে


বইয়ের ফেরিওয়ালা

কত ওজন!

টলছি আমি। ক্লেটনকে দেখলাম, সিক্সগানের মুখে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে। তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ সে আজ নিতে পেরেছে।

হটাৎ করে আমার খুব রাগ হলো। আইনের রক্ষক হয়ে একজন অপরাধীর কাছে পরাজিত হব? কখনোই না। মরব যখন, ক্লেটনকে নিয়েই মরব। সর্বশক্তি দিয়ে পিস্তলটা উঁচু করার চেষ্টা করলাম।

একটু... আরেকটু...

'ঈশ্বর, সাহায্য করো আমাকে।'

পিস্তলটা কোনোরকমে ক্লেটনের বুক বরাবর তুলেই দিলাম ট্রিগার টিপে।

ক্লেটন কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

আর আমি, পড়ে যাবার আগে দেখতে পেলাম, মেরি আর ডক হ্যারল্ড দুজনেই দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে আসছে আমার দিকে।

জ্ঞান ফিরল পরদিন। জেগে উঠে দেখি আমি শুয়ে আছি হ্যারল্ডের বাসায়।

বিস্ময় নিয়ে বললাম, 'আমি বেঁচে আছি? নাকি স্বপ্ন দেখছি?'

ডক বলল, 'বহাল তবিয়তে বেঁচে আছো।'

'আর ক্লেটন?'

'পশ্চিমের সবচেয়ে কুখ্যাত গানম্যানকে তুমি শেষ করেছ, মাই সান।'

'কীভাবে? ক্লেটনই তো আমাকে আগে গুলি করেছিল।'

ডক কিছু না বলে আমার বুকের উপরে একটা জিনিস ফেলে দিল।

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। দোমড়ানো একটা জিনিস। কী

এটা?

হঠাৎ করেই চিনতে পারলাম। এ হচ্ছে সেই টিনস্টার... যেটা অফিস থেকে বের হওয়ার আগে বুকপকেটে রেখেছিলাম। গুলির আঘাতে একদম দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

সারাজীবন যে আইনকে আমি রক্ষা করেছি, আজ সেই আইনের প্রতীকই আমার জীবনরক্ষা করেছে।

**—ইমতিয়াজ আজাদ**

# মিনেসোটা ফটোগ্রাফি

হাঁটু গেড়ে বসে লাশটা পরীক্ষা করছে মার্ক হগ, নাকের কাছে একটা সুগন্ধি রুমাল চেপে ধরে আছে। মৃতদেহটা একটা খোলা, ছোট কফিনের মধ্যে রাখা। কফিনের চেয়ে লাশের আকারটা বড় হওয়ায় লাশটাকে কফিনের ভেতর ঠেসে পুরতে হয়েছে। আপাতত লাশটাকে রাখা হয়েছে মুজ ফর্কের সেলুনের বারান্দায়। করাত কাটা প্রশস্ত তক্তা দিয়ে বানানো বারান্দাটার ভিত্তি খুব নড়বড়ে, কখন যে ধসে পড়ে তার ঠিক নেই। মার্ক হগের হঠাৎ করেই মনে হলো, যেন ওর দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লাশটা। হগ বুঝতে পারছে, এটা ওর অতি-কল্পনার ফসল। কেননা, লাশটার চোখ জোড়ায় সেই অপরিবর্তনীয় তুষার-শীতল দৃষ্টি, কোনও দিকে তাকানোর ক্ষমতা আর নেই! তার চাইতেও বড় কথা, লাশটা ঠিক কতদিনের পুরনো, তা খুব ভাল মতই জানে মার্ক হগ। লাশটার মুখমণ্ডলে ওটার নাক আর একটা কান অনুপস্থিত।

লাশ সংরক্ষণের জন্য ফরমালডিহাইড বা অন্য কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে লাশটা দ্রুত পচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এখন লাশটার উপর যে বেশ ভালভাবেই রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়েছে, তা মার্ক হগের অজানা নয়। নইলে একটা লাশ এতদিন ধরে এই অবস্থায় রয়েছে কী করে? অবশ্য মিনেসোটা গ্লিটকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া কি আজ থেকে নাকি? আরও বেশ কয়েক দিন আগে থেকে। লাশ একটা, অথচ এই একটা লাশকে ঘিরেই কত শেরিফের যে মাতামাতি!

মুজ ফর্কের বাসিন্দাদের সঙ্গে হগের একটা জায়গায় পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, ওরা মিনেসোটা পিটের আসল পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু হগ সবকিছুই জানে।

কর্ড দিয়ে কাঠের একটা প্ল্যাকার্ড লাশটার গলায় ঝোলানো, যাতে অপরিপক্ব হাতে লেখা: 'মিনেসোটা পিট, একজন ডাকাত ও খুনি, শেরিফ যাকে আইনের আওতায় এনেছে।'

লাশটার শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও এটা যে মিনেসোটা পিট, সে ব্যাপারে হগের কোনও সন্দেহ রইল না। কেননা, লাশটা যে মিনেসোটা পিটের সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে লাশটার বাম হাতে থাকা ছয়টি আঙুল। লাশটার বাম হাতটা এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ লাশটা দেখলে সহজেই চোখে পড়ে বাম হাতটা।

খল-খলিয়ে হেসে উঠল মার্ক হগ। এতদিন পর ভাগ্যদেবী আজ ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। ভাল একটা ব্যবসার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে ও শহরে আসার পর-পরই।

ও ওর ওয়্যাগনের কাছে গেল, টেনে বের করল নিজের কালো ওভারকোটটা। শক্ত ব্রাশ দিয়ে নিজের ডার্বি হ্যাটটা থেকে ধুলো ঝেড়ে নিল। দীর্ঘ পায়ে রওনা দিল শেরিফের অফিসের দিকে।

সেলুনের পাশেই শেরিফের অফিস।

চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে রয়েছে মুজ ফর্কের শেরিফ। পা দুটো বিশ্রাম নিচ্ছে ওর ডেস্কে। স্টেটসন হ্যাট ঢেকে রেখেছে ওর চোখ দুটো। ঝিমুচ্ছে শেরিফ।

আরেকজন লোক, হগ ধরে নিল, লোকটা শেরিফের ডেপুটি। সে রুমের পেছনে জেলের খালি, সিঙ্গেল সেলটার কাছে একটা আয়নার সামনে কুইক ড্র প্র্যাকটিস করছে।

'আহেম!' খাঁকারি দিল হগ।

শব্দ শুনে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল ডেপুটি, হাতের পিস্তলটা ধরে রেখেছে হগের দিকে।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল হগ, হাত দুটো তুলে ফেলল উপরে।

শব্দ হয়েছে, তাই ঝিমুনি চলে গেছে শেরিফের, ডেস্ক থেকে নামিয়ে ফেলেছে পা জোড়া। হগকে দেখে ঠিকঠাক করে নিল নিজের হ্যাটটা। 'এমন অসময়ে আমার অফিসে তুমি কে, স্ট্রেঞ্জার?'

'আমি মার্ক হগ। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার, আপনার সেবায় নিয়োজিত, স্যর। যদি আমার বিজনেস কার্ডটা একটু উল্টেপাল্টে দেখতেন, তা হলে খুবই বাধিত হতাম। আর, আপনি বোধহয়...'

'জ্যাকসন, মিনটন জ্যাকসন। আর এ হলো আমার পিস্তল-পাগল ডেপুটি, ডাস্টার ইয়োকাম। তো, আমাদের সুন্দর এই শহরে তোমার আসার কারণ কী, মিস্টার হগ?'

মার্ক হগ শতভাগ নিশ্চিত, যে খেলাটা খেলবে, তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা এক শ'-তে এক শ'। সবসময়ই সফল হয়েছে, এবার না হওয়ার কোনও কারণ দেখছে না। মিনেসোটা পিটের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে শেরিফ সাফল্যের হাসি হাসছে—এরকম একটা টিনটাইপ ছবির জন্য দুই ডলার। ব্যাপারটায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উপায় নেই, সম্পূর্ণ অভিনব জিনিস! হগকে শুধু একটা কাজই করতে হবে, সামান্য কথাবার্তার মাধ্যমে শেরিফকে প্রলুব্ধ করতে হবে।

'মিনেসোটা পিটকে আইনের আওতায় এনে আপনি যে কত বড় কাজ করেছেন, সেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন, শেরিফ জ্যাকসন? মনে করুন, আমি এখন যে কাজটা করব, তা আপনার এই বিশাল অর্জনের পার্মানেন্ট এক রেকর্ড তৈরি করা,' বলল হগ। 'আর এই পার্মানেন্ট রেকর্ডটা হলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি। বাজি ধরে বলতে পারি, এমন জিনিস আপনি আগে কখনও দেখেননি। প্রথমে আমি একটা ছবি তুলব। মিনেসোটা পিটের লাশের পাশে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারপর ছবিটা এমন কোনও জায়গায় রাখব, যাতে তা সবার চোখে পড়ে। ধরুন, আপনার অফিসের ফ্রন্ট উইণ্ডো। ওখানে ওই ছবিটা আপনার

অফিসের শোভাবর্ধন করবে। যে-কারও নজরে পড়বে। শেরিফ মিনটন জ্যাকসনের অফিস হয়ে উঠবে অন্য সব শেরিফের অফিস থেকে আলাদা, সেই সঙ্গে অতি দ্রুত হয়ে উঠবেন আপনি প্রসিদ্ধ। আপনার অফিসের সামনে এমন এক জিনিস থাকবে, যা অন্য কোনও শেরিফের অফিসে নেই। এই ছবি মুজ ফর্কের সুনাগরিকদের অনবরত স্মরণ করিয়ে দেবে, কীভাবে শেরিফ মিনটন জ্যাকসনের সময়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে, আপনার শত্রু হোক কি বন্ধু, আসা-যাওয়ার পথে সবাই এই ছবিটা দেখবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আপনার যে সাফল্য, সে-সাফল্যের অকাট্য দলিল হবে এই টিনটাইপ ইমেজ। ওদের মাথায় গেঁথে যাবে এমনিতেই। আরও অনেকদিন পর মিনেসোটা পিটের এই লাশটা এখন যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকবে না। পরিণত হবে পচাগলা মাংস ও হাড়গোড়ে। তবে ছবিটার অবস্থা কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে যাবে, সারাজীবন নীরবে অথচ বিশ্বস্তভাবে প্রচার করবে আপনার সাফল্যের কথা। আপনার এ কৃতিত্বের কথা ভুলে যাওয়া মুজ ফর্কের বাসিন্দাদের জন্য সত্যিই খুব কঠিন হবে। ভবিষ্যতে আমরা যত বড়-বড় পরিবর্তন, উন্নতি দেখতে পাব, তার সবকিছুর পেছনে অন্যতম ভূমিকা রাখবে এই ফটোগ্রাফি। যে যত তাড়াতাড়ি এই ফটোগ্রাফিকে গ্রহণ করবে, সে তত বেশি উন্নতি পাবে। আপনি এই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন, শেরিফ জ্যাকসন। ভবিষ্যতে শেরিফদের মধ্যে আপনিই হবেন সবচেয়ে প্রভাবশালী। পরবর্তী ইলেকশনের সময়ে...'

হগ ওর কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই দেখল শেরিফ জ্যাকসন দাঁড়িয়ে গেছে পিটের পাশে, ছবি তোলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

হগ মনে-মনে বলে উঠল, 'কেল্লা ফতে!'

বইঘর.কম

দেরি না করে হগ শটটা নিতে তৈরি হলো। সেট করে নিল নিজের ক্যামেরাটা, কফিনের ডালাটা খাড়া করে দিল, যাতে মিনেসোটা পিটকে পুরোপুরি দেখা যায় ছবিটাতে। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সেটা হলো, শেরিফ জ্যাকসন যাতে কোনও কিছুর উপর ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে। উত্তেজনার কারণে বেচারা শেরিফ স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। এ অবস্থায় যদি হগ ছবিটা তোলে, তো নির্ঘাত শেরিফের চেহারাটা ঝাপসা আসবে।

এদিকে ডেপুটি ডাস্টার হাঁ করে হগের কাজ কারবার দেখছে।

'আপনাকে আগেই বলেছি, শেরিফ,' মার্ক হগ বলল, 'একটা ভাল ছবি তুলতে গেলে কখনও-কখনও বেশ কয়েক মিনিট সময় লেগে যায়। আর ছবিটাতে আপনার মুখটা যাতে স্পষ্ট আসে, সে ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে। তাই কফিনের ডালাটাকে ওভাবে করে রাখলাম। এতে আপনার স্থির হয়ে থাকতে সুবিধা হবে।'

'তোমার বোধহয় উচিত হবে শেরিফের বুটগুলোকে মাটির সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে রাখা, মিস্টার পিকচার ম্যান,' বলল ডাস্টার ইয়োকাম। 'শেরিফকে এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখতে হলে একমাত্র উপায় পেরেক ব্যবহার করা। আমার তো এই বুড়ো পিট, এই ছোট কফিনটা আর সেলুনের আস্ত বারান্দাটাতেও বড়-বড় পেরেক ঠুকে দেয়ার ইচ্ছা ছিল।' অট্টহাসি দিল ডেপুটি। পরক্ষণে পাঁই করে ঘুরে পিস্তল ড্র করে গুলি করার ভান করল। বোধহয় কাল্পনিক কোনও শত্রুকে গুলি করছে!

ওদিকে শেরিফ তাকিয়ে আছে হগের দিকে, মুখে তরল হাসি। বোধহয় একটু লজ্জা পাচ্ছে!

মার্ক হগ পোজ দিতে বলল শেরিফকে।

নিজের আগ্নেয়াস্ত্রটা বুকের কাছে ধরে প্রচলিত ভঙ্গিতে পোজ দিল শেরিফ।

এরই মধ্যে হগ ওর ওয়্যাগনের ভেতর ঢুকে কিছু ভেজা কেমিকেল দিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেট তৈরি করে নিল। অবশেষে তোলা হলো শেরিফের ছবিটা। ক্যামেরা নিয়ে হগ আবারও ঢুকে গেল ওয়্যাগনে। ক্যামেরা ক্যানভাস কভার দিয়ে ঢেকে, বের করে নিল ছবিটা। আরও কয়েক মিনিট প্রসেসিং-এর পর, গর্বিত হাসি নিয়ে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল হগ। হাতে স্পষ্ট, পরিষ্কার, পূর্ণাঙ্গ টিনটাইপ। শেরিফকে ছবিটা দেখাল।

চোয়াল ঝুলে গেল শেরিফের।

'বলতেই হচ্ছে, মিস্টার হগ, যে জিনিসটা তুমি তৈরি করলে, তা দেখে তো মনে হচ্ছে এটা এক টুকরো শিল্প! আমি সত্যিই এমন জিনিস এর আগে কখনও দেখিনি। ভুলেও কল্পনা করিনি, এই ছবি দেখতে এতটা...এতটা বাস্তব হবে। এ এক বিস্ময়! দেখতে একদম নিখুঁত, খাঁটি অথচ কী পরিষ্কার!' ছবি পেয়ে খুশিতে ফেটে পড়ছে জ্যাকসন। গদগদ হয়ে হগকে বলল, 'চলো, মিস্টার হগ, সেলুনে যাওয়া যাক। তোমার আর আমার সাফল্য উপলক্ষে আমার তরফ থেকে ড্রিঙ্ক হবে। আমার সাফল্য পিটকে ঘায়েল করার জন্য, আর তোমার সাফল্য আমার এই অর্জনের অসাধারণ ছবিটা তৈরির জন্য।'

'আমার কিন্তু তিন-চারটা ড্রিঙ্ক লাগবে।' মাঝখান দিয়ে বলে উঠল ডাস্টার। 'বাপরে বাপ! যে গরম পড়েছে, তাতে তো মনে হচ্ছে আমি পুরো সেলুনটাই ঢকঢক করে গিলে ফেলতে পারব। উউউউহ!'

ওরা তিনজন যখন মুজ ফর্কের সেলুনে ড্রিঙ্ক করতে ব্যস্ত, তখন দড়াম করে খুলে গেল সেলুনের দরজাটা, ভেতরে প্রবেশ করল দু'জন লোক। প্রথম যাকে দেখা গেল, সে কঠোর চেহারার, বেশ লম্বা ও কৃশকায় এক লোক। জ্যাকসনের মতই শার্টে একটা নক্ষত্রের মত ব্যাজ।

'টিকটিকিটাকে একদম ঠিক সময়ে পেয়েছি,' জ্যাকসনের

বইঘর.কম

দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল লোকটা। 'তোমাকেই এতক্ষণ ধরে খুঁজছি, জ্যাকসন।'

'মিলো জেনসেন,' লোকটার দিকে তাকিয়ে শেরিফ জ্যাকসন বলে উঠল। 'আর তোমার ভীতু ডেপুটি ডেলবার্ট ইয়ং। তোমাদের মত দুই মহা অলস কী মনে করে জিপসাম ফলস থেকে এত কষ্ট করে আমার শহরে এল? তোমার শহরের অপরাধীরা বিশৃঙ্খলা বাধিয়ে বসতে পারে ওখানে। মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে তোমাদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই! তোমাদের জিপসাম ফলস তো অপরাধীদের স্বর্গ। আর মুজ ফর্কের মত এত সুন্দর শহর দ্বিতীয়টা পাওয়া যাবে না। আমার মত করিৎকর্মা শেরিফও আজকাল খুব কম দেখা যায়। অবশ্য মুজ ফর্কের লোকজনও খুব সভ্য। এই শহর জিপসাম ফলসের মত অপরাধীদের স্বর্গ না...'

'তোমার বকবক আর ন্যাকামি বন্ধ করো, জ্যাকসন!' বলল শেরিফ জেনসেন। খেপে বোম হয়ে আছে। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো কী জন্য জিপসাম ফলস থেকে এখানে এসেছি। মিনেসোটা পিট! আমি মিনেসোটা পিটকে গুলি করলাম, আর তুমি এখানে আরামসে বসে-বসে, চেয়ার থেকে পাছা না তুলেই কী সুন্দর তোমার মিথ্যা কৃতিত্বের প্রচার করে বেড়াচ্ছ!'

'তোমার স্পর্ধা তো কম না! তুমি আমার এলাকায় এসে আমারই বিরুদ্ধে মূল্যহীন, ভিত্তিহীন অভিযোগ করছ! মুখ সামলে কথা বলো। এ ধরনের বাড়াবাড়ি কিন্তু একদম সহ্য করব না। তুমি খুব ভাল করেই জানো, আইনের সবচেয়ে বড় নীতি হলো দখল। আর মিনেসোটা পিটের লাশ তোমার দখলে কখনোই ছিল না। অকাট মূর্খরা আইনের কিছু জানে নাকি? এসবের কিছুই বুঝবে না। আমাদের কাছে যে আস্ত একটা জলজ্যান্ত ফটোগ্রাফিকাল প্রমাণ আছে!'

'সেটা ওদের দেখিয়ে দাও, মিনটন! তাতে ওর মুখটা বন্ধ হবে,' পাশ থেকে বলে উঠল ডেপুটি শেরিফ ডাস্টার ইয়োকাম।

শেরিফ জ্যাকসন ওর ভেস্ট পকেট থেকে টিনটাইপটা বের করে জেনসেনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

জেনসেন ঘোঁৎ করে উঠল ছবিটার দিকে তাকিয়ে। 'আজব তো! আমি তো মনে করেছিলাম এই জিনিসটা শুধু আমার কাছেই আছে!'

ওর পাশে থাকা ডেলবার্ট ইয়ং-এর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, একদম সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে বেচারা।

শেরিফ জেনসেন ওর ভেস্ট পকেট থেকে আরেকটা টিনটাইপ বের করল। ছুঁড়ে মারল জ্যাকসনের দিকে।

এই ছবিটাও শেরিফ জ্যাকসনের ছবিটার মতই।

মিনেসোটা পিটের লাশের পাশে শেরিফ জেনসেন।

এখানে পিটকে একটু বেশি স্পষ্ট দেখাচ্ছে!

ছবিটা দেখেছে ডাস্টার ইয়োকামও।

ওকে দেখে মনে হচ্ছে, এইমাত্র কোনও কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

আর শেরিফ জ্যাকসনকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন এইমাত্র নিজের স্ত্রীকে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে বিছানায় আবিষ্কার করেছে!

হঠাৎ করেই ডাস্টারের যেন মনে পড়ল মার্ক হগের কথা।

ঝট করে তাকাল সে মার্ক হগ যে চেয়ারটায় বসে ছিল, সে চেয়ারটার দিকে।

সেই সঙ্গে তাকাল অন্য তিনজনও।

চেয়ারটা খালি!

ঝড়ের গতিতে এদিক-ওদিক তাকাল ডাস্টার। আর দেখল মার্ক হগ আস্তে করে নিঃশব্দে সেলুনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

'ধরো-ধরো! বাটপারটাকে ধরো!! ব্যাটা আস্তে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।' ডাস্টারের কথা শুনে জেনসেন দরজার

দিকে তাকাল। অবাক হয়ে গেল হগকে দেখে।

কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে তাড়াতাড়ি পিস্তল ড্র করল সে। 'আর এক পা-ও নোড়ো না, মিস্টার। নড়লে কিন্তু উড়ে যাবে মাথার খুলি!'

তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে গেল ডাস্টার ইয়োকাম। তারপর কলার ধরে ওকে একটা চেয়ারে সবেগে বসিয়ে দিল। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে রয়েছে ডাস্টার, পারলে আস্ত গিলে খায় মার্ক হগকে। 'ছুঁচোটাকে একদম হাতে-নাতে ধরেছি! কী ভেবেছিলি তুই, আমাদের সবাইকে এভাবে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যাবি? পালিয়ে গিয়েও কোনও লাভ হবে না! আমাদের কাছ থেকে তুই কখনও পার পাবি না! পালিয়ে গেলে তোকে ধাওয়া করব আমরা!'

'মনে হচ্ছে ছুঁচোটার কিছু বলার আছে, মিনটন,' শেরিফ জেনসেন বলে উঠল।

দুই শেরিফ ও তাদের দুই ডেপুটি চেয়ে রয়েছে মার্ক হগের দিকে।

অদ্ভুত একটা অঙ্গভঙ্গি করল হগ। যেন নতিস্বীকার করছে। তবে ওর চেহারাটা হয়েছে দেখার মত। সেখানে একই সঙ্গে আতঙ্ক-অনুনয়-বিনয়। 'জেন্টলমেন! আমি... আমি দুঃখিত... আপনাদেরকে এভাবে ধাঁধায় ফেলে দেয়ার জন্য। কিন্তু এখানে আমার দোষটা কী? আমি শুধু একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, যে পথে-পথে টাকা-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করে। তা-ও সম্পূর্ণ হালালভাবে। আমি আপনাদের দু'জনেরই উপকার করেছি, আর দু'জনের কথাই রেখেছি। এটাই কি আমার দোষ? আমি আমার এই অভিনব সেবাটা আপনাদেরকে সৎ উপায়ে ও বিশ্বস্তভাবে দিয়েছি, এটা কি কোনও অপরাধ? আচ্ছা, ওসব কথা ছাড়ুন। আমাকে শুধু এতটুকু বলুন, আমি ঠিক কোন্ আইনটা ভঙ্গ করেছি?'

'তুমি যা করেছ, সেটাই আইনের লঙ্ঘন, পুরোদস্তুর প্রতারণা—অবশ্যই অপরাধ! অন্তত আমার অভিধান তা-ই বলে,' জ্যাকসন বলে উঠল।

'এমনকী এটা ক্যাপিটাল অফেন্সও হতে পারে,' ফোড়ন কাটল জেনসেন।

মার্ক হগ বুঝতে পারছে দুই শেরিফের মধ্যে যতই রেষারেষি-ঝগড়া থাকুক না কেন, ওকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে এই মুহূর্তে দু'জন একদম একমত। কীভাবে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, তা নিয়ে চিন্তার ঝড় চলছে ওর মাথায়। হঠাৎ হগ দেখল, শেরিফ জেনসেন হোলস্টারের দিকে হাত নিয়ে যাচ্ছে।

শেরিফ জ্যাকসনও পিস্তল বের করার জন্য হোলস্টারে হাত দিল।

তা হলে এখানেই সব শেষ! হগের মৃত্যু এভাবেই হবে? ও আর ক্যামেরার সুবিধা ভোগ করতে পারবে না? এই ক্যামেরা দিয়ে আর ছবি তুলতে পারবে না? বেশিদিন হয়নি ক্যামেরাটা জোগাড় করেছে। তা হলে ওর মৃত্যু হচ্ছে মুজ ফর্কের সেলুনে!

হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা জিনিস ওর মাথায় এল। ভেবে দেখল, কাজটা করলে মন্দ হয় না। মারা তো ও যাবেই, যদি নিয়তি এখানেই ওর মৃত্যু রেখে থাকে। তবে একটা চেষ্টা করতে দোষ কী? যদি সৌভাগ্যক্রমে ওদের মনোযোগটা অন্যদিকে চলে যায়!

'দাঁড়ান-দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমার আপনাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখানোর আছে,' বলে খুব আস্তে করে তৃতীয় টিনটাইপ ওর ভেস্ট পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখল মার্ক হগ। এটা মিনেসোটা পিটের লাশের আরেকটা ছবি। 'এই ছবিটা প্রায় এক মাস আগে বিভারস রানে তুলি। এখানে আপনারা নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন শেরিফ ম্যানফ্রেড জ্যাকবসনকে? আর পেছনে তাঁর ডেপুটি ডোয়াইন ইয়ল্ট। দেখুন,


বইঘর.কম
রক্ষক

এটাতে পিটের ছবি কতটা ফ্রেশ এসেছে। এই ছবিটা সবার আগে তোলা, অথচ এটাই সবচেয়ে ফ্রেশ ছবি। তখন পিটের লাশের অবস্থাও এতটা শোচনীয় ছিল না। ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন, শেরিফ জ্যাকসন? ...শেরিফ জেনসেন কিন্তু মিনেসোটা পিটকে গুলি করেননি!'

দুই শেরিফই টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে তৃতীয় টিনটাইপটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'শালা মিথ্যুক কোথাকার!' জেনসেনের উদ্দেশে বলে উঠল জ্যাকসন। 'হতচ্ছাড়া মিথ্যুক! ভীতু-কাপুরুষ! নিজে বাটপারি করে আমার এলাকায় এসে আমাকেই সমানে টিকটিকি-চোর বলে যাচ্ছিস...' তারপর শুরু হলো হড়বড় করে জ্যাকসনের অকথ্য ভাষার খিস্তি-গালিগালাজ!

মনে-মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক হগ। যাক! তৃতীয় টিনটাইপের ব্যাপারটা সত্যিই কাজে এসেছে। ভাগ্যদেবী আরও একবার ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে।

জ্যাকসন আর জেনসেনের মধ্যে ভাল একটা ঝামেলা লাগিয়ে দিতে পেরেছে ও। ওদিকে হতভম্ব জেনসেন যেন ওর মুখের ভাষা ফিরে পেয়েছে। জ্যাকসনের উদ্দেশে এবার সে-ও খেঁকিয়ে উঠল: 'তুই তো একটা চোরই, পিটের লাশটা কায়দামত চুরি করে এখন এসেছিস আইনের বড়-বড় বুলি কপচাতে? তুই হচ্ছিস আস্ত একটা ছিঁচকে চোর, শেরিফ নামের কলঙ্ক!'

'চুপ কর, লোম ওঠা ঘেয়ো কুত্তা কোথাকার!' সরোষে বলে উঠল জ্যাকসন।

হগ বুঝতে পারল না কে প্রথম ড্র করল। এরকম পরিস্থিতি আশঙ্কা করেই চেয়ার সহ কাত হয়ে মেঝেতে পড়েছে সে। ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি কোনও সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাওয়া। এই বুনো পশ্চিমে মানুষ মুখের চাইতে পিস্তল চালাতেই বেশি পছন্দ করে।

এর মধ্যে হগ দেখল, জ্যাকসনের বাম কানটা উড়িয়ে দিয়েছে

জেনসেন। ছেঁড়া কান থেকে স্প্রের মত রক্ত বেরুল একগাদা। আর তারপর দেখল জেনসেনের বেল্ট বাকলে গিয়ে লাগল একটা গুলি, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বেল্ট বাকলটা। বুলেটটা বেল্ট বাকল ভেদ করে আর যেতে পারেনি, ফলে প্রাণে মরেনি জেনসেন। তবে বুলেটের শক্তিশালী ধাক্কায় পেছনে থাকা সেলুনের ফ্রন্ট ডোরে দড়াম করে আছড়ে পড়ল জেনসেন।

এদিকে ডেলবার্ট ইয়ং গুলিবিদ্ধ করার চেষ্টা করল ডাস্টার ইয়োকামকে। কিন্তু পারল না। গুলিটা গিয়ে লাগল সেলুনের বারটেণ্ডারের গায়ে।

জেনসেনের মতই বারটেণ্ডার দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। সশব্দে ভেঙে গেল ওর পেছনে থাকা বড় প্লেট মিররটা।

ওদিকে ডাস্টারও গুলি করেছে। এবং সে-ও ব্যর্থ হয়েছে ডেলবার্টের মত। ওর গুলিটা গিয়ে লাগল সেলুনের ফ্রন্ট ডোরের পাশের জানালায়। ওটায় কাঁচ বলে আর কিছুই থাকল না। অল্পের জন্য গুলিটা ডেলবার্টের গায়ে লাগেনি। ভীতু ডেপুটির অবস্থা হয়েছে দেখার মত! হাঁটু জোড়া কাঁপছে, শার্টের উপরদিকটা উঁচু করে নিজের বুকে থুতু ফেলল। চোখ দুটো বড়-বড় রসগোল্লার সাইজ হয়ে গেছে, হতবাক হয়ে গেছে এখনও বেঁচে আছে দেখে।

ওদিকে হগও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছে!

ভুলেও কল্পনা করেনি পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ রূপ নেবে।

এই চারজনের গোলাগুলির বলি হয়েছে নিরীহ এক বারটেণ্ডার, ভাবতেই খারাপ হয়ে গেল হগের মনটা। এরকম চলতে থাকলে তো পুরো সেলুনটাই হয়ে উঠবে আস্ত একটা নরক।

'জেন্টলমেন, প্লিজ,' হগ বলে উঠল। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, আপনারা থামুন। গোলাগুলি বন্ধ করে মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমরা একটা সুন্দর সমাধানের চেষ্টা করতে পারি।' হগ একাধিক হ্যামার কক করার শব্দ শুনতে পেল! প্রচণ্ড ভয়ে সাথে-সাথে বন্ধ করে

বইঘর.কম

ফেলল চোখ জোড়া। এই রে! শেষরক্ষা বুঝি আর হলো না!

দুই শেরিফ আর তাদের দুই ডেপুটির চার-চারটা গুলি খেয়ে এখানেই তা হলে মৃত্যু হচ্ছে ওর! আবারও প্রচণ্ড গোলাগুলির জোরাল শব্দ কানে এসে বাজল হগের। আর তারপরই পিনপতন নিস্তব্ধতা! গানপাউডারের ঝাঁঝাল গন্ধ ছাড়া বোধহয় আর কিছুই নেই! না! গানপাউডারের এই ঝাঁঝাল গন্ধ ছাড়াও আরেকটা গন্ধ হগের নাকে এসে ধাক্কা মারল। কোনও ভুল নেই, এমন তীব্র ও কড়া গন্ধটা রক্ত ছাড়া আর কোনও কিছু হতে পারে না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুলল হগ।

দ্বিতীয়বারের গোলাগুলিতে কেউ আর টার্গেট মিস করেনি। দুই শেরিফ আর তাদের দুই ডেপুটি, চারজনের প্রত্যেকেই ওদের টার্গেটে ঠিকভাবে গুলি করেছে। সেজন্য প্রত্যেককেই খুব চড়া মূল্য দিতে হয়েছে, একদম জীবন দিয়ে!

হগের চারপাশে পড়ে রয়েছে চারটা মৃতদেহ! সম্পূর্ণ নিথর, কোনও নড়াচড়া নেই!

কী অদ্ভুত! মৃত্যুর পরও যেন ওরা হগকে ঘিরে রেখেছে। ওদের লাশ যেন ওকে সেলুন থেকে বেরোতে দেবে না!

একটু আগে ওকে চেয়ারে বসিয়ে ডাস্টার ইয়োকামের বলা কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল হগ। পরিস্থিতির এ ধরনের চূড়ান্ত পরিণতি ওর কাম্য ছিল না। তবে কথায় আছে: 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

ও এখনও বেঁচে রয়েছে, এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা।

টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল হগ, প্রচণ্ড ভয়ে কাহিল। কোনও রকমে টেবিল থেকে তিনটা টিনটাইপ নিয়ে পকেটে ভরল। তারপর বেরিয়ে এল সেলুন থেকে।

মার্ক হগ, ভ্রাম্যমাণ ফটোগ্রাফার, বিভিন্ন শহরে গিয়ে ছবি তোলাই ওর পেশা। ওর মেয়ারটাকে ঠিকঠাক মত পানি খাইয়ে আবারও অন্য কোনও শহরের উদ্দেশে রওনা দিল হগ। মুজ ফর্কে

থামাটা ওর জন্য বেশ লাভজনক হয়েছে। আরও দুই ডলার আয় করা গেছে। তবে যেভাবে সবকিছু হবে ভেবেছিল, সেভাবে আর হয়নি। জীবনের ওপর দিয়ে খুব বড় একটা ফাঁড়া গেছে! যা-ই হোক, সব কথার শেষ কথা: ও বেঁচে আছে। দেখা যাক, সামনে ওর জন্য কী রেখেছে ভাগ্যদেবী!

**—মুহাম্মাদ তানভীর মৌসুম**



বইঘর.কম

# সাজা

## এক

সান সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া।

শহরের একমাত্র আণ্ডারটেকার ডার্টি মরিস এক দলা থুতু ফেলে জানাল, কবর খোঁড়ার কাজ শেষ। গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টি হবার কারণে মাটি নরম হলেও আঠালো ভাবের জন্য কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এখনও চলছে বলে ইতিমধ্যেই কবরের ভেতর পানি জমতে শুরু করেছে। কনকনে ঠাণ্ডার মাঝে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে সে রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপছে। বেশিক্ষণ দেরি করলে পুরো কবর খোঁড়ার কষ্টটা নিষ্ফল হয়ে যায় কি না, এ-নিয়ে সে একটু চিন্তিত। কথাটা নির্মম শোনা গেলেও ওতে যুক্তি আছে। তা ছাড়া কবর খোঁড়াই যার কাজ, তার কাছে প্রতিটি মৃতদেহই সমান। সবচেয়ে বড় কথা, মারা যাবার পর প্রায় তিন দিন পার হয়ে গেছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে এখনও দেহ থেকে দুর্গন্ধ না এলেও খুব শীঘ্রি তা শুরু হয়ে যাবে। উপস্থিত সবাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে লাশ দাফনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াহুড়ো করে কফিন নামানোর জন্য কিছুটা কাদামাটি ছলকে উপরে উঠে এল।

বাবা-মায়ের কবরের সামনে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকা ছোট্ট ছেলেটিকে দেখে আশপাশে যারা ছিল, তাদের পক্ষে চোখের পানি আটকে রাখা মুশকিল হয়ে গেল। ছেলেটির বয়স এগারো-বারোর বেশি হবে না। শেরিফ এরিক আর্থারের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের

মৃত্যু হয়েছে রেঞ্জ-ওয়ারের ক্রসফায়ারে পড়ে। তবে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে, গুলিগুলো নাকি ইচ্ছাকৃতই ছিল। ছোট এবং মাঝারি আরও পাঁচ র‍্যাঞ্চারের মৃত্যু এই ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ক্রিস এভার্ট কিংবা হ্যারি মার্টিন—কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। এ-দুজনের নাম আসার কারণ, পুরো ঘটনায় আপাত এরাই লাভবান হয়েছে। পরিত্যক্ত র‍্যাঞ্চগুলো ওরা ইতিমধ্যে নামমাত্র মূল্যে ক্লেইম করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোয় এমন কেউ বেঁচে নেই, যে আদালতের সামনে পুনঃতদন্তের জন্য আবেদন করতে পারে।

আপাতত ছোট্ট ছেলেটি শেরিফের তত্ত্বাবধানে থাকবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেছে ওর দুঃসম্পর্কের এক আত্মীয়া পুবে থাকেন। সম্পর্কে তিনি ছেলেটার ফুপু হন। শেরিফ তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন, ভদ্রমহিলা না আসা পর্যন্ত শেরিফ ও তাঁর স্ত্রী রিটা ছেলেটিকে আগলে রাখবেন। তাঁদের নিজেদের একটি সমবয়সী মেয়ে আছে, র‍্যাচেল আর্থার। সুতরাং ছেলেটার ফুপু না আসা পর্যন্ত তার যত্ন বা সঙ্গীর অভাব হবে না।

'বাছা, কেঁদো না। ঈশ্বর তোমার বাবা-মায়ের মত ভাল মানুষের আত্মাকে নিশ্চয়ই শান্তিতে রাখবেন। বৃষ্টি জোরে পড়া শুরু হয়েছে, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন আমাদের যেতে হবে...' রিটা আলতো করে ছেলেটিকে বললেন।

চোখ মুছতে মুছতে ছেলেটি রিটার সঙ্গে রওনা হলো।

ওদের যাওয়া দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেরিফ তার অফিসের দিকে হাঁটা শুরু করলেন। বাইরে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে তাঁর মাথায় চিন্তার ঝড় চলছে। এরিক আর্থার শেরিফ হিসেবে একশ ভাগ যোগ্য না হলেও তাঁর সততা এবং নির্লোভ মন-মানসিকতা নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তুলতে পারেনি এবং পারবেও না। সব কাজে নিজের বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছে কোথাও কোনও


বইঘর.কম

গুরুতর ভুল করে ফেলেছেন। কিন্তু কী-ই বা করার আছে তাঁর? এমনিতেই লোকবল অত্যন্ত কম, একাই পুরো শহরের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি থেকে বুঝতে পারছেন, রেঞ্জ-ওয়ার বাহানা মাত্র; পুরো ঘটনাই ক্রিস এভার্ট এবং হ্যারি মার্টিনের ঘৃণ্য এবং ধুরন্ধর পরিকল্পনার ফসল। তারপরেও হাত পা গুটিয়ে থাকা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই।

দু'সপ্তাহ আগে ক্রিস এভার্ট ও হ্যারি মার্টিন তাঁর অফিসে এসেছিল। ওদের অভিযোগ ছিল, কে বা কারা যেন ওদের র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি করছে। পরিষ্কার করে কিছু না বললেও ওদের অভিযোগ ছিল মূলত আশপাশের ছোটখাট র‍্যাঞ্চারদের দিকেই। আর্থার ওদের কথা দিয়েছিলেন, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করবেন এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কিছু শুরু করার আগেই লড়াই বেধে গেল।

অসম এই লড়াইয়ের ফল যা হবার তা-ই হলো, কিন্তু এতটা দুঃখজনকভাবে শেষ হবে, তা কে ভেবেছিল?

অফিসে পৌঁছে দ্বিতীয়বারের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেঞ্জ-ওয়ারের ফাইলটা আলমারিতে তুলে রাখলেন শেরিফ। ধরালেন একটা সিগারেট। এরপর চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আপন মনে ডুবে গেলেন গভীর ভাবনার জগতে।

## দুই

পনেরো বছর পর।

কুউউউ...

ট্রেনের একটানা হুইসেলের শব্দে ন্যাশের ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল লোকালয়ের চিহ্ন... সামনের শহরের অস্তিত্বের ঘোষণা দিচ্ছে। আড়মোড়া ভেঙে শরীরের জড়তা কাটাবার চেষ্টা করতেই টিকেট চেকারের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নজরে এল।

'স্যর, আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। আপনার মালপত্র গুছিয়ে নিন। দুই বগি পেছনে আপনার ঘোড়াটা আছে। আমাদের লোক ওটাকে নামিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ, স্যর।'

মালপত্র বলতে আসলে তেমন কিছু নেই। ন্যাশ কখনোই সঙ্গে বেশি জিনিসপত্র বয়ে বেড়ায় না। ওর লাগেজ হলো নিত্য-প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিসপত্রে বোঝাই মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ। ব্যাগের ওজনও খুব বেশি নয়। দীর্ঘাবয়ব এবং সুঠাম দেহী যুবক ন্যাশ, ট্রেন স্টেশনে থামতেই ব্যাগটা এক হাতে সাবলীলভাবে ধরে এক লাফে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

প্ল্যাটফর্মটা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ না হলেও অবস্থা সুবিধের নয়। কাঠের তৈরি কাঠামোর অনেকখানেই রঙ চটে গেছে। কোথাও কোথাও ভেঙেও গেছে। কে বলবে এই প্ল্যাটফর্মটা মাত্র দু থেকে তিন বছরের পুরনো? একেবারে সামনে ঝুলে থাকা সাইনবোর্ডে লেখা *সান সিটি* পড়তে তো রীতিমত কষ্টই হচ্ছে। ন্যাশ যদি আগে থেকেই শহরের নাম না জানত, তা হলে হয়তো ওই লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারত না।

ট্রেন থেকে নামতেই দুপুরের রোদ যেন এক ঝাঁক মৌমাছির মত সারা গায়ে প্রখর তাপের কামড় বসিয়ে দিল। ভালই হলো, ঘুম ঘুম যে-ভাবটা ছিল তা নিমেষেই কেটে গেল। ট্রেনের কর্মচারীর কাছ থেকে ঘোড়া বুঝে নিয়ে ওটার স্যাডেলে কাঁধের ব্যাগটা


বইঘর.কম
রক্ষক

চাপিয়ে দিল ও। তারপর পায়ে হেঁটে রওনা দিল মূল শহরের দিকে।

সান সিটি শহরটি খুব বড় নয়। রেললাইন বসার পরও এখানে মানুষের ভিড় আগের চেয়ে খুব একটা বেড়ে যায়নি। আশপাশে কোনও খনি না থাকাটাই এর মূল কারণ। অবশ্য স্যাক্রামেন্টো এবং ফলসনের মত দুটো বড় শহরের মাঝে অবস্থিত হবার কারণেও এমনটি হতে পারে। এ-কারণে এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাই বেশ পুরনো এবং মোটামুটি একে অন্যের পরিচিত। ছোট হবার কারণে শহরে বাড়িঘরের সংখ্যাও অনেক কম। রেল স্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস, শেরিফের অফিস, ব্যাঙ্ক, কয়েকটি স্যালুন এবং স্যালুন কাম হোটেল, দুটো জেনারেল স্টোর, একটি বিশাল আস্তাবল এবং ছোট বড় কিছু বাড়ি ও অফিস—এসব নিয়েই সান সিটি। শহরের মাঝ বরাবর যে-রাস্তাটি গেছে, সেটার দুপাশেই সবক'টা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে।

তপ্ত দুপুরের সান সিটি বরাবরের মতই শুনশান, শান্ত। মানুষের আনাগোনা নেই বললেই চলে। তবুও ঘোড়া নিয়ে কাছের হোটেলটার আস্তাবলের দিকে যেতে যেতে ন্যাশ বুঝতে পারল, বেশ কিছু আগ্রহী চোখ তাকে পরখ করে দেখছে। পশ্চিমে এই ব্যাপারটি মোটেও অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া ন্যাশ এবং ওর ঘোড়া—দুজনেই মানুষের মনোযোগ কাড়তে বেশ পারদর্শী। ঘোড়াটা জাতে স্ট্যালিয়ন, তবে স্বাভাবিকের চেয়েও প্রায় মুঠো-দুয়েক উঁচু। গায়ের পশম ছাই রঙের হলেও পায়ের গোড়ালি পুরোটা সাদা। দেখে মনে হয় যেন সাদা মোজা পরেছে। আর ঘোড়ার নড়াচড়া দেখেই বোঝা যায় প্রাণশক্তি অফুরান, মাইলের পর মাইল একটানা ছুটতে পারে।

ন্যাশ লম্বায় প্রায় ছ'ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। পেটা শরীর, গায়ে এক ছটাকও বাড়তি মেদ নেই। এই মুহূর্তে স্যুট পরে থাকলেও

হাতের পেশি এবং মুগুরের মত হাতজোড়া জানান দিচ্ছে, প্রতিপক্ষ হিসেবে যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ও। কঠোর চেহারা, তবু চোখজোড়া মায়া কাড়া, বেশ বড় বড়। এ-মুহূর্তে সে-চোখদুটি আশপাশের সব কিছু জরিপ করায় ব্যস্ত।

হঠাৎ করে সাত-আট বছরের একটা পিচ্চি ছেলে ওর দিকে ছুটে এল।

'হ্যালো, স্যর! গুড আফটারনুন!'

'হ্যালো!' মৃদু হাসল ন্যাশ।

'আপনার ঘোড়াটা তো দারুণ!'

'তা-ই? ধন্যবাদ। নাম কী তোমার?'

'ইয়ান, স্যর।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে বলতে পারবে, আমার ঘোড়াটা কোথায় রাখলে সবচেয়ে ভাল থাকবে?'

'সান সিটিতে মাত্র দুটো আস্তাবল আছে। একটি মণ্টির, আরেকটা আমার বাবার।' বলে সামনের একটি ঘরের দিকে ইশারা করল ও।

'কোন্‌টা বেশি ভাল?'

'আপনি যদি আমার অনেস্ট অপিনিয়ন চান, আমি আমার বাবার আস্তাবলের কথাই বলব।' গম্ভীরভাবে বড়দের মত জানাল ও।

ছোট্ট ছেলেটির মুখে দক্ষ সেলসম্যানের মত কথা শুনে না হেসে পারল না ন্যাশ। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তোমার বাবার কাজে সাহায্য করো?'

'হ্যাঁ।' ইয়ানের কণ্ঠে গর্বের ছোঁয়া। ন্যাশ বুঝল, চাপে পড়ে নয়, আনন্দ নিয়েই আস্তাবলের কাজ করে ও।

'তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই। চলো, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করি।'

'আসুন।' ছেলেটিকে অনুসরণ করল ন্যাশ।

বইঘর.কম

আস্তাবলের কাছে গিয়ে মালিককে ভেতরে কাজে ব্যস্ত অবস্থায় দেখতে পেল। মধ্যবয়সী একজন মানুষ, আন্তরিক চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, পশুগুলোর সঙ্গে সে ভাল ব্যবহার করে। যে-সব লোক পশুদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, বিশেষ করে ঘোড়া, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ হিসেবে ভাল হয় না।

আস্তাবল-মালিকের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপারে আলোচনা করে সব পাকাপাকি করে ফেলল ন্যাশ। ঘোড়া রেখে বের হয়ে যাবার সময়ে ইয়ানের মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে হালকা করে এলোমেলো করে দিল। ওর ফোকলা মুখের হাসি দেখে মন ভাল হয়ে গেল।

দীর্ঘ কদম ফেলে হোটেলের দিকে এগোল ন্যাশ। হোটেলের নাম *সানশাইন ইন।* রিসিপশনের সামনে যে-লোকটা বসে আছে, সে নিজেই হোটেলটির মালিক। ড্যারেন কুপার। কাউন্টারের কাছে দাঁড়াতেই সে চোখ তুলে ন্যাশের দিকে তাকাল। ন্যাশ ওর মাথার হ্যাট খুলে কাউন্টারের উপর রেখে বলল, 'হাউডি, কুপার।'

'হাউডি, কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কী করে?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কুপার।

'নতুন কোথাও আসার আগে ভালমত খোঁজখবর নিই আমি। বলতে পারো হোম-ওঅর্ক। এতে অনেক উপকার হয়।'

'কথাটা ভালই বলেছ, মিস্টার...'

'ন্যাশ... কেভিন ন্যাশ। বুঝতে পারছি আমি কে, কী করি, কী কারণে এসেছি—এসব জানার জন্য তোমার অতি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। তোমাকে নিরাশ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। তবে আপাতত এটুকু জেনে রাখো, আমি আইনের বিপক্ষে নেই...'

'আইনের পক্ষে বা বিপক্ষে—কারও সঙ্গেই আমার কোনও বিরোধ নেই,' দাঁত বের করে জানাল কুপার। 'সান সিটিতে স্বাগতম, মি. ন্যাশ। এবার বলো, তোমার জন্য আমি কী করতে

পারি?'

'আমার একটা কামরা লাগবে। কতদিনের জন্য আপাতত বলতে পারছি না, তবে এই মুহূর্তে দশ দিনের জন্য অ্যাডভান্স দিয়ে রাখব। এর চেয়ে কম থাকলে টাকা ফেরত দেবে আশা করি, আর বেশি থাকলে চেক আউটের সময় বাকিটা দেব। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই।'

'আচ্ছা, তোমাদের শেরিফ কেমন মানুষ?'

'শেরিফ? নিপাট ভাল মানুষ। যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নিজের কাজ করে।'

'তা হলে তো খুব ভাল। আজকাল ভাল শেরিফ পাওয়াই মুশকিল। তোমরা বেশ ভাগ্যবান।'

'হ্যাঁ, তা একরকম বলতে পারো...'

'খাওয়ার কিছু থাকলে উপরে পাঠিয়ে দিয়ো, এ ছাড়া বিকেলের আগ পর্যন্ত কেউ যেন আমার দরজায় নক না করে, বুঝেছ?'

'অবশ্যই, মি. ন্যাশ। তবে, একটি কথা জানার ছিল... শেরিফ খোঁজ করলেও কি মানা করব?' চোখ পিট পিট করে নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করল কুপার।

এবার না হেসে পারল না ন্যাশ। খুব চতুরভাবে কুপার ওর মনোভাব জানতে চেয়েছে। ও আউট-ল কি না জানার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ প্রশ্ন এটি। পশ্চিমে এর চেয়ে বেশি জানতে চাওয়াকে অনর্থক নাক গলানো বলে গণ্য করা হয়, এ কারণে লোকজন মারাও পড়ে। 'নাহ্! লোকটা চালু আছে,' মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো ও।

'ভেবো না, শেরিফ আমার খোঁজ করবে না। তা ছাড়া বিকেলে আমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলতে যাব। কাজেই কষ্ট করে তাকে এখানে আসতে হবে না।'

'তা হলে তো হয়েই গেল।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল

বইঘর.কম

কুপার।

হিসাব-নিকাশ, লেনদেন শেষে পাঁচ মিনিটের মাথায় ন্যাশ ওর কামরায় পৌঁছল। দোতলায়, রাস্তার দিকের কামরা—ঠিক যেমনটি ও চেয়েছিল। দ্রুত জামা কাপড় ছেড়ে বাথটাবের পানিতে নিজেকে এলিয়ে দিল। লম্বা সফরের ক্লান্তি দূর করতে গোসলের তুলনা হয় না।

## তিন

সেদিনই বিকেল বেলা।

ন্যাশ যখন হোটেল থেকে বের হলো ততক্ষণে সূর্যের দাপট অনেকটাই কমে এসেছে। ওর পোশাক-পরিচ্ছদ এখন একেবারে পশ্চিমাদের মত। শুধু পার্থক্য হচ্ছে, কোমরে কোনও গানবেল্ট ঝোলানো নেই। প্রথমবারের মত অতটা কৌতূহলী হয়ে ওকে না দেখলেও এখনও অনেকেই ওকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে। সম্ভবত সবাই বোঝার চেষ্টা করছে ও কী মতলবে ওখানে এসেছে। আরও একটি ব্যাপার মোটামুটি পরিষ্কার—সান সিটিতে বাইরের লোক খুব বেশি আসে না।

কেউ তাকিয়ে থাকলে কেমন করে যেন না দেখেও বোঝা যায়, মনের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে। তবে ও জানে, দু-একদিন গেলে শহরের সবাই ওকে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন আর ঘুরে ঘুরে বা আড়চোখে তাকিয়ে দেখবে না। তাই সাময়িক অস্বস্তিকে পাত্তা না দিয়ে হাঁটতে থাকল, অবশ্য এ ছাড়া করারও

কিছু নেই। ন্যাশ এখন যেদিকে লক্ষ্য করে হাঁটছে শেরিফের অফিসটা সেদিকেই। অফিসের সুইয়িং ডোর ধাক্কা দিতেই ও দেখল, শেরিফ একমনে কী সব কাগজপত্র পড়ছে।

'হ্যালো শেরিফ!'

'হ্যালো দেয়ার, শহরে নতুন মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছ, আমার নাম কেভিন ন্যাশ। আশা করি নাম শুনে আমাকে চিনতে পেরেছ?' বলতে বলতে শেরিফের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ।

শেরিফ হ্যাণ্ডশেক করে বলল, 'ওহ্... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো কয়েকদিন ধরেই তোমার উপস্থিতি আশা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত এলে তা হলে? এবার বলো, কী এমন জরুরি কাজে তুমি এসেছ যে, তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে ওপরমহল থেকে *বিশেষ* অনুরোধ করা হয়েছে?' কথাটা বলার সময় *বিশেষ* শব্দটির উপর একটু বেশি জোর দেয়াতে ন্যাশ বুঝতে পারল, শেরিফ কিছুটা হলেও ব্যাপারটা নিয়ে অসন্তুষ্ট।

'দেখো, তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত, তবে আমার কাজের গুরুত্ব এবং ধরনের কারণেই এমনটা করতে হয়েছে।'

'ইটস্ অলরাইট। এখন বরং খোলাসা করে বলো, তুমি ঠিক কী ধরনের কাজে সান সিটিতে এসেছ এবং আমার কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা তোমার প্রয়োজন।'

'আটচল্লিশ সালের কুখ্যাত গোল্ড রাশের পর পুরো ক্যালিফোর্নিয়া জুড়ে যে-অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?'

'মনে নেই আবার? আমি তখন সান্টা বারবারাতে ছিলাম। তখন দেখেছি পিঁপড়ার মত মানুষ পিল পিল করে পশ্চিমে আসছে। অনেকে একা, অনেকে সপরিবারে...'

'ঠিক তাই। দলে দলে মানুষ তখন পুব থেকে পশ্চিমে


বইঘর.কম

এসেছিল। শুধু উনপঞ্চাশ সালেই পঞ্চান্ন হাজার মানুষ এসেছিল স্থলপথে... অর্থাৎ ঘোড়ায় বা স্টেজকোচে এবং আরও পঁচিশ হাজার এসেছিল সমুদ্রপথে। এই বিপুল সংখ্যক স্বর্ণ শিকারিদের কারণে এ অঞ্চলের ভৌগলিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়েছিল হুমকির সম্মুখীন। এ ছাড়া জমির মালিকানা নিয়ে তৈরি বিরোধে মারা পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। এখন পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হলেও আবার নতুন করে যে ঝামেলা শুরু হবে না, তা কে বলতে পারে! সবচেয়ে বড় কথা, ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার স্টেট হবার পর এখনও কোনও ভূমি জরিপ করা হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে এই এলাকায় নতুন করে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ করতে। এতে করে আধুনিক মানের একটি মানচিত্র তৈরি করাও সম্ভব হবে। ফলে সরকারি ও বেসরকারি জমির সীমানা খুব সহজেই পার্থক্য করা সম্ভব হবে।'

এতটুকু শুনেই শেরিফ বলে উঠল, 'এ সব ব্যাপারে আমার জ্ঞান প্রায় শূন্যের পর্যায়ে, তবুও আমার ধারণা এ-ধরনের কাজ করতে বেশ বড় একটি দল অপারেট করতে হয়—কমপক্ষে সাত-আটজনের একটি দল।'

'ঠিকই বলেছ। আমাদেরও এমন একটি দলই কাজ করবে। আমাদের দলে সার্ভেয়ার আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একজন ইউ. এস. মার্শালও থাকবে। আর সবাইকে সুপারভাইজ করার জন্য আমি থাকব। তবে আপাতত আমাকে তুমি অ্যাডভান্স ইউনিট বলতে পার। অর্থাৎ মূল দলের আগেই আমি চলে এসেছি, রেকির কাজ করার জন্য। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমার দলের অন্যান্য সদস্যরাও চলে আসবে আশা করি।'

'হুম, বুঝলাম। তো কবে থেকে তোমার কাজ শুরু করবে?'

'কাজ তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে... তুমি একটা উপকার করবে? একটা মিটিং ডেকে আমাকে তোমার শহরের সবার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে হবে। বিস্তারিত কিছু জানাবার দরকার নেই,

শুধু জানাবে, আগামী কিছুদিন সান সিটি এবং আশপাশের কিছু শহরে আমি ঘোরাফেরা করব, চলার পথে অনাহূত অতিথি ভেবে কেউ যেন আমাকে গুলি না করে।'

'নো প্রবলেম,' মুচকি হেসে শেরিফ উত্তর দিল। 'তবে, তোমাকে দেখে মনে হয় নিজের দেখভাল তুমি ভালই করতে পারো।'

'ভাল কথা মনে করেছ। ফায়ার আর্মস বহন করার ব্যাপারে তোমার বিশেষ কোনও আইন নেই তো?'

'সান সিটিকে আমি যতটা সম্ভব ভায়োলেন্সমুক্ত রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু কিছু সময় আসে যখন ওটাকে আর এড়ানো যায় না। অবশ্য, একটা কথা আগে থেকেই জানিয়ে রাখি—অস্ত্র কোমরে নিয়ে ঘোরার আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়ো, ওটা তোমার বোঝা নয়, সম্পদ।'

'শেরিফ, আশা করি তুমি আমাকে আণ্ডারএস্টিমেট করছ না? নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সচেতন। শুধু এটুকুই বলব—বন্ধু হিসেবে আমি যতটা ভাল, শত্রু হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।'

খানিকটা হালকা চালে কথাটা বললেও ন্যাশের এই কথায় শেরিফের গলাটা কেমন যেন একটু শুকিয়ে গেল। জোর করে হেসে জানাল, 'আরে, আমি তো কিছু মিন করে কথাটা বলিনি...'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ন্যাশ, মাথায় হ্যাট মাথায় পরতে পরতে বলল, 'আমি জানি। আমি কিছু মনে করিনি।'

দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ন্যাশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শেরিফকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তোমার এখানে কি পুরনো ফাইল সংরক্ষণ করা হয়?'

'কত পুরনো?'

'এই ধরো পনেরো-ষোল বছর আগেকার?'

'হ্যাঁ, আছে বোধহয়। খুব আহামরি কিছু নয়, একটা

বইঘর.কম

আলমারিতে সাধারণত সব ফাইল সাল অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়। আশা করছি পাওয়া যাবে—আলমারি খুঁজে দেখতে হবে। কেন, তোমার কোনটা দরকার?'

'ঠিক আমার না, এক বন্ধু এখানে আসব শুনে বলেছিল সম্ভব হলে পুরনো একটা ফাইল ঘেঁটে দেখতে। এখুনি দরকার নেই, আছি তো কিছুদিন। সময় হলে দেখা যাবে। এখন তা হলে যাই, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল।'

'আমারও।'

'আমি সানশাইন ইন-এ উঠেছি। কোনও কারণে দরকার পড়লে কুপারকে মেসেজ দিয়ো। আমি পেয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।'

শেরিফকে ছোট্ট করে নড করে হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল ন্যাশ।

নবাগত যুবক চলে যাবার পরও শেরিফ এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। কঠিন লোক। কথাবার্তাতেই বোঝা গেছে। এর সঙ্গে শত্রুতা করা কারও জন্য মোটেই স্বস্তির ব্যাপার হবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পরিষ্কার করা শুরু করল শেরিফ। ওর মন বলছে, আগামী কয়েকটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হবে।

## চার

পরদিন সকাল বেলা।

নাস্তা খাবার জন্য ন্যাশ এসেছে ওর হোটেলের পাশের স্যালুনটাতে। সানশাইন ইনে খাওয়াদাওয়ার ভাল ব্যবস্থা না থাকার কারণে সকালে উঠে এই ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। ন্যাশের অবশ্য খুব বেশি অসুবিধে হচ্ছে না। চুপচাপ নাস্তা খেয়ে চলেছে ও। খাবার খুব আহামরি কিছু নয়—ডিম ভাজি, বেকন আর পর্ক রোল। কফি মগে চুমুক দিতে গিয়ে খেয়াল করল স্যালুনমালিক ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আগে থেকেই ন্যাশ জানে ওর নাম—ম্যাথু টেইলর। ঝানু ব্যবসায়ী, মানুষ হিসেবে মন্দ নয়। অন্তত যেচে পড়ে কারও ক্ষতি করে না, বা কারও গলা কেটে মুনাফা লোটে না।

'হাই!'

'হ্যালো।'

'শহরের নতুন এসেছ বুঝি?'

'হুঁ। আমি কেভিন ন্যাশ।'

'আমি ম্যাথু টেইলর। আমাদের এখানে নতুন লোক খুব বেশি আসে না। তোমাকে দেখে তাই ভাল লাগছে। আশা করি এখানকার খাবার তোমার ভাল লেগেছে?'

'হ্যাঁ, খাবার সত্যিই খুব ভাল। তুমি কতদিন ধরে সান সিটিতে আছ?'

'তা প্রায় আট-ন'বছর তো হবেই।'

'আমি সরকারি একটা কাজে এখানে এসেছি। শহর সম্পর্কে আমাকে কিছু আইডিয়া দিতে পারবে?'

'সান সিটি অন্য কোনও পশ্চিমা শহর থেকে আলাদা নয়। গোল্ড রাশ এবং এরপর রেল লাইন বসানোর সময় শহরটা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। তবে এই এলাকায় সোনা পাওয়া যায়নি বলে জমজমাট ভাবটা বেশিদিন টেকেনি। তারপরও এখনও যা আছে একেবারে মন্দ নয়। শহরের দক্ষিণ দিকটাতে রয়েছে ডাবল অ্যারো র‍্যাঞ্চ, মালিক ক্রিস এভার্ট। আর উত্তর দিকে আছে হ্যারি মার্টিনের এইচএম র‍্যাঞ্চ। আশপাশে ছোট-খাট কিছু র‍্যাঞ্চ

বইঘর.কম

থাকলেও ওরা গরু পালতে পারে না, শুধুমাত্র কৃষিকাজ করতে পারে। এ এক অলিখিত নিয়ম... এভার্ট-মার্টিনের যৌথভাবে আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা। কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারে না। এমনকী শেরিফও ওদের কাজে নাক গলায় না।'

'আজব তো! এক বনে দুই বাঘ!'

'ঠিক বলেছ! এমন অদ্ভুত কাণ্ড আমি আগে কোথাও দেখিনি। ক্ষমতার এমন সুষম বণ্টন, তাও এতদিন ধরে, খুবই অস্বাভাবিক। তবে এক বনে শুধু দুই বাঘ নয়, একটা বাঘের ছানাও আছে।'

'মানে?'

'মানে হলো ক্রিস এভার্ট এর ছেলে—জনি এভার্ট! বাপের মত অত খারাপ না, তবে বদমেজাজ আর ঔদ্ধত্যটুকু পেয়েছে। কোনও কাজের না, তার উপর ক্রিস এর লাই পেয়ে মাথায় উঠেছে। দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না, অবশ্য কেউ কিছু বলে না দেখেই ও অমনটি হয়েছে! শুনেছি ছোট বেলাতেই মা হারিয়েছিল বলে ক্রিস ওকে স্বাধীনভাবে চলতে দিত। যত বড় হয়েছে ততই বেয়াড়া হয়েছে, তা ছাড়া রক্তেরও একটা ব্যাপার আছে মনে হয়।' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিল টেইলর।

'বুঝলাম। কিন্তু সেই চাঁদের টুকরো কোথায়? এখনও দেখিনি। শহরে কম আসে নাকি?'

'আরে না। ও তো র‍্যাঞ্চের চেয়ে শহরে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তবে ইদানীং বাপের সঙ্গেও বনিবনা হচ্ছে না। গত সপ্তাহে রাগ করে অ্যারিজোনা গেছে, বাপের সঙ্গে আর থাকবে না। বাইশ বছরের ছেলে যদি অকর্মণ্য আর উদ্ধত হয়, এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। অবশ্য আমাদের জন্য ভালই হয়েছে—সান সিটিতে একজন এভার্ট কমে যাওয়া মানে আমাদের জীবন একটু হলেও স্বস্তিময় হয়ে ওঠা।'

'ভালোই বলেছ। ওদের কথা তো শুনলাম, এবার তোমার কথা বলো।'

‘আমি কারও সাতে-পাঁচে নেই, সবার জন্যই আমার স্যালুনের দরজা খোলা। ছোট্ট সংসার আমার, আয়রোজগার যা হয়, তাতে দিব্যি চলে যায়।’

টেইলরের পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো, মুখে দামি সিগার দেখে বোঝা যাচ্ছে, ‘দিব্যি চলে যাবার’ চেয়েও ভাল আছে সে। ন্যাশ অবশ্য সেটা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করল না। ম্যাথু টেইলরের কথাবার্তায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে একটি জিনিস এখন ন্যাশের কাছে পরিষ্কার—ও কে এবং কী কারণে সান সিটিতে এসেছে তা জেনে নিয়েছে। অবশ্য ছোট্ট শহরে কথা ছড়াতে বেশি সময় লাগে না। বোঝা যাচ্ছে, শেরিফ ওর কথামত সবাইকে নবাগত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে।

‘ভালই হয়েছে, এখন আর কেউ আমাকে অপরিচিত কিংবা বহিরাগত মনে করবে না। তবে এখনও নতুন কিছুই জানতে পারলাম না,’ মনে মনে ভাবল ও। বিল মিটিয়ে, খাবারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ন্যাশ স্যালুন থেকে বের হয়ে এল।

প্রথমেই ও গেল টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দেখল বিরক্তিভরা চেহারার অপারেটর বসে আছে। নিউ ইয়র্ক হোক, বা এই ছোট্ট শহর সান সিটি—সবখানেই সরকারি কাজে নিযুক্ত লোকগুলো সবসময় মুখ গোমড়া করে কেন যে বসে থাকে এটা ওর মাথায় ঢোকে না।

‘এক্সকিউজ মি, আমার নামে কি কোনও টেলিগ্রাম এসেছে? আমার নাম কেভিন ন্যাশ।’

অপারেটর ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এইমাত্র বউয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনেছে।

‘কী নাম বললে? কেভিন ন্যাশ, না? হুম... এই যে, একটা টেলিগ্রাম আছে, প্রায় এক সপ্তাহের পুরনো। টেক্সাস থেকে ফিল কলিন্স নামে কেউ পাঠিয়েছিল।’

টেলিগ্রাম পড়ে দেখল ন্যাশ—ফিল জানিয়েছে ওর কাজ শেষ।


বইঘর.কম

দু-একদিনের মধ্যে সান সিটিতে আসার পরিকল্পনা করছে। ফিল কলিন্স ওর মামাতো ভাই। একসঙ্গেই আসবার কথা ছিল, কিন্তু অফিসের কিছু কাজের জন্য ও শেষ মুহূর্তে আটকে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে সেই কাজ শেষ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে সে রওনাও দিয়েছে। তারমানে খুব শীঘ্রি পৌঁছে যাবে।

'থ্যাঙ্ক ইউ! এবার আমাকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। একটা যাবে স্যাক্রামেন্টো, আর অন্যটা নিউ ইয়র্কে।'

'ঠিক আছে, এই কাগজে কোথায় কী মেসেজ পাঠাবে ঠিকানাসহ লিখে দাও। আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কাগজ-কলম নিয়ে ন্যাশ চেয়ারে বসে লিখতে শুরু করল। নিউ ইয়র্ক এর জন্য লিখল:

*'পৌঁছে গেছি। শেরিফ যথেষ্ট আন্তরিক। কাজ শুরু করেছি। মুর এর জন্য অপেক্ষা করছি।'*

ক্যালিফোর্নিয়ার জন্যও প্রায় একই রকম বার্তা লিখে শেষে যোগ করল: *নতুন ম্যাপটা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।*

মেসেজদুটো অপারেটরের হাতে তুলে দিয়ে ন্যাশ বলল, 'নিউইয়র্কের মেসেজটা ইঞ্জিনিয়ার থিওডর জুডাহ-র জন্য। আর স্যাক্রামেন্টোরটা যাবে রেলওয়ে অফিস বরাবর মাইকেল মুর-এর জন্য। ঠিক আছে?'

'বুঝতে পেরেছি।'

'আমি তা হলে এখন যাচ্ছি। কোনও জবাব এলে আমাকে সানশাইন ইনে পাবে। আমি না থাকলে কুপারের কাছে দিয়ে দিয়ো।'

'আচ্ছা, যদি মনে থাকে আর কী,' বিরক্ত সুরে বলল টেলিগ্রাফ অপারেটর।

ইচ্ছে হলো কানের নীচে দু'ঘা বসিয়ে দেয়, লোকটা আস্ত অভদ্র। তবে ইচ্ছেটা বাস্তবে পরিণত করল না ন্যাশ। এখুনি শত্রু তৈরির কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া টেলিগ্রাফ অপারেটরকে

সৌজন্য শেখাবার জন্য সময় পরেও পাওয়া যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এদের ধরনটাই এমন যা বদলাতে হলে নিউ ইয়র্ক থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিটা শহরের সব অপারেটরের কানের নীচে মারতে হবে! তারচেয়ে আপাতত চেপে যাওয়াই ভাল। তাই মৃদু হেসে বিল দেবার জন্য টাকা বের করল ও।

## পাঁচ

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বের হতেই ন্যাশ দেখল রাস্তার উপর তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিক্ততা অনুভব করল ও—মনে হচ্ছে শত্রু তৈরি করতেই হবে এবার। এক দেখাতেই বুঝতে পারছে, লোকগুলো ঝামেলা পাকাবার মুডে আছে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত দর্শন লোকটা বলে উঠল, 'তুমি কেভিন ন্যাশ?'

'কে জানতে চাইছে?'

'আমি হেনরি ওয়াকার, এইচএম র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। আমাদের বস হ্যারি মার্টিন তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।'

খুব কষ্ট করে মেজাজটা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত গলায় ন্যাশ বলল, 'আজ আমার অন্য প্ল্যান আছে, কাল তোমাদের ওদিকে যাব। তখন না হয় তোমার বসের সঙ্গে...'

'কাল নয়, আজই!' বাধা দিয়ে বলল ফোরম্যান। 'বস যখন বলেছে দেখা করতে, আজ এবং এক্ষুনি যেতে হবে। বুঝেছ?'


বইঘর.কম

কথাটা বলে গায়ে চাপানো ওভারকোট হালকা করে ফাঁকা করল। দেখা গেল, ওর কোমরের ডান পাশে পিস্তল ঝুলছে। উরুতে এক জোড়া পিস্তল ন্যাশও ঝুলিয়েছে, কিন্তু তাতে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সংখ্যায় ওরা ভারী।

কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ। 'এমন নাছোড়বান্দা মেজবানকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ঠিক আছে, চলো।'

বিজয়ীর হাসি হাসল হেনরি। দুই সাগরেদের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। 'কী, বলেছিলাম না?'

মুহূর্তের জন্য মনোযোগ ঘুরে গেল তার, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল ন্যাশ। টের পেয়ে হেনরি আবার মুখ ঘোরাতেই ধাম করে তার মুখে একটা ঘুসি বসাল, প্রায় উড়ে গিয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ল ফোরম্যান। জ্ঞান হারাল। ধুলোর মধ্যে ওর অচেতন দেহটা দেখে দুই সাগরেদ প্রায় জমে গেল। হতচকিত ভাব কাটতেই পিস্তল বের করতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে ন্যাশের পিস্তলদুটো ওদের বুক বরাবর স্থির হয়ে গেছে।

'বীরত্ব দেখাতে চাইলে পিস্তলে হাত দিতে পারো,' বলল ও। 'এসব ব্যাপারে আমি খুব উদার, কিছু মনে করব না।'

তাড়াতাড়ি হাত তুলল দুই সাগরেদ। মরবার খায়েশ নেই। ওদের একজন দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'কী বিপদে পড়তে যাচ্ছ, তুমি জানো না, মিস্টার। তোমার কপালে খারাবি আছে।'

'তোমাদের ফোরম্যান মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর তোমরা দুজন আমার পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে। বিপদে তো বরং তোমরাই আছ হে।'

আর কিছু বলল না ওরা, শুধু খেপা ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। ঘাড় ফিরিয়ে টেলিগ্রাফ অপারেটরের দিকে তাকাল ন্যাশ, সে-ও চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পুরো ঘটনাই চাক্ষুষ করেছে। ন্যাশ ওর উদ্দেশে বলল, 'টেলিগ্রামদুটো পাঁচ মিনিট পরেও করতে পারবে। এখন গিয়ে

শেরিফকে ডেকে নিয়ে এসো।'

পড়িমরি করে ছুট লাগাল অপারেটর। আর অবহেলা করছে না ন্যাশকে। বরং তার চেহারায় ফুটে উঠেছে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব, সেই সঙ্গে ওর প্রতি এক রকমের শ্রদ্ধা! ক্ষণিকের ব্যবধানে এই আমূল পরিবর্তন লক্ষ করে মনে মনে না হেসে পারল না ন্যাশ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেরিফ হাজির হলো।

'কী হয়েছে এখানে?'

দাঁত বের করে ন্যাশ বলল, 'সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। ওরা আমাকে দাওয়াতে নিয়ে যেতে চাইছিল, আর আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না। সান সিটির সবাই-ই কি এরকম অতিথিপরায়ণ নাকি?'

'তোমাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।' পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কমন প্রশ্ন না পেলে ছাত্রদের যেমন অসহায় লাগে, ঠিক তেমনি অসহায় ভঙ্গি করল শেরিফ। তিন বন্দিকে হাজতে ঢুকিয়ে ন্যাশের মুখোমুখি এসে বসেছে সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর বলেছে কথাটা।

'না বোঝাবুঝির তো কিছু দেখছি না,' ন্যাশ বলল। 'আমি নির্বিবাদী মানুষ। একটা কাজে এখানে এসেছি, চুপচাপ কাজ শেষ করে চলে যাব। কিন্তু কেউ যদি আমাকে ঘাটায়, তাকে ছেড়ে দেবার মত সহ্যশক্তি বা মহানুভবতা আমার মধ্যে নেই।'

'কিন্তু ডাবল অ্যারো বা এইচএম র‍্যাঞ্চের লোকদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সদ্ভাব বজায় রাখা তোমার নিজের জন্যই জরুরি। এখানে ওরাই আইন। আমি নিজের অসহায়ত্ব বা কাপুরুষতা প্রকাশ করছি না, তবে এটাই সত্যি।'

'আরে দূর! তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। আমি কারও সঙ্গেই ঝামেলায় জড়াচ্ছি না। বরং দেখবে দু-চারদিনের মধ্যে সবার মন জয় করে নিয়েছি।'

'তোমার হেঁয়ালিপনা আমাকে ঠিক আশ্বস্ত করতে পারছে না, ন্যাশ। যাক গে... আমার কী? তুমি যদি যেচে পরে ঝামেলায় জড়াও, আমি আর কী-ই বা করতে পারি! যা হোক, ওয়াকারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে চাও?'

'নাহ্। ওয়াকারের মত লোকদের আমার ভাল করেই চেনা আছে—শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ওকে নিয়ে আমি কোনও চিন্তা করছি না। তা ছাড়া, শীঘ্রি ওর বসের সঙ্গে আলাপ করতে যাব। তখন সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যাবে।'

ন্যাশের হাসিমুখ দেখে শেরিফকে খুব একটা প্রসন্ন মনে হলো না। বরং তার মুখের ছায়াটা গাঢ় হলো আরও। সেটা অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল ন্যাশ।

'শেরিফ, তোমাকে পুরনো একটা ফাইলের ব্যাপারে বলেছিলাম। মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আজ থেকে ঠিক ১৫ বছর আগেকার এক সংঘর্ষে এখানকার বেশ কয়েকজন র‍্যাঞ্চার মারা গিয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন মারা গিয়েছিল সপরিবারে। আমি ওই সময়কার ফাইলটা একটু দেখতে চাই। সে-সময় এখানকার শেরিফ ছিল আর্থার নামের এক ভদ্রলোক। তোমরা তো সাধারণত এ-রকম ঘটনার পর তদন্ত করো... রিপোর্ট তৈরি করো... আমি সেই রিপোর্টগুলো দেখতে চাই। অবশ্য... তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে তা হলে।'

'আপত্তির তো কিছু দেখছি না। আগে আমি খুঁজে দেখি, পেলেই তোমাকে জানাব।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ভাল কথা, আমি জানি তুমি আমার ভালর জন্যই আমাকে নিয়ে চিন্তা করছ, সেটার জন্যও ধন্যবাদ। বন্ধু বা শত্রু চিনতে কখনও দেরি হয় না আমার। সুতরাং চিন্তা কোরো না।'

চিন্তার তো সুইচ নেই যে ইচ্ছেমত অফ-অন করা যায়! রুক্ষ

স্বভাবের যুবকটির জন্য শুধু চিন্তা নয়, রীতিমত দুশ্চিন্তা হচ্ছে শেরিফের।

## ছয়

'আজ আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই, বরং শহরের মধ্যে ঢুঁ মারা যাক' ভাবল ন্যাশ। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে এক নজর দেখে নিয়ে শহরের মাঝ বরাবর রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল। প্রথমে উদ্দেশ্যহীনভাবে শুরু করলেও কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে মনে একটা লক্ষ্য স্থির করে ফেলল। একজনকে খুঁজে বের করবে।

পশ্চিমে 'একজনকে খুঁজছি' সরাসরি কাউকে বলায় অনেক ঝামেলা আছে। কেননা এর মানে হচ্ছে খুন করার জন্য খোঁজা। সে-কারণে যাকে খুঁজছে তার খোঁজ বের করা একটু কঠিন হয়ে গেল। অবশেষে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করবার পর লোকটার হদিস পেল। ডার্টি মরিস, শহরের আণ্ডারটেকার।

শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে ভাঙাচোরা এক বাসার সামনে এসে উপস্থিত হলো ও। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বন্ধ দরজায় টোকা দিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় জোরে ধাক্কা দিতেই পাল্লা খুলে গেল। উজ্জ্বল আলো থেকে অন্ধকারে ঢোকায় প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কয়েক মুহূর্ত চোখ পিট পিট করতেই সয়ে এল আঁধার; দেখল, রুমের ভিতরটা ভাঙা আসবাবপত্র, কাঠের টুকরো, কয়েকটা আস্ত


বইঘর.কম

কফিন—এ-সব হাবিজাবি দিয়ে ভরা। এক কোনায় মেঝের উপর থাকা একটি কফিনের উপর কম্বল রেখে একজন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। পাশে বেশ কয়েকটি হুইস্কির খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গেল 'ভদ্রলোকের' এখনও সকালই হয়নি।

'মরিস, ওঠো!' কফিনে লাথি মেরে ন্যাশ ডাকল তাকে।

'ওহ্ গড! আমাকে নরকে দিয়ো না,' বলে ডার্টি মরিস হাউমাউ করে উঠল—ঘুম আর নেশার ঘোরে প্রলাপ বকছে সে।

কলার ধরে এক ঝটকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিল ন্যাশ। গালে হালকা একটা চড় দিতেই হুঁশ ফিরল জনাবের।

'তোমার নরকে যাবার এখনও কিছুটা দেরি আছে, মরিস,' বলল ন্যাশ।

চোখ রগড়ে ওর দিকে ভাল করে চাইল মরিস।

'কে তুমি?'

'আমি ন্যাশ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি।'

'ন্যাশ... ন্যাশ... ওহ্ মনে পড়েছে! তুমি শহরে নতুন এসেছ, তাই না? তা আমার সঙ্গে কী কথা তোমার?'

'তোমার মুখ দিয়ে যেভাবে গন্ধ বের হচ্ছে, তাতেই প্রথম কথা হলো—জলদি হাত-মুখ ধুয়ে নাও।'

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমাকে নাক...' বলতেই ন্যাশ ওর কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এল। এরপর বাড়ির সামনে থাকা বিশাল বালতি-সদৃশ পানির পাত্রটার মধ্যে ওর মাথাটা চুবিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার সময় দিয়ে ন্যাশ ওর কলার ছেড়ে দিল।

'তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!' হুঙ্কার ছাড়ল ছোটখাট শরীরের ডার্টি মরিস ওর চেয়ে দেড়গুণ বড় ন্যাশকে লক্ষ্য করে। কথাটা শুনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুজন তরুণী খিলখিল করে হেসে উঠল। ওদের দিকে তাকিয়ে ন্যাশ হ্যাটের কার্নিশ স্পর্শ করে অভিবাদন জানাল। মেয়েদুটোর গালে হালকা রক্তিম আভা দেখা

দিয়েই মিলিয়ে গেল। হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা।

'দুঃখিত, মরিস,' নরম গলায় বলল ন্যাশ। 'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য এরচেয়ে সহজ কিছু আমার মাথায় আসেনি। চলো, তোমাকে নাস্তা করাই। মাই ট্রিট, ওকে?'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে ফোকলা দাঁত বের করে হাসল মরিস। 'যাও, তোমাকে মাফ করে দিলাম। তা ছাড়া তোমার সাইজের কফিন বানাতে আমারই কষ্ট হবে।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে ন্যাশ ডার্টি মরিসকে নিয়ে ম্যাথু টেইলরের স্যালুন এর দিকে রওনা হলো।

'সকালে সাধারণত আমি কিছু খাই না,' তিন জনের পরিমাণ নাস্তা সাবাড় করে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মরিস জানাল।

'সেটা তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে,' মুচকি হাসল ন্যাশ।

'হুম। বলো কী জানতে চাও। তবে একটা কথা আগেই বলে রাখি—বিশ বছর ধরে সান সিটিতে থাকলেও এখানকার বেশিরভাগ জিনিসই আমার অজান্তে হয়। মানে... আমিই অত খোঁজখবর নিতে যাই না। তা ছাড়া আমার পেশার সঙ্গে হুইস্কির খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যত বেশি হুইস্কি, তত কম স্মৃতি... অকুপেশনাল হ্যাজার্ডও কম।'

'আমি জানতে চাইছি প্রায় পনেরো বছর আগেকার এক ঘটনা। রেঞ্জ-ওয়ারে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল। ওদের মধ্যে এক পরিবারের দশ-এগারো বছরের ছোট্ট একটি ছেলে বাদে সবাই মারা পড়েছিল। মনে পড়ে?'

'পনেরো বছর, না?' মাথা চুলকাল মরিস। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে! সে এক কঠিন সময় গেছে... এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে দশ-বারোজনকে কবর দিতে হয়েছিল। তখন শেরিফ ছিল আর্থার, বড় ভাল মানুষ ছিল। আর্থার অবশ্য নরম স্বভাবের ছিল, তবে ফ্যামিলি-ম্যানরা তো একটু নরমই হয়। নিজের খেয়াল রাখা,

পরিবারের দিকে...'

'থামো, মরিস। আর্থার সম্পর্কে জানতে চাইছি না।' বাধা দিল ন্যাশ। 'ওই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বলো।'

'আমার আসলে অত কিছু মনে নেই। গরু চুরির অভিযোগ তুলে ক্রিস এভার্ট আর হ্যারি মার্টিন সদলবলে আশপাশের ছোট র‍্যাঞ্চে হানা দিয়েছিল। এক পর্যায়ে গোলাগুলি হয়, তাতে অনেকে মারা যায়।'

'ব্যস, এত সহজ? কোনও তদন্ত হয়নি?'

'আর্থার তদন্ত করেছিল। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বেশিদূর এগোতে পারেনি। তবে আর্থার মনে হয় কিছু জানতে পেরেছিল।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'একদিন মাতাল অবস্থায় আর্থারকে ক্রিস এভার্ট এর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখেছিলাম।'

'ক্রিস এভার্ট? মানে ডাবল অ্যারোর মালিক?'

'হ্যাঁ। ও নাকি কী সব প্রমাণ পেয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালে শুনলাম কোনও প্রমাণ-ট্রমাণ কিছুই নেই। এর এক সপ্তাহ পরেই আর্থার পরিবারসহ শহর ছেড়ে চলে যায়...'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য অবাক হইনি। হুইস্কি পেটে পড়লে অমন অনেক কথাই মুখ দিয়ে বের হয়, যার কোনও ভরসা নেই।' ন্যাশকে ভ্রূকুটি করতে দেখে মরিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'খোদার কসম, যা বলছি সব সত্যি! আমার পেটে এখন এক ফোঁটাও হুইস্কি নেই।'

'হুম। বিশ্বাস করলাম। তা ছাড়া বিশ্বাস না করেই বা উপায় কী! সত্য-মিথ্যা তো আর যাচাই করতে পাচ্ছি না।'

'একটা উপায় অবশ্য আছে...'

'কী উপায়?'

'আর্থারকেই জিজ্ঞেস করতে পারো।'

'কীভাবে? ও না শহর ছেড়ে চলে গেছে?'

'শহর ছেড়ে গেলেও খুব বেশিদূর যায়নি।' একটু সামনে ঝুঁকল মরিস। নিচু স্বরে বলল, 'শুনেছি ও নাকি এখন কারসন সিটিতে আছে, বছর কয়েক বছর আগেও ওখানে ওকে দেখা গেছে।'

'ভাল খবর। কারসন সিটিতে কীভাবে যেতে হয়?'

'খুব সহজ। সান সিটি থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে যেতে হবে তোমাকে। হ্যারি মার্টিনের র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে পনেরো মাইল যাবার পর গোল্ড ডাস্ট রিভার। ওখান থেকে কারসন সিটি আরও সত্তর মাইলের মত। আমি তোমাকে একটি ম্যাপ এঁকে দিচ্ছি, সেটা দেখে সহজেই যেতে পারবে। শুনেছি শহরটা অনেক সুন্দর, বড় এবং জমজমাট ওখানকার মেয়েগুলোও নাকি ভয়ানক সুন্দরী। বয়সটা আর বছরদশেক কম হলে তোমার সঙ্গে যেতাম, বহুদিনের শখ আমার ওখানে যাবার। কিন্তু...'

'ওর চেয়েও ভাল অফার দিচ্ছি। জুলাই মাসেই তোমাকে ক্রিসমাস গিফট দেব ভাবছি—দুই বোতল হুইস্কি!'

'মেরি জুলাই ক্রিসমাস!'

# সাত

ভোরের আলো ফোটার আগেই বের হয়ে পড়ল ন্যাশ। শেরিফকে কারসন সিটির কথা না বলে ভূমি জরিপের কথা বলেছে ও।



বইঘর.কম
রক্ষক

কারও মনে অযাচিত কৌতূহল উদ্রেক আপাতত না করাই ভাল। দুদিন চলার মত খাবার সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছে—আশা করছে নদীর তীরবর্তী এলাকা হবার কারণে শিকার বা মাছের অভাব হবে না।

দুলকি চালে শহর থেকে বের হয়েই গতি বাড়াবার জন্য ঘোড়াকে নির্দেশ দিল। ঘোড়াটাও কয়েকদিন পর ছুটতে পেরে আনন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। খুরের আঘাতে ট্রেইল থেকে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটতে থাকল প্রাণপণে।

কয়েক মাইল নির্জন এলাকা পার হবার পর প্রাণের অস্তিত্ব দেখা গেল। বুঝতে পারল হ্যারি মার্টিনের র‍্যাঞ্চের সীমানায় পৌঁছে গেছে। দূরে অনেকগুলো হৃষ্টপুষ্ট গরু চরে বেড়াচ্ছে। গত কিছুদিন থেকে বৃষ্টি হবার কারণে পুরো এলাকা সবুজ ঘাসে ছেয়ে গেছে। গরুগুলোও তাই মনের আনন্দে ঘাস খেতে পারছে। গরুর পরিমাণ এবং স্বাস্থ্য দেখে ন্যাশ বুঝতে পারল, খুব শীঘ্রি ওগুলো বিক্রি করা হবে। ন্যাশ কিছুদিন কাউহ্যাণ্ডের কাজ করেছে, র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে তাই ওর ভালই জ্ঞান আছে।

প্রথমে একবার ভাবল হেনরি ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করবে কি না। পরে সে চিন্তা বাদ দিল। কারসন সিটি থেকে ফেরার পথে আলাপ করা যাবে। তা ছাড়া এখন দেখা করলে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে... এমনতরো অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কারসন সিটিতে গিয়ে রেঞ্জ-ওয়ারের সময়ে ওর ভূমিকা কী ছিল সেটা আগে জেনে নিতে পারলে ওর সঙ্গে আলাপ করা সহজ হবে।

সাবধানে র‍্যাঞ্চ এলাকা পাশ কাটিয়ে পথ চলতে থাকল ও। ধীরে ধীরে বড় গাছের সংখ্যা বাড়তে দেখে বুঝতে পারল নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। ট্রেইল ধরে এগোতে থাকল ওর ঘোড়া। হঠাৎ একটা ছোট বাঁক ঘুরতেই নদীর দেখা পেল। খুব বেশি প্রশস্ত না হলেও মোটামুটি জোরেই স্রোত বইছে। বেশ কিছুক্ষণ

পথ চলার কারণে ঘোড়াটাকে পানি খাবার ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো। ও বাধা দিল না। ঘোড়া থেকে নেমে নিজেও পানি খেল, ক্যান্টিন ভরে নিল, ঘোড়াটাকেও পানি খাবার সুযোগ দিল। সম্ভবত আশপাশের কোনও পাহাড়ি ঝরনা থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে। পানি একেবারে স্বচ্ছ, তলার বালি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বালির রঙ কিছুটা হলুদাভ, এ-কারণেই বোধহয় গোল্ড ডাস্ট নাম। পানি বেশ ঠাণ্ডা, পান করতেও বেশ ভাল লাগল। আশপাশের এলাকাটা আরেকবার দেখে নিয়ে ডার্টি মরিসের নির্দেশনা অনুযায়ী আবার পথ চলা শুরু করল ন্যাশ।

নদীর নরম পাড় ধরে চলার কারণে ঘোড়া বেশি জোরে ছুটতে পারছে না। ন্যাশেরও কোনও তাড়া নেই। এ-এলাকায় ইণ্ডিয়ান বা অন্য কোনও বিপদের আশঙ্কাও নেই। তা ছাড়া ঘোড়ায় চলার সময়টুকু ও বেশ উপভোগ করে। ছুটে চলার মত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা খুব কমই আছে। চলতে চলতে নিজের মনে অনেক ভাবনা খেলা করে চলছে। নিজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। সান সিটির কারও এখনও কোনও ধারণা নেই ও কী কারণে এখানে এসেছে। শেরিফকে যদিও বলেছে ভূমি জরিপ করবার কাজ, তবে আসলে এসেছে রেলওয়ের জন্য জরিপের কাজে। শেরিফের কাছ থেকে প্রথমে লুকিয়েছে কেননা শেরিফ কেমন মানুষ নিজে আগে যাচাই করে নিতে চেয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে ব্যাপারটা শেয়ার করা যায়।

গোল্ড-রাশের পর এ অঞ্চলে রেললাইন বসানো জরুরি হয়ে পড়েছে। স্টেজ বা ঘোড়ায় চড়ে যারা আসছে তারা পথে নানা বিপদ-আপদের শিকার হচ্ছে, সময়ও অনেক বেশি লাগছে। জলপথে যারা আসছে তাদেরও সময় কম লাগছে না এবং খরচও বেশি হচ্ছে। এ-কারণে অনেক দিন ধরেই একটি রেলপথের কথা ভাবা হচ্ছে যা আমেরিকার পুব এবং পশ্চিমের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করবে। একে বলা হচ্ছে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড। এই

রেলপথের ধারণা শুরু হয়েছিল আরও আগেই, ১৮৪০-এর দিকে। তবে নানা কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। গোল্ড-রাশের পর সবাই আবার নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা শুরু করে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন ইঞ্জিনিয়ার থিওডর জুডাহ। তিনি নিজে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে জরিপ করেছেন, প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন আদায় করেছেন। কাজ শেষ হলে ওমাহা থেকে নেব্রাস্কা, প্ল্যাটল রিভার, সাউথ পাস দিয়ে রকি মাউনটেইন, ইউটাহ্ এর উত্তর প্রান্ত, তারপর নেভাদা হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে চালু হওয়া অরিগন, মরমন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকটি ট্র্যাকও এর সঙ্গে যুক্ত হবে।

১৮৫৩ সালে বিখ্যাত *গ্যাডসডেন পারচেজ* এর মাধ্যমে আমেরিকা মেক্সিকোর কাছ থেকে ৪৫,৫৩৫ বর্গ মাইল জমি কিনে নেয়। গিলা নদীর দক্ষিণ ও এল পাসো ডেল নর্তে-র পুবের এই বিস্তৃত জমি কেনার ফলে ক্যালিফোর্নিয়া যাবার সম্ভাব্য দক্ষিণ রুটটি মোটামুটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে তখন পর্যন্ত কংগ্রেস রুটের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না বলে পূব থেকে পশ্চিমে যাবার রুটটি ঠিক করা জন্য একদল জরিপকারী পাঠায়। এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাদেশিক সরকার দেরি দেখে নিজেরাই রেললাইন বসাবার কাজ শুরু করে দেয়। ১৮৫৫ সালে পরীক্ষামূলক-ভাবে স্যাক্রামেন্টো থেকে পূব দিকে ফলসম এবং প্ল্যাসার পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। ১৮৫৬ সালে সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

ন্যাশ জানে, খুব শীঘ্রি থিওডর জুডাহ্র নেতৃত্বে সেন্ট্রাল প্যাসিফিক রেলরোড কর্পোরেশন চালু হতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে থাকবে প্রেসিডেন্ট লেল্যাণ্ড স্ট্যানফোর্ড, ভাইস প্রেসিডেন্ট হান্টিংটন, ট্রেজারার মার্ক হপকিন্স এবং শ্রমিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ চার্লস ক্রোকেন। আড়ালে এদেরকে 'বিগ ফোর' নামেও ডাকা

হয়ে থাকে। তবে আশঙ্কার কথা হচ্ছে দাসপ্রথা ও অন্যান্য কিছু ইস্যু নিয়ে দেশে যে-মতবিরোধ ও রেষারেষি চলছে তা গৃহযুদ্ধে রূপ নিতে পারে। সেটা হলে দেশের পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাবে তা বলা মুশকিল। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে ট্রান্স-কণ্টিনেণ্টাল রেলরোডের বাস্তবায়নে দেরি হবে না। ওদের কাজ, এই এলাকায় নতুন করে রেললাইন বসাতে হবে, নাকি বর্তমান লাইন দিয়েই কাজ চালানো যাবে—তার উপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া। মূলত মাইকেল মুর ও তার দল যাবতীয় কাজ করবে, ও সঙ্গে থাকবে ইঞ্জিনিয়ার জুডাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে।

তবে রেল এর জন্য জরিপও ন্যাশের সান সিটিতে আসার মূল কারণ নয়। ওর মামা-মামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়াটাই মূল কারণ। এখনও মনে আছে যে-দিন প্রথম ফিল ওদের বাসায় এসেছিল সেদিনের কথা। মা যখন ওকে নিয়ে বাসায় ঢুকলেন তখন ও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ছোট্ট মনে যে-আঘাত পেয়েছিল সেটা সেরে উঠতে ওর অনেক দিন লেগেছিল। ন্যাশ ওর চেয়ে তিন বছরের বড় হবার কারণে সবসময় ছোট ভাই এর মত আগলে রাখত। পনেরো বছর বয়স থেকে যখন পিস্তল চালানো শুরু করে, তখন থেকেই ফিল বলত একদিন ওর বাবা-মায়ের হত্যার বদলা ও নেবে। এরপর ধীরে ধীরে সেটা দৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হয়। প্রথম দিকে ন্যাশ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। নিবৃত্ত করা যাবে না দেখে একসময় নিজেও ওর সঙ্গে যোগ দেয়। গত দুই বছর ধরে ওরা নানা গবেষণা-আলোচনা করে অবশেষে নিখুঁত একটি পরিকল্পনা দাঁড় করিয়েছে। ন্যাশ রেল-বিভাগে চাকরি করার কারণে ওদের পরিকল্পনায় ট্রান্স-কণ্টিনেণ্টাল রেলরোডের বড় একটি ভূমিকা আছে।

দিনের আলো দ্রুত কমে আসছে দেখে রাতটা পথেই কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশ। সেই দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়েছিল, খুব ক্লান্ত লাগছে। ওর হিসেব অনুযায়ী


বইঘর.কম

কারসন সিটি আর খুব বেশি দূরে নয়। আগামীকাল ভোরে রওনা দিলে কারসন সিটিতে গিয়ে ভরপেট নাস্তা করতে পারবে বলে আশা করছে। কোনও কাজে তাড়াহুড়া করা ওর স্বভাবে নেই, ফিল অবশ্য একটু ছটফটে। ন্যাশ ওর কাছ থেকে কথা আদায় করেছে যে, বদলার নামে কোনও ঠাণ্ডা মাথার খুন করা চলবে না। কেননা ফিল নিজে এখন আইনের একজন রক্ষক—ইউ. এস. মার্শাল! ওরা যে-পরিকল্পনা করেছে, সে-অনুযায়ী সবকিছু এগোলে একবারে হত্যা করার চেয়েও অনেক ভাল প্রতিশোধ নেয়া যাবে। ওদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র চমক। এখনও কেউই জানে না ওদের আসল পরিচয়। ফিলকেও কেউ চিনতে পারবে না, কেননা ও নামের শেষ অংশ বহু আগেই বদলে ফেলেছে। সুতরাং তাড়াহুড়া না করে কিছুটা অপেক্ষা করতে ন্যাশের কোনও আপত্তি নেই। ফিলও তা বুঝবে বলে আশা করছে ও, কারণ প্রতিশোধ যত ঠাণ্ডা হয়, তত মিঠে হয়।

## আট

কারসন সিটি।

সকালে যাত্রা শুরু করতে একটু দেরি হবার কারণে ন্যাশের পৌঁছুতে প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। স্থানীয় একটা হোটেলে উঠে গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নিল। এরপর যখন বের হলো, তখন প্রায় বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। মরিস ঠিকই বলেছিল—কারসন সিটি আসলেই অনেক বড় এবং

জমজমাট। তবে একটা ব্যাপার মরিস সম্ভবত জানে না... কারসন সিটি ক্যালিফোর্নিয়া নয়, বরং নেভাদার মধ্যে অবস্থিত। কারসন সিটি সম্পর্কে ওর যত জ্ঞান তার সবই লোকমুখে শোনা এবং কাগজে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেন্ট্রাল প্যাসিফিক রেলরোডের প্ল্যানে এই শহর বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ওদের প্ল্যান অনুযায়ী এখানে বড় একটা রেল জংশন হবার কথা। সেটা হলে শহরটা যে আরও বড় এবং জনবহুল হয়ে উঠবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শনিবার হবার কারণে বিকেল থেকেই শহরটা মানুষে একেবারে গমগম করছে। এত মানুষের ভিড়ে এরিক আর্থারকে কীভাবে খুঁজে বের করবে ভেবে কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল। ঠিক করল প্রতিটা স্যালুন ঘুরে দেখবে। পশ্চিমের কোনও শহরের কাউকে খোঁজার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে স্যালুনগুলো। বারটেণ্ডাররা হচ্ছে যে-কোনও তথ্যের জন্য সবচেয়ে ভাল উৎস।

প্রথম তিনটে স্যালুনে খোঁজ নিয়ে আর্থারের ব্যাপারে কোনও হদিস না পেয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ল ও। চার নম্বরে স্যালুনে ঢুকে সোজা বারটেণ্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হুইস্কি নিয়ে আয়েশ করে বসে চুমুক দিয়ে চারদিক এক নজর দেখে নিল। স্যালুনভর্তি মানুষ। কাউহ্যাণ্ড, জুয়াড়ি, খনি শ্রমিক ছাড়াও সম্ভ্রান্ত চেহারার অনেককে দেখতে পেল। বড় বড় কয়েক চুমুকে হুইস্কি শেষ করে বারটেণ্ডারকে জিজ্ঞেস করল, 'এরিক আর্থার নামে কাউকে চেনো?'

'কেন, তোমার কেউ হয় নাকি?' ভুরু কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন করল বারটেণ্ডার।

'বন্ধুর বন্ধু,' সংক্ষেপে বলল ন্যাশ।

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুলে কাকে যেন ডাকল বারটেণ্ডার, 'চেকভ, এখানে এসো তো। আর্থারের একজন বন্ধু পাওয়া গেছে।'

প্রায় সাত ফুট লম্বা এক বিশালদেহী রাশান এগিয়ে এল

বারের দিকে। ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'বস, আমাকে ডেকেছ?'

'চেকভ নামে আর কেউ আছে এখানে?'

'আমি তো সবাইকে চিনি না, বস।'

'আরে, গাধা! তোমাকেই ডেকেছি! ব্যাটা উজবুক!'

'সরি, বস।'

ন্যাশের দিকে ফিরল বারটেণ্ডার। 'এবার বলো, মিস্টার, এরিক আর্থার তোমার কেমন বন্ধু? মানে, বন্ধুর জন্য কিছু টাকাপয়সা খরচ করতে পারবে তো?'

'তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'এরিক আর্থার বাকিতে খেয়ে খেয়ে আমাদের স্যালুন খালি করে ফেলেছে। আজ টাকা না দিলে ওকে ঝুলিয়ে রাখব বলেছিলাম, তাও পাওনা মিটিয়ে দেয়নি। আর সেজন্যেই...' চোখের ইশারায় স্যালুনের এক প্রান্তে ইশারা করল বারটেণ্ডার। ওদিকে মুখ ঘোরাতেই দেয়াল থেকে লটকে থাকা একজন মানুষকে দেখতে পেল ন্যাশ। মেঝে থেকে প্রায় ন'ফুট উঁচু, দেয়ালে আটকানো একজোড়া বাইসনের শিং থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। কাজটা নিঃসন্দেহে চেকভ নামের দৈত্যটার। নইলে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষকে অত উপরে তোলা সাধারণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্রুত ঝুলন্ত লোকটাকে দেখে নিল ন্যাশ। মাঝবয়েসী, মাথায় কালোর চেয়ে সাদা চুলের সংখ্যা বেশি। বয়স এবং বর্ণণা এরিক আর্থারের সঙ্গে মেলে।

ন্যাশ বলল, 'পয়সা দেবার আগে শিয়োর হয়ে নিতে চাই, যাকে খুঁজছি ও আসলেই সে কি না।'

'তোমার যা মর্জি। হারামজাদা আজকেও বাকিতে হুইস্কি খেয়েছে, বলেছিল সব টাকা একবারে শোধ করবে।'

'আপাতত মুখটা বন্ধ করে রাখো, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেলে তোমার কথায় আমি হয়তো অপমানিত বোধ করব।'

ইশারাটা ধরতে পেরে বারটেণ্ডার চুপ করে গেল।

উঠে গিয়ে ঝুলন্ত মানুষটার পায়ের কাছে গেল ন্যাশ। মাথার হ্যাট খুলে ওর গায়ে হালকা বাড়ি দিতেই গোঙানি শোনা গেল। বোঝা গেল, লোকটা সজাগ আছে, তবে অনেকক্ষণ ঝুলে থেকে ভয়ে একেবারে কাহিল।

'আপনার নাম এরিক আর্থার?'

প্রশ্ন শুনে লোকটা চোখ মেলে তাকাল। 'হ্যাঁ,' কিছুটা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললেন তিনি।

'স্ত্রীর নাম রিটা এবং মেয়ের নাম র‍্যাচেল?'

'হ্যাঁ... কিন্তু কে তুমি?' কথা শোনা বোঝা গেলে হুইস্কির নেশা কিছুটা হলেও কেটে গেছে আর্থারের। 'দোহাই লাগে, আমার মেয়ের কোনও ক্ষতি কোরো না। বিশ্বাস করো, আমি সব টাকা শোধ করে দেব...'

'শান্ত হোন। আমি আপনার বা আপনার পরিবারের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। এসেছি স্রেফ কিছু তথ্য জানতে। তবে তার আগে নিশ্চিত হতে চাই, আপনিই কি এরিক আর্থার... সান সিটির প্রাক্তন শেরিফ?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই এরিক আর্থার। কিন্তু... তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।'

'পরিচয় দিই... আমার নাম কেভিন ন্যাশ। আর আমাকে আপনি এখনও চেনেন না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ-মুহূর্তে আমিই আপনার বেস্ট ফ্রেণ্ড।'

'বেস্ট ফ্রেণ্ড? চলো, তা হলে এক রাউণ্ড ড্রিঙ্ক হয়ে যাক...' বিড়বিড় করে আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন আর্থার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ন্যাশ। তারপর ফিরল চেকভের দিকে।

'নামাও ওঁকে।'

আর্থারকে মুক্ত করতে একশো পঁচিশ ডলার খরচ হয়ে গেল ন্যাশের। বুঝতে পারছে বারটেণ্ডার শয়তানি করেছে, কিন্তু কিছু করার নেই। ও যদি পাঁচশো ডলারও চাইত, তা-ই মেনে নিতে হতো। এ-মুহূর্তে কোনও ঝামেলায় জড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

আর্থারের এক হাত নিজের কাঁধে নিয়ে ওকে হাঁটতে সাহায্য করল ন্যাশ। আর্থারের নির্দেশনা অনুযায়ী দশ মিনিট হেঁটে একটা ছোট্ট বাসার সামনে উপস্থিত হলো ওরা। দরজায় নক করতেই একজন বয়স্ক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ন্যাশ ধারণা করল, ইনিই রিটা। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও বোঝা যায়, এক সময় যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, ভদ্রমহিলার চোখেমুখে মাতৃসুলভ ভাব প্রবল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল ন্যাশের। দু'বছর হলো মা মারা গেছেন। বুকের মধ্যে একটু কষ্ট অনুভব করল ও। তবে মুখে তার কোনও ছাপ পড়তে দিল না। ওদেরকে দেখেই ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করে উঠলেন,

'এ কী, আর্থার, কী হয়েছে তোমার?'

'ম্যাম, একদম চিন্তা করবেন না। উনি ঠিক আছেন। হুইস্কি একটু বেশি খেয়ে ফেলার কারণে...'

'কতবার তোমাকে বলেছি ড্রিঙ্ক করা ছাড়তে... ওসব ছাইপাঁশ খেয়েই...'

'ম্যাম, আমার মনে হয় না উনি কিছু বুঝতে পারছেন। আগে চলুন ওকে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

দুজনে ধরাধরি করে আর্থারকে খাটে শুইয়ে দিল। বেচারা একেবারে কাহিল হয়ে গেছেন। হুইস্কির নেশার সঙ্গে ভয় মিলে নার্ভাস ব্রেকডাউনের মত অবস্থা। তারপরও দুর্বল কণ্ঠে রিটাকে বললেন, 'সুইটহার্ট, এই ইয়াং ম্যান আজ আমার জীবন বাঁচিয়েছে। ওর ঠিক মত যত্ন নাও। ইউ নো হোয়াট, আমি নিজেই ওকে আজকে সাপার...' বলতে বলতে আর্থার ঘুমিয়ে

পড়লেন।

মুচকি হেসে ন্যাশ রিটাকে বলল, 'ম্যাম, উনি এখন বিশ্রাম নিন। আমি কাল সকালে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'তুমি কে, বাবা? জীবন বাঁচাবার কথা ও কী বলল?'

'ওসব কিছুই না। হুইস্কি পেটে থাকলে ওরকম অনেকেই অনেক কিছু বলে...' মরিসের বলা সেই উক্তিটা ঝেড়ে দিল ন্যাশ।

'তোমার নাম কী?'

'আমি কেভিন ন্যাশ, রেল বিভাগে কাজ করি। এই এলাকায় একটা কাজে এসেছিলাম। এক বন্ধুর অনুরোধে মি. আর্থারের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলাম। এখন তো আর কথা বলার মত অবস্থা নেই, কাল সকালে এসে কথা বলব।'

'ঠিক আছে বাবা, গুডনাইট।'

'গুডনাইট, ম্যাম।'

## নয়

পরদিন একটু বেলা করেই আর্থারের বাড়িতে গেল ন্যাশ। বাড়িটা দিনের আলোয় ভাল করে দেখতে পেল। ছোটখাট হলেও সুন্দর করে সাজানো। সামনে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান, দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়। দরজায় নক করলে খানিক পর দরজা খুলল তরুণী একটি মেয়ে। নিশ্চয়ই র‍্যাচেল। চিনতে অসুবিধে হলো না, মায়ের মতই চেহারা, তবে আরও সুন্দরী। পার্থক্য বলতে... মা এর মধ্যে কমনীয় ভাবটা প্রবল হলেও


বইঘর.কম
রক্ষক

মেয়ের চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে। তবে এ-মুহূর্তে রেগে আছে বলেও সেটা হতে পারে, কেননা নাক-মুখ লাল হয়ে আছে ওর। ওঠানামা করছে বুক।

'কী চাই?' ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল র‍্যাচেল।

'গুড মর্নিং, ম্যাম। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার নাম কেভিন ন্যাশ।'

'ও! তুমিই সেই ত্রাণকর্তা? তো এখন কী জন্য এসেছ? টাকা ফেরত নিতে? কত টাকা লেগেছিল?'

'ম্যাম, তুমি বোধহয় অযথাই রেগে আছ...আমি টাকা চাইতে আসিনি। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অসুবিধে থাকলে বলতে পারো, আমি না হয় পরে আসব।'

এমন সময়ে ওর পেছনে রিটাকে দেখা গেল। ওকে দেখেই হাসি দিয়ে বললেন, 'আরে ন্যাশ, এসো বাবা। তোমার জন্য আর্থার সেই সকাল থেকে বসে আছে।'

ন্যাশ একবার র‍্যাচেলের রুদ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকল। মেয়েটা দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ওর রুমে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে রিটা বিব্রত একটা হাসি দিলেন।

'তুমি র‍্যাচেলের কথায় কিছু মনে কোরো না। ওর বাবাকে খুব ভালবাসে, গতকাল তুমি যাবার পরপরই বাসায় এসে আর্থারের ওই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেয়েছে। অনেকবার বলার পরও আর্থার মদ খাওয়া ছাড়ছে না।'

'না, না, আমি কিছু মনে করিনি।'

'তুমি বসার ঘরে গিয়ে আর্থারের সঙ্গে কথা বলো। আমি কফি নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ।'

ড্রয়িংরুমে ইজি চেয়ারে বসে আর্থার স্থানীয় একটি পত্রিকা পড়ছিলেন। ন্যাশকে দেখে বসতে বললেন। তারপর সিগারেট

ধরিয়ে বড় একটি টান দিলেন। ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বললেন, 'গতকাল রাতের কথা খুব বেশি মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে তুমি আমাকে বিরাট ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছ। আর এখন এসেও মেয়ের কাছ ঝাড়ি খাওয়া থেকে রেহাই দিয়েছ, তাই তোমাকে ডাবল ধন্যবাদ।'

হাসল ন্যাশ। 'ওটা কোনও ব্যাপার না...'

'তুমি আমাকে কী করে চেনো, বলো তো! গতকাল আমার বউ-মেয়ের নাম বলছিলে কীভাবে? আমি যে সান সিটির শেরিফ ছিলাম, তা-ই বা জেনেছ কী করে?'

'আমার মামার নাম কেইন উইলিয়ামস। বছর পনেরো আগে মামা-মামী সান সিটিতে রেঞ্জ-ওয়ারে মারা যান...'

কথাটা শুনে আর্থারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আমতা আমতা করে বললেন, 'তা...তারমানে তুমি ফিল...'

'হ্যাঁ, ফিল আমার মামাত ভাই।'

'কেমন আছে ও?' নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইলেন আর্থার।

'ভাল আছে। ফিল এখন একজন ইউএস মার্শাল।'

'বাহ্, খুব ভাল।'

'মি. আর্থার, আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি ফিলের বাবা-মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে। সে-সময় সান সিটিতে আসলে কী হয়েছিল, একটু বলবেন?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন আর্থার, 'আমার খোঁজ কার কাছ থেকে পেয়েছ?'

'ডার্টি মরিসের কাছ থেকে, আমি গত কয়েকদিন ধরে সান সিটিতে আছি। এতক্ষণে হয়তো ফিলও পৌঁছে গেছে। ভাল কথা, আসার আগে আমি আপনার কেস রিপোর্ট দেখে এসেছি, কিন্তু ওটা পড়ে মনে হলো, যতটুকু জানতেন, তারচেয়ে কমই লিখেছেন। মরিসেরও সঙ্গে কথা বলে ধারণাটা পোক্ত হয়েছে

বইঘর.কম

আরও।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন আর্থার। এরপর বললেন, 'আমার তখন কিছুই করার ছিল না। কোনও প্রমাণই দাঁড় করাতে পারিনি। গোলাগুলি হবার কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় ক্রিস এভার্টের একজন কাউবয় আমার কাছে এসেছিল—কেইন জনসন। মদ খেয়ে একেবারে চুর হয়ে ছিল। ওই অবস্থায় আমাকে ও রেঞ্জ-ওয়ারের নামে ঠাণ্ডা মাথার খুনের কথা জানাল। ক্রিসই নাকি সবখানে আগে গুলি করেছে, কাউকে কথা বলার সুযোগও দেয়নি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও সাক্ষ্য দেবার জন্য তৈরি আছে কি না। জবাবে হ্যাঁ বলেছিল, ও নাকি বিবেকের দংশন সহ্য করতে পারছিল না। পরের দিন আমি ওর লাশ খুঁজে পাই। ছিনতাইকারীর হাতে খুন হয়েছে। অথচ শহরের সবাই জানত কেইনের কাছে কখনোই দু-এক ডলারের বেশি টাকাপয়সা থাকত না।'

'এসবে হ্যারি মার্টিনের ভূমিকা কতখানি?'

'হ্যারিকে আমার কখনোই কেউকেটা টাইপের মনে হয়নি। আমার ধারণা, ক্রিস কোনোভাবে ওকে নিয়ন্ত্রণ করত। অনেকটা খেলনা পুতুলের মত।'

'আপনি শহর ছেড়ে চলে এলেন কেন?'

'কেইন মারা যাবার পর একদিন মাতাল হয়ে আমি ক্রিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করি। কথায় কথায় কেইনের প্রসঙ্গ এসেছিল। ও আমাকে নিজের মুখে গর্ব করে কেইনকে খুন করার কথা জানিয়েছিল। পরের দিন ক্রিস আমার অফিসে এসে শাসিয়ে যায়, বাড়াবাড়ি করলে রিটা আর র‍্যাচেলকে খুন করবে। আমার কাছে কোনও প্রমাণই ছিল না, তাই তোমার মা আসার পর ফিলকে তোমার মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে আমি শহর ছেড়ে চলে আসি। বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে কয়েক বছর হলো কারসন সিটিতে খুঁটি গেড়েছি। ছোট একটি হার্ডওয়্যারের দোকান

দিয়েছি, রিটা সাহায্য করে। র‍্যাচেল স্কুলে বাচ্চাদের পড়ায়। মোটামুটি চলে যাচ্ছে আমাদের দিন।'

'স্যালুনে এত বাকি পড়ল কেন?

'আমি একজন অ্যালকোহলিক। আমাদের সব টাকা-পয়সা রিটা আর র‍্যাচেল দেখে। আমি যাতে মদ খাওয়া কমাই এজন্য ওরা আমাকে খুব কম টাকা দেয়। তাই...'

'মদ খাবার অভ্যাসটা কি সান সিটির ঘটনার পর থেকে শুরু হয়েছে?'

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন আর্থার। তাঁর বিমর্ষ চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ন্যাশ। রিটা কফি দিয়ে গেলেন।

কফিতে চুমুক দিয়ে আর্থার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এতদিন পর এসব নিয়ে খোঁজখবর করছ কেন?'

'প্রয়োজন আছে। শেষ একটা কথা... এই যে, সেই ঘটনার ব্যাপারে আমাকে সব খুলে বললেন, সান সিটির ওরা জানলে সমস্যা হবে না?'

'মনে হয় না,' কাঁধ ঝাঁকালেন আর্থার। 'ওরা ভাল করেই জানে, এতদিন পর আমি আর কিছুই করতে পারব না। তা ছাড়া প্রমাণের অভাবে তখনই কিছু করতে পারিনি, আর এখন এই অ্যালকোহলিক এর কথা কে বিশ্বাস করবে?'

'সেটা অবশ্য ঠিক। ঠিক আছে, আমি এখন উঠব, আমাকে আজই সান সিটি ফিরতে হবে। রিটাকে কফির জন্য ধন্যবাদ জানাবেন। নিজের যত্ন নেবেন। মদ না খেতে আর বলছি না, কারণ খুব শীঘ্রি সান সিটিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যার পর আপনার হয়তো মদ খাওয়ার আর প্রয়োজনই পড়বে না।'

'মানে!'

হতবাক আর্থারকে পেছনে রেখে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল ন্যাশ। দরজার কাছে দেখা হলো রিটার সঙ্গে। তাঁকে বিদায় জানিয়ে অপেক্ষা করল একটু। আশা করছে র‍্যাচেলের সঙ্গে দেখা

বইঘর.কম

হবে, কিন্তু হলো না। অগত্যা বেরিয়ে এল।

এবার হলো দেখা। পোর্চে একটি চেয়ার পেতে বসে আছে র‍্যাচেল। ওকে বের হতে দেখে উঠে দাঁড়াল। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ওকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছি, সেখান থেকে স্কুলে চলে যাব।'

রিটার মৌন সম্মতি দেখে দুজনে হাঁটা শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ হাঁটতে লাগল। মেয়েটার চেহারার কাঠিন্য এখন অনুপস্থিত। বোঝা যাচ্ছে সন্ধির প্রস্তাব দিতে এসেছে। স্কুলে যাবার জন্য হালকা করে সাজগোজ করেছে বলে এখন দেখতে আরও সুন্দর লাগছে।

একসময় র‍্যাচেল আস্তে করে বলল, 'সে-সময়ে দুর্ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত। আসলে বাবার উপর খুব মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল।'

'আমি কিছু মনে করিনি, মিস আর্থার।'

'আমাকে র‍্যাচেল বলে ডাকতে পারো। তুমি কি কোনও কাজে এসেছিলে?'

'আমি রেলওয়ের লোক। নেভাদা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের জরিপ চলছে। আপাতত আমার কাজ সান সিটিতে। এখানে এসেছিলাম তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাকিটা তুমি তোমার বাবার কাছে জানতে পারবে।'

'বাবার অতিরিক্ত মদ্যপান নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত ও বিরক্ত। বয়স হয়েছে, এখন যদি নিজের ভাল না বোঝে...'

'তোমাকে একটি জিনিস আমি জোর দিয়ে বলতে পারি—আর্থার আর মদ খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করবেন না। আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো।'

দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাচেল। কী বুঝল কে জানে, তবে ওর চোখের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবার কারণে ন্যাশ বুঝতে পারল র‍্যাচেল ওর কথা পুরোপুরি আস্থার

সঙ্গে নিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা স্কুলের সামনে চলে এল।

'এটাই আমার স্কুল। বাচ্চারা চলে এসেছে মনে হচ্ছে।'

'আমি তা হলে যাই। আজই সান সিটিতে ফিরে যেতে হবে।'

মেয়েটার চোখে হতাশার একটু ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তা হলে তোমাকে আর দেরি করাব না। পরিচিত হয়ে ভাল লাগল। ভাল কথা, স্যালুনে বাবার কত টাকা বাকি ছিল?'

'একশো পঁচিশ ডলার,' ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল ন্যাশ, টাকার প্রসঙ্গটা না আসলেই খুশি হতো।

'এখন তো আমার কাছে অত টাকা নেই, আপাতত বিশ ডলার ফেরত দিচ্ছি। কথা দাও, বাকি টাকা নিতে শীঘ্রি ফিরে আসবে।'

র‍্যাচেলের চোখের দিকে তাকিয়ে... ওর অনুরোধের ভেতরে আর্তিটা বুঝতে পারে ন্যাশের মুখে জমে ওঠা অন্ধকার ভাবটা কেটে গেল। উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখে হাসি দিয়ে বলল, 'কথা দিচ্ছি, মিস, অবশ্যই আসব।'

হ্যাণ্ডশেক করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল ও। স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক মুহূর্ত দীর্ঘ হলো করমর্দন। এরপর ন্যাশ উলটো ঘুরে হোটেলের দিকে রওনা হলো।

কারসন সিটির রেলওয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ন্যাশের বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। প্যাসিফিক রেলরোডের একটি গ্রুপ এখানে খুব দ্রুত জরিপ এবং অন্যান্য মাপজোকের কাজ করে চলছে। ওদের সঙ্গে আলাপ শেষ করে রওনা দিতে প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল। ঘোড়ার উপর বেশি চাপ না দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রত পথ চলতে থাকল। তবে হঠাৎ করে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবার কারণে সন্ধ্যার পর নদীর পারের এক পরিত্যক্ত কেবিনে অবস্থান নিতে বাধ্য হলো। সঙ্গে খাবার থাকার কারণে

বইঘর.কম

সাপার করতে কোনও সমস্যা হলো না। খাবার না থাকলে এই পরিস্থিতিতে শিকার বা মাছ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত।

সারারাত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আধো জাগা, আধো ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে দিল ও। ভাগ্যিস কেবিনটা পেয়েছিল, তা না হলে এই পরিস্থিতিতে বাইরে রাত কাটানো বেশ কষ্টকর হয়ে যেত। আবহাওয়া ভাল হতে বেশ বেলা হয়ে গেল, মেঘ কেটে গিয়ে রোদ দেখা দিতেই বের হয়ে পড়ল ও। দ্রুত চলার পরও হ্যারি মার্টিনের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি যখন পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। মূল ট্রেইল ছেড়ে ধীরে ধীরে র‍্যাঞ্চের দিকে চলতে থাকল ও। র‍্যাঞ্চ হাউসে অনেকগুলো আলো জ্বলতে দেখা গেল। ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে এগোতে থাকল ন্যাশ। মাঝারি আকারের একটি ঝোপ দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বোঝার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে কতজন আছে র‍্যাঞ্চহাউসে। হুট করে হাজির হয়ে ওদেরকে চমকে দিতে চায় না। হঠাৎ পেছনে কোথাও মট করে ডাল ভাঙার শব্দ হলো।

লাফ দিয়ে পাশের এক ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়ল ন্যাশ, ইতিমধ্যে রিফ্লেক্স অনুযায়ী দু'হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। কিছুক্ষণ পর একজনের গলা শোনা গেল।

'হ্যালো স্ট্রেঞ্জার! হাতের পিস্তল ফেলে দাও। তিনটা রাইফেল তোমার দিকে তাক হয়ে আছে।'

গলা চিনতে কষ্ট হলো না—হ্যারি মার্টিনের ফোরম্যান, হেনরি ওয়াকার। সেফটি অফ করে পিস্তলদুটো হোলস্টারে ঢোকাল ন্যাশ, দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়াল। রাইফেলের নলের মুখে অবাধ্যতা চলে না। তা ছাড়া ও কোনও ঝামেলা করতে আসেনি।

'বন্ধু ওয়াকার! আমি কেভিন ন্যাশ।' মুখে অনাবিল হাসি ফোটাল ও। 'সেদিনের দাওয়াত আজ কবুল করতে এলাম।'

আয়েশি ভঙ্গিতে রাইফেল কাঁধে নিয়ে ওয়াকার ধীরে ধীরে কাছে এল। অন্ধকার ফুঁড়ে আরও দুজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা

গেল, সেদিনের দুই সাগরেদ। আবছা আলোয় দেখা গেল ওয়াকারের কুৎসিত মুখ।

'বাহ্, বাহ্, কী সৌভাগ্য আমাদের! মহামান্য ন্যাশ আমাদের গরিবখানায়? আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম!'

'নিশ্চয়ই নিজেরটা দেখোনি, ওই মুখ দেখে যার সকাল শুরু হয়, তার কখনও ভাল কিছু...'

কথা শেষ করতে পারল না ন্যাশ। রাইফেলের বাট দিয়ে ওয়াকার ওর পেটে আঘাত করল। ব্যথায় পেট ধরে কুঁজো হয়ে যেতেই মাথায় আবার আঘাত করল। চোখের সামনে দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল ওর।

## দশ

হুঁশ ফিরতে বেশি দেরি হলো না ন্যাশের। নড়াচড়া করতে গিয়ে টের পেল, হাত-পা বাঁধা। নিপুণভাবে বাঁধা হয়েছে, এক চুলও নাড়াতে পারল না। পরিস্থিতি ভাল তো হলোই না, বরং মাথার ব্যথাটা ফিরে আসার কারণে আবার প্রায় অজ্ঞান হবার অবস্থা। ব্যথায় দপ দপ করতে থাকা মাথায় ভেজা ভেজা ভাব অনুভব করল, বুঝল ভালই রক্ত ঝরেছে। একটু ধাতস্থ হয়ে আশপাশে দেখার চেষ্টা করল, দেয়ালের ফুটো দিয়ে আসা আবছা আলোয় বুঝতে পারল ওকে গোয়ালঘরে রাখা হয়েছে।

খানিক পর বাইরে থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ। দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে ওয়াকার ঢুকল। সঙ্গে অন্য আরেকজন লোক।

বইঘর.কম

'ন্যাশ! কেমন আছ, বন্ধু?'

'তুমি আসার আগে মাথার ব্যথাটা বাদ দিলে মন্দ ছিলাম না। কিন্তু এখন বাজে দুর্গন্ধে মারা যাচ্ছি, কতদিন গোসল করো না তুমি?'

কথাটা শুনে ওয়াকারের চোখ দপ করে জ্বলে উঠল। তেড়ে ন্যাশের দিকে এগোতেই পাশের লোকটি মুখ খুলল।

'যথেষ্ট হয়েছে, ওয়াকার। থামো!'

নির্দেশ শুনে ওয়াকার থেমে গেলেও ওর মুখ দেখে বোঝা গেল ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। আস্তে করে এক পাশে সরে গেল সে। এবার দ্বিতীয়জনকে ভাল করে দেখতে পেল ন্যাশ। দামি পোশাক ও কেতাদুরস্ত ভাব দেখে বুঝল, এ হ্যারি মার্টিন। হাতে একটা বড় কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ন্যাশ, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, আশা করি ঠিকঠাক জবাব দেবে। যদি মনে হয় তুমি ভুল তথ্য দিচ্ছ, ওয়াকারকে আর থামাব না। বুঝেছ?'

'বুঝতে পেরেছি।

'এই কাগজটা তুমি কোথায় পেয়েছ? তুমি কি রেল বিভাগের লোক?'

ভাল করে তাকাল ন্যাশ, কাগজটা আসলে রেলরোডের ম্যাপ। সম্ভবত ও অজ্ঞান হবার পর কেউ স্যাডল হাতড়ে ওটা পেয়েছে। নিরাসক্ত গলায় বলল, 'ওটা কিছু না, আমি নানা জায়গায় ঘুরি তো, তাই শখের বশে নিজেই একটা ম্যাপ তৈরি করেছি।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল মার্টিন, এবার ওয়াকারের দিকে ঘুরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা দিল। ওয়াকার লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে খুশিতে এগিয়ে এসে ন্যাশকে প্রথমে দাঁড় করাল, তারপর ঘরের মাঝে থাকা কাঠের পিলারের সঙ্গে ভাল করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

মার্টিন আবার মুখ খুলল। 'তোমাকে আরেকবার সুযোগ

দিচ্ছি... ম্যাপটা কোথায় পেয়েছ?'

'ও আচ্ছা, তোমার হাতের ওই ম্যাপটা? রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।' ন্যাশ নির্বিকার।

ওয়াকার এবার আর ইশারার অপেক্ষা করল না, এগিয়ে গিয়ে ন্যাশের তল পেটে দ্রুত দু-তিনটে ঘুসি মারল। ব্যথায় ন্যাশ কুঁজো হয়ে গেল, তবে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে গেল। মুখ দিয়ে ফোঁসফোঁস করে হালকা আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ বের হতে দিল না।

'বুঝতে পারছি তুমি শক্ত লোক, কিন্তু সবারই একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সহ্যক্ষমতা থাকে।! কেন মিছেমিছি কষ্ট করছ? তা ছাড়া তুমি সহযোগিতা করলে আমাদের দুজনেরই হয়তো লাভ হবে। রেল-বিভাগে চাকরি করে, এমন অনেক মানুষকেই আমি রাতারাতি বড়লোক হতে দেখেছি। চিন্তা করে দেখো, তোমার কোনও কষ্টই করতে হবে না... তোমাকে আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এরমধ্যে প্রথমে চিন্তা করো, তারপর আরও ভাল করে চিন্তা করো। আধঘণ্টা পরে আমি আবার আসছি।' বলে মার্টিন ঘর থেকে বের হতে উদ্যত হলো।

ওয়াকার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'বস, চিন্তা করার জন্য একটু রসদ দিয়ে যাব নাকি?'

'খবরদার, ওকে ঘাঁটিও না,' নিচু গলায় গরগর করে উঠল মার্টিন। 'মনে রেখো, ওকে রাজি করানোটা আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া ওকে তো সারাজীবন আটকে রাখতে পারব না। পরে ছাড়া পেলে তোমার কী করবে ভেবে দেখেছ?'

বেরিয়ে গেল সে। চুপসানো মুখে তার পিছু নিল ওয়াকার।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আধঘণ্টা পর আবার উদয় হলো মার্টিন। সঙ্গে যথারীতি ওয়াকার রয়েছে।

'কী চিন্তা করলে, ন্যাশ?'

ন্যাশ তখনও ভাবছে। মার্টিন ওকে আরেকটু সময় দিল, ধৈর্য

ধরবে বলে ঠিক করেছে। খানিক পর কাঁধ ঝাঁকাল ন্যাশ।

'ঠিক আছে, যা জানি বলব। তবে তার আগে কথা দিতে হবে, আমার সঙ্গে কোনও প্রকার দু-নম্বরি করা চলবে না। আর সবার আগে আমার বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

'বস, ওর কথা শুনো না,' বলে উঠল ওয়াকার। 'ব্যাটা দুনিয়ার শয়তান, বাঁধন খুলে দিলে ঝামেলা করবে।'

'যতক্ষণ না তোমার পরামর্শ চাইছি, তার আগ পর্যন্ত মুখটা বন্ধ রাখো, বুঝলে?' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল মার্টিন। 'ওর বাঁধন খুলে দাও।'

বেজার মুখে ওয়াকার বলল, 'বেশ বস, তোমার যা মর্জি।' ন্যাশের বাঁধন খুলে দিল সে।

হাত ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল ন্যাশ। এরপর ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এবার যেতে পারো। বড়রা কথা বলার সময় তোমার থাকার দরকার নেই।'

মার্টিনের দিকে তাকাল ওয়াকার, কিন্তু সে আপত্তি করছে না দেখে বেজার মুখটা আঁধার হলো আরও। ন্যাশের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওয়াকার।

দুটো টুল টেনে মুখোমুখি বসল মার্টিন আর ন্যাশ।

ন্যাশ জিজ্ঞেস করল, 'ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোডের কথা শুনেছ?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মার্টিন। 'সে তো অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি।'

'রাইট। তবে ওটা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব। আগামী দু-এক বছরের মধ্যে কাজ শুরু হবে। ইঞ্জিনিয়ার জুডাহ এই বিশাল প্রজেক্টের মূল কারিগর। খুব শীঘ্রি তিনি সেক্রেটারি অভ দ্য হাউজ হতে চলেছেন, যার একটাই মানে—ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। দুটো কোম্পানি মিলে এই রেলরোড স্থাপনের কাজ করবে—ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক সেন্ট্রাল প্যাসিফিক

এবং পুবদিকের স্টেট-ভিত্তিক ইউনিয়ন প্যাসিফিক। সেন্ট্রাল প্যাসিফিক স্যাক্রামেন্টো থেকে পুবদিকে রেলরোড স্থাপন করবে, আর ইউনিয়ন প্যাসিফিক ওমাহা থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হবে। দুটো পথ এসে মিলিত হবে ইউটাহ্-র উত্তর প্রান্ত প্রমোণ্টরিতে। প্রায় তিন হাজার মাইলের এই রাস্তা তখন কয়েক মাসের বদলে-কয়েক দিনেই পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে। ধরে নিতে পরো, এর ফলে গোটা আমেরিকা জুড়ে একটি বিপ্লব ঘটে যাবে। সেন্ট্রাল প্যাসিফিক এর মূল কর্ণধার থাকবেন জুডাহ, আর এই অধম, কেভিন ন্যাশ, তাঁর ডান হাত। সুতরাং...'

'ভূমি অধিগ্রহণ কবে শুরু হচ্ছে?' জানতে চাইল মার্টিন।

'আমি এবার গিয়ে রিপোর্ট জমা দিলেই ক্যালিফোর্নিয়া অংশের কাজ শুরু হবে। তারমানে এই ধরো... দেড়-দু'মাস।'

'তোমার কাছে যে ম্যাপটা আছে, ওটাই কি ফাইনাল?'

'দুঃখিত, সেটা এখুনি ফাঁস করতে পারছি না, আমার হাতে একটা ট্র্যাম্প কার্ড থাকা দরকার।'

'বেশ, তবে আমিও তোমার মত সাবধানী লোক। সুতরাং একটু খোঁজখবর না করে তোমার সঙ্গে পাকা কোনও কথা বলব না। তোমার ব্যাপারে আগে একটু জেনে-বুঝে নিতে চাই।'

'নাও খোঁজখবর। কোনও অসুবিধে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন বিশ্রাম করো। আমার লোক তোমাকে ফার্স্ট এইড বক্স আর খাবার দিয়ে যাবে। তোমার পিস্তল ছাড়া বাকি সব জিনিসও ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। ক্ষতটার যত্ন নাও, খাওয়াদাওয়া করো, বিশ্রাম করো। আর হ্যাঁ, বাইরে আপাতত পাহারা থাকবে, সুতরাং পালাবার চেষ্টা না করলে খুশি হব।'

'আমি পালাব না। পালাতেই যদি চাইব তো এসেছি কেন?'

'সেটা আমারও প্রশ্ন—এখানে কেন এসেছিলে?'

'বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি তোমাকে ব্যবসায়িক প্রস্তাব দিতে এসেছি। কারণ এ-এলাকায় তুমি আর

বইঘর.কম

ক্রিস ছাড়া আর কাউকে প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই। মানুষ হিসেবে ক্রিসের চেয়ে তোমার গ্রেড ভাল, অন্তত সান সিটির সাধারণ মানুষ তা-ই বলেছে। তা ছাড়া সেদিন তুমি দাওয়াত দিয়েছিলে, তখন তো আসতে পারিনি, তাই আজ অসময়ে হলেও চলে এলাম। বেটার লেট দেন নেভার। রাইট?'

'তা হলে প্রথমে এত ঘাড়ত্যাড়ামি করলে কেন?'

'যাতে তুমি বুঝতে পারো আমি মানুষটা সহজ নই।'

'চমৎকার। মজার ব্যাপার কী জান? আমি নিজেও জানতাম তুমি রেলের লোক—তোমার পাঠানো টেলিগ্রামের খবর আমার কাছে অনেক আগেই চলে এসেছিল। জানার পরও তোমার সঙ্গে আজ জোর খাটালাম যাতে তোমার ধরনটা বুঝতে পারি। সুতরাং... আমরা মনে হয় পরস্পরকে ভাল করেই চিনতে পেরেছি, কী বলো?'

'নিঃসন্দেহে।' মনে মনে হেসে জবাব দিল ন্যাশ। টেলিগ্রামের বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। ও আশা করেছিল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে ওর সঙ্গে রেলরোডের সংশ্লিষ্টতার খবর ক্রিস এভার্ট বা হ্যারি মার্টিনের কাছে পৌঁছে যাবে। ওর বিষয়ে তাতে ওদের বিশ্বাস আরও পোক্ত হবে। নিজের মুখে বললে সহজে মেনে নিতে পারত না, তারচেয়ে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে এ-ধরনের মানুষেরা বেশি আস্থা রাখে।

'যা হোক, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, গুড নাইট,' বলল মার্টিন।

'গুড নাইট। ভাল কথা, কেউ যেন আবার আমার হাত বাঁধতে না আসে। আমি নিজেই এখানে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, কাজেই আমাকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

'হা হা,' হাসল মার্টিন। 'তুমি যা বলবে তা-ই। আমিও জানি তুমি আপাতত কোথাও যাচ্ছ না।'

# এগারো

বসার ঘরে বসে হ্যারি মার্টিন এক মনে চুপচাপ ভাবছে আর সিগার টানছে। ঠিক সামনে বসা ফোরম্যান ওয়াকার বেশ কিছুক্ষণ উশখুশ করে অবশেষে মুখ খুলল।

'বস, কেন ডেকেছ এখনও কিছু বললে না...'

'তুমি এখনই শহরে চলে যাও। আমি তোমাকে ক্যালিফোর্নিয়া আর নিউ ইয়র্কের কয়েক জনের নাম-ঠিকানা দিচ্ছি। তাদের কাছে আমাদের *বন্ধু* কেভিন ন্যাশ সম্পর্কে জানতে চাইবে। ওর কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি তা ঝালাই করে নিতে হবে।'

'কী জানতে পারলে, বস?'

'আপাতত তোমার অত ডিটেইলস না জানলেও চলবে। সময় হলে আমি নিজেই জানাব। টেলিগ্রামের জবাব না আসা পর্যন্ত শহরেই অপেক্ষা করবে। আর এসব কথা আপাতত কারও সঙ্গে শেয়ার করার দরকার নেই। বিশেষ করে ডাবল অ্যারোর কারও সঙ্গে তো নয়ই, বুঝেছ?'

'ওকে বস। আমি তা হলে রাস্টি এবং ড্যানিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'সবসময় তুমি ওই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরো কেন? ওদের তো কখনও র‍্যাঞ্চের কাজ করতে দেখি না।'

'আমার লোকদের কাকে কোন্ কাজে দেব তা আমার ভালই

জানা আছে। এসব নিয়ে তুমি খামোকা চিন্তা কোরো না।'

কথাটা এবং বলার ধরন শুনে মেজাজ গরম হয়ে গেলেও বহু কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রাখল মার্টিন। ইদানীং কোনও এক বিশেষ কারণে ওয়াকারের মধ্যে এক ধরনের ড্যাম কেয়ার ভাব দেখতে পাচ্ছে ও। মনের মধ্যে এক অশুভ আশঙ্কা অনেক আগে থেকেই ওর ছিল, সেটা ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হচ্ছে। তবে এখন কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। যা কিছু করার করতে হবে খুব চিন্তা-ভাবনা করে। এ কারণে আপাতত ওয়াকারের বেয়াদবি না দেখার ভান করার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'চিন্তা না করতে হলেই ভাল। এবার যাও দ্রুত সাপার করে বের হয়ে পড়ো।'

মার্টিনের দেয়া নাম-ঠিকানা নিয়ে ওয়াকার দ্রুত বের হয়ে হয়ে গেল। 'মনে হচ্ছে নাটকীয় কিছু ঘটতে চলেছে,' মনে মনে ভাবল সে। 'যত দ্রুত সম্ভব ক্রিসকে জানাতে হবে'।

হ্যারি মার্টিনের জানার কথা না যে, ওয়াকার দীর্ঘদিন ধরেই ক্রিসের কাছ থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পেয়ে থাকে। হ্যারি মার্টিনের যে-কোনও গোপন খবর ও পরিকল্পনা জানার জন্যই এই টাকা তাকে দেয়া হয়। তা ছাড়া মার্টিন কী করে, কোথায় যায়—এসব রিপোর্ট করাও ওর কাজের একটি অংশ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আজকে রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার মত পরিস্থিতির জন্যই ও টাকা পেয়ে আসছে।

'হয়তো একটা বোনাসও পেয়ে যাতে পারি,' ভাবনাটা আসতেই মনে মনে খুশি হয়ে গেল ওয়াকার।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ন্যাশের। ঘুম ভাঙলেও নড়াচড়া না করে কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করল ঘুমটা কেন ভাঙল। একটু পর দূর থেকে কয়োটির ডাক শোনা গেল। ডাকের প্যাটার্নটার সঙ্গে পরিচিত থাকার কারণে মনে মনে খুশি হয়ে গেল

ও। একটু পর সামনের দরজায় পদশব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ফিল।

'হ্যালো ব্রাদার,' লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ওর দাঁত বের করা হাসি দেখা গেল।

'ফিল, তুমি?' ন্যাশ উঠে গিয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি এখানে জানলে কী করে!'

'শেরিফের কাছে শুনলাম তুমি কয়েকদিন আগে এদিকে এসেছ। নদী পর্যন্ত গিয়ে তোমার ফিরে আসার ট্র্যাক দেখতে পেয়ে এই র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত এলাম। গোয়ালঘরের বাইরে পাহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই তোমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে। আধঘণ্টা আগে তাই পাহারাদারের কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। আগামী কয়েক ঘণ্টা আরাম করে ঘুমোবে ও।'

'তুমি চলে আসায় ভাল হয়েছে। এদিকে তো কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কারসন সিটিতে গিয়ে এরিক আর্থারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি।'

'মাই গড! বলো কী, শেরিফ আর্থার?'

'হ্যাঁ।'

'কী জানতে পারলে?'

'তোমার সন্দেহই ঠিক। পুরোটাই ক্রিস এভার্ট আর হ্যারি মার্টিনের চক্রান্ত। তবে মার্টিন সম্ভবত সুতোয় বাঁধা পুতুল, মানে নাটের গুরু এভার্ট স্বয়ং।'

'আর্থারকে দিয়ে ওদেরকে আইনের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে না?'

'নাহ, বেচারা ওই ঘটনার পর থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছে। এখন সে পুরোপুরিই অ্যালকোহলিক।'

'হুম। র‍্যাচেল কেমন আছে?'

'র‍্যাচেল? ভাল আছে ও। এখন তো সে পুরোদস্তুর লেডি। কারসন সিটিতে স্কুলে বাচ্চাদের পড়ায়। চমৎকার মেয়ে।'

'চমৎকার মেয়ে?' মুচকি হাসল ফিল। 'এক দেখাতেই বুঝে ফেললে? ওকে পছন্দ হয়েছে বুঝি?'

'আরে দূর, কী যে বলো না!'

ন্যাশের লাল হয়ে ওঠা মুখ দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিল ফিল। বলল, 'ঠিক আছে, আপাতত নাহয় ওই প্রসঙ্গ বাদ। আর কোনও খবর আছে?'

'রেঞ্জ-ওয়ার এর কেসফাইল ঘেঁটে দেখেছি, বলার মত কিচ্ছু নেই। খোদ আর্থারকে পেয়েও লাভ হলো না। কাজেই বিকল্প প্ল্যান ধরে এগোতে হবে আমাদেরকে।'

'তাতে বরং আমি খুশি। আইনের হাতে তুলে দিলাম, আইন শাস্তি দিল—ওদের জন্য ওটুকু যথেষ্ট নয়। শয়তানদুটোকে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াতে হবে, কী জঘন্য অপরাধ করেছিল। নরকে যাবার আগে ওদেরকে হাজার বার নরকদর্শন করাতে না পারলে আমি শান্তি পাব না।'

'দেখো ফিল, আমি তোমাকে বারবার বলে আসছি, ব্যাপারটা যেন কোনোভাবেই ব্যক্তিগত আক্রোশের বদলা না হয়। সরকার এবং আইনের লোক হয়ে আমরা সেটা করতে পারি না।'

'চিন্তা কোরো না, আমি অমন কিছু করব না। তবে এ-ও ঠিক, বাবা-মায়ের হত্যাকাণ্ড ভুলে যাওয়া আমার জন্য কঠিন। তবে তারপরেও... আমি এখানে ন্যায় বিচারই চাইছি, প্রতিশোধ নয়।'

'আমি জানি। আর জানি বলেই তো আমি নিজেও তোমার সঙ্গে আছি।'

'ধন্যবাদ, ভাই। এবার বলো, কীভাবে কী করতে চাও।'

'হ্যারি মার্টিনকে রেলরোডের ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হলো। সম্ভবত ক্রিস এভার্টের সঙ্গে ওর বনিবনা হচ্ছে না। অবশ্য টাকা পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সবাই নিজেরটাই আগে চিন্তা করে। আমি যা বলেছি সেগুলো যাচাই করবার জন্য সময়

চেয়েছে। সম্ভবত কয়েক জায়গায় টেলিগ্রাম করে জানতে চাইবে। যেখানেই যাক না কেন, আমার কথার কোনও খুঁত পাবে না। ওকে কনভিন্স করবার পর আমাদেরকে ক্রিস এভার্টের কাছে যেতে হবে। দুজনকেই একসঙ্গে জড়াতে না পারলে প্ল্যান মাঠে মারা যাবার আশঙ্কা থেকে যাবে। ভাল কথা, মনে আছে নিশ্চয়ই, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে অ্যাটাশে হিসেবে থাকবে। আমরা জানাব, রেল-বিভাগকে সাহায্য করতে আমরা একজন ইউএস মার্শাল... মানে, তোমাকে নিয়েছি। এতে করে তোমার উপস্থিতি কারও কাছে সন্দেহজনক মনে হবে না।'

'মনে আছে। রেল-বিভাগের জন্য কাজ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' মুখ ভেঙচে ফিল জানাল।

'হা হা, যেহেতু ব্যাপারটা অফিশিয়াল, তুমি সরকারি ভাতা পাবে। আর কপাল ভাল থাকলে রেলে ফ্রি চলার পাসও পেয়ে যেত পারো।'

'আমার পাস লাগবে না, রেলের চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতেই আমার বেশি ভাল লাগে।'

'যাক গে, সকাল হবার বেশি বাকি নেই। তুমি এখন শহরে চলে যাও। আরেকটা ব্যাপার... গত দুদিন থেকে আমি সান সিটির বাইরে... মাইকেল মুর কি স্যাক্রামেন্টো থেকে চলে এসেছে? চার-পাঁচ জনের একটা দল নিয়ে ওর আসার কথা।'

'গতকাল বিকেল পর্যন্ত আসেনি।'

'ঠিক আছে। এখন গিয়ে যদি দেখো ওরা চলে এসেছে, ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিয়ো। কোনও দরকার পড়লে শেরিফের সাহায্য নিয়ো—লোকটা ভাল। মুরের কাছে সমস্ত কাগজপত্র পাবে। তোমার নিয়োগ আর কাজ সংক্রান্ত ফর্মালিটি শেষ করে ফেলো। আমি দুপুর নাগাদ শহরে ফিরব। তখন দেখা হবে। সানশাইন ইনেই উঠেছ তো?'

'হ্যাঁ, তোমার পাশের কামরাতেই। কুপারকে তোমার কথা


বইঘর.কম

জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওর ধারণা, তুমি কোনও কুমতলবে সান সিটিতে এসেছ। তোমার ব্যাপারে আমাকে সাবধানও করে দিল। বলল, তোমাকে দেখলেই নাকি ভয়ঙ্কর মানুষ বলে বোঝা যায়। ওকে ভয় দেখিয়েছিলে নাকি?'

'আরে না, ভয় দেখাইনি। তবে ওর সঙ্গে কথা বলার সময় গলায় মধু ছিল না—এটুকু বলতে পারি। ভাল কথা, আমাদের আত্মীয়তার কথা ওকে বলে দাওনি তো?'

'মাথা খারাপ? ওর কাছে বলা আর শহরে ঢোল পেটানো একই কথা। আমি কোনও কথা বলার আগে একটা রুপার মুদ্রা ওকে উপহার দিয়েছিলাম। এরপর আর কিছু বল্লতে হয়নি, তা ছাড়া আমার ব্যাজও মনে হয় ও দেখে নিয়েছিল। ফলে গত কয়েক বছরের আপডেট আমি ওর কাছ থেকে পেয়ে গেছি। তোমার পাশের কামরা চাইতেই সমঝদারের মত হাসি দিয়ে কামরা রেডি করে দিয়েছে। ভেবেছে, তুমি আউট-ল, আর আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।' বলে চাপা হাসি দিল ফিল।

'হা হা হা...' ন্যাশও নিচু গলায় ওর হাসিতে যোগ দিল।

'ঠিক আছে। আপাতত বিদায়। তোমার কি কোনও অস্ত্র লাগবে?'

'উঁহুঁ। আমারগুলো কাল সকালে মার্টিন নিজ হাতে দিয়ে যাবে। এর আগে অবশ্য পেট পুরে নাস্তাও করাবে।'

-বাহ! সব বেশ গুছিয়ে নিয়েছ দেখছি। তা হলে আর দেরি না করি। বিদায়, ভাই।'

'বিদায়। কাল দেখা হচ্ছে।'

# বারো

রাজকীয় না হলেও নাস্তার আয়োজন বেশ ভাল। মার্টিনের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কক্ষে বসে খেল ন্যাশ, তারপর কফি নিল। মনে মনে হাসছে আপ্যায়নের বহর দেখে। তবে এ-ও জানে মার্টিনকে তার প্রত্যাশামাফিক একটা প্রস্তাব না দিলে এই জামাই আদর বেশিক্ষণ থাকবে না। কফি শেষ করতেই মার্টিন সরাসরি কাজের কথা পাড়ল।

'খোঁজখবর যতটুকু নিয়েছি, তাতে তোমার সব কথাই সত্যি বলে মনে হয়েছে। এবার এসো, আমাদের কথাবার্তা পাকাপাকি করে ফেলি।'

'পাকাপাকি বলতে যদি তুমি কাগজ-কলমে করার কথা ভেবে থাকো, তা হলে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাও। অফিশিয়ালি আমি কোনও চুক্তি করতে পারব না। বোঝোই তো, আমার সে-ধরনের ক্ষমতা নেই।'

'হুম, বুঝলাম। তা হলে কীভাবে করতে চাও?'

'আমি তোমাকে রেলরোডের একেবারে চূড়ান্ত ম্যাপ দেব, যেখানে খাস এবং অন্যান্য জমি খুব সুন্দর করে দাগানো থাকবে। সান সিটির উপর দিয়ে যে-রেললাইন গেছে, সেটা ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোডের সঙ্গে যুক্ত হবে। যদিও নকশা অনুযায়ী বর্তমান লাইনটা পুরোপুরি থাকবে না, বেশ কিছু অংশ বাতিল করে নতুন করে করতে হবে। নেভাদা থেকে যে-লাইনটা


বইঘর.কম

ক্যালিফোর্নিয়াতে আসবে, সেটার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অদলবদলের প্রয়োজন হবে। তুমি এই সুযোগটাই নিতে পারো। রেল-বিভাগ জমি পাবার আগেই যদি তুমি নকশা অনুযায়ী ওসব জমি কিনে নিতে পারো, বড় একটা দাঁও মারা সম্ভব। আমার হিসেব অনুযায়ী কেনার জন্য পুরো ক্যালিফোর্নিয়াতে এ-রকম জায়গা আছে, যেটা প্রায় একশো বিশ বর্গমাইল... মানে সত্তর হাজার একর। একর প্রতি দেড় ডলার ধরলে তোমাকে এক লাখ ডলারের একটু বেশি খরচ করে জমিটা কিনতে হবে। আর এই জমির দাম ছয় মাসের মধ্যে হয়ে যাবে একরপ্রতি কমপক্ষে তিন ডলার... মানে পাক্কা দুই গুণ! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই জমির বড় একটি অংশ জুড়ে পাইন আর ওকগাছের জঙ্গল, যা কিনা রেলরোড বসানোর সময় লাগবে। সুতরাং গাছ বিক্রি করেও তুমি অনায়াসে বিশ-ত্রিশ হাজার ডলার কামাতে পারবে। আর যদি কয়েক বছর অপেক্ষা করতে পারো, তা হলে রেললাইন বসার পর সেটলাররা যখন দলে দলে আসতে শুরু করবে, তখন এসব জমির দাম হয়ে যাবে আট থেকে দশ গুণ। নিজেই হিসেব করে নাও কী রকম লাভ হতে পারে।'

হিসাব শুনে মার্টিনের চোখমুখ লোভে চকচক করতে শুরু করেছে। সম্ভবত কল্পনা করছে, এত টাকা দিয়ে কী করবে। কিন্তু হঠাৎ তার মুখ কালো হয়ে গেল। কারণটা বোঝা গেল পরের কথাটা শুনে।

'কিন্তু এত টাকা এ-মুহূর্তে আমার কাছে নেই। গত কয়েক বছর ধরে ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। এবার অবশ্য একটা ক্যাটল ড্রাইভের সময় হয়েছে, সেখান থেকে ভাল টাকা পাবো আশা করছি... তবে সেটা যথেষ্ট নয়।'

'তোমার র‍্যাঞ্চ কিছুদিনের জন্য বন্ধক রাখতে পারো। তাতে ভালই টাকা পাবে। তা ছাড়া তোমার মত বড় র‍্যাঞ্চারকে টাকা ধার দিতে ব্যাঙ্ক গররাজি হবে না।'

‘ওতে সামান্য একটু সমস্যা আছে,’ ইতস্তত করল মার্টিন।

‘দেখো, আমার কাছে কোনও কিছু গোপন রেখো না। তাতে তোমারই ক্ষতি। আচ্ছা, তুমি ক্রিস এভার্টের কাছ থেকে টাকা ধার নাও না কেন?’

‘ইয়ে... আমি আসলে এর ভেতর ক্রিসকে আনতে চাইছি না।’

‘সে কী! আমি তো শুনেছি তোমাদের মধ্যে বেজায় বন্ধুত্ব।’

‘বন্ধুত্ব না ছাই! হারামজাদা একটা পাজির পা ঝাড়া! গত বিশ বছর ধরে আমাকে ও শুষে খাচ্ছে। সতেরো বছর আগে এক ভুল করেছিলাম, সেটার মাশুল আজও দিয়ে যাচ্ছি।’

‘ঠিক বুঝলাম না। একটু খুলে বলবে?’ কৌতূহল প্রকাশ করল ন্যাশ।

‘তা হলে শোনো, সান সিটির স্বনামধন্য র‍্যাঞ্চার এবং ব্যবসায়ী ক্রিস এভার্ট আসলে একটা নরকের কীট, একজন ক্রিমিনাল। ক্যানসাস বা মিজৌরিতে খোঁজ নিলে আজও হয়তো ওর গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখতে পাবে। খুন, ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুট—কী করেনি ও! কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই, কারণ নিজে কখনও ওসবে সরাসরি অংশ নিত না। আমি সে-সময় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, পুবে যাব ভেবেছিলাম। বাড়ি থেকে কিছু টাকা চুরি করে এনেছিলাম, একসময় সেটা শেষ হয়ে গেলে না খেয়ে মরার দশা হয়। ঘটনাচক্রে তখনই ক্রিসের সঙ্গে পরিচয়। টাকার অভাবে পড়ে ওর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। অল্প কিছু টাকা ধার দিলেও পরে আমাকে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে বাধ্য করে। সে-ই শুরু। এর কিছুদিন পরে একবার আমি নেতৃত্ব দিয়ে অন্য একটা ব্যাঙ্কে যাই। সব ঠিকমতই এগোচ্ছিল, হঠাৎ ভুল করে আমি একজন গার্ডকে মেরে ফেলি। ওই ঘটনার পর থেকে আমি ওর মুঠোয় বন্দি হয়ে গেছি। কিছু হলেই সব ফাঁস করে দেবার হুমকি দেয়। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ


বইঘর.কম

দাঁড় করাতে পারিনি... ওর হাত থেকে মুক্তিও পাইনি।

'কয়েক মাস পর বাবার মৃত্যুর খবর শুনে আমি সান সিটিতে চলে আসি। তখন আমার সঙ্গে ক্রিসও এখানে আসে। পুব ছেড়ে পশ্চিমে আসার কারণটা তখন বলেনি, তবে পরে শুনেছিলাম ওর বিরুদ্ধে নাকি পুবের কয়েকটা শহরে তদন্ত শুরু হয়েছিল। যা হোক, বাবার বিশাল র‍্যাঞ্চ দেখে ও এখানেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মিজৌরি থেকে ওর একমাত্র মা মরা ছেলে জনিকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে এখানে থাকা শুরু করে। তখন আমি ওকে বেশ কিছু টাকা দিই, যাতে একটা র‍্যাঞ্চ কিনতে পারে এবং আমাকে আর না ঘাটায়, কিন্তু ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে যায়। উল্টো আমার কাছ থেকে কয়েক মাস পর পর জোর করে মোটা অঙ্কের চাঁদা নেয়া শুরু করে—ওটা নাকি আমাদের *বন্ধুত্বের সনদ!* আমাকে অসহায়ের মত সব মেনে নিতে হয়। সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাব, সে-উপায়ও নেই, কারণ আমার আর কোথাও যাবার জায়গাই নেই, দেখতেই পাচ্ছ বিয়ে পর্যন্ত করিনি। ছোটবেলা থেকে শৌখিনভাবে মানুষ হয়েছি বলে অন্য কোনও দূরের শহরে গিয়ে কাজ করে খাব, সেটাও পারি না... আর এখন তো বয়সও হয়ে গেছে। আমার ধারণা আমার র‍্যাঞ্চের কয়েকজনকে ও হাত করে রেখেছে। সবসময় ওরা আমার উপর নজরদারি করে। এই র‍্যাঞ্চটাই আমার শেষ সম্বল, এটা বিক্রি করতে পারলে অনেক আগেই আমি হয়তো এলাকা ছেড়ে ভেগে যেতাম... কিন্তু সেটারও কোনও সুযোগ পাইনি।'

একটানা কথাগুলো বলে মৃদু হাঁপাতে লাগল মার্টিন। ন্যাশ এ-রকম কিছুটা আন্দাজ করলেও লোকটার অবস্থা এতটা খারাপ বলে ভাবেনি। কিছুটা সামলে নিয়ে মার্টিন আবার কথা শুরু করল।

'ব্যাঙ্কে লোন চাইতে গেলেই ক্রিস জেনে যাবে। তখন পরিস্থিতি আমার ঠিক অনুকূলে হয়তো থাকবে না।'

'তোমার অবস্থা তো বেশ খারাপ। আচ্ছা, তুমি বললে ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি বেশ আগে এখানে ঘটে যাওয়া রেঞ্জ-ওয়ারে ও অন্যায়ভাবে অনেককে খুন করেছিল।'

'অমন কথা আমিও শুনেছি। আর ক্রিসের পক্ষেও সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু সেদিন আমি ওর সঙ্গে ছিলাম না, ওদের সঙ্গে আমি বেশ দেরিতে যোগ গিয়েছিলাম। সেজন্যে আমার সামনে কিছু ঘটতে দেখিনি। পরে ও যখন পরিত্যক্ত র‍্যাঞ্চগুলো ক্লেইম করে, আমার নামটাও সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল।'

'হুম, বুঝলাম সবই। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হচ্ছে তুমি চাও বা না-চাও, ক্রিসকে এই ডিলে শেষ পর্যন্ত নিতেই হবে। আমি দুঃখিত, কিন্তু না বলে পারছি না—তোমার একার পক্ষে এত বড় একটা কাজ করা সম্ভব না। তা ছাড়া তুমি বললে তোমার র‍্যাঞ্চে ওর লোক থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমনিতেও গোপন রাখতে পারবে না।'

চিন্তাগ্রস্ত ভঙ্গিতে মার্টিন একটা সিগার ধরিয়ে ন্যাশকে অফার করল। মাথা নাড়ল ন্যাশ। সিগার টানতে টানতে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল র‍্যাঞ্চার। শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল।

বলল, 'তোমার কথাই সই। লুকোচুরি করতে গেলে ঝামেলা বাড়বে। তারচেয়ে ওকে দলে টানা ভাল। বেঈমানীও হয়তো করবে না, কারণ ক্রিসেরও অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না। আমাকে ঠকিয়ে একাকী ওই জমি কিনতে পারবে না। তা ছাড়া অনেকগুলো ক্লেইম আমাদের দুজনের নামে করা আছে, ব্যাঙ্ক লোন নিতে হলে সবগুলোই হয়তো বন্ধক রাখতে হতে পারে। আমাদের একে অন্যকে প্রয়োজন হবে। এ-সুযোগে আমি হয়তো ওর থাবা থেকে বেরও হয়ে যেতে পারি। টাকা পেলে আমি এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাব... হয়তো বা ইয়োরোপে।'

'গুড! তবে এখুনি দিবাস্বপ্ন দেখবার দরকার নেই। তারচেয়ে


বইঘর.কম

হাতের কাজে মনোযোগ দাও। কাজটা খুব সহজ নয়। যাক গে, এবার আমার দাবিও জানিয়ে দিই। তোমরা ছয় মাস পর জমি বিক্রি করবে, নাকি ছয় বছর পরে, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমি যেহেতু সরকারি চাকরিতে আছি, দীর্ঘমেয়াদী কোনও চুক্তি বা পার্টনারশিপে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি চাই তোমরা এখন যত জমি কিনবে, তার একরপ্রতি পঁচাত্তর সেন্ট কমিশন দেবে আমাকে—নগদ টাকায়... এবং কোনও ধরনের লেখাজোকা ছাড়া। আমি রশিদ দিতে পারব না, বুঝেছ?'

'রশিদ দেবে না বুঝলাম, কিন্তু কমিশনের ব্যাপারে এখুনি কোনও ফয়সালা করতে পারছি না। ক্রিসকে যদি নিতেই হয়, তা হলে এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব, কারণ আমার কাছে পঁচাত্তর সেন্ট একটু বেশিই মনে হচ্ছে।'

'আমি কিন্তু এখানে একা নই, আমার সঙ্গে রেলের কিছু লোক আছে, একজন ইউএস মার্শাল আছে, ভূমি অধিদপ্তরের লোক আছে। সুতরাং ব্যবসা করতে চাইলে এই রেট মানতে হবে। ক্রিসের সঙ্গে আলোচনা করতে চাও তো করো, পরেই নাহয় মীমাংসা করে নেব। দেখব কিছুটা ছাড় দেয়া যায় কি না।'

'ঠিক আছে, তা হলে ওই কথাই রইল। তুমি এখন শহরে ফিরে যাও, তোমার সবকিছু ফেরত দিতে বলছি। আমি ক্রিসের সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলি। পরে যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে মার্টিনের র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে পড়ল ন্যাশ। বেলা বেড়ে যাওয়ায় রোদটা বেশ তেতে উঠেছে। ঘোড়াকে তাড়া দিয়ে দ্রুত শহরের দিকে ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পর দূরে ধুলো উড়তে দেখে গতি মন্থর করে ফেলল। কে হতে পারে? ট্রেইল ছেড়ে নড়ল না, এ-মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছে না।

খানিক পরেই ধুলোর মাঝে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তিনজন

ঘোড়সওয়ারের অবয়ব। একজনের জুতোর স্পারে রোদ ঝিলিক মারছে—জিনিসটা রূপার তৈরি। লোকটার পরনেও বেশ দামি পোশাক। নিশ্চয়ই ক্রিস এভার্ট। এলাকায় খুব কম লোকেরই সামর্থ্য আছে অমন দামি পোশাক-পরিচ্ছদ পড়বার। কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, লোকটার হাবভাবেও বেশ ড্যাম কেয়ার ভাব। ভাল করে তাকে যাচাই করল ন্যাশ। চেহারায় বয়সের ছাপ পড়লেও ক্রিসের গড়ন এখনও শক্তপোক্ত। মুখশ্রীতে অদ্ভুত এক অশুভ ভাব। ইচ্ছে হলো গুলি করে শয়তানটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল ন্যাশ। ঘোড়াকে থামিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ক্রিস ও তার দুই সহকারীর কাছে আসবার। সহকারীদেরকে কাউহ্যাণ্ড বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে গানম্যান বা বডিগার্ড।

ন্যাশের মুখোমুখি এসে থামল ক্রিস। জলদগম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চয়ই কেভিন ন্যাশ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না,' পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে বলল ন্যাশ।

'নাম বললে নিশ্চয়ই চিনবে... আমি ক্রিস এভার্ট—ডাবল অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিক।'

'অ! তুমিই ক্রিস? মার্টিনের কাছে তোমার অনেক গুণগান শুনেছি।'

'মার্টিনকে তুমি চেনো কীভাবে?'

'স্রেফ মুখচেনা... বলতে পারো লতায়-পাতায়।'

'হুম। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি আলাপ আছে, ন্যাশ। সময় হবে?'

'হবে। শহরে ফিরছি, ওখানে চলে এসো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তুমি তো মনে হয় মার্টিনের কাছে যাচ্ছ। যাও, দুজনে কথাবার্তা সেরে নাও, তারপর আমার কাছে এসো। তাতে সুবিধে হবে। আমি অপেক্ষা করব।'

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ক্রিস। যেন ওর কথার অর্থ বুঝতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকাল।

'ঠিক আছে, মার্টিনের সঙ্গে কথা বলে আসি। তারপর তোমার কাছে আসব। তুমি উঠেছ কোথায়?'

'সানশাইন ইন।'

'তা হলে আপাতত বিদায়।' ঘোড়া ছুটিয়ে দুই চ্যালাকে নিয়ে চলে গেল ক্রিস।

ওদের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ন্যাশ। 'মার্টিন ঠিকই বলেছিল, ওর র‍্যাঞ্চে শয়তানটার গুপ্তচর আছে,' ভাবল ও। তারপর স্পারের গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে। চলতে শুরু করল সান সিটির দিকে।

## তেরো

শহরে ফিরেই হোটেলে গেল ন্যাশ, ফিলকে খুঁজল। রিসেপশন থেকে জানানো হলো, ও শেরিফের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। ন্যাশও গেল। শেরিফের অফিসে ঢুকে দেখে এলাহী কারবার। পুরো অফিস জুড়ে রেলরোডের লোকেরা কিলবিল করছে। ফিল আর মাইকেল মুর-সহ একাধিক পরিচিত মুখ দেখতে পেল ও।

'এসো, এসো, ন্যাশ, তোমার কথাই হচ্ছিল...' সহাস্যে বলে উঠল মুর।

'তাই নাকি?' ন্যাশও হাসল। 'অনেকদিন বাঁচব তা হলে।' মুরকে আলিঙ্গন করল।

'তা আর বলতে। তুমি নাকি উত্তরদিকে গিয়েছিলে? কেমন দেখলে সব?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। তোমরা এসেছ, এবার ভাল করে আরেকবার দেখে ফাইনাল করে ফেলতে পারব।'

'খুব ভাল।'

একে একে বাকি সবার সঙ্গে করমর্দন ও কুশল বিনিময় করল ন্যাশ। এরপর বসল শেরিফের টেবিলের সামনে রাখা একটা চেয়ারে। সতর্ক থেকেছে, ফিলের সঙ্গে ওর আচরণ দেখে যেন কেউ অনুমান করতে না পারে যে ওরা পরস্পরের আত্মীয়। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, কাজের স্বার্থে পরিচয়টা গোপন রাখবে। একমাত্র মুর জানে সত্যটা, আর কেউ না।

অন্যদেরকে আসন নেবার জন্য একটু অপেক্ষা করল ন্যাশ, এরপর কথা বলল শেরিফের সঙ্গে।

'শেরিফ, প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার কাজের ব্যাপারে ছোট্ট একটা তথ্য গোপন করার জন্য।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে, তোমাকে বলেছিলাম আমি এসেছি ভূমি জরিপ করে এলাকার ম্যাপ তৈরির কাজে। যেটা বলিনি, তা হলো জরিপের কাজটা আমি করছি রেলরোডের জন্য।'

'বটে!'

'বিষয়টা তা হলে খুলেই বলি।' ট্রান্স-কণ্টিনেণ্টাল রেলরোডের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করল ন্যাশ।

সব শোনার পর একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলো শেরিফ। বলল, 'এসব গোপন করেছিলে কেন?'

'দেখো, স্যাক্রামেণ্টো থেকে ফলসম পর্যন্ত যখন প্রথম রেলরোডটা হলো, তখন অনেক বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি হয়েছিল। এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে-কারণে আমরা যতটা সম্ভব

বইঘর.কম

কম সংখ্যক মানুষকে জানিয়ে প্রাথমিক কাজগুলো করবার চেষ্টা করছি। তবে তোমাকে জানার পর এবং তোমার সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের কাছে শোনার পর আমাদের মনে হয়েছে তোমার কাছ থেকে কিছু গোপন না করলেই বরং আমাদের কাজের সুবিধে হবে। এজন্যেই এখন তোমার সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করলাম।'

'ব্যাপারটা গরু মেরে জুতো দানের মত হয়ে গেল... তারপরেও পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সব মেনে নিলাম। শেষ পর্যন্ত যে আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছ, সেটাই মস্ত পাওয়া।'

'গুড! এবার কাজের কথায় আসি। এখানে আমাদের কাজ খুব বেশি নেই, কারণ অলরেডি এখানে রেল-ট্র্যাক রয়েছে। তবে ট্রান্স-কণ্টিনেণ্টাল রোড এর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য কিছু কিছু জায়গায় নতুন করে ট্র্যাক বসাতে হবে। আমার ধারণা সব মিলিয়ে এদিকটাতে দুই বা তিন কিলোমিটারের বেশি কাজ করতে হবে না। এভাবে আমরা ফলসম পর্যন্ত এগোতে থাকব। দক্ষিণে আপাতত ফলসম পর্যন্তই রেলরোডের বিস্তৃতি হবে।'

'স্যাক্রামেণ্টো থেকে সান সিটি পর্যন্ত কাজ করতে আমাদের মাত্র এক সপ্তাহ লেগেছে, সুতরাং এখান থেকে বাকিটুকু করতে চারদিনের বেশি লাগার কথা না,' মাইকেল মুর যোগ করল।

'শেরিফ, যদিও প্রোটোকল অনুযায়ী ইউএস মার্শাল মিস্টার ফিল কলিন্স আমাদের সঙ্গে আছেন, তবুও যে-কোনও সমস্যা সাধানের জন্য আমরা তোমার সাহায্য আশা করছি।'

'তা তো বটেই। আমার দুয়ার সবসময় তোমাদের জন্য খোলা, এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। তা ছাড়া আমাদের এখানে ঝামেলা করার মত মাত্র দুজনই আছে, তুমি তো বলেছিলে ওদেরকে ম্যানেজ করবে...' ন্যাশের দিকে তাকিয়ে বলল শেরিফ।

'ওদের দুজনকে আমি ম্যানেজ করতে পারব,' দৃঢ়তার সঙ্গে

বলল ন্যাশ।

'ব্যস, তা হলে তো ঝামেলা মিটেই গেল।'

ন্যাশ এবার মুরের দিকে তাকাল। 'তা হলে বন্ধু, তোমরা কাজে নেমে পড়। আমি শেরিফের সঙ্গে আরেকটু কথা বলে আসছি। ফিল, তুমিও যাও।'

সবাই বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ন্যাশ। তারপর একটা সিগার ধরিয়ে বলল, 'শেরিফ, তোমার এই শহরটা অনেক সুন্দর। তবে সুন্দর বাগানেও যেমন সাপ-ব্যাঙ থাকে, তোমার সান সিটিতেও আছে। ক্রিস এভার্ট এবং হ্যারি মার্টিন। ক্রিস এভার্ট সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর, কারণ সাপ সাধারণত আক্রান্ত না হলে কাউকে কামড়ায় না, অথচ ক্রিস কোনও কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যকে আক্রমণ করতে পারে। আর হ্যারি তো ব্যাঙেরও অধম, বেচারাকে পায়ে দড়ি বেঁধে ক্রিস নাচাচ্ছে। এই কথাগুলো তোমাকে এ-কারণেই বললাম, কারণ আমি এই দুজনকে কঠিন শাস্তি দিতে চলেছি। তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই সান সিটির ভাল চাও, আশা করি আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না। অবশ্য আমার ধারণা ওই দুজনের অতীত জীবন এবং তাদের কুকর্ম সম্পর্কে জানলে তুমি বরং আমাকে সাহায্যই করতে চাইবে।'

'ন্যাশ, প্রথমদিন তোমাকে যখন দেখেছিলাম, তখনই বুঝেছি তুমি কঠিন মানুষ। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে রাখব বলে ভেবো না—অন্তত বেআইনি কিছু দেখলে।'

'চিন্তা কোরো না, আমি কোনও বেআইনি কাজ করব না। বেআইনি কিছু করতে চাইলে আরও আগেই করতে পারতাম—এতদিনে খুন করে ফেলতাম ক্রিসকে।'

'বুঝলাম, তবে খুব নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারছি না।'

'এক কাজ করো, তোমার কাছ থেকে যে-ফাইলটা আমি নিয়েছিলাম সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়ো। সেইসঙ্গে ক্যানসাস


বইঘর.কম

আর মিজৌরিতে তোমার পরিচিত কেউ থাকলে ক্রিসের ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। আশা করি ইন্টারেটিং বেশ কিছু তথ্য পাবে।'

'এত ভণিতা না করে তথ্যগুলো তুমিই দিচ্ছ না কেন?'

'উঁহুঁ, আগে নিজে খোঁজ নাও। এর মাঝে আমিও নিজের কাজ গুছিয়ে নিই। তারপরেও যদি তোমার কোনও প্রশ্ন থাকে, তখন নাহয় বলব।'

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'বেশ। কী আর করা।'

শেরিফের অফিস থেকে বের হতেই ক্রিস এভার্টের দেখা পেল ন্যাশ। চলে এসেছে সে, সঙ্গে যথারীতি দুই দেহরক্ষী। ওকে দেখে সহাস্যে নড করল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে কাছে যেতেই ক্রিস বলল, 'ন্যাশ, তোমার যদি সময় হয় আমরা এখুনি বসে আলাপটা সেরে ফেলতে পারি।'

'আমার কোনও সমস্যা নেই।'

'চলো তা হলে, আমার স্যালুনে বসে আলাপ করি। ওখানে আমার আলাদা অফিস আছে।'

'চলো।'

র‍্যাঞ্চের নামেই স্যালুনের নাম রাখা হয়েছে—ডাবল অ্যারো স্যালুন। প্রথমবারের মত ওখানে রাখল ন্যাশ। এর আগে বাইরে থেকে দেখে ঢোকার রুচি হয়নি, এবার দেখল ওর সন্দেহ অমূলক নয়। অত্যন্ত নোংরা এবং অগোছালো স্যালুন। বোঝা যায় শহরের রুচিসম্পন্ন লোকদের আনাগোনা নেই এখানে। দিনের বেলা বলে একেবারে ফাঁকা। নোংরা টেবিলগুলো পেরিয়ে ক্রিসের নিজস্ব কামরার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ক্রিস তার দুই দেহরক্ষীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ন্যাশকে নিয়ে ওর রুমে গিয়ে বসল।

'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'যেমনটা তোমার অভিরুচি। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি,

বুঝলাম তুমি সোজাসাপ্টা মানুষ, তাই সরাসরি কাজের কথা শুরু করি, কী বলো?'

'আমিও তা-ই চাই। অহেতুক সময় নষ্ট করবার মানে হয় না।'

'তোমার আসলে প্রথমেই আমার কাছে আসা উচিত ছিল, মার্টিন খুব নরম স্বভাবের মানুষ—ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। তা ছাড়া ওর অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। তাই আমার মনে হয় না ও তোমার প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারবে।'

'তাই নাকি? আমার কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল ও বেশ আগ্রহী।'

'ওকে আমি পুরো পরিস্থিতিটা *বুঝিয়ে* বলেছি। আমার ধারণা, মার্টিনও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সেক্ষেত্রে আমাকে একাই পুরো ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

'দেখো, ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই, যে-সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে সেটা থেকে লাভবান হতে। তুমি বা মার্টিন কে থাকবে—সেটা আসলে আমার কোনও ভাবনার বিষয় নয়।'

'ভেরি গুড! তোমার পুরো প্রস্তাবটা আমি মার্টিনের কাছেই শুনেছি—আমি প্রতি একরে তোমাকে ৭৫ সেন্ট দিতে রাজি আছি। তবে আমার কিছু শর্ত আছে।'

'শুনছি।'

'ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি একটু কথা বলবে—যেন লোনটা পেতে সুবিধে হয়। আর জমির জন্য যখন ভূমি অধিদপ্তরে ক্লেইম করব, তুমি আমার সঙ্গে তোমার ফাইনাল ম্যাপ নিয়ে যাবে। জমি ক্লেইম করবার পরেই আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য টাকা দিয়ে দেব।'

'কোনও সমস্যা নেই। তবে আমার সঙ্গে আমার এক কলিগ থাকবে, ফিল কলিন্স। ও আসলে একজন ইউএস মার্শাল, আমাদের এই রেলরোড প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

বইঘর.কম

এসেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ডিলে সে-ও আছে।'

'শুনে খুশি হলাম। আশা করি এই ডিল থেকে আমরা সবাই লাভবান হতে পারব।'

'তা তো বটেই!'

## চোদ্দ

পরের দুদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটাল রেলরোডের লোকেরা। দু-দলে ভাগ হয়ে ওরা রেলরোডের দু'দিকে কাজ করে গেল। নানারকম মাপজোক করছে, রেল-ট্র্যাকের প্রতিটা ইঞ্চি পরীক্ষা করে এগোচ্ছে। প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই কাজে নামে ওরা, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে। সান সিটির গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া সবাই এখনও মনে করছে ওরা ম্যাপের কাজ করছে। এর মাঝেও অবশ্য ন্যাশ কয়েকবার ক্রিসের সঙ্গে আলাপ করেছে, আলোচনার সময় ইচ্ছে করে ফিলকে সঙ্গে রাখেনি। কেননা মুখে ঠিক আছে বললেও ন্যাশ জানে সামনাসামনি ক্রিসের সঙ্গে কথা বলার সময় ও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। অবশ্য ফিলেরই বা দোষ কী? ও নিজেই বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে। যা হোক, ক্রিসকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে লোনের ব্যবস্থা পাকা করেছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার লোনের দেবার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী, হবে না-ই বা কেন—এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীকে লোন দিতে তার কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় এমনিতেই। তা ছাড়া ন্যাশ তাকে

অনুরোধ করায় সে দ্বিগুণ উৎসাহ পেয়েছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ ওরা সান সিটি এবং আশপাশের এলাকার কাজ শেষ করে ফেলল। এখন ওদের পরবর্তী গন্তব্য হবে ফলসম। সেদিন সন্ধ্যার পর ওরা সবাই গেল ম্যাথু টেইলরের স্যালুনে। শুরু হলো জম্পেশ আড্ডা, সেইসঙ্গে জরিপের কাজ শেষ করবার আনন্দে মদ্যপান।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল হইচই। তাড়াতাড়ি স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দেখল, জিনের উপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকা একজনকে নিয়ে একটি ঘোড়া শহরের মাঝ বরাবর রাস্তা দিয়ে ধীর কদমে হেঁটে যাচ্ছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে থামিয়ে দেখা গেল লোকটা হ্যারি মার্টিন—রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন। ন্যাশ দ্রুত তার নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল। এখনও বেঁচে আছে সে। সবাই ধরাধরি করে মার্টিনকে ডেভিড বুকানন এর বাড়িতে নিয়ে গেল। ডেভিড এলাকার ডাক্তার হিসেবে পরিচিত, যদিও সে পড়ালেখা করা ডাক্তার নয়, তবে টুকটাক চিকিৎসা জানে। কিছু ওষুধপত্রও থাকে তার কাছে।

ডেভিড পরীক্ষা করে জানাল মার্টিনের আঘাতগুলো গুরুতর; বাঁচামরার চান্স ফিফটি ফিফটি। বুকের কাছে একটা গুলির আঘাত আছে, একটুর জন্য হৃদপিণ্ড মিস করেছে। গুলি করার আগে বা পরে খালি হাতে কেউ ওকে পিটিয়েছে। চোয়াল এবং পাঁজরের হাড় ভেঙেছে, একটা পা-ও ভেঙে চুরচুর—শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি দিয়ে গুঁড়ো করা হয়েছে। বেঁচে গেলেও সাড়া জীবনের জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতে পারে! ডেভিডের সঙ্গে কথা বলার মাঝেই শেরিফ এসে নিচু স্বরে ন্যাশকে অফিসে যাবার জন্য বলে গেল। উৎসুক লোকজনকে যার যার বাড়িতে পাঠিয়ে শেরিফ ও ন্যাশ অফিসের দিকে চলল।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, মিজৌরিতে ক্রিস এভার্ট রীতিমত *বিখ্যাত* মানুষ।'


বইঘর.কম
রক্ষক

মুচকি হাসল ন্যাশ। 'কী জানিয়েছে ওরা?'

'ওর নামে বেশ কয়েকটা অভিযোগ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর মানুষ খুন।'

'বলো কী! আমি তো শুনেছিলাম কোনও প্রমাণ ছিল না।'

'ভুল শুনেছ। ও মিজৌরি ছাড়ার পর বেশ কয়েকজন ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে—তাদের ভেতর একজন ওর নিজেরই লোক।'

'ওর নামে কোনও হুলিয়া জারি হয়নি?'

'হয়েছে। ক্রিস এভার্টকে ধরিয়ে দিতে পারলে এক হাজার ডলারের বাউণ্টি ঘোষণা করা আছে—জীবিত বা মৃত।'

'বাহ্, চমৎকার! তবে তোমাকে একটি অনুরোধ করতে চাই। আগামী কয়েকদিন ওকে গ্রেফতার কোরো না। আমি ওকে হাতে-ভাতে... সবকিছুতে মারতে চাই।'

'কী করবে?'

'তেমন কিছু না...আগামীকাল আমরা সান সিটি ছেড়ে ফলসম যাচ্ছি, ওখানকার কাজ শেষ করতে দুই থেকে তিনদিন লাগবে। ক্রিস আমাদের সঙ্গে ওখানে দেখা করতে যাবে। এরপর আমি আর ফিল এখানে এসে ক্রিসকে তোমার হাতে তুলে দেব। তুমি এর মাঝে ওর গ্রেফতারের জন্য যা যা ফর্মালিটি প্রয়োজন সেগুলো করে রেখো।'

'জানি না কী মতলব এঁটেছ, আপাতত জানতেও চাইছি না, তবে পুরনো ফাইলটা পড়ে আমার কিছু ধারণা হয়েছে। ঠিক আছে, তোমার অনুরোধ আমি রাখছি। তবে ওকে কিন্তু আমি অক্ষত অবস্থায় চাই, কথাটা মনে রেখো।'

'অবশ্যই। তুমি মার্টিনের দিকে একটু খেয়াল রেখো, ওর উপর আবারও হামলার আশঙ্কা করছি। কেউ একজন চায়নি ও বেঁচে থাকুক।'

'ঠিক আছে, আমি পাহারার ব্যবস্থা করছি। ওর র‍্যাঞ্চেও খবর

দিতে হবে।'

'এক কাজ করা যায়,' একটু ভেবে বলল ন্যাশ। 'চলো, এখুনি ডাবল অ্যারোতে যাই। আমার ধারণা, ওখানে গেলে মার্টিনের উপর হামলাকারীর হদিস পাওয়া যেতে পারে।'

'ডাবল অ্যারোতে? তুমি নিশ্চিত?'

'হুঁ।'

'বেশ, চলো। দেখা যাক তোমার ধারণা কতটা সঠিক।'

দশ মিনিটের মধ্যে ফিল আর শহরের আরও দুজনকে নিয়ে ওরা ক্রিসের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হলো। তার আগে মার্টিনের জন্য পাহারারও ব্যবস্থা করা হলো।

ডাবল অ্যারো র‍্যাঞ্চ।

গম্ভীর মুখে বসে আছে ক্রিস এভার্ট। ঠিক ওর সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এইচএম র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ওয়াকার।

থমথমে গলায় একটু পর ক্রিস বলল, 'তোমার ধারণা, তুমি মার্টিনকে মেরে ফেলেছ?'

'ধারণা না, আমি শিয়োর ও মারা গেছে,' বলল ওয়াকার, যদিও হাবভাবে অনিশ্চয়তা রয়েছে তার।

'সবকিছু খুব সুন্দরভাবে চলছিল। এ-অবস্থায় তোমার এই বলদ-মার্কা কাজ আমার কত বড় ক্ষতি করতে পারে, তোমার কোনও আইডিয়া আছে?'

'বস, ওকে না মেরে উপায় ছিল না। মাতাল হয়ে তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলছিল—ব্ল্যাকমেইল, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ক্যানসাস, মিজৌরি... শত শত অভিযোগ! সেটাও আবার র‍্যাঞ্চের সবার সামনে চিৎকার করে। এক পর্যায়ে তোমাকে খুন করবে বলে ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে পড়ে, দু-একজন বাধা দিলেও কারও কথা শোনেনি। অগত্যা অন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমিও বের হই। শহরের পাশের ট্রেইল ধরে অনুসরণ করি ওকে। হঠাৎ


বইঘর.কম

দেখলাম ও ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই শুরু করল গুলি। ভাগ্য ভাল আমার গায়ে লাগেনি। আমি পাল্টা গুলি করতেই ওর বুকে লাগে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম শালা তখনও মরেনি। পিস্তল রেখে আমি একটা গাছের ডাল হাতে নিয়েছিলাম, সেটা দিয়েই পেটানো শুরু করি। এক পর্যায়ে ওর শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। এরপর লাশটা ওর ঘোড়ার উপর তুলে, শহরের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। ওর পকেট থেকে টাকা-পয়সা বের করে নিয়েছি, সবাই ভাববে ব্যাটা ডাকাতের কবলে পড়েছিল।'

'ওর পালস চেক করে দেখেছিলে?'

'তা দেখিনি, তবে ওই অবস্থা থেকে কারও বাঁচা সম্ভব না।'

'শোনো, তোমার মুখের কথার কোনও দাম আমার কাছে নেই। তুমি যে আমাকে কী বিপদের মধ্যে ফেললে, তোমার কোনও ধারণাই নেই। এইচএম র‍্যাঞ্চের সবাই সাক্ষ্য দেবে, মার্টিন আমাকে গালমন্দ করল, মারার নাম করে বের হলো এরপর এখানে আসার আগে বা পরে মারা গেল। এ-সব শুনে যে-কেউ মনে করবে কাজটা আমিই করেছি।'

'বস, আমি আসলে অত কিছু ভাবিনি। প্লিজ, আমাকে বাঁচাও।'

চিন্তায় ডুবে গেল ক্রিস। ওয়াকারকে বাঁচানোর চেয়ে নিজে কীভাবে বাঁচবে, সেটাই বেশি ভাবছে। শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'তোমাকে বাঁচানো এখন কঠিন, ওয়াকার। তারচেয়ে আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালেই তুমি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাও। ডাকাতির যে-নাটক সাজিয়েছ, সেটা নিখুঁত হয়নি। আসল ঘটনা টের পাওয়ামাত্র তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে শেরিফ।'

কথা শেষ হতেই বাইরে থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ও হ্রেষারব। ওয়াকারকে লুকাতে বলে দরজা খুলে বের

হয়ে এল ক্রিস। মুখোমুখি হলো ঘোড়সওয়ারদের।

'কে ওখানে? শেরিফ নাকি?'

'হ্যাঁ, ক্রিস। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

কণ্ঠস্বরটা শুনে ক্রিস খুশি হয়ে গেল। শেরিফকে খবর পাঠাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—ওয়াকারকে ধরিয়ে দেবার জন্য। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

'নিশ্চয়ই, শেরিফ। এসো, চলে এসো।' র‍্যাঞ্চের লোকেরা অস্ত্র তুলেছিল অচেনা আগন্তুকদের উদ্দেশে, তাদেরকে নির্দেশ দিল অস্ত্র নামিয়ে নিতে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল শেরিফ ও তার সঙ্গীরা। অভিবাদন জানাবার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল ক্রিস। শেরিফের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তোমরা সম্ভবত ওয়াকারকে ধরতে এসেছ। ও আমার র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে আছে। হারামজাদা স্বীকার করেছে খুনটা ও-ই করেছে। ওকে আটকে রেখে তোমার কাছে খবর পাঠাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই তোমরা চলে আসায় ভাল হলো।'

'সত্যি? ক্রিস, তুমি দেখছি একজন সচেতন নাগরিক!' শুকনো গলায় বলল শেরিফ। ক্রিসের অতীত জানবার পরে তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

'ধন্যবাদ। ওয়াকার ওই কামরাতে আছে।' একটা জানালা দেখিয়ে দিল ক্রিস।

অস্ত্র হাতে নিয়ে সবাই কামরার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্রিস সাবধানে দরজা খুলে ওয়াকারকে বাইরে আসতে বলল। বাইরে এসেই ওয়াকার একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

শেরিফ বলল, 'ওয়াকার, হ্যারি মার্টিনকে হত্যাচেষ্টার দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। তোমার অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পণ করো।'

'আমি কিচ্ছু করিনি!' রাগী গলায় বলল ওয়াকার। 'তোমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই!'

'আছে, ওয়াকার,' ন্যাশ বলল। 'খেয়াল করোনি, শেরিফ কী বলল? হত্যা নয়, হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে তোমাকে। মার্টিন মারা যায়নি, গুরুতর আহত হয়েছে মাত্র। ও নিজেই তোমার কথা বলেছে।' মিথ্যে করে শেষ বাক্যটা যোগ করল ওয়াকারকে ধোঁকা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য।

কাজ হলো ওতে। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ওয়াকারের। বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি খুনের জন্য গুলি করিনি... আত্মরক্ষা করতে গিয়ে অমনটা হয়েছে।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না বলে দুঃখিত। তা ছাড়া ক্রিস বলেছে তুমি ওর কাছে স্বীকার করেছ যে তুমি মার্টিনকে খুনই করতেই চেয়েছিলে।'

'মিথ্যে কথা! শালা, দু-মুখো সাপ...' ক্রিসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ওয়াকার। হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে।

'থামো, ওয়াকার!' ন্যাশও চেঁচাল।

লাভ হলো না। পিস্তল বের করে ফেলল ওয়াকার। পরের ঘটনাটুকু ঘটল বিস্ময়কর দ্রুততায়। ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল ক্রিস, একই সঙ্গে ড্র করল ন্যাশ আর ফিল। বুকে-পেটে গুলি খেয়ে ছিটকে গেল ওয়াকার... দরজা ভেঙে আছড়ে পড়ল রুমের ভেতর।

শেরিফ তার পিস্তল খাপমুক্ত করবার সুযোগই পায়নি, তার আগেই যা ঘটবার ঘটে গেল। কয়েক মুহূর্ত ঘটনার আকস্মিকতায় স্থির হয়ে থাকল সে, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওয়াকারের দেহ পরীক্ষা করল। যদিও দরকার ছিল না, তবুও ঘোষণা করল, 'ও মারা গেছে।'

সবাই মিলে ধরাধরি করে ওয়াকারের লাশটা ঘোড়ায় তুলল, শহরে নিয়ে যাবে। শেরিফ দ্রুত ক্রিসের জবানবন্দি নিল। শেরিফের কাজ হয়ে গেলে ক্রিস ন্যাশকে ওর জীবন বাঁচাবার জন্য ধন্যবাদ জানাল। মুচকি হাসল কেবল ন্যাশ, লোকটা এখনও

জানে না তার কপালে কী অপেক্ষা করছে। ক্রিসকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে আরও কিছু কথা বলল ও। এরপর সবাই ঘোড়ায় চড়ে সান সিটির দিকে রওনা হলো।

ফেরার পথে ফিল নিচু স্বরে ন্যাশকে বলল, 'গুলিটা ওয়াকারের বদলে ক্রিসকে করতে পারল খুশি হতাম।'

'আমিও,' ন্যাশ বলল। 'অবশ্য তাতে কাজের কাজ কিছুই হত না, শালা ফট করে মরে বেঁচে যেত। তবে তোমাকে দিয়ে হবে না বোধহয়। তুমি অনেক স্লো হয়ে গেছ।' হাসল ও।

'কচু!' ভেঙচি কাটল ফিল। 'স্লো তো হয়েছ তুমি! হবে না-ই বা কেন, তোমার তো এখন পিছুটান তৈরি হয়েছে। কেউ একজন তোমার পথ চেয়ে কারসন সিটিতে বসে আছে!'

একসঙ্গে হেসে উঠল দু'ভাই। ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ফিরে চলল সান সিটিতে।

# পনেরো

ফলসম। ওয়াকার মারা যাবার দশ দিন পর।

অন্যান্য সব শহরের মত ফলসমেও সাধারণত সোমবার সকালে সবচেয়ে বেশি কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ন্যাশ এবং ফিল দূর থেকে আসা ক্রিসকে দেখতে পেল। বরাবরের মত সঙ্গে দুজন সাগরেদ রয়েছে।

'হাউডি ন্যাশ! ফিল! গুড মর্নিং!' কাছে এসে নিঁখুত পশ্চিমা ভঙ্গিতে হ্যাট ধরে অভিবাদন জানাল সে।


বইঘর.কম

‘গুড মর্নিং, তবে তুমি বিশ মিনিট দেরি করেছ,’ ন্যাশের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

‘দুঃখিত। তবে আশা করি একটু পর তোমাদের আর কোনও অভিযোগ থাকবে না।’

‘তা-ই যেন হয়। চলো, আগে এক কাপ কফি খাওয়া যাক।’ ন্যাশ কাছের একটি স্যালুনের ইঙ্গিত করল।

‘কফি খেয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কী? জরুরি কাজ ফেলে...’

‘কফিটা আসলে বাহানা। কফি খেতে খেতে তোমাকে আমরা চূড়ান্ত ম্যাপটা দেখাব। ওটা দেখে তুমি কতখানি জমি ক্লেইম করবে তা আমাদের জানাবে, সেই অনুযায়ী আমাদের কমিশন দেবে, এরপর তুমি ভূমি অধিদপ্তরে গিয়ে পেপারওয়ার্ক সেরে ফেলবে। এরপর আমরা যার যার পথে চলে যাব।’

‘তোমার আমাকে বিশ্বাস করছ না?’ আহত স্বরে বলল ক্রিস। ‘ভাবছ পেপারওয়ার্ক হয়ে গেলে আমি তোমাদের বখরা না দিয়ে কেটে পড়ব?’

‘বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন না, আমরা আসলে ঠকানোর কোনও সুযোগ রাখতে চাইছি না। সুযোগের অভাবে যদি সৎ থাকা যায়, মন্দ কী?’

‘তা-ই! হুম, যুক্তি আছে তোমার কথায়। বরাবরের মত সরাসরি জানিয়ে দিয়েছ, সেজন্যেও ধন্যবাদ। ঠিক আছে, চলো কফিই হয়ে যাক।’

স্যালুনের একেবারে ভেতরের দিকের এক বিশাল টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। সকালের নাস্তার সময় পার হয়ে গেছে বলে ভিড় বেশ কম, দু-একজন যারা আছে তারা সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। বসার পরপরই টেবিলের উপর একটা বিশাল ম্যাপ মেলে ধরল ন্যাশ।

‘এটাই ফাইনাল ম্যাপ,’ বলল ও। ‘নিজের চোখে দেখে নাও

সব ঠিকমত আছে কি না।'

সময় নিয়ে ম্যাপটা দেখল ক্রিস। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে।'

'গুড। এবার বলো, কতখানি জমি কিনবে বলে ঠিক করেছ?'

'তুমি যে-জায়গাটার কথা বলেছিলে, ওটা তো প্রায় এক লাখ বিশ হাজার একর, তাই না? আমি পুরোটাই নিতে চাই।'

'তাই নাকি? ওখানকার পুরোটাই?'

'হ্যাঁ, পুরোটাই। এখন তো টাকা বেশি লাগবে না, শুধু জমি ক্লেইম করার ফি আর তোমাদের কমিশন। আমার নিজের কিছু সঞ্চয় ছিল আর ব্যাঙ্ক থেকে লোনের অর্ধেক পেয়েছি। জমির পুরো টাকা পরিশোধ করার আগেই আমি ব্যাঙ্ক থেকে লোনের বাকিটা হাতে পেয়ে যাব। তখন আর কোনও সমস্যা হবে না।'

'ওয়েল, তোমার যা মর্জি। এখন তা হলে ক্লেইমের কাগজ জমা দিতে তোমার লোক পাঠিয়ে দাও। আমি আর তুমি এখানে বসে আমাদের দেনা-পাওনার হিসেবটা মিটিয়ে ফেলি। তোমার যে-লোক ক্লেইম করতে যাবে তার সঙ্গে ফিলও যাবে, ও এসব কাজের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারবে। কী বলো, ফিল?'

'সানন্দে!' মনে মনে ন্যাশকে ধন্যবাদ দিল ফিল। ক্রিসের সামনে নির্বিকারভাবে বসে থাকা ওর জন্য বেশ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল! বেশিক্ষণ সামনে থাকলে কী করতে কী করে ফেলবে... এরচেয়ে সামনে থেকে সরে যাওয়াই ভাল।

'ঠিক আছে। নিক, তুমি যাও।' নিজের একজন সাগরেদকে ইশারা দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে টাকা ও কাগজপত্র ধরিয়ে দিল ক্রিস। ন্যাশ ফিলকে ম্যাপটা দিয়ে দিল, যাতে ওরা সেকশন দেখে জমি ক্লেইম করতে পারে। বেরিয়ে গেল ফিল আর নিক।

ইতিমধ্যে ওদের কফি চলে এসেছে। কফিতে চুমুক দিয়ে ক্রিস বলল, 'ন্যাশ, তোমার মত লোক আমি কখনও দেখিনি। এখন পর্যন্ত তুমি যা যা বলেছ, আমি তা-ই করে এসেছি। অথচ

বইঘর.কম

আমার সঙ্গে ব্যাপারটা ঠিক যায় না। আমি সহজে কারও উপর ভরসা করি না, আবার উল্টোটিও সত্য। তবে, তোমার ভেতরে এমন কিছু আছে যাতে করে তোমার কথা ও কাজে ভরসা করতে দ্বিধা হয় না।'

'ধন্যবাদ। আমি আবার কারও উপর ভরসা করতেই দ্বিধা করি না, কেননা আমি জানি-আমাকে ঠকিয়ে কেউ কোনোদিন পার পাবে না।' তাৎপর্যপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল ন্যাশ।

'যা হোক, এই নাও তোমাদের কমিশনের নব্বই হাজার ডলার।' বলে ক্রিস একটা থলে বের করল।

ন্যাশ থলের মুখ খুলে বাণ্ডিল গুনে নিল, সঙ্গে নোটের তোড়াগুলোও নেড়ে-চেড়ে দেখে নিল।

'সব ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলে কফির শেষটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল ও। 'ফিল যে-ম্যাপটা নিয়ে গেল ওটার মালিক এখন তুমি, ও আসার পর তুমি নিয়ে নিয়ো।'

'গুড। তোমরা কি আজ ফলসমেই থেকে যাবে?' ক্রিস প্রশ্ন করল।

'নাহ্, এখানকার কাজ শেষ। বিকেলে আমরা রওনা দেব, স্যাক্রামেন্টো যাব। তবে আজ রাতে সান সিটিতে থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তাই নাকি? তা হলে তো আমরা বিকেলে একসঙ্গেই যেতে পারি। যদিও এখনই চলে যাবার কথা ছিল, তবে তোমরা সঙ্গে গেলে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমার কোনও সমস্যা নেই।'

'ঠিক আছে, যাব নাহয় একসঙ্গে।'

'দারুণ!'

'চেঞ্জ অব প্ল্যান,' ঘোষণার সুরে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ক্রিস, ফলসমের এক স্যালুনে লাঞ্চ করছে ওরা—ক্রিসের দুই দেহরক্ষী এবং আরও দুই গানম্যান। 'এখানে ন্যাশদের কাছ থেকে টাকা

কেড়ে নেবার আর দরকার নেই, ওরা সান সিটিতে যাচ্ছে। ওখানে রাতে থাকবে। সান সিটিতেই আমার টাকা সুদে আসলে ফেরত নিয়ে নেব।'

'বস, সান সিটিতে ওরা যে টাকা নিয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা কী?'

'ওরা আজ বিকেলেই ফলসম ছেড়ে চলে যাবে। যেহেতু টাকাপয়সা ভাগাভাগির ব্যাপার আছে, আশা করছি ওরা সঙ্গে নিয়েই যাবে। তা ছাড়া ওদের উপর স্মিথ নজর রাখছে, সে-রকম কিছু হলে খবর পাওয়া যাবে। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ব্যাঙ্কের সামনেও একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। সুতরাং মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—ওরা যা-ই করুক, আমরা জানতে পারব।'

'ঠিক আছে, বস।'

'তোমরা দ্রুত লাঞ্চ করে নাও। খাওয়া শেষ হলেই আমরা রওনা করব।'

এদিকে ফলসনের অন্য প্রান্তের এক বাড়িতে ন্যাশ ও ফিল লাঞ্চ করছে। বাড়িটা মাইকেল মুরের এক আত্মীয়ের। রেলের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় সবাই চলে গেলেও ওদের প্ল্যান অনুযায়ী মুর ফলসনে থেকে গিয়েছিল। অফিসে জানিয়ে দিয়েছে, দুদিন পরে কাজে যোগ দেবে।

খাওয়া শেষ হলে টাকার থলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। নোট সরিয়ে ওতে ভরল বাজে কাগজ। থলে খুলে না দেখলে বোঝার উপায় নেই ভেতরে টাকা নাকি অন্য কিছু।

'আমি শিয়োর না, ক্রিস টাকা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে কি না। তবে খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকাই ভাল।' ন্যাশ বলল। 'মুর, তুমি টাকাগুলো নিয়ে সরাসরি স্যাক্রামেন্টো চলে যাবে। আর আমরা যাব সান সিটিতে, ক্রিসের সঙ্গে দেনা-পাওনা মেটাতে।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলে টাকাগুলো একটা ব্যাগে ভরে নিল

মুর।

'ন্যাশ, আমাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে,' জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে খুব সাবধানে উঁকি মেরে ফিল জানাল।

'তা হলে হয়েই গেল, ফলসনে আর ঝামেলা হবার কোনও আশঙ্কা নেই। আমরা এই ব্যাগ সঙ্গে করে বের হলে ওরা আশ্বস্ত হয়ে যাবে। যা হবার সান সিটিতেই হবে। মুর, আমরা বের হবার পর তুমি পরের ট্রেনে করে বা আগামীকাল চলে যেও।'

'ঠিক আছে। তবে বলছিলাম কী... আমি তোমাদের সঙ্গে গেলে ভাল হতো না? মানে... দুজনের বদলে তিনজন হলে...'

'মুর, চিন্তা কোরো না। সান সিটিতে আমাদের জন্য শেরিফ সব ধরনের আয়োজন নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্ল্যান মোতাবেকই এগোচ্ছে সব।'

'তারপরেও...' মুর ইতস্তত করতে লাগল।

'কী ব্যাপার, বন্ধু? তুমি মনে হয় বিপদের আশঙ্কা করছ?'

'তেমন কিছু না, আসলে মনটা কেমন খচখচ করছে।'

'হুম! এক কাজ করি তা হলে—সান সিটি পৌঁছে তোমাকে আমরা টেলিগ্রাম করব। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে সান সিটিতে যেতে বলব, তা না হলে তুমি স্যাক্রামেন্টো চলে যেয়ো। কী বলো?'

শ্রাগ করল মুর। 'মন্দের ভাল। আসলে তোমাদেরকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া আমি অ্যাকশনের ভক্ত। সান সিটিতে কিছু হলে আমি মিস করতে চাইছি না। বহুদিন জীবনে উত্তেজনাকর কোনও কিছু ঘটছে না কি না।'

হাসতে হাসতে ওর পিঠ চাপড়ে দিল ন্যাশ।

# ষোল

ফলসম থেকে সান সিটিতে যাতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। সুতরাং ট্রেন ছাড়ার পরও ন্যাশ এবং ফিল সতর্কতা বজায় রাখল। ওরা যে-কম্পার্টমেণ্টে রয়েছে সেখানে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। তাদের বেশিরভাগই মাইনার—ফলসম থেকে সাপ্লাই কিনে ফিরছে। এ-ছাড়া আছে কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং একজন ভবঘুরে চেহারার লোক। খুব সম্ভবত সে পরিব্রাজক—দেশ-ভ্রমণে বের হয়েছে। ট্রেন চালু হবার পর ইদানীং এরকম লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

মুখোমুখি বসে আছে ওরা চারজন—ন্যাশ ও ফিল পাশাপাশি, ওদের উল্টোপাশে ক্রিস এভার্ট ও স্মিথ... আপাতত ক্রিসের ডানহাত। ক্রিস এর বাকি লোকরাও আশপাশে বসে আছে। টাকার থলেটা ন্যাশ এমনভাবে নিজের আর ফিলের মাঝে রেখেছে যাতে খুব সহজেই দেখা যায়। অনেক চেষ্টা করেও স্মিথ থলের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে দেখে মনে মনে হাসল ও।

'ন্যাশ, সান সিটিতে আরও কয়েকদিন থাকছ তো?' আলাপের ভঙ্গিতে ক্রিস প্রশ্ন করল।

'সম্ভবত না। আমাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব স্যাক্রামেণ্টো যেতে হবে। খুব বেশি হলে আর দুদিন থাকতে পারি। কেন, বাড়িতে দাওয়াত দেবে নাকি?'

হাসল ক্রিস। 'কেন নয়? লাভজনক একটা ব্যবসার সুযোগ

এনে দিয়েছ তোমরা, তার বিনিময়ে একটু খাতিরদারি কারাই তো উচিত।'

'খাতিরদারিতে আমাদের আপত্তি নেই। সময় বের করে নেয়া যাবে। কী বলো, ফিল?'

'মন্দ না। তবে খাতিরদারিটা দু'দিক থেকেই হতে পারে,' ফিল বলল। 'হাজার হোক, লাভের কিছুটা অংশ আমরাও তো ভোগ করছি।' থলের দিকে ইশারা করল ও।

যেন খুব মজার কথা শুনেছে, এমন ভঙ্গিতে শরীর ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল ক্রিস। মুখে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে ন্যাশ এবং ফিলও তার সঙ্গে যোগ দিল।

স্মলভিল পার হবার পর ট্রেনের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে গেল, এর পরের স্টেশনই সান সিটি। উপস্থিত বেশিরভাগ যাত্রীই সান সিটিতে নামবে বলে মনে হচ্ছে। সবাই যার যার ব্যাগ-বাক্স নিয়ে নাড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। ভিড় বেশি হলে সুবিধে-অসুবিধে দুটোই আছে। সুবিধে হলো—ক্রিসের মনে এখুনি কিছু করবার প্ল্যান থাকলে সেটা বাদ দেবে। আর অসুবিধে হলো—ওকে সদলবলে গ্রেফতার করতে গেলে লাইন অব ফায়ারে নিরীহ মানুষ চলে আসতে পারে। ন্যাশ কিছুটা চিন্তাতেই পড়ে গেল। সবকিছু নির্ভর করছে শেরিফ কী ধরনের ব্যবস্থা করেছে তার উপর।

অবশেষে সান সিটি চলে এল। ট্রেন থেকে নামার আগেই শেরিফকে দেখতে পেল ওরা। তার মাঝে সতর্ক ভাব দেখতে পেয়ে ন্যাশ যা বোঝার বুঝে নিল। মাথা ঝাঁকিয়ে ফিলকে ইশারা দিল। ধীরে ধীরে সবাই নামতে শুরু করল ট্রেন থেকে। আশপাশে নজর বোলাতেই ক্রিসের নিজস্ব লোকদের দেখতে পেল ন্যাশ। মোট ছ'জন, সবাই সশস্ত্র। হাঁটাচলার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সবাই প্রফেশনাল।

ন্যাশ আর ফিলকে দেখে অবাক হবার ভান করল শেরিফ। কপট সুরে বলল, 'আরে, মার্শাল ফিল আর মিস্টার ন্যাশ! ফিরে

এলে কী মনে করে?'

'আর বোলো না শেরিফ, সান সিটি ছাড়তে চেয়েও পারছি না,' হাসিমুখে বলল ন্যাশ। 'তোমাদের মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে গেছি মনে হয়।'

'হা হা... তোমাদের মত চমৎকার মানুষ এখানে থেকে গেলে মন্দ হয় না।'

'হুম! যদি ক'টা দিন থাকতেই চাই, আমাদের আদর-আপ্যায়নের জন্য *বিশেষ* কোনও ব্যবস্থা করবে নাকি?' বিশেষ শব্দটার উপর জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করল ন্যাশ।

'করব মানে? ধরে নাও অলরেডি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিল শেরিফ।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির হাসি হাসল ন্যাশ ও ফিল। আড়চোখে তাকাল ক্রিসের দিকে—ওদের কথা শুনে লোকটা বুঝতে পারছে না যে তাকেই গ্রেফতারের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলছে ওরা।

শেরিফ এবার তার দিকে ঘুরল। 'হাই, ক্রিস! তুমিও দেখছি একসঙ্গেই এসেছ। ভালই হলো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। আমার অফিসে একটু আসবে?'

'হঠাৎ! কী ব্যাপার বলো তো।'

'ব্যাপার তেমন কিছু না। ওয়াকারের মারা যাবার ব্যাপারে তোমার দেয়া জবানবন্দি নিয়ে একটু কথা বলব। একটু ঘষামাজা করতে হবে লেখাটা। জাজ স্টিভেন আজই ওটা দেখতে চেয়েছেন। তুমি এখুনি যদি আমার সঙ্গে একটু বসো তো ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। চলো তা হলে। শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে যে-কোনও সাহায্য করতে আমি বরাবরই প্রস্তুত।'

'সেটা আমি জানি, আর জানি বলেই তোমাকে এখুনি যাবার জন্য অনুরোধ করলাম।'

ওদেরকে শেরিফের অফিসের দিকে এগোতে দেখে ন্যাশ এবং ফিলও ধীরে ধীরে পিছু নিল। ভাল করে খেয়াল করে ওরা দেখতে পেল, শেরিফের অফিসের আশপাশে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কারও হাতে বন্দুক না থাকলেও শারীরিক ভাষা দেখে বুঝতে পারল সবাই স্নায়ু টান টান করে অপেক্ষা করছে। বোঝাই যাচ্ছে শহরের বেশ কয়েকজনকে শেরিফ দলে টানতে পেরেছে।

শেরিফের অফিসে ঢোকার আগ মুহূর্তে ক্রিস ওর লোকদের ডাবল অ্যারো স্যালুনে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ন্যাশ। যাক, ওরা না থাকলে কোনও বুলেট ছাড়াই হয়তো ক্রিসকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। ইশারা করে ফিলকে স্যালুনের দিকে পাঠিয়ে দিল। দুজন আলাদা হয়ে দু'দিকে হাঁটা শুরু করল। শেরিফ এবং ক্রিস অফিসে ঢোকার একটু পর ন্যাশও অফিসে ঢুকল। প্রায় একই সঙ্গে ক্রিসের সাগরেদরা ডাবল অ্যারো স্যালুনের ভেতরে ঢুকল এবং ফিলও ওদের পিছু পিছু ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপর ইতস্তত ঘুরতে থাকা মানুষেরা শেরিফের অফিস ও ডাবল অ্যারো স্যালুন সহ আশপাশের সবগুলো বিল্ডিং এর সামনে অবস্থান নিয়ে নিল। এদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে বন্দুক তাক করে ফাঁকা গুলি ছুড়ল।

ওটাই সঙ্কেত। গুলির শব্দ শুনেই ডাবল অ্যারো স্যালুনের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। শেষ বিকেল বলে স্যালুনে উপস্থিত লোকের সংখ্যা কম নয়, তাদের বেশিরভাগই কী করবে ভেবে না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল। তবে ক্রিসের ছয় সাগরেদ ছুটে বেরুতে চাইল স্যালুন থেকে। পিস্তল বের করে তাদের দিকে তাক করল ফিল।

'খবরদার, কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। তোমাদের অনেকে হয়তো আমাকে চেনো, যারা চেনো না তাদেরকে বলছি... আমার

নাম ফিল কলিন্স, আমি একজন ইউএস মার্শাল। সান সিটির ইতিহাস বদলাতে শুরু করেছে। এই মাত্র ক্রিস এভার্টকে হত্যা, ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং স্টেজ কোচ ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিজৌরিতে ওর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল, এখানে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য ওকে সেখানে পাঠানো হবে। যে বা যারা এতে বাধা দেবে, তারা আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হবে। সবাই বুঝতে পেরেছ?'

'তুমি একা আমাদের সবাইকে শাসাচ্ছ? সবাইকে সামলাতে পারবে?' বলে উঠল ক্রিসের এক দেহরক্ষী।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে আরও চারজন উঠে দাঁড়াল, এদের মধ্যে দুজনের হাতে শোভা পাচ্ছে শটগান।

'ফিল একা নয়, আমরাও সঙ্গে আছি। ক্রিস এভার্টের মত নরকের কীটকে শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজনে আমরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।' বলল এক শটগানধারী। বোঝা গেল, কোনও কারণে সে ক্রিস এভার্টের উপর মারাত্মক খেপে রয়েছে।

যদিও শটগানের উপস্থিতিতে কেউ বোকামি করার সাহস পাবে না, তবুও নিশ্চিত হবার জন্য ফিল আবার মুখ খুলল।

'আশা করি আইনের বিপক্ষে কেউ অবস্থান নেবে না। তবুও কেউ যদি মনে করো আমরা সংখ্যায় কম বলে চান্স নেবে, তাকে বলছি, যে প্রথম নড়বে আমি তাকেই গুলি করব। এরপরও যদি খায়েশ থাকে তো চেষ্টা করতে পারো।'

কথা শেষ অন্য হাতেও পিস্তল তুলে নিল ও।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল রুদ্ধশ্বাসে। তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার টেনে বসে পড়ল দেহরক্ষীরা। অযথা জান খোয়াতে চায় না।

চেপে রাখা শ্বাসটা আস্তে করে ছেড়ে দিয়ে ফিল বলল, 'কিছু মনে কোরো না। তবে আপাতত তোমাদের অস্ত্র আমরা জমা রেখে দিচ্ছি।'

ইশারা পেয়ে এগিয়ে এল এক শটগানধারী। একে একে দেহরক্ষীদের সবার গানবেল্ট আর অস্ত্র নিয়ে নিল। স্যালুনের বাকিদের কাছ থেকে আর অস্ত্র কেড়ে নেবার দরকার আছে বলে ফিলের মনে হলো না। ক্রিসের কোনও সমর্থক থাকলেও একজন ইউএস মার্শালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবার সাহস করবে না। তবে প্রাথমিক ধাক্কা কেটে গেলে সংগঠিত হয়ে এরা কিছু করবে কি না—সে-সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যৎবাণী করা মুশকিল।

ফিল একটি চেয়ার টেনে পিস্তলটা সামনের টেবিলের উপর রেখে আরাম করে বসে পড়ল। আপাতত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। দেখা যাক সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হয় কি না।

## সতেরো

'ক্রিস এভার্ট, তোমাকে হত্যা, ব্যাঙ্ক লুঠ এবং স্টেজ কোচ ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো।' অফিসে ঢুকেই শেরিফ বোমা ফাটাল।

কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল ক্রিস। তারপর বলল, 'ঠাট্টা করছ, শেরিফ?'

'ঠাট্টা না। মিজৌরিতে তোমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। তোমাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেবার জন্য এক হাজার ডলার বাউণ্টিও ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই সেটা আরও বেড়েছে।'

টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পোস্টার বের করে দেখাল শেরিফ, মিজৌরি থেকে আনিয়েছে। পুরনো পোস্টার, কিছুটা মলিন, তবে ছবিতে ক্রিস এভার্টকে ভালমতই চেনা যাচ্ছে।

ওটার দিকে এক নজর তাকিয়েই রাগে ফেটে পড়ল ক্রিস। 'তুমি আমাকে গ্রেফতার করবে? সান সিটিতে আমার গায়ে ফুলের টোকাও যদি পড়ে, এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে, শেরিফ!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না শেরিফ। পিস্তল বের করল তাক করল ক্রিসের দিকে। ইশারা করল হাজতের একটা খালি সেলের দিকে। শীতল গলায় বলল, 'ঢোকো ওখানে।'

রাগে মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেলেও পিস্তলের সামনে আর কিছু বলল না ক্রিস। ঢুকে পড়ল হাজতে। তার পিছনে সশব্দে লোহার দরজাটা আটকে দিল শেরিফ। ন্যাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাইরের পরিস্থিতি একটু দেখে আসি, তুমি এদিকটায় একটু খেয়াল রেখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ন্যাশ। শেরিফ বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপরেই ক্রুদ্ধ স্বরে ক্রিস জিজ্ঞেস করল, 'এ-সব যে ঘটবে, তা তুমি জানতে, ন্যাশ?'

মুচকি হাসল ন্যাশ। 'জানতাম মানে? তুমি দেখি আস্ত গাধা... আরে, পুরোটা তো আমারই প্ল্যান করা!'

দাঁত কিড়মিড় করল ক্রিস। গালি দিয়ে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা, তোদের সবক'টাকে আমি দেখে নেব। এই শহর আমি যদি ধুলোয় মিশিয়ে না দিই তো আমার নাম ক্রিস...'

'গলা নামিয়ে কথা বলো,' তাকে বাধা দিল ন্যাশ। 'আর তোমার ওই ঠুনকো হুমকি আপাতত নিজের কাছেই রাখো। তোমার নামের ওয়ান্টেড পোস্টার সারা শহরে লাগানো হচ্ছে, যাতে সবাই জানতে পারে, তুমি আসলে কোন্ জাতের মাল।

আসল পরিচয় জানার পরে একজন দাগী আসামীকে কেউ সাহায্য করবে না, কেউ তার পক্ষ নেবে না। তা ছাড়া এমনিতেই আমাদের সঙ্গে শহরের বেশিরভাগ মানুষ আছে, এ ছাড়া তোমার বন্ধু হ্যারি মার্টিনও আমাদেরকে সাহায্য করছে। আহত না হলে ও নিজেও গ্রেফতারের সময় হাজির থাকত।'

'কচু আর ঘণ্টা!' মুখ ভেঙচে বলল ক্রিস। 'ভাবছ সান সিটির সাধারণ মানুষের আমার পোষা বাহিনীকে আটকাবে? হাহ্! জানো, আমি চাইলে এখুনি একশ' বন্দুকবাজ হাজির করতে পারব?'

'পারবে না, ক্রিস। কারণ... এক, তুমি এখানে বন্দি হয়ে আছ। আর দুই, তোমার যত টাকা আছে বলে মনে করছ, আসলে তত টাকা আর নেই।'

'মানে? কী বলতে চাও?'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করি... আমি সান সিটিতে শুধু রেলরোডের কাজে আসিনি, এসেছি তোমাকে সাজা দিতে! পনেরো বছর আগে এখানে রেঞ্জ-ওয়ারের নামে তুমি যাদেরকে হত্যা করেছিলে, তাদের মধ্যে ছিল মিস্টার কলিন্স ও তাঁর স্ত্রী—আমার মামা-মামী। আরও পরিষ্কার করে বললে ইউএস মার্শাল ফিল কলিন্সের বাবা-মা। ফিল কখনও তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকেনি কেন এখন নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ? ওর ভয় ছিল নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তোমাকে মেরে না ফেলে! অথচ তোমাকে ঠাণ্ডা মাথায় না মেরে আমরা হাতে ও ভাতে, দু'দিক দিয়েই মারব—এটাই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। তোমাকে পথে বসাবার প্ল্যান আমরা প্রায় দু-বছর ধরে করছি। এখানে আসার পর তোমার অতীত সম্পর্কে জানতে পেরে আমরা মিজৌরি আর ক্যানসাসে খোঁজ শুরু করি। তখন জানতে পারি তোমার নামে বহু আগেই মিজৌরিতে হুলিয়া জারি হয়েছিল—তুমি ওখান থেকে পালিয়ে আসার পরপরই। তোমার খুব কাছের

একজন সাগরেদ নিজে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কারও আছে—দেড় হাজার ডলার। জীবিত বা মৃত। তাই আমাদের কাজ আরও সহজ হয়ে গেল। তবে সেটা ছিল বোনাস। মূল আকর্ষণ কিন্তু অন্য জায়গায়।'

'অন্য জায়গায় মানে?' ক্রোধ সরে গিয়ে ভয় দেখা দিয়েছে ক্রিসের চেহারায়।

'হ্যাঁ, অন্য জায়গায়। তুমি বড় আশা করে যে হাজার হাজার একর জমি কিনেছ সেটা অনুর্বর, বন্ধ্যা এবং ফালতু জমি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তোমাকে জাল ম্যাপ দেখিয়ে ওসব কিনিয়েছি।'

'হারামজাদা! কুত্তা!' গাল দিতে শুরু করল ক্রিস।

ওসব গায়ে মাখল না ন্যাশ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মুখ খারাপ করে শুধু শুধু নিজের শক্তি খরচ করছ। তোমার তো শুকরিয়া আদায় করা উচিত—কারণ আমাদের জায়গায় অন্য কেউ হলে এত ঝামেলায় না গিয়ে তোমাকে স্রেফ খুন করত। তুমি ফকির হয়ে গেছ ঠিক, কিন্তু প্রাণে তো বেঁচে আছ!'

'তোমাদের নামে আমি রেল-বিভাগে মামলা করব। ম্যাপ দেখিয়ে তোমাদের জালিয়াতির কথা প্রমাণ করতে আমার সমস্যা হবে না। আমাকে ফাঁসাতে গিয়ে উল্টো তোমরাই ফেঁসে যাবে।'

'আমাদের এত কাঁচা ভাবলে কী করে? বললাম না দু-বছর ধরে প্ল্যান করছি? তোমাকে যে-ম্যাপটা দিয়েছি সেটা স্রেফ একটা খসড়া... কয়েক মাস আগে আমাদের অফিস থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, আমার উপরই দায়িত্ব বর্তেছে ওটাকে উদ্ধার করে নষ্ট করে ফেলার, যাতে করে কোনও অসৎ রেল-কর্মকর্তা বাতিল ম্যাপটা দেখিয়ে কারও সঙ্গে প্রতারণা করতে না পারে। এর মানে হচ্ছে ম্যাপটা তোমার জিম্মায় পাওয়া যাবার কারণে আমি তোমার বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা করতে পারি। ব্যাপারটা বেশ মজার না?'

মাথা খারাপ হয়ে গেল ক্রিসের। অপ্রকৃতিস্থের মত জেলের গরাদ ধরে সজোরে টানাটানি ও চিৎকার করতে লাগল। ওকে ওই অবস্থাতে রেখে ন্যাশ শেরিফ অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে মোটামুটি হৈচৈ পড়ে গেছে। শহরের প্রতিটা বিল্ডিঙের দেয়ালে ক্রিস এভার্টের নামে বের হওয়া পোস্টারটি শোভা পাচ্ছে। ক্রিসের স্যালুনের সামনে অস্ত্র হাতে জড়ো হয়েছে বেশ কয়েকজন শহরবাসী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মনে হচ্ছে। তবে চিন্তা-ভাবনার সময় পেলে ক্রিসের লোকেরা কী করবে তা বলা মুশকিল। শেরিফকে আসতে দেখে ন্যাশ সেদিকে এগিয়ে গেল।

'কী বুঝলে, শেরিফ?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, তবে পরে কী হবে তা বলা মুশকিল।'

'মিজৌরি থেকে ক্রিসকে নিতে আসবে কখন?'

'ওরা তো আগেই রওনা করেছে—আগামীকাল বা পরশু নাগাদ চলে আসতে পারে।'

'তা হলে ওরা না আসা পর্যন্ত আমাদেরকে পাহারা দিয়ে থাকতে হবে।'

'হুম। আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'আমাদের তা হলে আরও লোকের দরকার পড়বে। ক্রিসের লোকেরা এ-মুহূর্তে চুপচাপ আছে বটে, তবে পরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে।'

'লোক আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। অস্ত্র চালাতে জানে, সেইসঙ্গে ক্রিসকে ভয় পায় না... এমন যে-ক'জন ছিল তারা সবাই যোগ দিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে এদেরকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। আমি এখনই ফলসমে মাইকেল মুরকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি—ও নিজে তো আসবেই, সঙ্গে আরও যতজনকে পারে জোগাড় করে আনবে।'

'যাক, কিছুটা হলেও এখন স্বস্তি পাচ্ছি,' শেরিফ বলল। 'তোমাদেরকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব...'

'কেন মিছেমিছি বিনয় দেখাচ্ছ? ধন্যবাদ তো আসলে তোমারই প্রাপ্য। এখন পর্যন্ত তুমি যে সাহসিকতা এবং আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছ তা অনেক শেরিফই হয়তো করত না। তা ছাড়া কাজটা যে আমরা একেবারে নিঃস্বার্থভাবে করছি তা তো না। আমার তো ধারণা এতক্ষণে ইউএস মার্শাল ফিল আর আমার সম্পর্কে সব কথা জেনে গেছ তুমি।'

হাসল শেরিফ। 'পনেরো বছরের পুরনো ফাইল খুঁজছ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তাই ওটা আমিও পড়েছি, তারপর কথা বলেছি ডার্টি মরিসের সঙ্গে। তোমাদের পরিচয় আন্দাজ করে নিয়েছি।'

ন্যাশও হাসল। 'এখন সব ভালয় ভালয় শেষ হলে বাঁচি। আমাকে আবার শীঘ্রি নিউ ইয়র্কে যেতে হবে—আমার বস ইঞ্জিনিয়ার থিওডর জুডাহ জরুরি কাজে ডেকেছেন।'

'ভালয় শেষ হবে কি না জানি না, তবে শীঘ্রি শেষ হবে—এটা হলফ করে বলতে পারি।'

'হা হা, তা যা বলেছ! তবে কী জানো, নিজের ভাগ্যে কী লেখা আছে তা বলতে পারব না, তবে ক্রিস এভার্টের কপালে যে ভাল কিছু নেই—সেটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

# আঠারো

পরের ত্রিশ ঘণ্টা কাটল উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার মধ্য দিয়ে... বিশেষ


বইঘর.কম

করে রাতের সময়টা। এই বুঝি কেউ হামলা করল ক্রিসকে মুক্ত করবার জন্য। পালাক্রমে সারারাত পাহারা দিয়ে কাটাল ওরা। ইতিমধ্যে মাইকেল মুর ফলসম থেকে চারজন পোড় খাওয়া শক্ত লোক নিয়ে এসেছে বলে কাজটা একটু হলেও সহজ হয়েছে।

সবচেয়ে বড় হুমকির নাম অ্যালান জ্যাকম্যান—ক্রিসের দেহরক্ষীদের নেতা। কিছু লোক থাকে তাদের কর্তার প্রতি শতভাগ নিবেদিত; কর্তা ভুল বা অন্যায় যা-ই করুক না কেন, চোখ বন্ধ করে ওরা সমর্থন দিয়ে যাবে... প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করে দেবে। অ্যালান জ্যাকম্যান ঠিক সে-ধরনের একজন মানুষ। ক্রিস ধরা পড়বার কয়েক ঘণ্টা পরেই শেরিফের অফিসে এসেছিল সে, আইনি অনুমতি নিয়ে এসেছিল ক্রিসের সঙ্গে দেখা করবর জন্য, বাধা দেয়া যায়নি। হাজতে ঢুকে প্রায় আধঘণ্টা তার বসের সঙ্গে গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফাসুর করে গেছে। কী নিয়ে আলাপ করেছে কে জানে, কিন্তু জ্যাকম্যান চলে যাবার পর বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে ক্রিস। নিশ্চয়ই কোনও মতলব এঁটেছে।

ন্যাশের পরামর্শ অনুযায়ী হাজত পাহারার পাশাপাশি নজরদারি করা হচ্ছে ক্রিসের র‍্যাঞ্চের উপর। ওখান থেকে সশস্ত্র কোনও দল বেরুলে যেন আগেভাগে খবর পাওয়া যায়। এমনিতে দিনের বেলা কোনও হামলা হবার কথা নয়, কিন্তু পরিস্থিতি যেরকম তাতে জোর গলায় কিছু বলা যাচ্ছে না। হয়তো দেখা গেল ওরা আশা করছে না দেখে দিনের বেলাতেই কিছু ঘটিয়ে বসল জ্যাকম্যান। অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টাই নজর রাখতে হচ্ছে ওখানে।

এর মাঝে আরেক চাল চেলেছে ন্যাশ আর ফিল। ব্যাঙ্কে গিয়ে ম্যানেজারকে বুঝিয়েছে, ক্রিস এভার্ট ফাঁসিতে ঝুলতে চলেছে... তার পক্ষে কারও দেনা-পাওনা শোধ করা আর সম্ভব নয়। এ-অবস্থায় লোকটার নামে লোনের টাকা ঝুলিয়ে রাখা বোকামি হবে। ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে একটা নোটিশ লিখে

দিয়েছে—পরিস্থিতির বিবেচনায় ক্রিস এভার্টের নামে জারিকৃত লোন বাতিল করা হলো, এবং অনতিবিলম্বে সে-টাকা যেন সে ব্যাঙ্কে ফেরত দেয়; নইলে ব্যাঙ্ক তার সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করতে বাধ্য হবে। নোটিশের একটা কপি পাঠানো হয়েছে র‍্যাঞ্চে, আরেক কপি ন্যাশ আর ফিল নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছে ক্রিসের হাতে। ক্রিসের প্রতিক্রিয়া দেখেই বোঝা গেছে, চালটা ফলপ্রসূ হয়েছে। সব হারানোর ভয়ে ভালই একটা ধাক্কা খেয়েছে ক্রিস। র‍্যাঞ্চেও বেশ কাজে দেবে নোটিশটা। ওটা দেখবার পর র‍্যাঞ্চের বেশিরভাগ কাউহ্যাণ্ড ক্রিসের জন্য লড়াই করবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। হাজার হোক ওরা সবাই তো আর জ্যাকম্যানের মত পাগল নয়, যে-বস টাকা দিতে পারবে কি না তার গ্যারাণ্টি নেই, তার জন্য কে-ই বা জীবনের ঝুঁকি নেবে?

সকাল। বেলা প্রায় এগারোটা।

শেরিফের অফিসের বারান্দায়, কাঠের রেলিঙে দু'পা তুলে দিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসে আছে ন্যাশ। হ্যাট টেনে ঢেকে রেখেছে কপাল আর চোখ, মনে হতে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে ও, আসলে পুরো মাত্রায় সজাগ। জানে, মুহূর্তের অসতর্কতাও ওদের জন্য মারাত্মক বিপদ বয়ে আনতে পারে। পাহারা দিতে দিতে পরিস্থিতি পর্যালোচলনা করছে ও। এখন পর্যন্ত সব কিছু ভাল মতই চলছে। টলে উঠেছে ক্রিসের সিংহাসন, এখন শুধু মাটিতে পড়ে যাবার অপেক্ষা। তবে হ্যাঁ, অ্যালান জ্যাকম্যানের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ওর পক্ষে কী কী করা সম্ভব, তা মনে মনে হিসেব করে বের করার চেষ্টা করছে ন্যাশ।

হঠাৎ দূরে ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে চট করে সোজা হয়ে বসল ও। হ্যাট ঠিক করে হাত বোলাল গানবেল্ট আর পিস্তলে—নিশ্চিত হয়ে নিল সব ঠিকঠাক আছে কি না। খানিক পর দেখা গেল

বইঘর.কম

ঘোড়সওয়ারকে—ওদেরই লোক... পিন্টো। বছর পনেরো বয়সের এক টগবগে কিশোর, ওদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে ন্যাশ ওকে ক্রিসের র‍্যাঞ্চে নজর রাখার কাজ দিয়েছে। পিন্টো মেক্সিকান হলেও শরীরে আংশিক ইণ্ডিয়ান রক্ত রয়েছে। ট্র্যাকিং এবং সার্ভাইল্যান্সে তাই পারদর্শী হয়ে উঠেছে এই বয়সেই।

কাছে এসে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল পিন্টো। মাথাভর্তি চুল, কোনোমতে হ্যাট দিয়ে আটকে রেখেছে। এমনিতে সবসময় হাসি-খুশি থাকলেও এখন চেহারায় উত্তেজনা লক্ষণীয়।

'কী খবর, পিন্টো, সব ঠিক আছে তো?'

'না, সেনিয়র, ঠিক নেই। একটা ঘটনা ঘটেছে।'

'কী ঘটনা? ওরা কি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে একটু আগে র‍্যাঞ্চে জুনিয়র এভার্ট এসেছে।'

'জুনিয়র এভার্ট... মানে ক্রিসের ছেলে জনি?' কপালে ভাঁজ পড়ল ন্যাশের। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে অ্যারিজোনায় চলে গিয়েছিল জনি, তাকে হিসেবে রাখা হয়নি।

'সি, সেনিয়র। এসেই খুব হৈচৈ শুরু করেছে। জ্যাকম্যানের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছে, অনেক গালাগালিও করেছে ওকে। আমি আড়াল থেকে সব কথা শুনেছি। ওরা শহরে আসবে শুনেই ছুট লাগিয়েছি। ভাবলাম খবরটা আপনাদেরকে জানানো দরকার।'

'ভাল করেছ, ওখানে এখন নজর রাখছে কে?'

'সানচেজ আছে, আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড। চিন্তার কিছু নেই।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল পিন্টো।

ওদের কথা শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শেরিফ। ভোর পর্যন্ত পাহারা দিয়েছে সে, এরপর ন্যাশকে দায়িত্ব বুঝিয়ে অফিসেই ঘুমাচ্ছিল। বাইরের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেছে।

'কী হয়েছে? খারাপ কিছু?' জানতে চাইল সে।

'ভাল না খারাপ সেটা পরে বোঝা যাবে, তবে খবর হলো—জনি এভার্ট শহরে আসছে,' বলল ন্যাশ। তারপর ফিরল পিন্টোর দিকে। 'ধন্যবাদ পিন্টো, খবরটা দিয়ে খুব ভাল করেছ। এখন তুমি যেতে পারো। আবার র‍্যাঞ্চেই ফিরবে আশা করি?'

'একটু বাসায় যাব, সেনিয়র। খিদে পেয়েছে, খাওয়াদাওয়া সেরে তারপর যাব।'

'ঠিক আছে। সাবধানে থেকো।'

'বিদায়, সেনিয়র।'

পিন্টো চলে গেলে শেরিফের দিকে ঘুরল ন্যাশ। তাকে গম্ভীর দেখে বলল, 'কিছু ভাবছ?'

'জনি উদয় হওয়ায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয় কি না, সেটাই ভাবছি।'

'আমার তো মনে হয় ভাল হয়েছে,' ন্যাশ বলল। 'বাপের অবর্তমানে ছেলেই সবকিছুর দায়িত্বে থাকবে, আর যা শুনলাম তাতে বোঝা যাচ্ছে অ্যালান জ্যাকম্যানের সঙ্গে জনির সম্পর্ক ভাল না। তা ছাড়া ওর মত অনভিজ্ঞ ছেলের পক্ষে জটিল কোনও প্ল্যান খাড়া করা সম্ভব না, তাই ভয়ের কিছু দেখছি না।'

'আমি ভাবছি জ্যাকম্যানের সঙ্গে গোলমাল করে বেচারা কোনও বিপদে না পড়ে যায়! বাপ যেমনই হোক, তাই বলে তার ছেলের কোনও ক্ষতি হোক—আমি তা চাই না।'

'আমার মনে হয় না জ্যাকম্যান অমন কিছু করবে। জনির কিছু হলে তো ক্রিসই খেপবে তার উপরে।'

'বুঝলাম। আমরা তা হলে কী করব?'

'যা করছিলাম তা-ই। কিছু ঘটাতে চাইলে ওরা ঘটাক। আমরা আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাব না। আপাতত শুধু প্রার্থনা করো, মিজৌরি থেকে রেঞ্জাররা যেন দ্রুত চলে আসে।'

'তা তো করছিই।'

এমন সময় দূরে ধুলোর মেঘ উড়তে দেখা গেল। ট্রেইলটা

এসেছে ক্রিস এভার্টের র‍্যাঞ্চের দিক থেকে। আসছে জনি এভার্ট। তাকে সামলাবার জন্য মনে মনে তৈরি হলো ন্যাশ। শেরিফকে বলল, 'বাপের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে মানা কোরো না।'

'সে কী, জাজের অনুমতি ছাড়াই দেখা করতে দেব?'

'ওটা কোনও সমস্যা না। বলা যাবে মানবিক দিক বিবেচনা করে তুমি দেখা করতে দিয়েছিলে।'

'মানলাম। কিন্তু ওকে দেখা করবার সুযোগ দিয়ে আমাদের কী লাভ?'

'কান পেতে থাকব। জনি মাথা-গরম ছেলে, গলা চড়িয়ে যা-ই বলবে তা-ই শুনতে পাব। হয়তো বা ধারণা পাওয়া যেতে পারে জ্যাকম্যান কী প্ল্যান করছে।'

'এটা অবশ্য মন্দ বলোনি। ঠিক আছে, দেব দেখা করতে।'

'তুমি ভেতরে অপেক্ষা করো। আমি দেখি ফিল কোথায়। ওকে খানিক পরে দরকার হবে এখানটায়।'

# উনিশ

শেরিফের অফিসের সামনে এসে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল জনি এভার্ট। বারান্দায় বসে শান্ত চোখে ওকে জরিপ করল ন্যাশ আর ফিল। হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে। ঘোড়ার লাগাম রেইলে বাঁধল না, বারান্দায় বসা দুজনের দিকে তাকাল না, গটমট করে ঢুকে গেল অফিসে। ঘোড়া বাঁধার দায়িত্ব নিল ওর সঙ্গে আসা এক দেহরক্ষী।

‘বাপের সঙ্গে বনিবনা না হলে কী হবে, ঠিকই বাপের পয়সায় বডিগার্ড নিয়ে ঘুরছে, দেখেছ?’ কনুই দিয়ে ভাইকে গুঁতো দিল ফিল।

‘হুম। চলো, ভেতরে কী ঘটছে দেখে আসি।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ন্যাশ আর ফিল। ঢুকল অফিসে।

কোমরে দু’হাত রেখে উদ্ধত ভঙ্গিতে শেরিফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জনি। কড়া গলায় বলছে, ‘শেরিফ, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখুনি!’

‘জনি, এটা তোমার বাবার র‍্যাঞ্চ না,’ শান্ত গলায় বলল শেরিফ। ‘এখানে তোমার আবদার চলবে না। দেখা যদি করতেই চাও তো জাজ ব্রাউনের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে এসো। তারপর তোমাকে আমি দেখা করতে দেব, তার আগে না।’

‘অত শত বুঝি না,’ গোঁয়ারের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জনি। ‘আমি বাবার সঙ্গে দেখা করব, তুমি যেভাবে পারো ব্যবস্থা করো।’

‘শেরিফ, দেখা করতে দাও,’ বলে উঠল ফিল। ‘বাপের সঙ্গে ছেলে দেখা করবে—ব্যাপারটা মানবিক, আমার মনে হয় না ওতে কোনও সমস্যা হবে। জাজকে পরে সব বুঝিয়ে বললেই হবে। তা ছাড়া আমিও উপস্থিত থাকছি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য।’

কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। ‘তুমি যখন বলছ, তখন অনুমতি দিচ্ছি। তবে জনি, তুমি যখন ক্রিসের সঙ্গে কথা বলবে, মার্শাল ফিল সেখানে হাজির থাকবে।’

‘থাকলে থাকুক। আমি প্রেমালাপ করতে যাচ্ছি না।’

‘জনি!’ ধমকে উঠল ন্যাশ। ‘জিভের লাগাম টানো। বড়দের সামনে কথা বলছ... এমন কিছু কোরো না, যাতে আমরা মনে করি তুমি শিষ্টাচার শেখোনি। ঠিক আছে? যাও এখন, দেখা করো তোমার বাবার সঙ্গে।’

ধমক খেয়ে থতমত হয়ে গেল জনি, এভাবে ধমক খেতে

বইঘর.কম

অভ্যস্ত নয় সে। এক মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পরক্ষণে কটমট করে তাকাল ন্যাশের দিকে, চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চায়। কিন্তু ন্যাশের বরফশীতল চোখের দিকে তাকিয়ে মিইয়ে গেল নিজেই। শেরিফ হাজতের দিকে ইশারা করছে, গলা খাঁকারি দিয়ে চলে গেল সেদিকে। ন্যাশের ইশারা পয়ে ফিলও তার পিছু নিল।

শেরিফের অফিসের ঠিক পিছনেই হাজতখানা—বিশাল একটা কামরায় লোহার শিক দিয়ে বানানো আটটা ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে ওতে। নিজের প্রকোষ্ঠের বিছানায় শুয়ে ছিল ক্রিস, পায়ের শব্দ শুনে উঠে বসল।

'বাবা!' ডাকল জনি।

উঠে দাঁড়াল ক্রিস। ভুরু কুঁচকে বলল, 'জনি? তুমি এখানে কী করছ? কখন এলে সান সিটিতে... কেনই বা এলে? এ-সময়ে এখানে মোটেও ঠিক হয়নি তোমার।'

'আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে,' জনি বলল। 'তুমি সবসময় খোঁটা দাও—আমি নাকি কোনও কাজের না; এবার সেটা ভুল প্রমাণ করব। আমি তোমার জন্য সেরা উকিল ভাড়া করব, বাবা। তোমাকে এই মামলা থেকে খালাস করিয়ে ছাড়ব।'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার জ্যাকম্যানকেই করতে দাও। এটা বড়দের কাজ, তোমার মত কচি খোকাকে দিয়ে এসব কাজ হবে না।'

কথাটা শুনে যেন দপ করে জ্বলে উঠল জনি।

'আমি কচি খোকা? কচি খোকা তো...আসলে কচি খোকাও না, মাথামোটা বলদ হচ্ছে ওই জ্যাকম্যান। কী প্ল্যান করেছে সে, জানো? ওটা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ? বাকি জীবন ফেরারি আসামি হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে তোমাকে। আজ রাতেই নাকি ও তোমাকে গায়ের জোরে মুক্ত করতে আসবে...'

'চুপ করো, জনি!' ধমকে উঠল ক্রিস।

'না, আমি চুপ করব না। তোমার আর জ্যাকম্যানের পাগলামিতে আমাদের পরিবারের সবকিছু ধ্বংস হবে... এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমি জাজের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। এরপর ব্যাঙ্কে যাব। এখন থেকে সবকিছুর মালিক হব আমি। যা হবে, আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে। আর তোমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে আইন অনুযায়ী—যদি দোষী সাব্যস্ত হও সাজা পাবে, নিরপরাধ হলে পাবে মুক্তি। মামলা-মোকদ্দমাতে যত টাকা লাগে আমি খরচ করব, কিন্তু অস্ত্রের জোরে কেউ কিছু করবে, তা আমি মেনে নেব না। কথাটা মাথায় রেখো।'

কথা শেষ করেই ঝড়ের বেগে হাজতখানা থেকে বেরিয়ে গেল জনি। পেছন চেঁচিয়ে উঠল ক্রিস, 'জনি! ফিরে এসো বলছি! কাম ব্যাক, ইউ সান অভ আ...'

তার চিৎকার কানে তুলল না জনি। শেরিফের সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে মৃদু। ক্রিসের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাদানুবাদ পুরোটাই শুনেছে শেরিফ আর ন্যাশ, কিন্তু সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। ফিলও বেরিয়ে এসেছে হাজতখানা থেকে। সবাই অপেক্ষা করতে থাকল জনির সুস্থির হবার জন্য।

একটু পর মুখ খুলল জনি। বলল, 'শেরিফ, আমি জানি আমাকে তোমরা কেউ পছন্দ করো না। তার জন্যে আমিও তোমাদের দোষ দিই না, জ্ঞান হবার পর থেকে সান সিটিকে কম জ্বালাইনি। তবে কথা দিচ্ছি, এখন থেকে চেষ্টা করব নিজেকে ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার। আমার মায়ের কথা তোমার মনে আছে কি না জানি না, আমার নিজেরই অবশ্য বেশি ভাল মনে নেই... নানা-নানীর কাছে শুনেছি তিনি নাকি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ওরা সবসময় চেয়েছে আমি যেন বাবার মত না হয়ে মায়ের মত হই। আগে কখনও বুঝিনি তার গুরুত্ব, এখন বুঝতে পারছি। বাবার অতীত সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি, তাতে আমি

বইঘর.কম

নিজে লজ্জিত। এখন কিছুটা হলেও তার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'খুব ভাল,' শান্ত কণ্ঠে বলল শেরিফ। 'কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবে?'

'বাবার কুপরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে। অ্যালান জ্যাকম্যান আজ রাতে এখানে আক্রমণ করে বাবাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবে। আমি আশা করব তোমরা ওকে ঠেকাবে। বাবার বিচার হওয়া উচিত... আর সেটা আইনসম্মতভাবে।'

কী বলবে ভেবে পেল না শেরিফ, ন্যাশ বা ফিল।

মলিন হাসি ফুটল জনির ঠোঁটে। 'অবাক আমাকে বাবার বিরুদ্ধে যেতে দেখে? এ আসলে বিরুদ্ধাচরণ নয়। ও যে জীবনে অনেক খারাপ কাজ করেছে, তা আমি যেমন জানি, তুমিও জানো। আমি চাই বাবা নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করুক। আমি নিশ্চিত, মা আজ বেঁচে থাকলে একই কথা বলতেন।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আসি তা হলে। জাজের সঙ্গে দেখা করব। ব্যাঙ্কেও যেতে হবে। তোমরা আজ রাতের জন্য তৈরি থেকো।'

বদলে যাওয়া যুবকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ন্যাশ। বলল, 'হাত মেলাও, জনি। আমাকে তুমি চিনবে না, আমার নাম কেভিন ন্যাশ। রেলে চাকরি করি। আজ থেকে আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো।'

'শুনে খুশি হলাম।' হাত মেলাল জনি।

'একটু আগে ধমক দিয়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না।'

'না, করিনি। নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করছি, মাঝে মাঝে কড়া কথা শোনাটা আমার নিজের জন্যই এখন জরুরি।'

'বাবার কিছুই পাওনি তুমি। বুঝতে পারছি তোমার মা কত ভাল মহিলা ছিলেন। প্রার্থনা করি তুমি যেন তাঁর মান রাখতে পারো।'

ন্যাশের আন্তরিক কথা শুনে জনির চোখ আর্দ্র হয়ে এল।

ন্যাশের হাতটা আবেগে জোরে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দ্রুত অফিস থেকে বের হয়ে গেল সে।

'ঠিক যেন একটা বুনো ঘোড়া,' জনির গমনপথের দিকে চেয়ে বলল ন্যাশ। 'ঠিক মত পরিচর্যা আর যত্ন নিলে ও হিরের চেয়েও দামি হয়ে উঠবে।'

'ঠিকই বলেছ,' শেরিফ মাথা ঝাঁকাল। 'বাপের ছায়ায় থাকাতে এতদিন বোঝা যায়নি ওর সত্যিকার চরিত্র। বেচারা!'

ঘুরল ন্যাশ। 'জনি আমাদের অনেক বড় উপকার করে দিয়ে গেল। এখন আমরা জানি কখন হামলা হবে। রাতের জন্য এখুনি প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভাল। কী বলো?'

'তা তো বটেই,' ফিল বলল। 'আমি মুরকে জানিয়ে দিচ্ছি। বাকিদেরকেও। হাতে সময় বেশি নেই, রাত নামার আগে যতটা সম্ভব বিশ্রামও নিয়ে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, যাও। আমি এখানেই থাকছি। সন্ধ্যায় দেখা হবে।'

ফিল চলে গেলে প্রিজন সেলের একটিতে গিয়ে আয়েশ করে শুয়ে পড়ল ন্যাশ। 'শেরিফ, আমাকে ঘণ্টাতিনেক পরে ডেকে দিও,' বলল ও।

খানিক পরেই ডুবে গেল ঘুমে।

# বিশ

রাত নেমেছে। ঢিমে তালে গড়িয়ে চলেছে সময়।



বইঘর.কম
রক্ষক

ঘটনাবিহীনভাবে। মাঝরাত পেরুল... একসময় তিনটা বাজল।

কয়েকটা বাড়ির সামনে মৃদু আলোর লণ্ঠন জ্বললেও অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারকে দূর করতে পারছে না সেই আলো। দৃষ্টিসীমা সংকুচিত হয়ে আছে। তবে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকায় ন্যাশ আর ফিলের চোখ কিছুটা হলেও সয়ে এসেছে। সমস্যা করছে মশা, একেকটার সাইজও সেরকম! একেবারে ডাকাত মশা! চুপচাপ বসে থাকার উপায় নেই, কিছুক্ষণ পরপর হাত-পা নাড়তে হচ্ছে।

'শালার মশা! আজ গুলি না খেলেও রক্ত হারিয়ে মরব মনে হচ্ছে,' বিরক্ত গলায় হঠাৎ ফিসফিসাল ফিল।

'সেটাই,' সায় দিল ন্যাশ। 'তবে ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে যদি ওরা আজ না আসে।'

'প্লিজ, অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না। আরেকদিন মশার কামড় খেতে পারব না। যা হবার আজই হয়ে যাক।'

নিচু গলায় হাসল ন্যাশ। 'আমি ভাবছি মুর কী করছে। ক্রিসের সঙ্গে একই সেলে এতক্ষণ থাকার চেয়ে আমি বরং মশার কামড় খেতে রাজি আছি।'

'হা হা! কথাটা কিন্তু ভাল বলেছ! ভাল কথা, ক্রিস তো চেষ্টা করবে কোনও না কোনও ভাবে জ্যাকম্যানকে সতর্ক করে দেবার। সেটা কীভাবে ঠেকাচ্ছে ওরা?'

'শেষবার যখন দেখলাম মুর ক্রিসের মুখ বেঁধে রেখেছিল, সুতরাং চিন্তার কিছু নেই, আপাতত সে বোবা। তা ছাড়া মুর তো একা নয়, ওর সঙ্গে আরও তিনজন আছে। ভুলচুক হবার সম্ভাবনা কম।'

'তা-ই যেন হয়...'

ফিল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ন্যাশ ওকে ঠোঁটে আঙুল তুলে থামিয়ে দিল। রুদ্ধশ্বাসে কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর ঘুঘুর ডাক শুনতে পেল দুজনে। ওটা পিন্টোর সঙ্কেত...

নিশ্চয়ই কাউকে আসতে দেখেছে। আন্দাজ করল ন্যাশ, বারো-চোদ্দজনের দল। আরও বেশি হলে পেঁচার ডাক দেবার কথা ছিল। পিন্টো দক্ষ হরবোলা, জানা না থাকলে ওটাকে সত্যিকার ঘুঘুর ডাক বলেই মনে হতে পারে। আশা করা যায় শত্রুপক্ষ ধোঁকাটা খেয়েছে।

আশপাশে তাকিয়ে বাকি সবার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করল ওরা। ঠিকমত দেখতে না পেলেও আশা করছে সবাই তৈরি হয়ে রয়েছে। হঠাৎ করে ন্যাশের খুব সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হলো। টেনশন... আর কিছু না। পাঁচ মাস হলো সিগারেট ছেড়েছে, কাজটা সহজ ছিল না, এখন আবার ওটা শুরু করার কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া সিগারেটের আগুনে ওদের অবস্থানও ফাঁস হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে ইচ্ছেটা দূর করল ও।

ধীরে ধীরে শত্রুপক্ষের অবয়ব প্রকট হতে শুরু করল আঁধারের মাঝে। যা ভেবেছে তাই—পনেরো জন এসেছে। সাবধানে ঘিরে ফেলছে শেরিফের অফিস ঘিরে ফেলছে, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ চাপা দেবার জন্য হাঁটছে অফিসের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খড়ের উপর দিয়ে। ঠিক এটাই আশা করেছিল ন্যাশ আর ফিল। নিঃশব্দ হাসি ফুটল দুজনের ঠোঁটে। লোকগুলোর জানা নেই সামনে কী চমক অপেক্ষা করছে!

শেরিফের অফিস প্রায় পুরোপুরি ঘিরে ফেলেছে ওরা। পিস্তল হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল কয়েকজন। আর দেরি করা যায় না, তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিয়ে উঠল ন্যাশ। সঙ্গে সঙ্গেই একটি আগুন লাগানো তীর শেরিফের অফিসের পাশের খড়গুলোয় গিয়ে পড়ল। খটখটে শুকনো খড়গুলো দপ করে জ্বলে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। দূর থেকে দেখে মনে হলো কেউ যেন শেরিফের অফিসের চারপাশে আগুনের একটি রক্ষণব্যূহ তৈরি করেছে।

চমকে গেছে হামলাকারীরা। লাফালাফি করে সরে গেল

শেরিফের অফিসের চারপাশ থেকে। না, আগুনে পুড়ে ক্ষতি হয়নি কারও, কিন্তু দেখা দিয়েছে অন্য একটা সমস্যা। দূর থেকে এখন পরিষ্কার ওদের দেখা যাচ্ছে।

এতক্ষণ যারা ঘাপটি মেরে শহরের বিভিন্ন কোণে অবস্থান নিয়ে ছিল প্রায় একসঙ্গে সবাই যার যার অস্ত্রের হ্যামার সশব্দে টেনে নিল। তার পর পরই শোনা গেল শেরিফের গলা।

'জ্যাকম্যান, তোমার লোকদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলো। আমরা অনেকে তোমাদের ঘিরে আছি, কোনও বোকামি কোরো না। আমি অযথা রক্তপাত ঘটাতে চাই না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে হামলাকারীরা। শেরিফের হুমকিতে ওদের মনোবল আরও নড়বড় করে দিয়েছে। বিশেষ করে জ্যাকম্যানকে নাম ডাকায় ওর সঙ্গীরা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, কারণ বুঝতে পারছে ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। এখানে উল্টোপাল্টা কিছু ঘটালে তাদের নামে হুলিয়া বের করতে অসুবিধে হবে না।

সবার মুখে কাপড় দিয়ে বাঁধা থাকলেও জ্যাকম্যানকে বেশ সহজেই চেনা গেল। সে-ই মুখ খুলল 'আমরা আত্মসমর্পণ করছি, তবে গ্যারান্টি দিতে হবে—আমাদের কিছু হবে না।'

কথা বলতে বলতে চারদিকে তাকিয়ে শেরিফের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে সে। তবে অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না।

'আমি কথা দিচ্ছি, শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলে কিচ্ছু হবে না তোমাদের। বিচারের সময় জাজকেও জানাব, তোমরা সহযোগিতা করেছিলে। এবার অস্ত্র ফেলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অস্ত্র ফেলে দু'হাত উপরে তুলল। কিন্তু জ্যাকম্যানসহ বাকিরা তখনও অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো। হাবভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার লক্ষণ স্পষ্ট। ন্যাশ বুঝতে পারল, জ্যাকম্যান আত্মসমর্পণ করবে না। তার মত লোককে ওর ভাল করেই চেনা আছে—প্রয়োজনে জান দেবে, তবু হার মানবে না।

লোকটার মনোযোগ শেরিফের কাছ থেকে ওর দিকে ফেরাবার জন্য ও বলে উঠল, 'জ্যাকম্যান, আমি ন্যাশ বলছি। আর দশ সেকেণ্ড সময় পাবে, অস্ত্র ফেলে দাও।'

পই করে ঘুরল জ্যাকম্যান, ন্যাশের কণ্ঠের উৎস লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।তারপর ছুট লাগাল শেরিফের অফিসের পিছন দিকে। এবার একসঙ্গে সব অস্ত্র গর্জে উঠল। পুরো এলাকা গুলির শব্দে কেঁপে উঠল। অফিসের পিছনে পৌঁছুতে সফল হলো শুধু জ্যাকম্যানসহ তিনজন কাউহ্যাণ্ড। বাকিরা ঘায়েল হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কপাল ভাল, যারা ইতোমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের কেউ আহত হয়নি। গোলাগুলি শুরু হতেই তারা শুয়ে পড়েছে মাটিতে।

'যাক, নিরস্ত্র কেউ মারা গেল না,' ভাবল ন্যাশ।

এমন সময়ে অফিসের পিছন থেকে আবার গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল। বোঝা গেল, মুর ও তার সঙ্গীরা ওখানে আক্রমণ করেছে।

বাকিদের যার যার অবস্থানে থাকতে বলল ন্যাশ, তারপর ফিলকে নিয়ে ঘুরপথে এগোল শেরিফের অফিসের পিছনে। এখনও থেমে থেমে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। জ্যাকম্যান ও তার সাগরেদরা সবাই ঘায়েল হয়নি। অন্তত দুজন এখনও জীবিত।

হামাগুড়ি দিয়ে অফিসের পিছনে পৌঁছুল ন্যাশ আর ফিল। মাথা তুলে নিশ্চিত হয়ে নিল, লাইন অভ ফায়ারের মাঝখানে নাক জাগাচ্ছে কি না। ক্রসফায়ারে পড়ে মারা যেতে চায় না। দেখা গেল, নিরাপদ দূরত্বেই পৌঁছেছে। ভাল করে আরেকটু দেখল। যা ভেবেছে তা-ই... দুজন জীবিত... জ্যাকম্যান আর আরেকজন। ধীরে ধীরে আরেকটু এগোল ওরা।

কাছে গিয়ে ন্যাশ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'খেল খতম, জ্যাকম্যান। মিছেমিছি লড়ে আর লাভ নেই। হার মেনে নাও।'

চমকে উঠল জ্যাকম্যান। ধীরে ধীরে ঘুরল ওদের দিকে। ডান

কাঁধ আর পায়ে গুলি খেয়েছে সে। তার সঙ্গীর অবস্থাও খারাপ। তাই বলে তেজ কমেনি। খিস্তি করে পিস্তল তুলল দুই ভাইয়ের দিকে।

বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রতায় একসঙ্গে গুলি করল ন্যাশ আর ফিল। বুকে-পেটে আঘাত পেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল জ্যাকম্যান ও তার সঙ্গী। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এগিয়ে গিয়ে লাশদুটো পরীক্ষা করল ন্যাশ আর ফিল। তারপর আলগোছে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল আলোয়। মন বিষণ্ন। জ্যাকম্যান ও তার সঙ্গী আদপে খারাপ মানুষ ছিল কি না জানে না, স্রেফ ভুল আদর্শ এবং ভুল পক্ষ বেছে নেয়ায় প্রাণ হারাল। নিষ্ঠুর এই পশ্চিমে এরকম ঘটনা অহরহই ঘটে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া সহজ।

ইতিমধ্যে শহরের সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ভোর হবার বেশি বাকি নেই বলে কারও মধ্যেই ঘরে ফেরার তাড়া দেখা গেল না। হিসেব করে দেখা গেল, হামলাকারীদের আটজন মারা গেছে, আহত হয়েছে তিনজন। আহতদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে, এদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক—হয়তো বাঁচবে না। অক্ষত অবস্থায় আটক হয়েছে পাঁচজন, গ্রেফতার করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাজতে। শহরের বাহিনীর দু'জন আহত, তবে ওদের আঘাত মারাত্মক নয়। তবে ওরা জীবনে এই প্রথম গুলি খেয়ে ভয় পেয়েছে, কাতরাচ্ছে ব্যথায়।

মুরকে দেখা গেল—ঘুরে বেড়াচ্ছে রাইফেল হাতে। ওদেরকে দেখে মুচকি হেসে এগিয়ে এল। ওর চোখমুখ খুশিতে চকমক করছে। বোঝা গেল, লড়াইটা বেশ উপভোগ করেছে সে।

'কী, খুব মজা পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ফিল।

'আরে দূর!' কপট অসন্তুষ্টি দেখাল মুর। 'দারুণ একটা ফাইট আশা করেছিলাম, কিন্তু শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল!'

'তা হলে তোমাকে এত খুশি দেখাচ্ছে কেন?'

'দেখাচ্ছে নাকি? আশার চেয়ে কম হলেও লড়াইটা মন্দ হয়নি কি না! শুধু অস্ত্র না, মাথাও খাটাতে হয়েছে। অনেক দিন পর যুদ্ধের স্বাদ পেয়ে নিজেকে আবার জীবন্ত মনে হচ্ছে, বুঝলে?'

'বুঝেছি। কিন্তু আর্থারের হাতে-পায়ে গুলি লাগল কীভাবে, বলো তো।'

'আমি কী করে বলব? গোলাগুলির সময় এত ব্যস্ত ছিলাম যে খেয়ালই করিনি...' বলতে বলতেই চোখ টিপল মুর।

'খেয়াল করোনি, না? কিন্তু ক্রিস এভার্ট যে বলছিল গোলাগুলির পুরো সময়টা ও মেঝেতে শুয়ে ছিল... বাইরে থেকে গুলি লাগার সুযোগই ছিল না। ওর ধারণা, ভেতরের কেউই গুলি করেছে।'

'আসলে... কী জানো... বয়স হয়েছে তো, হাত কেঁপে গুলিগুলো একটু এদিক-ওদিক হলেও হতে পারে...'

'আহা রে! ত্রিশেই আমাদের মুর বুড়ো হয়ে গেছে...' ফিল ফোড়ন কাটল।

ভোরের ঠাণ্ডা আরামদায়ক বাতাসে দাঁড়িয়ে তিনজনে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। ওদের পেছনে দূরের পুবাকাশে রক্তিম আভা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

## একুশ

একদিন পরের কথা।

সান সিটি স্টেশনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে।



বইঘর.কম
রক্ষক

গতকাল সন্ধ্যার পর মিজৌরি থেকে তিন জন রেঞ্জার চলে এসেছে ক্রিসকে নিয়ে যাবার জন্য। হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে স্টেশন মাস্টারের রুমে বসে আছে। গত দুদিনে একেবারে ভেঙে পড়েছে সে। খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়ির কারণে অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে। পরাজিত মানুষের মত চুপ মেরে গেছে সে। কিছুক্ষণ আগে জনি কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্রিস এভার্ট টুঁ শব্দও করেনি। মাথা নিচু করে বসে ছিল। ট্রেন ফলসম্ থেকে আসছে। রেঞ্জাররা আর্থারকে নিয়ে আগে স্যাক্রামেন্টো যাবে, সেখানে কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে। সেগুলো সেরে পরে মিজৌরির দিকে রওনা হবে।

মুর, ফিল, ন্যাশ... ওরা সবাই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। না, আর কোনও আক্রমণের আশঙ্কা করছে না ওরা। আসলে মুর এবং ফিলও একই ট্রেনে স্যাক্রামেন্টো পর্যন্ত একসঙ্গে যাবে। এরপর মুর যাবে ক্যালিফোর্নিয়া আর ফিল যাবে নিউইয়র্কে। ন্যাশেরও যাবার কথা ছিল। তবে পথে আরেক জায়গা হয়ে যেতে হবে ওকে, মিলবে কারসন সিটিতে গিয়ে। সেখানে ওর বিশেষ কাজ আছে। ওরা ছাড়াও শেরিফ এবং শহরের অন্যান্য অনেকেই স্টেশনে ভিড় করে আছে। ক্রিস এভার্টকে শেষবারের মত দেখে নিতে চায়। চায় লোকটার পতনের পেছনে থাকা নায়কদেরকেও দেখতে। সবার জন্যই এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

'তা হলে মুর... আপাতত বিদায়।' মুরের সঙ্গে হাত মেলাল ন্যাশ।

'হ্যাঁ, আপাতত। আশা করি খুব শীঘ্রি আবার দেখা হবে। নিউইয়র্কের কাজ সেরেই দ্রুত চলে এসো। আর এর মাঝে নতুন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ো না। আমি থাকছি না কিনা...'

হেসে উঠল ন্যাশ। 'ঠিক আছে, চাচাজান!' ফোড়ন কাটল ও।

‘ভাল কথা, তুমি আর ফিল মিলে জমি বিক্রির টাকাগুলো রেলওয়ে ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে জমা করে দিয়ো। সেজন্যে যদি সময় লাগে তো প্রয়োজনে দু-একদিন স্যাক্রামেন্টোতে থেকে কাজটা করবে। ঠিক আছে?’

‘যা করার আমাকেই করতে হবে, ন্যাশের মনোযোগ তো অন্য দিকে। ব্যস্ত থাকবে ও।’ ঠাট্টা করল ফিল। ‘আর আমি কারসন সিটিতে যেতে যত দেরি করব, ততই ওর জন্য ভাল। র‍্যাচেলের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারবে।’ চোখ টিপল ও।

‘হা হা হা,’ দরাজ গলায় হাসল মুর। ‘বলি কী... তোমরা দুজনেই এখন থিতু হবার চিন্তা করো। বিয়ে করে ফেলো। সংসারী হও।’

‘আগে নিজের কথা ভাবো,’ ন্যাশ বলল। ‘বয়স তোমারও তো কম হলো না।’

একসঙ্গে হাসল সবাই।

এমন সময় ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। একে একে সবার কাছ বিদায় নিল ওরা।

ফিলকে পাশে ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে ন্যাশ জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন বোধ করছ? সব ঠিক আছে?’

‘বুঝতে পারছি না, কেমন জানি হালকা হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে আমার কাঁধ থেকে বিশাল কোনও ওজন নেমে গেছে।’

‘তোমার অনুভূতি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি। তোমাকে নিয়ে আমি সত্যিই গর্বিত, ফিল। আমি নিশ্চিত, মামা-মামীও স্বর্গে বসে তোমাকে নিয়ে গর্ব করছে।’

‘তুমি সাহায্য না করলে ব্যাপারটা সম্ভব হতো না, ন্যাশ। ধন্যবাদটা আসলে তোমারই প্রাপ্য। সবচেয়ে বড় কথা, ধৈর্য ধরার ব্যাপারে তুমি যা বলেছিলে তা যে কতটুকু সঠিক তা পুরোপুরি উপলব্ধি করত পারছি। আসলেই... প্রতিশোধ যত ঠাণ্ডা হয়, ততই মধুর হয়।’

বইঘর.কম

'হুম, এখন ট্রেনে উঠে পড়ো। তিন দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। গুড বাই।'

'ঠিক আছে, গুড বাই।'

ট্রেন হুইসল বাজিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবার পর ওরা সবাই স্টেশন থেকে বের হয়ে পড়ল। ন্যাশ আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, ফলে বের হয়েই ঘোড়ায় চড়ে বসল। শেরিফকে বিদায় জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শেরিফের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে বুঝল, ভেতরে ভেতরে লোকটা মন খারাপ করে আছে। বিদায় জিনিসটা আসলেই কষ্টকর—সেটা উপলব্ধি করল সঙ্গে সঙ্গে।

ছোট ছোট কিছু ছেলে মেয়ে ন্যাশের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে। কয়েকটা কুকুরও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে পিছে ফেলে শহর থেকে বেরিয়ে এল ন্যাশ। ছুটছে উত্তর দিক বরাবর। অনেক দূরে কারসন সিটিতে বসে ওর জন্য একজন অপেক্ষা করছে।

**—জুনায়েদ কবীর**